শব্দার্থে
আল কুরআনুল মজীদ
৪র্থ খণ্ড
অনুবাদক
মতিউর রহমান খান

ভূমিকা

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

বাংলা ভাষায় এ পর্যন্ত পবিত্র কোরআন মজীদের বেশ কয়েকটি সরল অনুবাদ ও তাফসীর প্রকাশিত হয়েছে। এসব অনুবাদ ও তাফসীরের মাধ্যমে পবিত্র কোরআনের মৌলিক শিক্ষা জানা অনেকাংশে সহজ হয়েছে। তবে যারা দ্বীনি মাদ্রাসায় প্রাথমিক পর্যায়ে অধ্যয়ন করছেন অথবা ইংরেজী শিক্ষিত হওয়া সত্বেও দ্বীনের দায়ী হিসেবে আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে দ্বীনের দাওয়াত পৌছা দিচ্ছেন তাদের জন্য সরাসরি আরবী শব্দ বুঝে পবিত্র কোরআনের ভাবার্থ অনুধাবন করার মত তর্জমার অভাব রয়েছে। এ দিকে লক্ষ্য রেখে আজ হতে প্রায় ১৫ বছর পূর্বে পবিত্র কোরআনের শাব্দিক তর্জমার কাজ শুরু করি। প্রায় ১৫ বছরের মেহনতের পর মহান আল্লাহ তৌফিক দিয়েছেন এ কাজ সম্পূর্ণ করার। এ কাজে সব থেকে বেশী সহায়তা পেয়েছি আমার কর্মজীবনের শ্রদ্ধেয় সহকর্মী মোহাদ্দেস ও মোফাস্‌সেরগণের যারা আল-আজহার, দামেস্ক, খার্তুম, পবিত্র মক্কা ও মদীনা শরীফের বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে পড়াশুনা করেছেন। মহান আল্লাহ তাদেরকে যথাযোগ্য প্রতিফল দিন। যে সব তাফসীর ও তর্জমার সহযোগিতা নিয়েছি তার মধ্যে রয়েছে মিশরের প্রখ্যাত মোফাস্‌সের মুফতী হাসানাইন মখলুফের কালিমাতুল কোরআন, তাফসীরে জালালাইন, তাফসীরে ইবনে কাসীর, সাফাওয়াতুত তাফসীর মাআরেফুল কোরআন, তাফসীরে আশরাফী, শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান ও শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাব্বির আহমাদ ওসমানীর তাফসীর ও তর্জমায়ে কোরআন। মূলতঃ পবিত্র কোরআনের শাব্দিক তর্জমা করার অনুপ্রেরণা পেয়েছি হযরত মাওলানা শাহ রফিউদ্দিন সাহেবের উর্দূ শাব্দিক তর্জমা পড়ে। আমার এ তর্জমার মূল অবলম্বন তাঁর এই বিখ্যাত শাব্দিক তর্জমা। এছাড়া মক্কা শরীফের উম্মুল ক্বুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ডঃ আব্দুল্লাহ আব্বাস নদভীর Vocabulary of the Holy Quran, মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর মুহসীন খানের Interpretation of the Noble Quran (এতে তাবারী, ইবনে কাসীর ও আল কুরতুবীর সার সংক্ষেপ রয়েছে) ও অধ্যাপক ইউসূফ আলীর The Quran. Translation and Commentry এ তর্জমার ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে কাজ করেছে। তবে শাব্দিক তর্জমা দ্বারা অনেক সময় পবিত্র কোরআনের আয়াতগুলোর মূল বক্তব্য অনুধাবন সম্ভব নয়। তাই শব্দার্থের সাথে প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী (রঃ) -এর তর্জমায়ে কুরআন হতে সূরার নামকরণ, শাণে নুজুল, বিষয়বস্তু, ভাবার্থ ও টিকা সংযোগ করেছি যাতে মর্মার্থ বুঝতে অসুবিধা না হয়। শব্দার্থ থেকে ভাবার্থ অনুধাবনের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে। যেমন- (১) কোন কোন শব্দের এক জায়গায় এক অর্থ অন্য জায়গায় অন্য অর্থ করা হয়েছে। স্থান ও প্রসঙ্গ ভেদে অর্থের এ বিভিন্নতা হতে পারে। অনেক সময় ঐ শব্দের আগে বা পরে কিছু সহকারী শব্দ আসার কারণেও এ পরিবর্তন আসতে পারে। (২) কোন কোন আরবী শব্দের নীচে আদৌ কোন বাংলা অর্থ নেই। অনেক সময় এধরণের শব্দ, বাক্য গঠনের পূর্বে ব্যবহার করা হয়, এর কোন পৃথক অর্থ থাকে না, পূরা বাক্যের উপরই এর অর্থ প্রকাশ পায়। (৩) যে সব ক্ষেত্রে দুইটি আরবী শব্দ মিলে একটা বাংলা শদ হয়েছে সেখানে আরবী শব্দ দুটোর নীচে মাঝখানে বাংলা প্রতিশব্দটি সেট করা হয়েছে। (৪) কোন কোন শব্দের নীচে বা আগে -পরে বাংলা শব্দ দেওয়ার পর বন্ধনীর মধ্যে আরও কিছু শব্দ যোগ করা হয়েছে, যাতে অর্থটি আরও স্পষ্ট হয়ে যায়। (৫) পবিত্র কোরআনে আখিরাতের বিশেষ বিশেষ ঘটনা বর্ণনার ক্ষেত্রে অতীত কাল ব্যবহার করা হয়েছে- এগুলো এমন, যেন ঘটনাটি ঘটেই গিয়েছে। এতে আর কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এভাবে আখিরাতে, ভবিষ্যতে ঘটবে এমন কিছু কিছু বিষয়ে পবিত্র কোরআনে ক্রিয়ার অতিত কাল ব্যবহার হলেও তর্জমায় ভবিষ্যত কাল (অর্থাৎ এমন ঘটবেই) ব্যবহার করা হয়েছে। মোটকথা, পবিত্র কোরআনের অর্থ শিক্ষার ক্ষেত্রে শব্দার্থের সাথে মর্মার্থ অবশ্যই পড়তে হবে। এছাড়া সূরার নামকরণ, শাণে নুজুল, ঐতিহাসিক পটভূমিকা ও বিষয়-বস্তু পড়ার পর পবিত্র কোরআনের আয়াতগুলো অর্থসহ অধ্যয়ন করতে হবে। এভাবে কমপক্ষে দু-তিন পারা বুঝে পড়তে পারলে অন্যান্য অংশের অর্থ অনুধাবন করা সহজ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। এর পরও গভীর ভাবে কোরআন মজীদ অনুশীলনের জন্য কোন নির্ভরযোগ্য তাফসীরের সাহায্য নেয়া প্রয়োজন। তবে পবিত্র কোরআন অনুশীলনের জন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হল বাস্তব ময়দানে দ্বীনের দাওয়াত পেশ ও নিজের জীবনে তা বাস্তবায়ন করা। এভাবে পবিত্র কোরআনের মর্মার্থ তার অনুশীলনকারীর সামনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে এর তৌফিক দান করুন।

সবশেষে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে সীমাহীন শুকরিয়া আদায় করছি যিনি আমাকে এ কাজের তৌফিক দান করেছেন। এতে যা কিছু অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি হয়েছে তার জন্য তাঁরই কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। আর এ প্রচেষ্টাকে তিনি যেন আমার নাযাতের অসিলা বানান-এ দোয়াই করছি।

মতিউর রহমান খান
জেদ্দা

সূচী পত্র

সূরার নাম্বার ও নাম	পারা	পৃষ্টা নম্বর
১১। সূরা হুদ	১১-১২	৫
১২। সূরা ইউসুফ়	১২	৩৫
১৩। সূরা আর-রাদ	১৩	৬৫
১৪। সূরা ইবরাহীম	১৩	৭৯
১৫। সূরা আল-হিজর	১৩-১৪	৯২
১৬। সূরা আন-নাহল	১৪	১০৩
১৭। সূরা বনী ইসরাঈল	১৫	১৩০
১৮। সূরা আল-কাহাফ	১৫	১৫৪

সূরা হুদ

নাযিল হওয়ার সময়কাল

এ সূরায় আলোচিত বিষয় বস্তু সম্পর্কে চিন্তা করলে মনে হয় যে, ঠিক যে সময়ে সূরা ইউনুস নাযিল হয়েছিল, প্রায় সে সময়েই এ সূরা নাযিল হয়েছে। এমন কি, দুটি সূরাই কাছাকাছি সময়ে নাযিল হওয়াও অসম্ভব কিছু নয়। কেননা মূল ভাষণের বিষয়বস্তু একই ধরণের। অবশ্য এ সূরায় যে সব বিয়য়ে তাম্বীহ (সাবধান) করা হয়েছে, তাতে বিশেষ কঠোরতা অবলম্বন করা হয়েছে।

হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত আবুবকর (রাঃ) নবী করীম (সঃ) নিকট আরজ করলেনঃ আমি দেখতে পাচ্ছি, আপনি ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধ হয়ে যাচ্ছেন, এর কারণ কি? জবাবে নবী করীম (সঃ) বললেনঃ সূরা হুদ ও তার সমবিষয়ক সূরা গুলিই আমাকে বৃদ্ধ করে দিয়েছে।

এ হতে ধারণা করা যায়, নবী করীমের পক্ষে কত কঠোর ছিল সেই সময়টি, যখন একদিকে কাফের কুরাইশরা নিজেদের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র দ্বীন ইসলামের দাওয়াতকে চূর্ণ ও খতম করার জন্যে ব্যবহার করছিল, আর অপর দিকে আল্লাহতা'আলার নিকট হতে পর পর নানাবিধ কঠোর ভাষার তাকীদ ও তাম্বীহ আসছিল, এরূপ অবস্থায় রসূলে করীম (সঃ) প্রতি মুর্হুতে ভয় পাচ্ছিলেন, ভয়ে দ্রবীভূত হচ্ছিলেন যে, কোন সময় না জানি আল্লাহতা'আলা কোন জাতিকে কঠিন আযাবে নিক্ষেপ করেন। প্রকৃত পক্ষেই এ সূরা পাঠ করার সময় অনুভূত হয়, যেন এক মহা প্লাবনের বাধ এখনি ভেঙ্গে যাবে। আর এ বন্যার গ্রাসে যে জনতা পড়বে, তাদের শেষ বারের মত হুশিযার করে দেয়া হচ্ছে।

বিষয়বস্তু ও আলোচনা

এই মাত্র যেমন বলা হয়েছে, সূরা ইউনুসের যা বিষয়বস্তু, এই সূরার বিষয়বস্তুও তাই অর্থাৎ দাওয়াত, নানাভাবে বুঝানো, হুশিয়ার ও তাম্বীহ করা। তবে পার্থক্য এতটুকু যে, দাওয়াত এখানে সূরা ইউনুস অপেক্ষা সংক্ষিপ্ত। নানা ভাবে বুঝানো হলেও তাতে যুক্তি ও প্রামাণ কম, ওয়াজ ও নসীহত বেশী। হুশিয়ারীমূলক কথা ব্যাপক ও অত্যন্ত জোরালো। এই সূরায় দাওয়াত দেয়া হয়েছেঃ নবীর কথা মানো, শেরক পরিত্যাগ কর, সব কিছুর দাসত্ব ও বন্দেগী পরিত্যাগ করে কেবল এক আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দাহ হয়ে থাক। নিজেদের বৈষয়িক জীবনের গোটা ব্যবস্থাকেই পরকালীন জবাব দিহির অনুভূতির ভিত্তিতেই গড়ে তোল। হুশিয়ার ও সতর্ককরা হয়েছে এই বলে যে, আল্লাহর আযাব আসতে যে বিলম্ব হচ্ছে তা আসলে আল্লাহর দেয়া অবকাশ মাত্র। আল্লাহতাআলা নিজের অসীম অনুগ্রহেই এই অবকাশ দান করেন। এ অবকাশের মধ্যে তোমরা যদি সাবধান হয়ে না যাও, তাহলে এমন আযাব আসবে যা কেউই রোধ করতে বা দূর করতে পারবে না। তার পরিণামে মুষ্টিমেয় ঈমানদার লোক ছাড়া তোমাদের গোটা জাতি ও জনতাকেই নির্মূল করে দেয়া হবে।

এ বিষয়টি ব্যক্ত করার জন্যে সরাসরি সম্বোধন করে কথা বলা অপেক্ষা নূহ, আদ, সামূদ, লুত,মাদায়েনবাসী এবং ফিরাউনের জাতি ও লোকজনের ঘটনা ও কাহিনী বলেই উদ্দেশ্য হাসিল করা হয়েছে বেশীরভাগে। এসব কাহিনী ও ঘটনায় যে কথাটি বিশেষভাবে বলা হয়েছে তা এই যে, আল্লাহ যখন কোন বিষয়ে চূড়ান্ত ফায়সালা করে ফেলতে চান, তখন তিনি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ নীতিতেই তা করেন। সে ক্ষেত্রে বিন্দু পরিমানও কারো প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা হয় না, কাউকেও এক বিন্দু খাতির করা হয় না। কে কার পুত্র, কার নিকটাত্মীয়, তা তখন কিছুমাত্র লক্ষ্য করা হয় না। তখন আল্লাহর রহমত কেবল তারাই পায়, যারা সত্যের পথ অবলম্বন করে চলতে শুরু করেছে। নতুবা, আল্লাহর গযব হতে না কোন নবীর পুত্র রক্ষা পেয়েছে, না কোন নবীর স্ত্রী। শুধু তাই নয়, ঈমান ও কুফরের মধ্যে যখন চূড়ান্ত ফায়সালা করা হয়, তখন দ্বীন ইসলামের প্রকৃতি স্বতঃই দাবী করে যে, স্বয়ং মুমিনও যেন পিতা ও পুত্র, স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্ক ভুলে যায় এবং আল্লাহর ইনসাফের তরবারির ন্যায় সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হয়ে সত্য-দ্বীনের আত্মীয়তা ছাড়া আর সব সম্পর্ককেই ছিন্ন করে দেয়। এরূপ অবস্থায় রক্ত ও বংশের সম্পর্ক বা আত্মীয়তাকে এক বিন্দুও গুরুত্ব দেয়া ইসলামের বিপ্লবী ভাবধারার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। মক্কার মুহাজির মুসলমানগণ এর তিন চার বছর পর বদর যুদ্ধে এ শিক্ষারই বাস্তব নমুনা দেখান দুনিয়ার সামনে।

اٰيَاتُهَا ١٢٣ سُوْرَةُ هُوْدٍ مَّكِّيَّةٌ رُكُوْعَاتُهَا ١٠

১০ তার রুকু (সংখ্যা) মক্কী হূদ সূরা ১২৩ তার আয়াত (সংখ্যা)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহর নামে (শুরু করছি) অশেষ দয়ালু অতীব মেহেরবান

الٓرٰ قف كِتٰبٌ اُحْكِمَتْ اٰيٰتُهٗ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ ۝١ اَلَّا

আলীফ-লাম-রা | (এই) কিতাব | সুপ্রতিষ্ঠিত করাহয়েছে | তার আয়াত সমূহ | এরপর | বর্ণিত | পক্ষহতে | (এমন সত্তার যিনি)প্রজ্ঞাময় | পূর্ণ অবহিত | (হুকুম হল) যে না

تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ؕ اِنَّنِيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ وَّ بَشِيْرٌ ۝٢ وَّ اَنِ اسْتَغْفِرُوْا

তোমরা দাসত্বকর | ছাড়া | আল্লাহর | নিশ্চয় আমি | তোমাদের জন্যে | তাঁরই পক্ষহতে | সতর্ককারী | ও | সুসংবাদ দাতা | এবং | (এও) যে | তোমরা ক্ষমা চাও

رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى

তোমাদের রবের (কাছে) | এরপর | ফিরে আস তোমরা | তাঁরই দিকে | তোমরাদের উপভোগ করতে দিবেন | জীবন সমগ্রী | উত্তম | পর্যন্ত | একটি কাল | নির্দিষ্ট

وَّ يُؤْتِ كُلَّ ذِيْ فَضْلٍ فَضْلَهٗ ؕ وَ اِنْ تَوَلَّوْا فَاِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ

ও | দেবেন | প্রত্যেক | অনুগ্রহ পাওয়ার যোগ্য (ব্যক্তিকে) | তাঁর অনুগ্রহ | কিন্তু | যদি | তোমার মুখ ফিরাও | তবে নিশ্চয়ই আমি | আমি ভয় করছি | তোমাদের উপর

عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيْرٍ ۝٣ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ ۚ وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝٤

আযাবের | দিনের | বড় ভীষণ | দিকে | আলাহরই | এবং তোমাদের প্রত্যাবর্তন(হবে) | তিনি | উপর | সব | কিছুরই | ক্ষমতাবান

রুকূ-১

(১) আলীফ লা-ম রা। এই কিতাবের [১]- আয়াত সমূহ দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত ও সবিস্তারে বিবৃত। এক মহাজ্ঞানী ও পূর্ণ অবহিত মহান সত্তার নিকট হতে অবতীর্ণ।(২) আদেশ হল যে, তোমরা আর কারো দাসত্ব করবেনা, করবে কেবল মাত্র আল্লাহর। আমি তাঁরই তরফ থেকে ভয় প্রদর্শনকারী এবং সুসংবাদ দাতা।(৩) আর তোমরা তোমাদের রবের নিকট ক্ষমা চাও ও তাঁরই দিকে ফিরে এস। তাহলে তিনি একটি নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তোমাদেরকে উত্তম জীবন-সামগ্রী দান করবেন [২]। আর অনুগ্রহ পওয়ার যোগ্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাঁর অনুগ্রহ দান করবেন [৩]। কিন্তু তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে থাক, তাহলে আমি তোমাদের জন্য এক বড় ভীষণ দিনের আযাব সম্পর্কে ভয় করছি। (৪) আসলে তোমাদেরকে আল্লাহর দিকেই ফিরে যেতে হবে, এবং তিনি সব কিছুই করতে সক্ষম।

(১) বর্ণনা ভঙ্গির দিকে লক্ষ্য রেখে এখানে কিতাবের অনুবাদ হতে পারে ফরমান- আদেশ। আরবী ভাষায় এ শব্দ শুধু গ্রন্থ ও লেখা-এর অর্থে ব্যবহৃত হয় না; এ ছাড়া রাজকীয় হুকুম ও আদেশের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এবং কুরআনেরই কতিপয় স্থলে এ শব্দ এই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।(২) অর্থাৎ পৃথিবীতে তোমার যে অবস্থান কাল নির্দিষ্ট আছে সে সময়ের জন্যে তিনি তোমাকে খারাবভাবে নয়, ভালভাবেই রাখবেনঃ তোমার উপর তাঁর অনুগ্রহরাজি বর্ষিত হবে; তাঁর বরকত- কল্যাণ- প্রাচুর্যের দ্বারা তুমি অনুগ্রহীত হবে; সাচ্ছল্য ও স্বাচ্ছন্দের সংগে থাকবে, জীবনে শান্তি, নিরাপত্তা ও নিরুদ্বিগ্নতা লাভ করবে। অপমান ও লাঞ্ছনার সংগে নয়, সম্মান ও সম্ভ্রমের সংগে বেঁচে থাকবে। (৩) অর্থাৎ যে কেউ চরিত্র,ব্যবহার ও কাজে যতটা অগ্রসর হবে আল্লাহতা ' আলা তাকে ততটা উচচ মর্যাদা দান করবেন। যে কেউ তার চরিত্র ও ব্যবহার দ্বারা যে মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বর উপযুক্ত বলে নিজেকে প্রমাণিত করবে তাকে অবশ্যই সে মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হবে।

اَلَآ اِنَّهُمْ يَثْنُوْنَ صُدُوْرَهُمْ لِيَسْتَخْفُوْا مِنْهُ ؕ اَلَا حِيْنَ يَسْتَغْشُوْنَ ثِيَابَهُمْ ۙ

সাবধান (লক্ষ্য কর) তারা নিশ্চয় দু-ভাজ করে তাদের বক্ষ-গুলোকে গোপন রাখারজন্যে (তাদের বিদ্বেষ) তাঁর থেকে সাবধান (জেনেরাখ) যখন তারা আচ্ছাদিতকরে (নিজেদেরকে) তাদের কাপড়(দিয়ে)

يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَ مَا يُعْلِنُوْنَ ۚ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝٥

(তখনও) তিনি জানেন যা তারা গোপন করে আর যা তারা প্রকাশ করে নিশ্চয় তিনি সবিশেষ অবহিত অবস্থা সম্পর্কে অন্তর সমূহের

وَ مَا مِنْ دَآبَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَ يَعْلَمُ

এবং নাই কোন (এমন) বিচরণশীল জীব মধ্যে পৃথিবীর এছাড়া উপর আল্লাহরই তার রিযিকের (দায়িত্ব) এবং তিনি জানেন

مُسْتَقَرَّهَا وَ مُسْتَوْدَعَهَا ؕ كُلٌّ فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ۝٦ وَ هُوَ الَّذِىْ

তার স্থায়ী অবস্থান ও তার অস্থায়ী অবস্থান সবই মধ্যে (আছে) এক কিতাবের সুস্পষ্ট ভাবে (লিখিত) এবং তিনিই (আল্লাহ) যিনি

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ وَّ كَانَ عَرْشُهٗ عَلَى الْمَآءِ

সৃষ্টি করেছেন আসমানসমূহ ও পৃথিবী মধ্যে ছয় দিনে এবং (এরপূর্বে) ছিল তাঁর আরশ উপর পানির

لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ؕ وَ لَئِنْ قُلْتَ اِنَّكُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ مِنْۢ بَعْدِ

(সৃষ্টির উদ্দেশ্য হল) তোমাদের পরীক্ষাকরা তোমাদের মধ্যে কে উত্তম কাজকর্মে এবং অবশ্যই যদি তুমি বল নিশ্চয়ই তোমরা পুনরুত্থিত হবে পরে

الْمَوْتِ لَيَقُوْلَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝٧

মৃত্যুর তারা বলবে অবশ্যই যারা কুফরী করেছে নয় এটা এছাড়া জাদু সুস্পষ্ট

(৫) লক্ষ্য কর, এই লোকেরা নিজেদের বক্ষদেশকে ঘুরিয়ে দেয়, যেন তাঁর নিকট হতে লুকিয়ে থাকতে পারে [৪]। সাবধান, এরা যখন কাপড় দিয়ে নিজেদেরকে নিজেরা ঢেকে নেয়- আল্লাহ তাদের গোপনকেও জানেন, আর প্রকাশকেও। তিনি তো সেই গোপন রহস্যকেও জানেন, যা লোকদের মনের গভীর কোণেও নিহিত রয়েছে।(৬) যমীনে বিচরণশীল কোন জীব এমন নেই, যার রেযক দানের দায়িত্ব আল্লাহর উপর নয়; আর যার সম্পর্কে তিনি জানেন না যে, কোথায় সে থাকে এবং কোথায় তাকে সোপর্দ করা হয়। সব কিছু এক স্পষ্ট লিপিকায় লিপিবদ্ধ রয়েছে। (৭) আর তিনিই আকাশ- রাজ্য ও যমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অথচ এর পূর্বে তাঁর আরশ ছিল পানির উপর [৫]। উদ্দেশ্য এই যে, তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করে দেখবেন যে, তোমাদের মধ্যে কে সব চেয়ে ভাল কাজ করে [৬]। এখন যদি - হে মোহাম্মদ তুমি বল যে, হে লোকেরা, মৃত্যুর পর তোমাদেরকে পুর্ণবার উঠানো হবে, তখন সাথে সাথেই সত্য অমান্যকারী লোকেরা বলে উঠবেঃ 'এতো সুস্পষ্ট জাদু [৭]।

(৪) মক্কার কাফেরদের অবস্থা এরূপ ছিলযে,তারা রসূলে করীম (সঃ) কে দেখে তাঁর দিক থেকে নিজেদের মুখ ফিরিয়ে নিত, যেন তাঁর সংগে তারা সামনা-সামনি না হয়ে পড়ে। (৫)আমরা বলতে পারিনা এই 'পানি'র অর্থ কি? এই কি সেই 'পানি'যে জিনিসকে আমরা পানি বলে জানি? অথবা বর্তমান অবস্থায় রূপান্তরিত হওয়ার পূর্বে পদার্থ যে জলীয় অবস্থায় ছিল 'তাকেই'- বুঝাতে এ শব্দটি রূপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে? 'আরশ' এর উপর হওয়ার অর্থও স্থির করা কঠিন। হয়তো এর অর্থ এ হতে পারে যে, সে সময় আল্লাহর রাজত্ব পানির উপর ছিল ।(৬.) অর্থাৎ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ছিল দুনিয়াতে মানুষকে সৃষ্টি করে তার পরীক্ষা করা।(৭) মৃত্যুর পর

(৮) আর যদি আমরা এক বিশেষ সময় কাল পর্যন্ত তাদের জন্য শাস্তিকে বিলম্বিত করি, তা হলে তারা বলতে শুরু করে যে, কোন জিনিস তাকে আটকে রেখেছে? শুন, যেদিন সেই শাস্তির সময় এসে পৌঁছবে, তখন তা কেউ ফিরাতে চাইলেও ফিরানো যাবেনা। আর যে জিনিসের ঠাট্টা ও বিদ্রুপ তারা করছে, তাই এসে তাদেরকে ঘিরে ধরবে।

রুকু-২. (৯) কখনো যদি মানুষকে স্বীয় রহমতে ভুষিত করার পর তা হতে তাকে বঞ্চিত করে দিই, তাহলে সে নিরাশ হয়ে যায় এবং অকৃতজ্ঞতা ও নাশোকরী করতে শুরু করে। (১০) আর তার উপর আসা বিপদ-আপদের পর যদি আমরা তাকে নিয়ামতের স্বাদ আস্বাদন করাই তখন বলে, আমার তো সব দুরাবস্থা দূর হয়ে গেছে। অতঃপর সে আনন্দে ফুলে উঠে এবং অহংকারে ফেটে পড়তে চায়। (১১) এই ত্রুটি হতে কেবল সেই লোকেরাই মুক্ত যারা ধৈর্য অবলম্বনকারী এবং নেক আমলকারী। আর তারাই এমন যে, ক্ষমা ও বড় পুরুষ্কার তাদেরই জন্য রয়েছে।

মানুষের দ্বিতীয় বার জীবিত হওয়া তো সম্ভব নয়, কিন্তু আমাদের জ্ঞান- বুদ্ধিকে যাদু গ্রস্ত করা হচ্ছে, যেন আমরা এ কথা মেনে নেই!

فَلَعَلَّكَ تَارِكٌۢ بَعْضَ مَا يُوْحٰۤى اِلَيْكَ وَ ضَآئِقٌۢ بِهٖ صَدْرُكَ اَنْ يَّقُوْلُوْا

তারা বলে (এজন্যে) যে | তোমার মন | এতে | (যেন না) সংকুচিত কর | এবং | তোমার প্রতি | ওহী করা হয়েছে | (তার) যা | কিছু অংশ | পরিত্যাগকারী (হয়ো) | তবে যেন তুমি (না)

لَوْ لَاۤ اُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ جَآءَ مَعَهٗ مَلَكٌ ؕ اِنَّمَاۤ اَنْتَ نَذِيْرٌ ؕ وَ اللّٰهُ

আল্লাহ | এবং | একজন সর্তক কারী(মাত্র) | তুমি | মূলতঃ | কোন ফেরেশতা | তার সাথে | (কেন না) আসে | অথবা | ধন ভান্ডার | তার উপর | অবতীর্ণ করা হল | না | কেন

عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ﴿۱۲﴾ اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ؕ قُلْ فَاْتُوْا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهٖ

তার সমান | সূরা | দশটি | তবে তোমরা আন | বল | তা সে রচনা করেছে | তারা বলে | অথবা | কর্ম বিধায়ক | কিছুর | সব | উপর

مُفْتَرَيٰتٍ وَّ ادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۱۳﴾ فَاِلَّمْ

অতপর যদি না | সত্যবাদী | তোমরা হও | যদি | আল্লাহ | ছাড়া | তোমরা পার | যাকে | তোমরা ডাক | এবং | স্বরচিত

يَسْتَجِيْبُوْا لَكُمْ فَاعْلَمُوْۤا اَنَّمَاۤ اُنْزِلَ بِعِلْمِ اللّٰهِ وَ اَنْ لَّاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ

তিনি | ছাড়া | কোন ইলাহ | নাই | (এও) যে | এবং | আল্লাহর জ্ঞানের ভিত্তিতে | নাযিলকরাহয়েছে (এই কিতাব) | মূলতঃ | তবেতোমরা জেনে রাখ | তোমাদের | তারা ডাকে সাড়া দেয়

فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿۱۴﴾ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَ زِيْنَتَهَا

তার চাকচিক্যতা | ও | পার্থিব | জীবন | কামনা করে | কেউ | যে | আত্মসমর্পণকারী (অর্থাৎ মুসলিম হবে) | তোমরা | তবুও কি(না)

نُوَفِّ اِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَ هُمْ فِيْهَا لَا يُبْخَسُوْنَ ﴿۱۵﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ

(তারাই) যারা | ঐসব লোক | কম দেয়া হবে | না | তার মধ্যে | তাদেরকেএবং | তার মধ্যে (অর্থাৎ দুনিয়াতে) | তাদের কর্মের | তাদেরকে | পূর্ণ ফল দিব আমরা

لَيْسَ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا النَّارُ ۖ وَ حَبِطَ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا

তার মধ্যে | তারা বানিয়েছে | যা | বরবাদ হয়েছে | এবং | (জাহান্নামের) আগুন | এছাড়া | আখেরাতের | মধ্যে | তাদের জন্যে | নাই

(১২) হে নবী, এরূপ যেন না হয় যে তোমার প্রতি যে অহী প্রেরণ করা হচ্ছে, তা হতে কোন জিনিসকে তুমি ছেড়ে দিলে, আর এ কথা ভেবে তোমার দিল ছোট হয়ে যাবে যে, লোকেরা বলবেঃ " এই ব্যক্তির প্রতি কোন ধনভান্ডর অবতীর্ণ হল না কেন"? অথবা বলবেঃ 'এর সাথে কোন ফেরেশতা কেন আসল না?' আসলে তুমি তো শুধু লোকদের হুঁশিয়ারকারী মাত্র। বাকী সব জিনিষেরই দায়িত্বশীল হচ্ছেন আল্লাহ।(১৩) এরা কি বলে যে, নবী এই কিতাবখানা নিজেই রচনা করেছে? বল, 'আচ্ছা এই কথা। তাহলে এভাবে স্বরচিত দশটি সূরাই তোমরা বানিয়ে নিয়ে এস, আর আল্লাহ ছাড়া আর যারা যারা (তোমাদের মাবুদ) আছে ,তাদেরকে সাহায্য করার জন্য ডাকতে পার তো ডেকে নাও (তাদেরকে মাবুদ মনে করায়) যদি তোমরা সত্যবাদী ও নিষ্ঠাবান হয়ে থাক। (১৪) এখন যদি তারা (তোমাদের সেই মাবুদেরা) তোমাদের সাহায্যে এগিয়ে না আসে তাহলে জেনে রাখ, আল্লাহর জ্ঞানের ভিত্তিতেএ নাযিল হয়েছে, আরো জেনে রাখ যে, আল্লাহ ছাড়া আর কেউ প্রকৃত মাবুদ নেই। এখন কি তোমরা (এই প্রকৃত সত্যের সামনে) বিনয়ের মস্তক নত করে দিবে?' (১৫) যে সব লোক শুধু এই দুনিয়ার জীবন এবং এর চাকচিক্যের অনুসন্ধানী হয়, তাদের কাজ-কর্মের যাবতীয় ফল আমরা এখানেই তাদেরকে দান করি, আর তাতে তাদের প্রতি কোনরূপ কমতি করা হয় না। (১৬) কিন্তু পরকালে তাদের জন্য আগুন ছাড়া আর কিছুই নেই। (তখন তারা জানতে পারবে) তারা দুনিয়ায় যা কিছুই বানিয়েছে,

وَ بٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٦﴾ اَفَمَنْ كَانَ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ وَ

ও | বাতিল গণ্য হয়েছে | যা | তারা | কাজ কর্ম করতেছিল | তবে কি যে | হয় (প্রতিষ্ঠিত) | উপর | সুস্পষ্ট দলীলের | পক্ষহতে | তার রবের | ও

يَتْلُوْهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَ مِنْ قَبْلِهٖ كِتٰبُ مُوْسٰٓى اِمَامًا وَّ رَحْمَةً ؕ اُولٰٓئِكَ

তার পিছনে এসেছে | এক সাক্ষী (কোরআন) | তার পক্ষহতে | এবং | তার পূর্বেও (এসেছে) | কিতাব | মূসার (সাক্ষীহিসাবে) | যা পথ-প্রদর্শক | ও | রহমত | ঐ সব লোক

يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ؕ وَ مَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ مِنَ الْاَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهٗ ۚ فَلَا تَكُ

ঈমান আনে | তার উপর | আর | যে | তাকে অস্বীকার করে | মধ্যে হতে | দলগুলোর | তবে আগুন | তার প্রতিশ্রুত স্থান | সুতরাং না | তুমি হয়ো

فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْهُ ۗ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا

মধ্যে | সন্দেহের | তা হতে | তা নিশ্চয়ই | প্রকৃত সত্য | পক্ষ হতে | তোমার রবের | কিন্তু | অধিকাংশ | লোক | না

يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٧﴾ وَ مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ؕ اُولٰٓئِكَ

তারা বিশ্বাস করে | এবং | কে | অধিক যালেম (হতেপারে) | তার চেয়ে যে | রচনা করে | উপর | আল্লাহর | মিথ্যা | ঐসব লোককে

يُعْرَضُوْنَ عَلٰى رَبِّهِمْ وَ يَقُوْلُ الْاَشْهَادُ هٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا

হাজির করা হবে | কাছে | তাদের রবের | এবং | বলবে | সাক্ষীরা | ঐসব লোকই | (তারা) যারা | মিথ্যা বলেছে

عَلٰى رَبِّهِمْ ۚ اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٨﴾

উপর | তাদের রবের | সাবধান | অভিশাপ | আল্লাহর | উপর | (সেই) যালিমদের

তা সবই বিলীন হয়ে গেছে এবং তাদের যাবতীয় কৃতকর্ম সম্পূর্ণরূপে নিস্ফল হয়েছে। (১৭) যে ব্যক্তি নিজের রবের নিকট হতে 'একটি সুস্পষ্ট সাক্ষ্য লাভ করেছে [৮]। পরে আল্লাহর তরফ হতে এক সাক্ষী (তার সাক্ষ্যের সমর্থনে) এসেছে [৯]। আর পূর্বে মূসার কিতাব পথ প্রদর্শক ও রহমত হিসেবে এসে মজুদ রয়েছে। (সে ব্যক্তিও কি দুনিয়া-পূজারীদের ন্যায় তা অস্বীকার করতে পারে?) এসব লোক তো তাঁর প্রতি ঈমানই আনবে। মানব সমাজের মধ্যে যারাই তাঁকে অস্বীকার করবে, তাদের জন্য যে স্থানের ওয়াদা করা হয়েছে তা হচ্ছে জাহান্নাম। অতএব হে নবী তুমি যেন এই জিনিস সম্পর্কে কোনরূপ সন্দেহে পড়ে না যাও। এ প্রকৃত সত্য, তোমার রবের তরফ হতে এসেছে; কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা মানে না। (১৮) আল্লাহ সম্পর্কে যে মিথ্যা [১০] বানিয়ে বলে, তার অপেক্ষা বড় যালেম আর কে হতে পারে? ঐসব লোককে তাদের রবের সামনে উপস্থিত করা হবে, আর সাক্ষীরা সাক্ষ্য দিবে যে, এই লোকেরাই তাদের রবের নামে মিথ্যা বলেছিল। শুনে রাখ, যালেমদের উপর আল্লার অভিশাপ [১১]

(৮) অর্থাৎ সে নিজে তার অস্তিত্বের মধ্যে এবং যমীন ও আসমানের গঠনের মধ্যে, বিশ্বের শৃংখলা ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে এই বিষয়ের সুস্পষ্ট সাক্ষ্য লাভ করছিল যে- এই বিশ্বের স্রষ্টা, মালিক, প্রতিপালক, শাসক ও নির্দেশদাতা হচ্ছেন মাত্র একজন রব; আবার এই সাক্ষ্য সমূহ দেখে অন্তর পূর্ব থেকেই এ সাক্ষ্যদান করছিল যে, সেই জীবনের অস্তিত্ব থাকা চাই যার মধ্যে মানুষ তার রবের কাছে নিজের কৃতকার্যের জন্য' পুরস্কার অথবা শাস্তি লাভ করবে।(৯)। অর্থাৎ কুরআন যা অবতীর্ণ হয়ে এই স্বাভাবিক ও যৌক্তিক সাক্ষের সমর্থন করেছে এবং তাকে জানিয়েছে যে যার নির্দশন তুমি জাগতিক পরিবেশ ও নিজ সত্তার মধ্যে পাচ্ছ-বাস্তবিক প্রকৃত সত্য তত্ত্ব, তাই-ই। (১০)। অর্থাৎ এই বলে যে, আল্লাহর সংগে উলুহিয়াত ও উপসনা-আনুগত্য পাওয়ার হক

(১৯) (সেই যালেমদের উপর) যারা আল্লাহর পথ হতে লোকদেরকে ফিরিয়ে রাখে, তাঁর পথকে বাঁকা-টেরা করে দিতে চায় আর পরকালকে অস্বীকার করে। (২০) তারা যমীনে আল্লাহকে অক্ষম করতে পারত না, আর না আল্লাহর বিরুদ্ধে তাদের সাহায্যকারী কেউ ছিল। তাদেরকে এখন দ্বিগুন আযাব দেয়া হবে। তারা না কারো কথা শুনতে পারত, না তাদের বুদ্ধিতে কিছু আসত। (২১) এরা সেই লোক, যারা নিজদেরকে নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্থ করেছে, আর তারা যাকিছু রচনা করেছিল, তা সবকিছু তাদের নিকট হতে হারিয়ে গেছে। (২২) অনিবার্যভাবে তারাই পরকালে সব চেয়ে বেশী ক্ষতির মধ্যে পড়বে।

ও যোগ্যতায় অন্যেরাও অংশীদার আছে; অথবা এই বলে যে নিজ বান্দার পথ প্রাপ্তির ও পথ-ভ্রষ্টতা সম্পর্কে আল্লাহর কোন মনোযোগ বা পরোয়া নেই, এবং তিনি কোন কিতাব বা কোন নবী আমাদের পথ-প্রদর্শনের জন্য পাঠান নি; বরং আমাদের জীবনের জন্য আমাদের মর্যী মতো যে কোন পদ্ধতি অবলম্বন করার স্বাধীনতা দিয়ে তিনি আমাদের ছেড়ে দিয়েছেন। অথবা এই বলে যে, আল্লাহ এমনিই আমাদেরকে খেলা-তামাশাচ্ছলে পয়দা করেছেন এবং এমনিই আমাদের অস্তিত্বের সমাপ্তি ঘটাবেন।। তাঁর সামনে আমাদের কোন জবাব দিহি করতে হবে না, এবং কোন পুরস্কার বা শাস্তিও পেতে হবে না। (১১)। বর্ণনা-ভঙ্গি দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে যে, পরকালে আল্লাহর আদালতে তা যখন বিচারের জন্যে উপস্থাপিত হবে সেই সময় একথা বলা হবে।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ

নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে ও কাজ করেছে নেকীর ও তারা বিনয়ী হয়েছে প্রতি তাদের রবের ঐসব লোক

أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٣﴾ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَ

অধিবাসী হবে জান্নাতের তারা তার মধ্যে চিরস্থায়ী হবে দৃষ্টান্ত দুপক্ষের যেমন একজন অন্ধ ও

الْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ ۚ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾ وَلَقَدْ

বধির এবং (অপরজন) দৃষ্টিমান ও শ্রবণশীল কি সমান হয় (দুপক্ষের) দৃষ্টান্ত তবে কি না তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং নিশ্চয়ই

أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٢٥﴾ أَنْ لَا تَعْبُدُوا

আমরা প্রেরণ করেছি নূহকে প্রতি তার জাতির (সে বলেছিল) আমি নিশ্চয়ই তোমাদের জন্যে সতর্ককারী সুস্পষ্ট (সে বলেছিল) যে না তোমরা ইবাদত করো

إِلَّا اللَّهَ ۖ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ ﴿٢٦﴾ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ

এছাড়া আল্লাহর নিশ্চয়ই আমি আমি ভয়করি তোমাদের উপর শাস্তির দিনের মর্মন্তুদ অতঃপর বলল (তার জাতির) সর্দার-প্রধানরা যারা

كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ

কুফরী করেছিল মধ্যহতে তার জাতির না তোমাকে আমরা দেখছি এছাড়া একজন মানুষ আমাদেরই মত এবং না তোমাকে আমরা দেখছি অনুসরণ করতে

إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا

এছাড়া যারা তারা আমাদের হীন-নীচ (লোক) (আমাদের মধ্যে) অপরিপক্ক মতের এবং না দেখছি আমরা তোমাদেরকে আমাদের উপর

مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ ﴿٢٧﴾

কোনশ্রেষ্ঠত্ব বরং তোমাদের আমরা মনেকরি মিথ্যাবাদী

(২৩) তবে যারা ঈমান এনেছে আর নেক আমল করেছে ও একান্তভাবে তাদের রবের হয়ে রয়েছে, তারা নিশ্চিতই জান্নাতি লোক, এবং জান্নাতে তারা চিরদিন থাকবে। (২৪) এই দুই শ্রেণীর লোকদের দৃষ্টান্ত এরূপ যেমন একটি লোক তো অন্ধ, বধির; আর অপর লোকটি দৃষ্টিমান ও শ্রবণশীল। এই দুজন কি সমান হতে পারে? (এই দৃষ্টান্ত হতে) তোমরা কি কোন শিক্ষাই গ্রহণ কর না? রুকু৩ -(২৫) (আর এরূপ অবস্থাই ছিল তখন যখন) আমরা নূহকে তার জাতির লোকদের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম। (সে বলল) 'আমি তোমাদের স্পষ্ট ভাষায় সাবধান করে দিচ্ছি। (২৬) যে, আল্লাহ ছাড়া আর কারো দাসত্ব করো না। অন্যথায় আমার আশংকা বোধ হচ্ছে যে, তোমাদের উপর একদিন পীড়াদায়ক আযাব আসবে।' (২৭) জবাবে তার জাতির সরদার লোকেরা - যারা তার কথা মেনে নিতে অস্বীকার করেছিল- বললঃ 'আমাদের দৃষ্টিতে তুমি আমাদেরই মত একজন মানুষ ছাড়া আর তো কিছু নও। আমরা আরো দেখছি যে, আমাদের লোকদের মধ্যে যারা হীন-নীচ তারাই -না ভেবে না বুঝে তোমার পথ অবলম্বন করেছে। আর আমরা এমন কোন জিনিসই দেখতে পাইনা যাতে তোমরা আমাদের অপেক্ষা কিছুমাত্র অগ্রসর। বরং আমরা তো তোমাদেরকে মিথ্যুকই মনে করি।''

(২৮) নূহ বললঃ 'হে আমার জাতি, একটু চিন্তা-বিবেচনা করে দেখ, আমি যদি আমার রবের নিকট হতে পাওয়া সুস্পষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকি, তার পর তিনি আমাকে তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ দানে ধন্যও করেছেন; কিন্তু তোমরা তা দেখতে পেলে না, এমতাবস্থায় কি উপায় আছে যে, তোমরা মেনে নিতে না চাইলেও আমরা তোমাদের উপর তা জবরদস্তি চাপিয়ে দিতে পারি।' (২৯) হে জাতির লোকেরা, আমি এর জন্যে তোমাদের কাছে কোন মাল-সম্পদ চাই না। আমার পারিশ্রমিক তো আল্লাহরই জিম্মায় রয়েছে। আমার কথা যারা মেনে নিয়েছে, আমি তাদেরকে বিতাড়িত করতেও প্রস্তুত নই। তারা নিজেরাই তাদের রবের কাছে উপস্থিত হবে। কিন্তু আমি লক্ষ্য করছি যে, তোমরা মূর্খ জনোচিত কাজ করছ। (৩০) আর হে জনগন! আমি যদি এই লোকদের তাড়িয়ে দেই তাহলে আল্লাহর পাকড়াও হতে কে আমাকে বাঁচাতে আসবে? তোমরা কি এতটুকু কথাও বুঝতে পারছ না? (৩১) আমি তোমাদের এও বলি না যে, আমার নিকট আল্লাহর ধন-সম্পদের ভান্ডার রয়েছে। না একথা বলি যে, আমি গায়েবকে জানি। ফেরেশতা হওয়ার দাবীও আমি করিনা। আমি এও বলতে পারিনা যে, তোমাদের চোখ যেসব লোককে ঘৃণা ও অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে আল্লাহ তাদেরকে কোন কল্যাণ দেবেন না।

তাদের মনের অবস্থা আল্লাহই ভালো জানেন। এই ধরনের কথা যদি আমি বলি তাহলে আমি তো যালেম হব। (৩২) শেষ পর্যন্ত সেই লোকেরা বললঃ "হে নূহ, তুমি তো আমাদের সাথে ঝগড়া করছ, আর ঝগড়া করলে খুব বেশী মাত্রায়। এখন সেই আযাবটাই নিয়ে এস যার ধমক তুমি আমাদেরকে দিচ্ছ, যদি তুমি সত্যবাদী হও।" (৩৩) নূহ জবাব দিলঃ "তাতো আল্লাহই আনবেন, যদি তিন চান। তোমাদের এতখানি শক্তি-সামর্থ নাই যে, তা প্রতিরোধ করবে!' ' (৩৪) এখন আমি যদি তোমাদের কোন কল্যাণ সাধন করতে চাইও তবুও আমার কল্যাণ কামনা তোমাদের কোন উপকার করতে পারবে না, যখন আল্লাহই তোমাদের পথ ভুলিয়ে দেয়ার ইচ্ছা করেছেন [১২]। তিনিই তোমাদের রব, তাঁর নিকটই তোমাদের ফিরে যেতে হবে। (৩৫) হে মুহাম্মদ, এরা কি বলে যে, এই ব্যক্তি সব কিছুই নিজে রচনা করে নিয়েছে? এদের বলঃ "এ যদি আমি রচনা করে নিয়ে থাকি, তাহলে আমার অপরাধের দায়িত্ব আমার উপর। আর যে আপরাধ তোমরা করছ, আমি তার দায়িত্ব হতে মুক্ত।"

(১২)। অর্থাৎ যদি আল্লাহ তাআলা তোমাদের হঠকারিতা, কুস্বভাব এবং ভালো ও সততার প্রতি অনাসক্তি দেখে এ সিদ্ধান্ত করে বলেন যে, তোমাদের তিনি সঠিক পথ-প্রাপ্তির সৌভাগ্য ও সুযোগ দান করবেন না এবং যে সব পথে তোমরা বিভ্রান্ত হতে চাচ্ছ সেই সব পথেই তোমাদের বিভ্রান্ত করবেন, তোমাদের মঙ্গলের জন্য আমার কোন চেষ্টাই ফলবতী হতে পারবে না।

রুকু-৪ (৩৬) নূহের প্রতি অহী পাঠানো হল যে, তোমার জাতির যে সব লোক ঈমান আনার - তারাই ঈমান এনেছে। এখন আর কেউ ঈমান আনার নয়। এদের কার্যকলাপে দুঃখিত হয়ো না। (৩৭) এবং আমাদের পর্যবেক্ষণে ও আমাদের অহী অনুসারে একখানা নৌকা তৈরী করা শুরু কর। আর মনে রেখো যারা যুলুম করেছে তাদের অনুকূলে তুমি আমাদের নিকট কোন সুপারিশ যেন করো না। এরা সকলেই নিমজ্জিত হবে। (৩৮) নূহ নৌকা নির্মাণ করছিল। তার জাতির সর্দারদের মধ্যে যেই তার নিকট হতে যাতায়াত করত,সেই তার বিদ্রুপ করত। সে বললঃ "তোমরা যদি আমাদেরকে বিদ্রুপ কর ,তা হলে আমরাও তোমাদেরকে ঠাট্টা ও বিদ্রুপ করছি।(৩৯)খুব শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে কার প্রতি অপমানকর আযাব আসে,আর কার উপর অটল স্থায়ী আযাব আসে[১৩]।"

(১৩)। এ এক আশ্চর্যজনক ব্যাপার। এটা চিন্তা করলে বুঝা যায় মানুষ দুনিয়ার বাহ্যিক দিক দিয়ে কি পরিমাণ প্রতারিত হয়। নূহ (আঃ) যখন নদী থেকে বহুদূরে শুষ্ক ডাঙার উপর নিজের নৌকা নির্মাণ করছিলেন তখন বাস্তবিকই লোকদের কাছে ব্যাপারটি নিতান্ত হাস্যকর মনে হয়ে থাকবে, এবং তারা বিদ্রুপের হাসি হেসে অবশ্যই বলে থাকবে যে, বড় মিঞার পাগলামী এবার এতদূর পৌঁছেছে যে তিনি এখন ডাঙাতেই জাহাজ চালাবেন। সে সময়ে কেউ স্বপ্নেও একথা কল্পনা করতে পারেনি যে কয়েকদিন পর বাস্তবিকই এখানে জাহাজ চলবে। কিন্তু যে ব্যক্তি প্রকৃত সত্য তত্ত্ব সম্পর্কে অবহিত ছিলেন এবং যিনি জানতেন যে, কাল এখানে জাহাজের কি প্রয়োজন হবে- বিদ্রুপকারী লোকদের অজ্ঞতা, বে-খবরী ও তাদের মূর্খতাসূচক নিশ্চিন্ততা দেখে উল্টো তাঁরও হাসি এসে থাকবে যে, এই লোকেরা কতই না নির্বোধ। শমন তাদের শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে। আমি তাদের পূর্বে থেকে সতর্ক করছি যে তোমাদের শমন এসে গেছে এবং তাদের চোখের সামনেই তার থেকে বাঁচার তদ্বিরও আমি করছি, কিন্তু তবুও তারা নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে এবং উল্টো আমাকেই পাগল মনে করছে।

(৪০) এভাবে যখন আমাদের আদেশ আসল আর সেই চুলাটা উথলে উঠল [১৪], তখন আমরা বললামঃ "প্রত্যেক রকমের জন্তু-জানোয়ার এক এক জোড়া নৌকায় তুলে নাও। তোমার ঘরের লোকদেরকেও এতে সওয়ার কর।" তবে যাদেরকে পূর্বেই চিহ্নিত করে দেয়া হয়েছে তাদের ব্যতীত [১৫]। সেই লোকদেরও তাতে বসাও, যারা ঈমান এনেছে" আর নূহের সাথে ঈমানদার লোকদের সংখ্যা ছিল খুবই স্বল্প। (৪১) নূহ বললঃ "তোমরা এতে চড়ে বস, আল্লাহর নামেই তার চলা এবং তার স্থিতি। আমার রব বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়"।(৪২) নৌকা এই লোকদের নিয়ে চলে যাচ্ছিল এবং এক একটি ঢেউ পাহাড়ের সমান উঁচু হয়ে আসছিল। নূহের পুত্র দূরবর্তী স্থানে দাড়িয়েছিল। নূহ তাকে ডেকে বললঃ "হে আমার পুত্র, আমাদের সাথে উঠে এস, কাফেরদের সাথে থেকো না।"

(১৪)। এ সম্পর্কে তফসীরকারগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু আমি সেটাই সঠিক বলে মনে করি কুরআন মজীদের সুস্পষ্ট শব্দগুলি থেকে যা বুঝা যায়ঃ তুফানের সূচনা একটি বিশেষ চুল্লী থেকে হয়। চুল্লীর তলা থেকে পানির উৎস ফুটে পড়ে, সাথে সাথে একদিকে আসমান থেকে মুষলধারে বর্ষণ শুরু হয় এবং অন্যদিকে যমীন থেকে বিভিন্ন জায়গায় পানির ঝর্ণা ফুটে বেরোয়। (১৫)। অর্থাৎ তোমার বাড়ীর যে ব্যক্তিদের সম্পর্কে প্রথমেই জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে তারা কাফের তারা আল্লাহতা' আলার দয়া পাবার যোগ্য নয়, তাদের নৌকার উপর তুলো না।

قَالَ سَاٰوِيْٓ اِلٰى جَبَلٍ يَّعْصِمُنِيْ مِنَ الْمَآءِ ؕ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ

সে বলল | আমি শীঘ্র আশ্রয় নেব | দিকে | এক পর্বতের | তা আমাকে রক্ষা করবে | থেকে | পানি | (নূহ) বলল | নাই | কোন রক্ষাকারী | আজ | থেকে

اَمْرِ اللّٰهِ اِلَّا مَنْ رَّحِمَ ۚ وَ حَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ

নির্দেশ | আল্লাহর | এছাড়া | যাকে | তিনি রহম করবেন | এ সময়ে | আড়াল করল | তাদের দুজনের মাঝে | ঢেউ | অতঃপর সে হল | অন্তর্ভুক্ত

الْمُغْرَقِيْنَ ﴿۴۳﴾ وَ قِيْلَ يٰۤاَرْضُ ابْلَعِيْ مَآءَكِ وَ يٰسَمَآءُ اَقْلِعِيْ وَ غِيْضَ

নিমজ্জিতদের | এবং | বলা হল | হে যমীন | গিলে ফেল | তোমার পানি | এবং | হে আকাশ | ক্ষান্ত হও | এবং | শুষে নেয়া হল

الْمَآءُ وَ قُضِيَ الْاَمْرُ وَ اسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِيِّ وَ قِيْلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ

পানি | এবং | শেষ হয়ে গেল | (যা হওয়ার) বিষয় | এবং | স্থির হল (নৌযান) | উপর | জুদী (পাহাড়ের) | এবং | বলা হল | দূর হোক (ধ্বংস আসুক) | জাতির জন্যে

الظّٰلِمِيْنَ ﴿۴۴﴾ وَ نَادٰى نُوْحٌ رَّبَّهٗ فَقَالَ رَبِّ اِنَّ ابْنِيْ مِنْ اَهْلِيْ وَ

যালিমদের | এবং | ডাকল | নূহ | তার রবকে | অতঃপর সে বলল | হে আমার রব | নিশ্চয়ই | আমার ছেলে | অন্তর্ভুক্ত | আমার পরিবারের | এবং

اِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَ اَنْتَ اَحْكَمُ الْحٰكِمِيْنَ ﴿۴۵﴾ قَالَ يٰنُوْحُ اِنَّهٗ لَيْسَ

নিশ্চয়ই | তোমার ওয়াদা | সত্য | এবং | তুমিই | উত্তম বিচারক | (সব) বিচারকদের | (আল্লাহ) বললেন | হে নূহ | সে নিশ্চয়ই | নয়

مِنْ اَهْلِكَ ۚ اِنَّهٗ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ۖ

অন্তর্ভুক্ত | তোমার পরিবারের | নিশ্চয়ই তা | কাজ | বিকৃত হওয়া

(৪৩) সে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলঃ "আমি এখনি একটি পাহাড়ের উপর চড়ছি, তা আমাকে পানি হতে রক্ষা করবে। "নূহ বললঃ "আজ কোন জিনিসই আল্লাহর হুকুম হতে রক্ষা করতে পারে না- তবে আল্লাহ কারো প্রতি রহম করলে অন্য কথা।" ইতিমধ্যে একটি ঢেউ উভয়ের মাঝখানে আড়াল করে দাঁড়াল আর সেও নিমজ্জিতদের মধ্যে শামিল হয়ে গেল। (৪৪) নির্দেশ হলঃ হে যমীন, তোমার সব পানিই তুমি গিলে ফেল; আর হে আকাশ থাম। অতঃপর পানি যমীনে বসে গেল; যা হবার তা হয়ে গেল। নৌকা জুদী পর্বতে এসে ভিড়ে গেল [১৬]। আর বলে দেয়া হল ঃ যালেম লোকেরা দূর হয়ে গেল! (৪৫) নূহ তার রবকে ডাকল, বললঃ "হে আমার রব, আমার পুত্র তো আমরই ঘরের লোকদের একজন। ওদিকে তোমার ওয়াদাও সত্য। আর তুমি সব বিচারক অপেক্ষা বড় ও উত্তম বিচারক"। (৪৬) জবাবে বলা হইল ঃ "হে নূহ, সে তোমার ঘরের লোকদের একজন নয়। সে তো এক বিকৃত হয়ে-যাওয়া কাজ [১৭]।

(১৬)। জুদী পর্বত কুর্দিস্থান এলাকায় ইবনে ওমর দ্বীপের উত্তর পূর্ব দিকে অবস্থিত এবং আজও তা এই জুদী নামেই খ্যাত আছে।

(১৭)। এটা হচ্ছে সেই রকম যেমন কোন ব্যক্তির শরীরের অংশবিশেষ পচনগ্রস্থ হওয়ার কারণে চিকিৎসক সে অংশটিকে কেটে ফেলে দেয়ার সিদ্ধান্ত করেছে। এখন ব্যধি গ্রস্থ ব্যক্তি চিকিৎসকে বলে যে, এতো আমারই শরীরের একটি অংশ, এটাকে কেটে ফেলছো কেন? উত্তরে চিকিৎসক বলে-এ তোমার শরীরের অংশ নয়, এ পচে গেছে ।সুতরাং এক সৎ পিতাকে তাঁর অযোগ্য পুত্র সম্পর্কে যখন এ কথা বলা হয় যে, এক ভ্রষ্টকর্ম "তখন তার অর্থ হচ্ছেঃ তুমি একে প্রতিপালন করতে যে পরিশ্রম করেছো তা ব্যর্থ হয়েছে, আর ফল ভ্রষ্ট হয়ে গেছে।

কাজেই তুমি সেই বিষয়ে আমার নিকট দরখাস্ত করো না, যার মূল ব্যাপার তোমার অজানা। আমি তোমাকে নসিহত করি, নিজেকে জাহেলদের মত বানিয়ো না।" (৪৭) নূহ সঙ্গে সঙ্গে বলল ঃ "হে আমার রব, আমি তোমার নিকট পানাহ চাই সেই বিষয়ে তোমার নিকট প্রার্থনা করা হতে, যে বিষয়ে আমার জানা নাই [১৮]। তুমিই যদি আমাকে ক্ষমা না কর ও দয়া না কর তাহলে আমি ধ্বংস হয়ে যাব।" (৪৮) নির্দেশ হলঃ "হে নূহ! নেমে পড়, আমাদের নিকট হতে শান্তি ও বরকত তোমার প্রতি, আর সেই লোকদের প্রতি যারা তোমার সঙ্গে রয়েছে। আর কিছু লোক এমন আছে, যাদেরকে আমরা কিছুকাল জীবন-সামগ্রী দান করব। তার পর তাদের উপর আমাদের নিকট হতে মর্মান্তিক আযাব আসবে।" (৪৯) হে মুহাম্মদ, এ সবই গায়েবী খবর। আমরা তোমার নিকট তা অহীর মাধ্যমে পাঠাচ্ছি। এর পূর্বে না তুমি তা জানতে আর না তোমার জাতির লোকরা। অতএব ধৈর্য ধারণ কর। শুভ পরিণতি মুত্তাকী লোকদের জন্য নির্দিষ্ট [১৯]

(১৮) অর্থাৎ এ রকম প্রার্থনা করা থেকে যার সঠিকত্য সম্পর্কে আমার জ্ঞান নেই।(১৯) অর্থাৎ যেভাবে নূহ (আঃ) ও তাঁর সাথীদের অবশেষে বিজয় ঘটেছিল সে ভাবে তোমার ও তোমার সাথীদের বিজয় লাভ হবে। সুতরাং এখন যে বিপদ ও কাঠিন্য তোমাদের উপর আপতিত হচ্ছে তার জন্য মন খারাব করোনা। সাহস ও ধৈর্যের সাথে নিজের কাজ করে যাও।

রুকূ-৫ (৫০) আর 'আদ'-এর প্রতি আমরা তাদের ভাই হূদকে পাঠিয়েছি। সে বললঃ "হে আমার জাতির লোকেরা, তোমরা আল্লাহর দাসত্ব কবুল কর, তিনি ছাড়া তোমাদের কোন ইলাহ নেই। তোমরা তো শুধু মিথ্যা বানিয়ে নিয়েছ। (৫১) হে জাতির লোকজন, এই কাজের জন্য কোন মুজুরীই আমি তোমাদের নিকট চাই না। আমার পুরস্কার তো তাঁর যিম্মায় যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তোমরা কি আদৌ বুদ্ধি- বিবেচনা প্রয়োগ করবে না? (৫২) হে আমার জাতির লোকেরা, তোমাদের রবের নিকট ক্ষমা চাও। অতঃপর তাঁর দিকেই ফিরে এস,। তিনি তোমাদের জন্য আকাশের দুয়ার খুলে দিবেন এবং তোমাদের বর্তমান শক্তি ও ক্ষমতা আরো বৃদ্ধি করে দিবেন। অপরাধী লোকদের মত (বন্দেগী হতে) মুখ ফিরিয়ে থেকো না।" (৫৩) তারা জবাব দিলঃ "হে হূদ, তুমি আমাদের নিকট কোন সুস্পষ্ট সাক্ষ্য নিয়ে আসনি। তোমার কথায় আমরা আমাদের উপাস্যদের ত্যাগ করতে পারি না; আর আসলে তোমার প্রতি আমরা ঈমানদার হব না। (৫৪) আমরা তো মনে করি যে, তোমার উপর আমাদের উপাস্যদের মধ্যে কারো 'মার' পড়েছে [২০]।" হূদ বললঃ আমি আল্লাহর স্বাক্ষী পেশ করছি। আর তোমরাও সাক্ষী থাক,

(২০) অর্থাৎ তুমি সম্ভবতঃ কোন দেবী, দেবতা বা কোন হযরতের আস্তানায় বে'আদবী করেছ, তাই তুমি তারই ফলভোগ করেছো, যেজন্য তুমি এই সব ভ্রষ্ট কথাবার্তা বলতে শুরু করেছ, আর যে সব লোকালয়ে কাল তুমি সম্মানের সংগে বাস করতে সেখানে আজ তোমাকে গালি ও পাথর দিয়ে অভ্যর্থনা করা হয়েছে।

اَنِّیْ بَرِیْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ﴿٥٤﴾ مِنْ دُوْنِهٖ فَكِیْدُوْنِیْ جَمِیْعًا ثُمَّ لَا

নিশ্চয়ই আমি সম্পর্ক মুক্ত তা হতে যা তোমরা শিরক করছ তাঁকে ছাড়া আমার বিরুদ্ধে এখন তোমরা ষড়যন্ত্র কর সকলে (মিলে) এরপর না

تُنْظِرُوْنِ ﴿٥٥﴾ اِنِّیْ تَوَكَّلْتُ عَلَی اللّٰهِ رَبِّیْ وَ رَبِّكُمْ ؕ مَا مِنْ دَآبَّةٍ اِلَّا

আমাকে তোমরা অবকাশ দিও নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর উপর ভরসা করছি (যিনি) আমার রব ও তোমাদের রব নাই কোন বিচরণশীল প্রাণী এছাড়া

هُوَ اٰخِذٌۢ بِنَاصِیَتِهَا ؕ اِنَّ رَبِّیْ عَلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ ﴿٥٦﴾ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ

তিনি ধারণকারী তার সামনের কেশগুচ্ছকে নিশ্চয় আমার রব উপর পথের সরল-সঠিক (অর্থাৎ এই পথেই তাঁকে পাবে) অতঃপর যদি মুখ ফিরাও তবে নিশ্চয়

اَبْلَغْتُكُمْ مَّاۤ اُرْسِلْتُ بِهٖۤ اِلَیْكُمْ ؕ وَ یَسْتَخْلِفُ رَبِّیْ قَوْمًا غَیْرَكُمْ ۚ وَ لَا

তোমাদেরকে আমি পৌছিয়েছি তাই আমি প্রেরিত হয়েছি যা নিয়ে তোমাদের প্রতি এবং স্থলাভিষিক্ত করবেন আমার রব (অন্য) লোকদেরকে তোমাদের ছাড়া এবং না

تَضُرُّوْنَهٗ شَیْـًٔا ؕ اِنَّ رَبِّیْ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ حَفِیْظٌ ﴿٥٧﴾ وَ لَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا

তাঁকে তোমরা ক্ষতি করতে পারবে কিছুমাত্র নিশ্চয় আমার রব উপর সব কিছুর হেফাজতকারী (নিয়ন্ত্রনকারী) এবং যখন আসল আমাদের নির্দেশ

نَجَّیْنَا هُوْدًا وَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا ۚ وَ نَجَّیْنٰهُمْ مِّنْ عَذَابٍ

আমরা রক্ষা করলাম হূদকে ও যারা ঈমান এনেছিল তার সাথে রহমত দিয়ে আমাদের পক্ষ হতে এবং আমরা তাদেরকে রক্ষা করলাম হতে শাস্তি

غَلِیْظٍ ﴿٥٨﴾ وَ تِلْكَ عَادٌ ۟ۙ جَحَدُوْا بِاٰیٰتِ رَبِّهِمْ وَ عَصَوْا رُسُلَهٗ وَ اتَّبَعُوْۤا

কঠিন এবং এই (ছিল) আদ জাতি অস্বীকার করেছিল নিদর্শনা বলীকে তাদের রবের তারা অমান্য করেছিল এবং তাঁর রসূলদেরকে এবং তারা অনুসরণ করেছিল

اَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِیْدٍ ﴿٥٩﴾ وَ اُتْبِعُوْا فِیْ هٰذِهِ الدُّنْیَا لَعْنَةً

নির্দেশের প্রত্যেক উদ্ধত স্বৈরাচারীর এবং তাদের অনুসরণ করান হল মধ্যে এই দুনিয়ায় অভিশাপ

তোমরা যাদেরকে আল্লাহর শরীক বানিয়ে নিয়েছো তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।(৫৫)তাঁকে ছাড়া, তোমরা সকলে মিলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর । আর আমাকে এতটুকুও অবকাশ দিওনা। (৫৬) আমার ভরসা তো আল্লাহর উপর, যিনি আমারও রব, আর তোমদেরও রব। কোন জীব এমন নাই যার মস্তক তাঁর মুঠিতে বন্ধী নয়! নিঃসন্দেহে আমার রব সোজা পথের উপর আছেন। (৫৭) তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে থাক. তবে থাকতে পার। আমি যে পয়গাম সহ তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছিলাম, তা আমি তোমাদের নিকট পৌছেছি । এখন আমার রব তোমাদের স্থলে অপর লোকদেরকে উঠাবেন। আর তোমরা তাঁর কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। আমার রব নিশ্চিতই সব কিছুরই নিয়ন্ত্রনকারী।(৫৮) পরে যখন আমাদের ফরমান এসে পৌছিল, তখন আমরা আমাদের রহমতের সাহায্যে হূদকে এবং তার সাথে যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে নাজাত দান করলাম এবং এক কঠিন আযাব হতে তাদের বাচাঁলাম। (৫৯) এই হল 'আদ জাতি। তাদের রবের আয়াতকে তারা অমান্য করল, তাঁর নবী- রসূলদের কথাও তারা মানল না! আর সত্য দ্বীনের প্রত্যেক প্রবল পরাক্রান্ত দুশমনকে তারা অনুসরণ করল।(৬০) শেষ পর্যন্ত এই দুনিয়ায়ও তাদের উপর অভিশম্পাত হল,

আর কিয়ামতের দিনেও। শুন! আদ তাদের রবকে অমান্য ও অস্বীকার করল! শুন! দূরে নিক্ষেপ করা হল 'আদ, হূদ-এর জাতির লোকদেরকে।রুকু-৬ (৬১) আর সামূদ এর প্রতি আমরা তাদের ভাই সালেহকে পাঠালাম। সে বললঃ "হে আমার জাতির লোকেরা, আল্লাহর দাসত্ব কবুল কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন রব নেই। তিনিই তোমাদেরকে যমীন হতে পয়দা করেছেন, আর এখানেই তোমাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অতএব তোমরা তাঁর নিকট ক্ষমা চাও এবং তাঁর দিকে ফিরে এস; নিঃসন্দেহে আমার রব অতীব নিকটে। আর তিনি প্রার্থনার জবাব দাতা [২১]।" (৬২) তারা বললঃ 'হে সালেহ পূর্বে তুমি আমাদের মাঝে এমন এক ব্যক্তি ছিলে, যার সাথে অনেক আশা আকাঙ্খাই জড়িত ছিল। তুমি কি আমাদেরকে সেই মাবুদদের পূজা-উপাসনা করা হতে বিরত রাখতে চাও, যাদের পূজা-উপাসনা আমাদের বাপ-দাদারা করত?

(২১)। এই সংক্ষিপ্ত বাক্যে হযরত সালেহ (আঃ) শেরকের মূল কেটে দিয়েছেন। মোশরেকেরা মনে করে- আর চালাক লোকেরা তাদের এ রকম বোঝাবার চেষ্টাও করে যে, আল্লাহতাআলার পবিত্র আস্তানা সাধারণ মানুষের নাগাল থেকে খুবই দূরে; তাঁর দরবারে সাধারণ লোকের কেমন করে পৌছানো সম্ভব? সেখান পর্যন্ত দোয়া পৌছানো তার পর তার জবাব পাওয়া কখনই সম্ভব হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না 'অসিলা' তালাস করা হয়, এবং উপর পর্যন্ত নযর নিয়ায ও আর্জি পৌছানোর কৌশল যাদের জানা আছে সেই মযহাবী মনসাবধারীদের (ধর্মীয় পদাধিকারী ব্যক্তিদের) খেদমত যা হাসিল করা হয়। এই ভুল ধারণাই বান্দাহ ও আল্লাহর মধ্যে অসংখ্যা ছোট-বড় দেব-দেবী-উপাস্য ও সুপারিশকারীর এক মস্ত বড় শৃঙ্খল খাড়া করে দিয়েছে। হযরত সালেহ (আঃ) মুর্খতার এই সমগ্র জাদুকে মাত্র দুটি শব্দ দিয়ে চূর্ণ করে দূরে নিক্ষেপ করেছিলেন। প্রথমতঃ এই কথা যে, আল্লাহতাআলা নিকটেই আছেন এবং দ্বিতীয়তঃ এই যে তিনি প্রর্থনার উত্তর দানকারী। অর্থাৎ তোমাদের ধারণা ভুল যে তিনি দূরে আছেন, এবং তোমাদের এ ধারণাও ভুল যে, তোমরা সরাসরি তাঁকে ডেকে নিজেদের প্রার্থনার উত্তর লাভ করতে পারো না! তোমাদের প্রত্যেকেই তাঁকে তোমাদের কাছে পেতে পারো, তার সংগে নিভৃতে কথা বলতে পারো। সরাসরি তোমাদের আবেদন-নিবেদন তাঁর হুযুরে পেশ করতে পারো এবং তিনিও সরাসরি নিজে তার প্রত্যেক বান্দার প্রার্থনার উত্তর দান করেন। সুতরাং যখন বিশ্ব সম্রাটের আম দরবার সকল সময় সকল ব্যক্তির জন্য খোলা ও সকলেরই নিকটবর্তী তখন তোমরা কিরূপ মূর্খতার মধ্যে পড়ে আছো যে, তার জন্য মাধ্যম, অসিলা ও সুপারিশকারী খুঁজে খুঁজে ফিরছো?

তুমি যেদিকে আমাদেরকে ডাকছ, সে সম্পর্কে আমাদের মনে বড়ই সন্দেহ রয়েছে, তা আমাদেরকে বড়ই দ্বিধা-সংশয়ের মধ্যে ফেলে দিয়েছে'।(৬৩) সালেহ বললঃ 'হে জাতির লোকেরা তোমরা এ কথা একটু ভেবে দেখ যে, আমার নিকট যদি আমার রবের তরফ হতে এক স্পষ্ট সাক্ষ্য বর্তমান থেকে থাকে এবং তার পর তিনি যদি তাঁর রহমত দানেও আমাকে ধন্য করে থাকেন তা হলে এর পর আল্লাহর পাকড়াও হতে আমাকে কে বাঁচাবে, যদি আমি তার না-ফরমানী করি? তোমরা আমার কোন কাজে আসবে এই ছাড়া যে, তোমরা আমাকে অধিকতর ক্ষতির মধ্যে নিক্ষেপ করে দিবে? (৬৪) আর হে আমার জাতির লোকেরা! লক্ষ্য কর, আল্লাহর এই উষ্ট্রী তোমাদের জন্য একটি নিদর্শন। একে আল্লাহর যমীনে বিচরণ করার জন্য আবাধ মুক্ত করে ছেড়ে দাও। এর পথে সামান্য বাধার সৃষ্টি করো না। অন্যথায় তোমাদের উপর আল্লাহর আযাব এসে পড়তে খুব দেরী লাগবে না। (৬৫) কিন্তু তারা উষ্ট্রীকে হত্যা করল। এ জন্য সালেহ তাদেরকে সতর্ক করে দিল, বললঃ ''বাস,- অতঃপর মাত্র তিনটি দিন নিজেদের ঘরে আরো বসবাস করে নাও। এ এমন একটি মীয়াদ, যা কখনো মিথ্যা হতে পারে না''(৬৬) শেষ পর্যন্ত যখন আমাদের ফয়সালার সঠিক সময় উপস্থিত হল, তখন আমাদের রহমত দিয়ে সালেহকে এবং তার সাথে যারা ঈমান এনেছিল, তাদেরকে রক্ষা করলাম এবং সেই দিনের লাঞ্ছনা হতে তাদেরকে বাঁচালাম। নিঃসন্দেহে তোমার রবই আসলে শক্তিমান ও প্রবল!

وَ اَخَذَ الَّذِيۡنَ ظَلَمُوا الصَّيۡحَةُ فَاَصۡبَحُوۡا فِىۡ دِيَارِهِمۡ جٰثِمِيۡنَ ۙ﴿۶۷﴾ كَاَنۡ

হয়েছিল উপুড়হয়ে পড়া তাদের বস্তি মধ্যে অতঃপর প্রচন্ড শব্দে যুলুম (তাদেরকে) ধরল এবং
(এমন যেন)(নিস্পন্দ-নির্জীব) সমূহের তা হয়ে গেল করেছিল যারা

لَّمۡ يَغۡنَوۡا فِيۡهَا ؕ اَلَاۤ اِنَّ ثَمُوۡدَا۟ كَفَرُوۡا رَبَّهُمۡ ؕ اَلَا بُعۡدًا لِّثَمُوۡدَ ﴿۶۸﴾

সামুদ দূরে অপসারণ জেনেরাখ তাদের রবের কুফ্‌রী সামুদ জাতি নিশ্চয়ই সাবধান তার বসবাস করেনি
জাতিকে (করা হয়েছিল) করেছিল মধ্যে

وَ لَقَدۡ جَآءَتۡ رُسُلُنَاۤ اِبۡرٰهِيۡمَ بِالۡبُشۡرٰى قَالُوۡا سَلٰمًا ؕ قَالَ سَلٰمٌ فَمَا

অতঃপর সালাম (ইবরাহীম) সালাম তারা সুসংবাদ নিয়ে ইবরাহীমের আমাদের এসেছিল নিশ্চয়ই মধ্যে
না (বর্ষিত হোক) বলল (বর্ষিত হোক) বলেছিল কাছে ফেরেশতারা

لَبِثَ اَنۡ جَآءَ بِعِجۡلٍ حَنِيۡذٍ ﴿۶۹﴾ فَلَمَّا رَاٰۤ اَيۡدِيَهُمۡ لَا تَصِلُ اِلَيۡهِ نَكِرَهُمۡ

তাদেরকে তার দিকে প্রসারিত না তাদের সে অতঃপর কষানো এক তার নিয়ে দেরি
সন্দেহ করল (খানা খেতে) হচ্ছে হাতগুলো দেখল যখন (মেহমানদারীর জন্যে) বাছুর আসতে হল

وَ اَوۡجَسَ مِنۡهُمۡ خِيۡفَةً ؕ قَالُوۡا لَا تَخَفۡ اِنَّاۤ اُرۡسِلۡنَاۤ اِلٰى قَوۡمِ لُوۡطٍ ﴿۷۰﴾

লুতের জাতির প্রতি আমরা প্রেরিত নিশ্চয়ই ভয় করো না তারা ভীতি তাদের হতে মনে সঞ্চার ও
হয়েছি আমরা বলল হল

وَ امۡرَاَتُهٗ قَآئِمَةٌ فَضَحِكَتۡ فَبَشَّرۡنٰهَا بِاِسۡحٰقَ ۙ وَ مِنۡ وَّرَآءِ اِسۡحٰقَ

ইসহাকের পরবর্তীতে ও ইসহাক অতঃপর তাকে আমরা তখন সে হাসল দন্ডায়মান তার স্ত্রীও এবং
সম্বন্ধে সুসংবাদ দিলাম (কারণ ভয়দূর হল) ছিল (সেখানে)

يَعۡقُوۡبَ ﴿۷۱﴾ قَالَتۡ يٰوَيۡلَتٰٓى ءَاَلِدُ وَ اَنَا عَجُوۡزٌ وَّ هٰذَا بَعۡلِىۡ شَيۡخًا ؕ

বৃদ্ধ আমার এই এবং বৃদ্ধা আমি অথচ আমি কি সন্তান আমার কি সে বলল ইয়াকুব
স্বামী প্রসব করব আফসোচ

اِنَّ هٰذَا لَشَىۡءٌ عَجِيۡبٌ ﴿۷۲﴾

আশ্চর্য অবশ্যই ব্যাপার এটা নিশ্চয়ই

(৬৭) আর যারা যুলুম করেছিল, এক শক্ত প্রচন্ড শব্দ তাদেরকে আঘাত হানল এবং তারা নিজেদের বসতিতে এমন ভাবে নিস্পন্দ ও নির্জীব হয়ে পড়ে রইল,(৬৮) মনে হল যেন তারা সেখানে কোন দিনই বসবাস করেনি।
সাবধানঃ সামুদ নিজেদের রবের সাথে কুফরী করেছে। জেনে রাখ! দূরে নিক্ষেপ করা হয়েছে সামুদকে' ।
রুকূঃ৭ (৬৯)আর শুন ইবরাহীমের নিকট আমাদের ফেরেশতা সুসংবাদ নিয়ে পৌছিল। বললঃ' তোমার প্রতি সালাম বর্ষিত হোক। ইবরাহীম জবাব দিলঃ তোমাদের উপরও সালাম হোক। অনন্তর অল্পক্ষণ পরই ইবরাহীম একটি কষানো বাছুর (তাদের মেহমানদারীর জন্য) নিয়ে আসল[২২]। (৭০) কিন্তু যখন দেখল যে, খাবারের দিকে তাদের হাত প্রসারিত হচ্ছে না[২৩]। তখন সে তাদের প্রতি সন্দিগ্ধহল এবং মনে মনে তাদের সম্পর্কে ভয় অনুভব করতে লাগল। তারা বললঃ ভয় পেয়ো না। আমরা লুত জাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছি। (৭১) ইবরাহীমের স্ত্রী-ও নিকটে দাড়িয়েছিল। সে এই কথা শুনে হেসে ফেলল। অতঃপর আমরা তাকে ইসহাক ও ইসহাকের পরে ইয়াকুবের সুসংবাদ দিলাম। (৭২) সে (স্ত্রী) বললঃ কি আমার আফসোচ [২৪]। এখন কি আর আমার সন্তান হবে, যখন আমি বৃদ্ধা হয়েছি। আর আমার স্বামী হয়েছে বৃদ্ধ। এ তো বড়ই আশ্চর্যের ব্যাপার।

(২২) এ থেকে জানা গেল-ফেরেশতারা হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর বাড়ীতে মানুষের রূপ ধরে এসেছিলেন এবং প্রথমে তাঁরা নিজেদের পরিচয় দান করেননি। সুতরাং ইবরাহীম (আঃ) তাঁদেরকে অপরিচিত অতিথি মনে করেছিলেন। এবং তাদের আগমনের সাথে সাথেই তাঁদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেছিলেন।(২৩) এ থেকে হযরত ইবরাহীম (আঃ) জানতে পারলেন যে তারা ফেরেশতা।
(২৪) এর অর্থ এই নয় যে হযরত সারা বস্তুতঃ এ কথায় খুশী না হয়ে উল্টো নিজের দুর্ভাগ্য মনে করেছিলেন। আসলে স্ত্রীলোকেরা বিস্ময়কর ব্যাপারে সাধারণতঃ যে ধরনের কথা বলে থাকে এ হচ্ছে সেরূপ একটি উক্তি মাত্র ।

(৭৩) ফেরেশতারা বললঃ " আল্লাহর হুকুমের উপর আশ্চর্যান্বিত হচ্ছ? ইবরাহীমের ঘরবাসীরা! তোমাদের প্রতি আল্লাহর রহমত এবং তার বরকত রয়েছে। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ অতিশয় প্রশংসার যোগ্য এবং বড়ই মহান।"(৭৪) পরে ইবরাহীমের ঘাবড়ানো অবস্থা যখন দূর হয়ে গেল এবং (সন্তানের সুসংবাদ পেয়ে) তার দিল খুশী হয়ে গেল, তখন সে লুত জাতির ব্যাপারে আমাদের সাথে ঝগড়া করতে শুরু করল[২৫]। (৭৫) আসলে ইবরাহীম বড়ই ধৈর্যশীল ও নরম দিলের মানুষ ছিল। আর সকল অবস্থায় আমাদের দিকেই প্রত্যাবর্তন করত। (৭৬) (শেষ পর্যন্ত আমাদের ফেরেশতারা তাকে বললঃ) "হে ইবরাহীম, এ হতে তুমি বিরত থাক। তোমার রবের হুকুম হয়ে গেছে। এখন তাদের উপর সে আযাব অবশ্যই আসবে, তা কারো বাধাদানে ফিরে যাবেনা।"(৭৭) আর যখন আমাদের ফেরেশতারা লুতের নিকট পৌছিল তখন তাদের আগমনে সে ঘাবড়ে গেল, মন ছোট হয়ে গেল এবং বলতে লাগল যে," আজ বড়ই বিপদের দিন[২৬]।"

বিস্ময়কর ব্যাপারে সাধারণতঃ যে ধরনের কথা বলে থাকে এ হচ্ছে সেরূপ একটি উক্তি মাত্র।(২৫) ঝগড়া করা শব্দটি এ ক্ষেত্রে হযরত ইবরাহীম(আঃ) আপন রবের সাথে যে একান্ত মহব্বত ও মনোরম সম্বন্ধ রাখতেন তারই সূচক। এ শব্দ দিয়ে চোখের সামনে এমন একটি চিত্র ফুটে উঠে যে বান্দা ও তার রবের মধ্যে বহুক্ষণ ধরে পীড়া-পীড়ি চলতে থাকে; বান্দা যিদ করতে থাকে, যে-কোন ভাবে লুতের কওম থেকে আযাব হটিয়ে দেয়া হোক। আল্লাহ উত্তরে বলতে থাকেন - এ জাতির মধ্যে কল্যাণ বলতে আর কিছু বাকী নেই এবং তাদের অপরাধ এতদূর পর্যন্ত সীমা অতিক্রম করেছে যে এদের প্রতি কোন অনুগ্রহ করা চলে না। কিন্তু বান্দা! তবুও বলে চলে, প্রতিপালক-প্রভূ যদি সামান্য কিছু ভালও তাদের মধ্যে থাকে, তবে আরও কিছু অবকাশ দান করুন। হতে পারে, তার থেকে কিছু সুফল ফলবে।(২৬) এ ফেরেশতারা সব সুন্দর বালকদের রূপে হযরত লুতের নিকট এসেছিলেন। তিনি জানতেন না যে এরা ফেরেশতা। একারণেই অতিথিদের আগমনে তিনি অত্যন্ত পেরেশানি ও উদ্বিগ্নতা বোধ করছিলেন। তিনি নিজ জাতি সম্পর্কে জানতেন যে তারা কতটা দুষ্কৃতকারী ও লজ্জাহীন হয়ে গিয়েছিল।

وَ جَآءَهٗ قَوْمُهٗ يُهْرَعُوْنَ اِلَيْهِ ؕ وَ مِنْ قَبْلُ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ؕ

এবং আসল | তার কাছে | তার(জাতির) লোকেরা | দ্রুত দৌড়িয়ে | তার দিকে | এবং | পূর্বে | তারা কাজ করতে অভ্যস্থ ছিল | কু কর্ম (অর্থাৎ সমকামিতা)

قَالَ يٰقَوْمِ هٰٓؤُلَآءِ بَنَاتِيْ هُنَّ اَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ لَا

সে বলল | হে আমার সম্প্রদায় | এসব | আমার(জাতির) মেয়েরা(আছে) | তারা | অধিক পবিত্র | তোমাদের জন্যে | অতএব তোমরা ভয়কর | আল্লাহকে | এবং | না

تُخْزُوْنِ فِيْ ضَيْفِيْ ؕ اَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيْدٌ ۝٧٨ قَالُوْا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا

আমাকে লজ্জিত কর | ব্যাপারে | আমার মেহমানের | নাই কি | তোমাদের মধ্যে | কোন মানুষ | সঠিক (চিন্তা ধারার) | তারা বলল | নিশ্চয়ই অবশ্য | তুমি জেনেছ | নাই

لَنَا فِيْ بَنٰتِكَ مِنْ حَقٍّ ۚ وَ اِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيْدُ ۝٧٩ قَالَ لَوْ اَنَّ

আমাদের জন্য | ব্যাপারে | তোমার (জাতির) মেয়েদের | কোন | আগ্রহ | এবং | তুমি নিশ্চয়ই | অবশ্যই জান | কি | আমরা চাই | সে বলল | যদি | হত

لِيْ بِكُمْ قُوَّةً اَوْ اٰوِيْۤ اِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ ۝٨٠ قَالُوْا يٰلُوْطُ اِنَّا رُسُلُ

আমার জন্যে | তোমাদের উপর | কোন ক্ষমতা | অথবা | আমি আশ্রয়পেতাম | কাছে | কোন(আশ্রয়ের) স্তম্ভের | শক্তিশালী | (আগন্তুকরা) বলল | হে লূত | নিশ্চয়ই আমরা | (সবাই) ফেরেশতা

رَبِّكَ لَنْ يَّصِلُوْۤا اِلَيْكَ فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَ لَا

তোমাদের রবের | কক্ষণ না | তারা পৌছঁতে পারবে | তোমার কাছে | অতএব চলেযাও | তোমার পরিবারসহ | এক অংশে | রাতের | এবং | না

يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ اِلَّا امْرَاَتَكَ ؕ اِنَّهٗ مُصِيْبُهَا مَاۤ اَصَابَهُمْ ؕ

ফিরে তাকাবে | তোমাদের মধ্যে | কেউ | কিন্তু | তোমার স্ত্রী (সংগে যাবে না) | তা নিশ্চয়ই (সিদ্ধান্ত) | তার পৌছবে (সেই শাস্তি) | যা | তাদের পৌছবে

(৭৮) (এই মেহমানরা এসে পৌঁছতেই) তার জাতির লোকেরা ব্যাস্ত হয়ে তাঁর ঘরের দিকে দৌড়ে আসতে লাগল। পূর্ব হতেই তারা এ রকম অসৎ কাজে অভ্যস্ত ছিল । লূত তাদেরকে বললঃ "হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা, এই আমার(জাতির) কন্যারা রয়েছে। এরা তোমাদের জন্য অধিক পবিত্র [২৭]। আল্লাহকে কিছুটা ভয় কর। আর আমার মেহমানের ব্যাপারে আমাকে লজ্জিত করো না। তোমাদের মধ্যে ভালো মানুষ কি কেউ নেই?" (৭৯) তারা জবাব দিলঃ "তোমার তো জানাই আছে যে, তোমার(জাতির) কন্যাদের ব্যাপারে আমাদের কোনই আগ্রহ নেই। আর তুমি এও জান যে, আমরা কি চাচ্ছি।"(৮০) লূত বললঃ "হায়! আমার যদি এত খানি শক্তি থাকত যে তোমাদের সোজা করে দিতে পারতাম; অথবা কোন মজবুত আশ্রয় এমন হত যেখানে আশ্রায় নিতাম।" (৮১) তখন ফেরেশতারা বলল ঃ "হে লূত, আমরা তোমার রবের প্রেরিত ফেরেশতা। এরা তোমার কাছে পৌছুতে পারবে না। বাস,তুমি কিছুটা রাত থাকতে নিজের পরিবার-পরিজন নিয়ে বের হয়ে যাও, আর দেখ, তোমাদের কেউ যেন পিছনের দিকে ফিরে না দেখে। কিন্তু তোমার স্ত্রী (সংগে যাবেনা), কেননা, তার উপরও তাই ঘটবে, যা এদের উপর ঘটার রয়েছে।

(২৭)। এর অর্থ এই নয় যে, হযরত লূত তাদের সামনে নিজের বা নিজের সম্প্রদায়ের কন্যাদেরকে ব্যভিচারের জন্য পেশ করেছিলেন; তোমাদের জন্য এরা পবিত্রতর, এই বাক্যাংশ এরূপ ভুল অর্থ গ্রহণের কোন অবকাশ বাকী রাখেনি। হযরত লূতের উদ্দেশ্য পরিষ্কাররূপে এই ছিল যে, নিজেদের প্রবৃত্তির কামনা আল্লাহর নির্দিষ্ট স্বাভাবিক ও বৈধ্য উপায়ে তৃপ্ত কর; সেজন্য স্ত্রীলোকের কোন অভাব নেই।

إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ۚ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴿٨١﴾ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا

নিশ্চয়ই তাদের নির্ধারিত সময় সকাল নয় কি সকাল নিকটবর্তী অতঃপর যখন আসল আমাদের নির্দেশ আমরা করলাম

عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ ﴿٨٢﴾ مُّسَوَّمَةً

তার উপর দিককে তার নীচের দিকে এবং আমরা বর্ষণ করলাম তার উপর পাথর থেকে কংকরের ক্রমাগত (প্রত্যেকের জন্যে) চিহ্নিত

عِندَ رَبِّكَ ۖ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴿٨٣﴾ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ

কাছ থেকে তোমার রবের এবং না তা হতে যালিমদের বহুদূরে এবং প্রতি মাদয়ানের

أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ

তাদের ভাই (পাঠিয়েছিলাম) শুআয়বকে সে বলল হে আমার জাতি তোমরা ইবাদত কর আল্লাহর নাই তোমাদের জন্যে কোন ইলাহ তিনি ছাড়া

وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ۚ إِنِّي أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ

এবং না তোমরা কম করো মাপে আর (না) ওজনে নিশ্চয়ই আমি তোমাদের দেখছি ভাল অবস্থায় কিন্তু নিশ্চয়ই আমি আমি ভয় করছি

عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ﴿٨٤﴾ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ

তোমাদের উপর শাস্তি দিনের পরিবেষ্টনকারী এবং হে আমার জাতি তোমরা পূর্ণকর মাপ ও ওজন ন্যায়সংগত ভাবে

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾

এবং না তোমরা ক্ষতি করো লোকদেরকে তাদের জিনিসগুলোকে এবং না তোমরা অনাচার কর মধ্যে যমীনের বিপর্যয় সৃষ্টিকারী (হয়ে)

এদের ধ্বংসের জন্য সকাল বেলার সময় নির্দিষ্ট রয়েছে- সকাল হতে আর দেরীই বা কতটুক।" (৮২) পরে আমাদের ফায়সালার সময় যখন এসে পৌছল, তখন আমরা সেই জনপদকে নীচ হতে উপরে সম্পূর্ণ উল্টিয়ে দিলাম, এবং তার উপর পাকা মাটির প্রস্তর অবিশ্রান্ত বর্ষন করলাম। (৮৩) যার প্রতিটি প্রস্তর খন্ডই তোমার প্রতিপালকের নিকট চিহ্নিত ছিল [২৮] । আর যালেমদের ব্যাপারে এই শাস্তি কিছুমাত্র দূরের জিনিস নয়।

রুকু-৮ (৮৪) আর মাদয়ানবাসীদের প্রতি আমরা তার ভাই শুআয়বকে পাঠালাম। সে বললঃ হে আমার জাতির লোকেরা! আল্লাহর দাসত্ব কবুল কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন রব নেই। আর ওযন ও পরিমাপে কমতি করো না। আজ আমি তোমাদের ভাল অবস্থায় দেখছি।কিন্তু আমার ভয় হয়, কাল তোমাদের উপর এমন দিন আসবে যার আযাব তোমাদের সকলকে ঘিরে ধরবে। ৮৫। আর হে জাতির ভাইসব! ঠিক ঠিকভাবে ইনসাফের সাথে পূর্ণ ওযন ও পরিমাপ কর। আর লোকদের জিনিসে কোনরূপ ক্ষতি সৃষ্টি করোনা। এবং যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়িও না।

---

(২৮)।অর্থাৎ প্রত্যেক প্রস্তর খন্ড আল্লাহর পক্ষ হতে নির্দিষ্টকৃত ছিল যে কোন প্রস্তরখন্ডটি কি কি ধ্বংস কার্য সাধন করবে ও কোন অপরাধীর উপর আপতিত হবে।

بَقِيَّتُ اللّٰهِ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۚ وَمَآ اَنَا عَلَيْكُمْ

তোমাদের আমি না এবং ঈমানদার তোমরা হও যদি তোমাদের উত্তম আল্লাহর উদ্বৃত্তই
উপর জন্যে (দেওয়া)

بِحَفِيْظٍ ﴿٨٦﴾ قَالُوْا يٰشُعَيْبُ اَصَلٰوتُكَ تَاْمُرُكَ اَنْ نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَآ

আমাদের পূর্ব ইবাদত (তা) ছেড়ে দেব যে তোমাকে তোমার কি শুআয়ব হে তারা বলল কোন
পুরুষেরা করত যার আমরা নির্দেশ দেয় নামাজ সংরক্ষক

اَوْ اَنْ نَّفْعَلَ فِيْٓ اَمْوَالِنَا مَا نَشٰٓؤُا ؕ اِنَّكَ لَاَنْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ ﴿٨٧﴾

সদাচারী সহিষ্ণু অবশ্যই নিশ্চয়ই আমরা · যা আমাদের মধ্যে আমরা যেন অথবা
তুমি তুমি করতেচাই সম্পদসমূহের করি (না)

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّىْ وَرَزَقَنِىْ

আমাকে রিযক এবং আমার পক্ষহতে সুস্পষ্ট উপর আমি হই যদি তোমরা কি হে সে বলল
দিয়েছেন রবের প্রমাণের (ভেবে)দেখেছ আমার জাতি

مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ؕ وَمَآ اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَآ اَنْهٰىكُمْ عَنْهُ ؕ

তা হতে তোমাদের আমি যা (তার) তোমাদের যে আমি চাই না এবং উত্তম রিযক তাঁর
নিষেধ করি প্রতি বিরুদ্ধাচারণ করি নিকট হতে

اِنْ اُرِيْدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ؕ وَمَا تَوْفِيْقِىْٓ اِلَّا بِاللّٰهِ ؕ عَلَيْهِ

তারই (সংঘটিত হয়) এছাড়া আমার নাই এবং আমি করতে যতটুকু সংশোধন এছাড়া আমি না
উপর আল্লাহ দ্বারা (যা) সামর্থ পারি চাই

تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ ﴿٨٨﴾ وَيٰقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِىْٓ اَنْ يُّصِيْبَكُمْ مِّثْلُ

তেমন তোমাদের উপর(এতদূর) আমার (সাথে) তোমাদের অপরাধ না হে আমার এবং প্রত্যাবর্তন তাঁরই ও আমি ভরসা
(শাস্তি) আপতিত হয় . যে বিরোধ করতে(উদ্বুদ্ধকরে)(যেন) জাতি আমি করছি দিকে করেছি

(৮৬) আল্লাহর দেয়া উদ্বৃত্ত তোমাদের জন্য ভালো, যদি তোমরা মুমিন হও। আর আমি তো কোন অবস্থায়ই তোমাদের সংরক্ষক নই। (৮৭) তারা জবাব দিলঃ "হে শুআয়ব! তোমার নামায কি তোমাকে এই শিক্ষা দেয় যে আমরা ঐসব মাবুদদের পরিত্যাগ করব যাদের পূজা-উপসনা আমাদের বাপ-দাদারা করত? অথবা এই যে, আমাদের মাল-সম্পদ ইচ্ছামত ব্যয় করার ইখতিয়ার আমাদের থাকবে না? শুধু তুমিই একজন বড় আত্মার ও সদাচারী ব্যক্তিই থেকে গেলে!"(৮৮) শুআয়ব বললঃ "ভাইসব, তোমরা নিজেরাই চিন্তা করে দেখ, আমি যদি আমার রবের নিকট হতে এক সুস্পষ্ট সাক্ষ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে থাকি, আর তা ছাড়াও তিনি যদি নিজের নিকট হতে আমাকে উত্তম রেযক দান করে থাকেন [২৯]।"(তাহলে তোমাদের গোমরাহী ও হারাম খাওয়ার কাজে আমি তোমাদের সঙ্গে শরীক হই কি করে?) এবং আমি কিছুতেই চাই না যে, যেসব কথা হতে আমি তোমাদেরকে বিরত রাখতে চেষ্টা করি, তা আমি নিজেই অবলম্বন করব। আমি তো সংশোধন করতে চাই, যতখানি আমার সাধ্যে কুলায়। আর এই যা কিছু আমি করতে চাই, তার সব কিছুই আল্লাহর তওফীকের উপর নির্ভরশীল, তাঁরই উপর আমরা ভরসা করি এবং আমি সব ব্যাপারে তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করি।(৮৯) আর হে আমার জ্ঞাতীয় ভাইসব! আমার বিরুদ্ধে তোমাদের হঠকারিতা যেন এমন অবস্থার সৃষ্টি না করে যে, শেষ পর্যন্ত তোমাদের উপরও সেই আযাবই এসে পৌছবে।

(২৯)। অর্থাৎ আল্লাহ তা' আলা যখন আমাকে সত্য চিনার উপযোগী দৃষ্টি-শক্তি দান করেছেন, এবং হালাল রুযীও দান করেছেন,তখন আমার পক্ষে এ কেমন করে বৈধ হতে পারে যে, আল্লাহ আমাকে তাঁর অনুগ্রহে অনুগৃহীত করা সত্তেও হারাম খাওয়াকে হক ও হালাল বলে গণ্য করে আমার রবের আমি অকৃতজ্ঞ হবো!

مَآ اَصَابَ قَوْمَ نُوْحٍ اَوْ قَوْمَ هُوْدٍ اَوْ قَوْمَ صٰلِحٍ ؕ وَ مَا قَوْمُ لُوْطٍ

যেমন আপতিত হয়েছিল | জাতির (উপর) | নূহের | বা | জাতির (উপর) | হূদের | অথবা | জাতির (উপর) | সালেহর | এবং | না | লূতের জাতি

مِّنْكُمْ بِبَعِيْدٍ ﴿٨٩﴾ وَ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ ؕ اِنَّ رَبِّىْ رَحِيْمٌ

তোমাদের থেকে | বহুদূরে | এবং | তোমরা ক্ষমা চাও | তোমাদের রবের কাছে | এরপর | তোমরা ফিরে এস | তাঁর দিকে | নিশ্চয়ই | আমার রব | মেহেরবান

وَّدُوْدٌ ﴿٩٠﴾ قَالُوْا يٰشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَقُوْلُ وَ اِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْنَا

প্রেমময় | তারা বলেছিল | হে শুআয়ব | না | আমরা বুঝি | অনেক (কথাই) | তাহতে যা | বল তুমি | এবং | নিশ্চয়ই আমরা | অবশ্যই তোমাকে দেখছি | আমরা | আমাদের মাঝে

ضَعِيْفًا ۚ وَ لَوْ لَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنٰكَ ؗ وَ مَآ اَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيْزٍ ﴿٩١﴾ قَالَ

দূর্বল হিসেবে | এবং | যদি | না থকত | তোমার স্বজনবর্গ | তোমাকে আমরা পাথরই মেরে দিতাম | এবং | না | তুমি | আমাদের উপর | শক্তিশালী | সে বলল

يٰقَوْمِ اَرَهْطِىْٓ اَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَ اتَّخَذْتُمُوْهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا ؕ

হে আমার জাতি | আমার স্বজন বর্গ কি | অধিক প্রবল | তোমাদের উপর | চেয়েও | আল্লাহর | অথচ | তাঁকে তোমরা গ্রহণ করেছ | তোমাদের পশ্চাতে | তাচ্ছিল্লকরে

اِنَّ رَبِّىْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ﴿٩٢﴾ وَ يٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّىْ

নিশ্চয়ই | আমার রব | সে সম্বন্ধে যা | তোমরা করছ | পরিবেষ্টন করে আছেন | এবং | হে আমার জাতি | তোমরা কাজ কর | উপর | তোমাদের পথের | নিশ্চয়ই আমিও

عَامِلٌ ؕ سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَ مَنْ هُوَ كَاذِبٌ ؕ

কাজ করছি (আমার পথে) | শীঘ্রই | তোমরা জানবে | (যে) কে সেই | যার উপর আসবে | আযাব | তাকে লাঞ্ছিত করে ছাড়বে | এবং | কে | সে | মিথ্যাবাদী

وَ ارْتَقِبُوْٓا اِنِّىْ مَعَكُمْ رَقِيْبٌ ﴿٩٣﴾

এবং | তোমরা প্রতীক্ষা কর | নিশ্চয়ই আমি | তোমাদের সাথে | প্রত্যক্ষ কারী

যা নূহ, হুদ বা সালেহর জাতির উপর এসেছিল। আর লূত এর জাতি তো তোমাদের হতে খুব বেশী দূরেও নয়। (৯০) দেখ, তোমাদের রবের নিকট ক্ষমা চাও এবং তাঁর দিকেই ফিরে এস। নিঃসন্দেহে আমার রব বড়ই দয়াবান , স্বীয় সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা পোষণকারী।(৯১) তারা জবাব দিল''হে শুআয়ব, তোমার অনেক কথাই আমরা বুঝে উঠতে পারিনা। আর আমরা দেখছি যে, তুমি আমাদের মাঝে একজন দূর্বল অক্ষম ব্যক্তি'' তোমাদের ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক যদি না থাকত, তা হলে তোমাকে আমরা কবে কোন্ দিন পাথর নিক্ষেপ করে দিতাম। তোমার শক্তি-ক্ষমতা এতখানি নয় যে, আমাদের উপর খুব প্রবল হতে পার।(৯২) শুআয়ব বললঃ''ভাইসব আমার ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক কি তোমাদের উপর আল্লাহ হতেও অধিক প্রবল যে, তোমরা (আমার ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ককে তো ভয় করছ, আর) আল্লাহকে সম্পূর্ণরূপে তাচ্ছিল্ল করে পিছনে ফেলে রাখলে? মনে রেখো, তোমরা যা কিছু করছ তা আল্লাহর পাকড়াও হতে কিছুমাত্র মুক্ত নয়। (৯৩) হে আমার জাতির লোকেরা! তোমরা নিজেদের পথে কাজ করতে থাক, আর আমি আমার পথে কাজ করতে থাকি। খুব শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে- কার উপর লাঞ্ছনার আযাব আসে, আর কে মিথ্যাবাদী! তোমরাও অপেক্ষা কর, আর আমিও তোমাদের সাথে সাথে চোখ খুলে রইলাম।''

وَ لَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَ اَخَذَتِ

ধরল এবং আমাদের পক্ষ হতে রহমত দিয়ে তার সাথে ঈমান এনেছিল যারা ও শুআয়বকে আমরা রক্ষা করলাম আমাদের নির্দেশ আসল যখন এবং

الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دِيَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ﴿٩٤﴾ كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا

বসবাস করেই নাই যেন উপুড় হয়ে পড়া (নির্জীব নিস্পন্দ) তাদের ঘরগুলোর মধ্যে তারা অতঃপর হয়ে গেল প্রচন্ড শব্দ যুলম করেছিল (তাদেরকে) যারা

فِيْهَا ؕ اَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُوْدُ ﴿٩٥﴾ وَ لَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَا

আমাদের নিদর্শনাবলীসহ মূসাকে আমরা পাঠিয়েছিলাম নিশ্চয়ই এবং সামূদকে দূর করা হয়েছিল যেমন মাদয়ান বাসীরা দূরে নিক্ষিপ্ত (হল) জেনে রাখ তার মধ্যে

وَ سُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿٩٦﴾ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَ مَلَا۠ئِهٖ فَاتَّبَعُوْۤا اَمْرَ فِرْعَوْنَ ۚ وَ مَاۤ

না এবং ফিরআউনের নির্দেশের তারা অতঃপর অনুসরণ করল তার রাজন্য বর্গের(প্রতি) ও ফিরআউনের প্রতি সুস্পষ্ট দলীল (দিয়ে) ও

اَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيْدٍ ﴿٩٧﴾ يَقْدُمُ قَوْمَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَاَوْرَدَهُمُ النَّارَ ؕ وَ بِئْسَ

অতি নিকৃষ্ট এবং (জাহান্নামের) আগুনে অতঃপর তাদের উপস্থিত করবে কেয়ামতের দিনে তার জাতির লোকদের সে আগে থাকবে ন্যায় সঙ্গত ফিরআউনের নির্দেশ (ছিল)

الْوِرْدُ الْمَوْرُوْدُ ﴿٩٨﴾ وَ اُتْبِعُوْا فِيْ هٰذِهٖ لَعْنَةً وَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ بِئْسَ الرِّفْدُ

পুরস্কার অতি নিকৃষ্ট কিয়ামতের দিনে (অভিশাপ) এবং অভিশাপ এই (দুনিয়ার) মধ্যে তাদেরকে অনুসরণকরল এবং যেখানে তারা উপস্থিত হবে উপস্থিত স্থান

الْمَرْفُوْدُ ﴿٩٩﴾ ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْقُرٰى نَقُصُّهٗ عَلَيْكَ مِنْهَا قَآئِمٌ وَّ حَصِيْدٌ ﴿١٠٠﴾

(কিছু) নির্মূল হয়েছে আবার (কিছু)বিদ্যমান আছে তার মধ্যেহতে তোমার কাছে তা আমরা বর্ণনা করছি জনপদ সমূহের খবরাদির কিছু অংশ এই (খবর) (যা তাদেরকে) পুরস্কার দেয়া হবে

(৯৪) শেষ পর্যন্ত যখন আমাদের ফায়সালার সময় এসে পৌছল তখন আমারা আমাদের রহমত দিয়ে শুআয়ব ও তার সঙ্গী মুমিনদের রক্ষা করলাম। আর যারা যুলম করেছিল তাদেরকে এমন এক শক্ত প্রচন্ড ধ্বনি এসে পাকড়াও করল যে, তারা নিজেদের বসতির স্থানে নির্জীব- নিস্পন্দ হয়ে পড়ে রইল।(৯৫) মনে হচ্ছিল যে, তারা সেখানে কোন দিন বসবাসই করেনি। যেনে রাখ! মাদয়ানবাসীদেরকেও দূরে নিক্ষেপ করা হয়েছে, যেমনিভাবে সামুদকে নিক্ষেপ করা হয়েছিল।

রুকূ-৯ (৯৬-৯৭) আর মূসাকে আমরা নিজস্ব নিদর্শন ও নবুয়্যতের সুস্পষ্ট সনদ ও প্রমাণ সহ ফিরাউন ও তার রাজন্যবর্গের প্রতি পাঠিয়েছি। কিন্তু তারা ফিরাউনের হুকুমই মেনে নিল। অথচ ফিরাউনের হুকুম সত্যপন্থী ছিলনা। (৯৮) কিয়ামতের দিন সে নিজ জাতির লোকদের আগে আগে থাকবে এবং নিজের নেতৃত্বেই তাদেরকে দোযখের দিকে নিয়ে যাবে। কতই না নিকৃষ্ট স্থান এ, যেখানে কেউ পৌছায়! (৯৯) আর এদের উপর দুনিয়ায়ও অভিশাপ পড়েছে, আর কিয়ামতের দিনও পড়বে। এ কতই না খারাব প্রতিদান, যা কেউ লাভ করে! (১০০) এ কয়েকটি জনবসতির কাহিনী যা আমরা তোমাকে শুনাচ্ছি। এদের মধ্যে কোন কোনটি এখন পর্যন্ত দাঁড়িয়ে আছে। আর কোন কোনটির ফসল ইতিপূর্বেই কর্তিত হয়েছে।

وَ مَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَمَآ اَغْنَتْ عَنْهُمْ اٰلِهَتُهُمُ

তাদের তাদের কাজে অতঃপর তাদের নিজদের তারা যুলম কিন্তু তাদের উপর আমরা না এবং
উপাস্যরা জন্যে আসল না (উপর) করেছিল যুলম করেছি

الَّتِىْ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ شَىْءٍ لَّمَّا جَآءَ اَمْرُ رَبِّكَ ؕ وَ

এবং তোমার নির্দেশ আসল যখন কোন আল্লাহকে ছাঁড়া তারা যাকে
রবের কিছুই ডাকত

مَا زَادُوْهُمْ غَيْرَ تَتْبِيْبٍ ﴿١٠١﴾ وَ كَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَآ اَخَذَ الْقُرٰى وَ هِىَ

তা এবং জনবসতিকে ধরেন যখন তোমার পাকড়াও এভাবেই এবং ধ্বংস এ তাদের তারা না
রবের (আসে) ব্যতীত বৃদ্ধি করল

ظَالِمَةٌ ؕ اِنَّ اَخْذَهٗٓ اَلِيْمٌ شَدِيْدٌ ﴿١٠٢﴾ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّمَنْ خَافَ

ভয় তার জন্যে অবশ্যই এর মধ্যে নিশ্চয়ই কঠোর মর্মন্তুদ , তার নিশ্চয়ই (ছিল)
করে যে নিদর্শন (রয়েছে) পাকড়াও যালেম

عَذَابَ الْاٰخِرَةِ ؕ ذٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوْعٌ ۙ لَّهُ النَّاسُ وَ ذٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُوْدٌ ﴿١٠٣﴾

যা সবাই দিন এটা এবং (সকল) তার একত্রিত দিন এটা আখেরাতের শাস্তির
দেখবে মানুষকে (মধ্যে) করার

وَ مَا نُؤَخِّرُهٗٓ اِلَّا لِاَجَلٍ مَّعْدُوْدٍ ﴿١٠٤﴾ يَوْمَ يَاْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ اِلَّا

এছাড়া কোন কথা বলতে না (যখন) সেদিন গণনা করা একটি এছাড়া তা আমরা না এবং
ব্যক্তি পারবে আসবে (নির্দিষ্ট) সময়ের জন্যে দেরী করব

بِاِذْنِهٖ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِىٌّ وَّ سَعِيْدٌ ﴿١٠٥﴾ فَاَمَّا الَّذِيْنَ شَقُوْا فَفِى النَّارِ لَهُمْ

তাদের (জাহান্নামের) তখন হতভাগ্য যারা অতঃপর সৌভাগ্যবান আর হতভাগ্য অতঃপর তাদের তার অনুমতি
জন্যে আগুনের মধ্যে(হবে) হবে (হবে কেউ) (হবে) মধ্যে কেউ ক্রমে

فِيْهَا زَفِيْرٌ وَّ شَهِيْقٌ ﴿١٠٦﴾ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَ الْاَرْضُ

পৃথিবী এবং আসমান বিদ্যমান যতক্ষণ তার তারা স্থায়ী চিৎকার ও আর্তনাদ তার মধ্যে
সমূহ থাকবে মধ্যে হবে (থাকবে)

---

(১০১) আমরা তাদের উপর কোন যুলম করি নি। তারা নিজেরাই নিজেদের উপর নির্যাতন চালিয়েছে। আর যখন আল্লাহর নির্দেশ এসে পৌছল, তখন তাদের সেসব মাবুদ- আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা যাদের ডাকছিল- তাদের কোন কাজেই আসাল না। আর তাদের ধ্বংস করা ও বিপর্যয়ে নিক্ষেপ করা ছাড়া তাদের কোন উপকারই করতে পারল না। (১০২) আর তোমার রব যখন কোন যালেম জন-বসতিকে পাকড়াও করেন, তখন তার পাকড়াও এমনই হয়ে থাকে। আসলে তার পাকড়াও বড়ই কঠিন কঠোর ও নির্মম পীড়াদায়কই হয়ে থাকে। (১০৩) প্রকৃত কথা এই যে, এতে একটি নিদর্শন রয়েছে এমন প্রত্যেকটি মানুষেরই জন্য, যে পরকালের আযাবকে ভয় করে। তা এমন একটি দিন হবে, যে দিন সব মানুষই একত্রিত করা হবে। তার পর সে দিন যা কিছুই হবে, তা সকলেরই চোখের সামনেই অনুষ্ঠিত হবে। (১০৪) আমরা সেই দিনকে আনতে খুব বেশী বিলম্ব করছি না; মাত্র কয়েকটি গণনা করা দিনের সময়ই তার জন্য নির্দিষ্ট। (১০৫) তা যখন আসবে তখন কারো পক্ষে কথা বলা সম্ভব হবে না! তবে আল্লহর নিকট হতে অনুমতি নিয়ে কিছু বললে অন্য কথা। অনন্তর এই দিন কিছু লোক হবে হতভাগ্য, আর কিছু সৌভাগ্যবান।(১০৬) যারা হতভাগ্য হবে তারা দোযখে যাবে। (যেখানে গরম ও পিপাসার তীব্রতায়) তারা আর্তনাদ থাকবে ও আর্তচীৎকার করতে থাকবে। (১০৭) আর এই অবস্থায়ই তারা চিরদিন পড়ে থাকবে, যতদিন যমীন ও আসমান বর্তমান আছে।

إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ؕ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿١٠٧﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ

যারা আর তিনি চান যা খুব তোমার নিশ্চয়ই তোমার রব ইচ্ছে যা তবে
সম্পাদনকারী রব (সেটা ভিন্ন কথা) করেন

سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خٰلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْأَرْضُ

পৃথিবী ও আসমান সমূহ বিদ্যমান যতক্ষণ তারমধ্যে স্থায়ী বেহেশতের তখন সৌভাগ্যবান
থাকবে (তারা থাকবে) বসবাসকারী মধ্যে হবে

إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ؕ عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ ﴿١٠٨﴾ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا

তাহতে সংশয়ের মধ্যে তুমি অতএব বিচ্ছিন্ন হওয়ার নয় (তারা পাবে) তোমার ইচ্ছে যা এছাড়া
যার হয়ো না পুরস্কার রব করেন

يَعْبُدُ هٰٓؤُلَآءِ ؕ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُهُم مِّن قَبْلُ ؕ وَإِنَّا

নিশ্চয়ই এবং ইতিপূর্বে তাদের পূর্ব ইবাদত যেমন এছাড়া তারা ইবাদত না এসব ইবাদত
আমরা পুরুষেরা করত করে (মুশরিকরা) করে

لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ ﴿١٠٩﴾ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوسَى الْكِتٰبَ

কিতাব মূসাকে আমরা নিশ্চয়ই এবং কম করা ব্যতীত তাদের অংশ তাদের অবশ্যই
দিয়েছিলাম পূর্ণ দেব

فَاخْتُلِفَ فِيهِ ؕ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ؕ

তাদের অবশ্যই ফয়সালা তোমার পক্ষহতে পূর্বে একটি না যদি এবং সে অতঃপর মতবিরোধ
মাঝে করে দেয়া হত রবের নির্ধারিত হত বাণী ব্যাপারে করা হয়েছিল

وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ﴿١١٠﴾ وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ

অবশ্যই তাদের যখন প্রত্যেক নিশ্চয়ই এবং দ্বিধাদ্বন্দ্বকর তা হতে সন্দেহের মধ্যে নিশ্চয় এবং
পূর্ণ দেবেন (সময় আসবে) (ব্যক্তিকে) (সন্দেহে) আছেই তারা

رَبُّكَ أَعْمٰلَهُمْ ؕ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١١﴾

খুব অবহিত তারা কাজ করছে ঐবিষয়ে নিশ্চয় তাদের কাজ গুলোর(প্রতিফল) তোমার রব
যা তিনি

অবশ্য তোমার রব অন্য রকম কিছু চাইলে স্বতন্ত্র কথা। কোনই সন্দেহ নেই যে, তোমার রবের ইখতিয়ার রয়েছে, তিনি যা ইচ্ছা তাই করার অধিকার রাখেন। (১০৮) আর যারা সৌভাগ্যবান হবে তারা জান্নাতে যাবে এবং সেখানেই চিরদিন থাকবে, যত দিন পর্যন্ত যমীন ও আসমান বর্তমান থাকবে [৩০]। তোমার রব অন্য রকম কিছু করতে চাইলে অন্য কথা। তারা এমন প্রতিদান লাভ করবে যার ধারাবাহিকতা কখনই ছিন্ন হবে না। (১০৯) অতএব হে নবী, এই মাবুদদের - এরা যাদের ইবাদত করে- ব্যাপারে কোনরূপ সন্দেহে পড়ে থাকবে না। এরা তো (অন্ধ অনুসারী হয়ে) তেমনি সব পূঁজা-উপসানা করে যাচ্ছে যেমন করে তাদের পূর্বে তাদের বাপ-দাদারা করত। আর আমরা তাদের প্রাপ্য অংশ তাদেরকে পূর্ণমাত্রায় দিব তাতে কোনরূপ কাটছাট করা ছাড়াই। রুকু-১০ (১১০) আমরা ইতিপূর্বে মূসাকেও কিতাব দিয়েছি। সে সম্পর্কেও নানা মতবিরোধ করা হয়েছিল (যেমন আজ তোমাদের জন্য দেয়া কিতাব সম্পর্কেও মত বিরোধ করা হচ্ছে)। তোমার রবের তরফ হতে একটি কথা যদি পূর্বেই ফয়সালা করে দেয়া না হত তাহলে এই মতবিরোধকারীদের মধ্যে কবেই ফয়সালা করে দেয়া হত। একথা সত্য যে, এই লোকেরা এ ব্যাপারে সন্দেহ ও সংশয়ের মধ্যে পড়ে রয়েছে। (১১১) আর এতেও সন্দেহ নেই যে, তোমার রব তাদেরকে তাদের আমলের পুরাপুরি প্রতিফল অবশ্যই দান করবেন। নিশ্চয়ই তিনি তাদের সব কাজ কর্ম সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল রয়েছেন।

(৩০)। বাক-পদ্ধতি অনুসারে শব্দটি "চিরকাল" অর্থে ব্যবহৃত হয়।

(১১২) অতএব হে মুহাম্মদ! তুমি এবং তোমার সেই সব সাথী যারা (কুফর ও বিদ্রোহমূলক আচরণ হতে ঈমান ও আনুগত্যের দিকে) ফিরে এসেছ ,ঠিক ঠিক ভাবে সত্য পথের উপর সুদৃঢ় হয়ে থাক - যেমন তোমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর দাসত্বের সীমা লংঘন করোনা। তোমরা যা কিছু করছ, তোমার রব তার প্রতি পূর্ণ দৃষ্টি রাখেন। (১১৩) এই যালেমদের প্রতি একটুও ঝুকো না। নতুবা জাহান্নামের আওতার মধ্যে পড়ে যাবে এবং তোমরা এমন কোন বন্ধু বা অভিভাবক পাবে না যে তোমাদেরকে আল্লাহ হতে বাঁচাতে পারে। আর অন্য কোথাও হতে তোমরা সাহায্যও পাবে না। (১১৪) সাবধান, তোমরা নামায কায়েম কর দিনের দুই প্রান্ত সময়ে এবং কিছুটা রাত হওয়ার পর[৩১]। আসলে ন্যায় কাজ সমূহ সকল অন্যায় কাজকে দূর করে দেয়। বস্তুতঃ এ এক মহা স্মারক সেই লোকদের জন্য যারা আল্লাহকে স্মরণ করতে অভ্যস্ত । (১১৫) আর ধৈর্য ধারণ কর, আল্লাহ সৎকর্মশীল লোকদের কর্মফল কখনো নষ্ট করেন না। (১১৬) তাহলে তোমাদের পূর্বে যে সব জাতি অতীত হয়েছে তাদের মধ্যে এমন সৎকর্মশীল লোক বর্তমান থাকল না কেন, যারা লোকদেরকে যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করা হতে বিরত রাখত? এরূপ লোক হলেও সংখ্যায় তারা খুব কমই ছিল যাদেরকে আমরা এই জাতিগুলোর মধ্যহতে বাঁচিয়ে নিয়েছি।

(৩১)। দিনের কিনারা বলতে সকাল ও সন্ধ্যা বুঝায়, এবং কিছু রাত অতিক্রান্ত হলে - এর অর্থ এশার সময় (নামাযের সময় সমূহের বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্যঃ সূরা বনীইসরাঈল আয়াত ৭৮, সূরা তাহা আয়াত ১৩০, এবং সূরা রুম, আয়াত ১৭-১৮) ।

وَ اتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَآ اُتْرِفُوْا فِيْهِ وَ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ﴿١١٦﴾ وَ مَا

এবং | অনুসরণ করত | (তাদের) যারা | যুলম করেছিল | (তারই) যা | তাদের স্বচ্ছন্দ দেয়া হয়েছিল | তার মধ্যে | এবং | তারা ছিল | অপরাধী | এবং | না

كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّ اَهْلُهَا مُصْلِحُوْنَ ﴿١١٧﴾ وَ

ছিলেন | তোমার রব (এমন যে) | ধ্বংস করবেন | জনবসতি গুলোকে | যুলম দিয়ে | অথচ | তার অধিবাসীরা (ছিল) | সংশোধনকারী | এবং

لَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّ لَا يَزَالُوْنَ

যদি | ইচ্ছা করতেন | তোমার রব | অবশ্যই বানাতেপারতেন | সমস্ত মানুষকে | জাতি | একই | কিন্তু (তবুও) | তারা সর্বদ হতো

مُخْتَلِفِيْنَ ﴿١١٨﴾ اِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ ط وَ لِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ ط وَ تَمَّتْ

মতবিরোধ কারী | তবে | যাকে | অনুগ্রহ করতেন | তোমার রব (সেটা ভিন্ন কথা) | এবং | এ কারণে | তাদের সৃষ্টি করেছেন (স্বাধীনতা দিয়ে) | এবং | (এভাবে) সম্পূর্ণ হল

كَلِمَةُ رَبِّكَ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ﴿١١٩﴾ وَ

একটি বাণী | তোমার রবের(যে) | অবশ্যই ভরে দেব আমি | জাহান্নামকে | দিয়ে | জ্বিন | এবং | মানুষ | একত্রেই | এবং

كُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهٖ فُؤَادَكَ ج وَ

সব (কিছুই) | আমরা বর্ণনা করছি | তোমার কাছে | হতে | খবরাদি | রসূলদের | যা | আমরা সুদৃঢ় করছি | তা দিয়ে | তোমার দিলকে | এবং

جَآءَكَ فِيْ هٰذِهِ الْحَقُّ وَ مَوْعِظَةٌ وَّ ذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٢٠﴾

তোমার কাছে এসেছে | মধ্যে | এর | প্রকৃত সত্য | এবং | উপদেশ | ও | শিক্ষা | মুমিনদের জন্যে

অন্যথায় যালেম লোকেরা তো সেই স্বাদ আস্বাদনের কাজে লিপ্ত রয়েছে যে সবের সামগ্রী তাদেরকে বিপুল পরিমাণে দেয়া হয়েছিল। আর তারা মহা অপরাধী হয়ে থাকল। (১১৭) তোমার রব এরূপ নন যে, তিনি জন-বসতিগুলোকে অন্যায় ভাবে ধ্বংস করে দিবেন- এরূপ অবস্থায় যে, সে সবের আধিবাসীরা সংশোধণশীল ও সদাচারী। (১১৮) এ নিঃসন্দেহ যে, তোমার রব যদি চাইতেন তা হলে সমস্ত মানুষকে একই সমাজভুক্ত করে দিতে পারতেন। কিন্তু এখন তো তারা বিভিন্ন পথেই চলতে থাকবে। (১১৯) আর সে সব ভুল পথ ও পন্থা হতে রক্ষা পাবে কেবল সেই সব লোক, যাদের প্রতি তোমার রবের রহমত বর্ষিত হয়েছে। (বাছাই ও গ্রহণ করার এই স্বাধীনতার) এ উদ্দেশ্যেই তো তিনি তাদেরকে পয়দা করেছিলেন এবং তোমার রবের সেই কথাই পূর্ণ হল যা তিনি বলেছিলেন যে, " আমি জাহান্নামকে জ্বিন ও মানুষ দিয়ে ভরে দেব"। (১২০) আর হে মুহাম্মদ, নবী রসূলদের এই কাহিনী যা আমরা তোমাকে শুনিয়েছি- এ এমন সব বিষয় যা দিয়ে আমরা তোমার দিলকে মজবুত করেছি। এতে তুমি মহাসত্যের জ্ঞান লাভ করলে, আর ঈমানদার লোকেরা নসীহত ও জাগরণ লাভ করল।

(১২১) আর যারা ঈমান আনে না, তাদেরকে তুমি বল যে, তোমরা নিজেদের দায়িত্বে কাজ করতে থাক, আমরা নিজেদের পথে কাজ করে যাচ্ছি। (১২২) পরিণামের জন্য তোমরাও অপেক্ষা কর, আর আমরাও প্রতীক্ষায় রইলাম।(১২৩) আসমান ও যমীনে যা কিছু লুকিয়ে রয়েছে তা সবই আল্লাহরই কর্তৃত্বাধীন। আর সব ব্যাপারই তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়। অতএব হে নবী! তুমি তাঁরই বন্দেগী কর, এবং তাঁরই উপর ভরসা রাখ। তোমরা যা কিছু কর, তোমার রব সে বিষয়ে বে-খবর নন।

সূরা ইউসুফ

নাযিল হওয়ার সময়-কাল ও নাযিল হওয়ার কারণ

এই সুরায় আলোচিত বিষয়বস্তু হতেই স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, এও মক্কায় অবস্থানের শেষদিকে এমন এক সময় নাযিল হয়েছে, যখন কুরাইশ বংশের লোকেরা নবী করীম (সঃ)কে হত্যা করবে, না দেশ থেকে বিতাড়িত করবে অথবা বন্দী করবে এ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করছিল। এ সময়ই মক্কার কোন কোন কাফের (সম্ভবতঃ ইয়াহুদীদের ইশারায়) নবী করীমকে পরীক্ষা নেবার জন্যে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলঃ বনী-ইসরাইলের মিশরে যাওয়ার কারণ কি ছিল? আরব দেশের সাধারণ লোক এ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিল না, এর নাম চিহ্নও-পাওয়া যায় না সেখানকার ইতিহাস-ঐতিহ্য বা কিংবদন্তীতে। স্বয়ং নবী করীমের মুখেও ইতিপূর্বে এর কোনই উল্লেখ শুনতে পাওয়া যায়নি। এ কারণে কুরাইশদের ধারণা ছিল, এ বিষয়ে নবী করীম (সঃ) বিস্তারিত কিছু বলতে পারবেন না, কিংবা এখন টাল-বাহনা করে পরে কোন ইয়াহুদীর নিকট জিজ্ঞাসা করে জেনে নিতে চেষ্টা করবেন। আর এভাবে নবীর সব গোমর ফাঁস হয়ে যাবে। কিন্তু পরীক্ষায় তারা উলটো অপদস্তই হয়ে গেল। আল্লাহতাআলা অনতিবিলম্বে ইউসুফ (আঃ)-এর সমস্ত ঘটনা ও কাহিনী তাঁর মুখে জারী করে দিলেন। শুধু তাই নয়, এ ঘটনাকে কুরাইশদের অবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে দিলেন। এবং ইউসুফের ভায়েরা তাঁর সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করেছিল সেই দুর অতীতে, সেরূপ ব্যবহারই যে কুরাইশরা করছে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর সাথে-তাও বলে দিলেন।

নাযিল হওয়ার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

দুটি বড় উদ্দেশ্যে এ কাহিনী নাযিল হয়েছিল ঃ প্রথম এই যে, এর দ্বারা নবী করীমের নবুয়্যতের প্রমাণ করা হল। বিরুদ্ধবাদীদের নিজেদের মুখে চাওয়া প্রমাণ তাদের নিজেদের প্রস্তাবিত পরীক্ষায়ই প্রমাণ করে দেয়া হল যে, নবী করীম (সঃ) পরের নিকট শোনা কথা কখনো বলেন না বরং প্রকৃতই তাঁর নিকট অহী আসে ও অহীর মাধ্যমে পাওয়া জ্ঞানের ভিত্তিতেই তিনি কথা বলেন। ৩ ও ৭ নং আয়াতেও এ উদ্দেশ্যের কথা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে, আর ১০২ ও ১০৩নং আয়াতেও। দ্বিতীয়, কুরাইশ-সরদার ও হযরত মুহাম্মদের পারস্পরিক তখনকার ব্যাপারটি ইউসুফ ও তাঁর ভাইদের পারস্পরিক ব্যাপার ও ঘটনার সঙ্গে মিলিয়ে কুরাইশদের বলা হল যে, আজ তোমরা তোমাদেরই এক ভায়ের সঙ্গে তাই করছ, যা ইউসুফের সঙ্গে করেছিল তার ভায়েরা। কিন্তু তারা যেভাবে ইউসুফের সঙ্গে লড়াই করতে আল্লাহর ইচ্ছানুসারে ব্যর্থ হয়েছিল ও শেষ পর্যন্ত নিজেদের সেই ভায়ের পদতলে লুণ্ঠিত হতে বাধ্য হয়েছিল- যাকে তারা কোন এককালে অত্যন্ত নির্দয় ভাবে কূপে নিক্ষেপ করেছিল- অনুরূপ ভাবে আল্লাহর ব্যবস্থাপনার ভিত্তিতে তোমাদের শক্তি-সামর্থ্য ব্যর্থ হয়ে যাবে এবং একদা তোমাদের সেই ভায়ের দয়া-অনুগ্রহ ভিক্ষা চাইতে হবে, যাকে তোমরা আজ নির্মুল করার জন্য দৃঢ় সংকল্প হয়েছ। এ উদ্দেশ্যটিও সুরার শুরুতেই স্পষ্ট ভাষায় বলে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছেঃ ইউসুফ ও তার ভাইদের ঘটনায় এই প্রশ্নকারীদের জন্য বড়ই নিদর্শন ও জ্ঞানের সূত্র নিহিত রয়েছে।

আসলে হযরত ইউসুফের ঘটনাটিকে নবী করীম (সঃ) ও কুরাইশের লোকদের পারস্পরিক ব্যাপারের সাথে মিলিয়ে দিয়ে কুরআন মজীদ এক সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল। পরবর্তী ১০বছরের ঘটনাবলী এই ভবিষ্যদ্বাণীকে অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণ করে দিয়েছে। এ সুরার নাযিল হবার পর দেড় দু-বছর সময়ই অতিবাহিত হয়েছিল, ইতিমধ্যেই ইউসুফের ভাইদের মত কুরাইশের লোকেরা হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে। এর ফলে নবী করীম (সঃ) কে বাধ্য হয়ে মক্কা ত্যাগ করে যেতে হয়। অতঃপর বিদেশে চলে যাওয়ার ফলে নবী করীম (সঃ)ও সেরূপ উন্নতি ও ক্ষমতা-প্রতিপত্তি লাভ করেছিলেন। এ-ও ছিল কুরাইশদের ধারণা ও আশা-আকাংখার সম্পূর্ণ বিপরীত। আরো পরে মক্কা বিজয়-কালে ঠিক সেরূপ ঘটনাই অনুষ্ঠিত হয় যা মিশরে হযরত ইউসুফের সামনে তাঁর ভাইদের শেষ বারের উপস্থিতির সময়ে সংঘটিত হয়েছিল। সেখানে ইউসুফের ভায়েরা অতিশয় বিস্ময়, নম্রতা ও কাতর অবস্থায় তাঁর সম্মুখে হাত প্রসারিত করে দাঁড়িয়েছিল। এবং বলেছিলঃ

আমাদের প্রতি দান-সাদকা করুন। আল্লাহ দান-সাদকা কারীদের নেক ফল দান করেন। তখন ইউসুফ প্রতিশোধ গ্রহণের সামর্থ্য ও ক্ষমতা থাকা সত্বেও তাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন ও বললেনঃ

আজ তোমাদের পাকড়াও করা হবে না। আল্লাহ যেন তোমাদেরকে ক্ষমা করেন। তিনি তো সব দয়া প্রদর্শনকারীদের অপেক্ষা অনেক বেশী অনুগ্রহ দানকারী।

ঠিক এইরূপ ঘটনাই ঘটে হযরত মুহাম্মদের (সঃ) বেলায়ও। পরাজিত কুরাইশরা যখন মাথা নত করে নবী করীমের (সঃ) সামনে দাঁড়িয়েছিল, যখন তিনি কুরাইশদের এক একটি যুলুমের প্রতিশোধ গ্রহণ করতে সক্ষম ছিলেন। তখন তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা

করলেনঃ তোমরা কি মনে করছ! আমি তোমাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করব বলে তোমরা আশা পোষন করেছ? তাঁরা বললঃ -আপনি নিজে এক উদার আত্মা-সম্পন্ন ভাই এবং এক উদার আত্মা-সম্পন্ন ভাই-এর পুত্র। এ কথা শুনে নবী করীম (সঃ) বললেনঃ আমি তোমাদের সেই জবাবই দেব, যা ইউসুফ তার ভাইদের দিয়েছিলেন; আজ তোমাদের পাকড়াও করা হবেনা, তোমরা যেতে পার, তোমাদের ক্ষমা করা হল। তোমরা মুক্ত।

আলোচিত বিষয়াদি

এ দুটো দিকই আলোচ্য সূরাতে মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যরূপে বিবৃত হয়ে রয়েছে। কিন্তু এ ঘটনাকেও কুরআন মজীদ নিছক একটা ঘটনা-বর্ণনার ছলে বা ইতিহাসের উল্লেখ হিসেবে বর্ণনা করেনি। বরং তাঁর স্থায়ী নিয়ম অনুযায়ী একে আসল দাওয়াত প্রচারেই ব্যাবহার করেছে।

কুরআন এই পুরো কাহিনীটিতে স্পষ্ট করে দেখিয়েছে যে, হযরত ইব্রাহীম, হযরত ইসহাক, হযরত ইয়াকুব ও হযরত ইউসুফের দ্বীন তাই ছিল যা হযরত মুহাম্মদের (সঃ) দ্বীন। তিনি আজ সেই দ্বীন কবুলের দিকে লোকদেরকে দাওয়াত দিচ্ছেন- যেদিকে দাওয়াত দিতেন পূর্বকালের এই মহামানবেরা।

অতঃপর একদিকে হযরত ইয়াকুব ও হযরত ইউসুফের ভূমিকা এবং অপর দিকে ইউসুফের ভায়েরা, ব্যবসায়ী কাফেলা, মিশর অধিপতি ও তার স্ত্রী, মিশর শহরের বেগমগণ এবং মিশরীয় শাসক ও রাজন্যবর্গের ভূমিকা তুলনামুলক ভাবে পেশ করেছে। আর নিজস্ব ভঙ্গীতে শ্রোতা ও দর্শকদের সামনে নীরবে জিজ্ঞাসা করেছে, এইদেখঃ এক ধরনের ভূমিকা, সেগুলি যা ইসলাম-আল্লাহর বন্দেগী ও পরকালীন হিসাব-নিকাশের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে- আর অপর এক ভূমিকা কুফর,জাহেলিয়াত, দুনিয়াদারী এবং আল্লাহ পরকাল বিমুখতার সাচে ঢেলে তৈরী হয়ে থাকে। এখন তোমরা এ দুটোর মধ্যে কোনটাকে পছন্দ করবে, তা তোমাদের বিবেকের নিকট জিজ্ঞাসা কর।

এ ঘটনা হতে কুরআন মজীদ আর একটা গভীর তত্ত্বও জনগণের মনে বদ্ধমূল করে দিতে চায়। তা এই যে, আল্লাহতাআলা যে কাজই করতে ইচ্ছা করেন, তা যে কোন অবস্থায়ই হোকনা কেন অবশ্যই পূর্ণহবে। মানুষ নিজের চেষ্টা-যত্ন দিয়ে তার পরিকল্পনাকে বাধাদান করতে কিংবা বদলে দিতে কখনোই সফল হতে পারে না। বরং অনেক সময় দেখা যায় মানুষ নিজের প্রকল্প নিয়ে একটা কাজ করে, আর মনে করে যে, এবার লক্ষ্য ভেদ হবে। কিন্তু পরিণামে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তারই হাতে এমন কাজ করিয়েছেন যা তার নিজের প্রকল্পের সম্পূর্ণ বিপরীত। হযরত ইউসুফের ভায়েরা যখন তাকে কূপে নিক্ষেপ করেছিল তখন তাদের ধারণা ছিলঃ আমরা আমাদের পথের কাটা চিরদিনের জন্যে সরিয়ে দিলাম।কিন্তু আসলে তারা হযরত ইউসুফকে তাঁর জীবনের চরম উন্নতির প্রথম সিড়িতে নিজেদের হাতে পৌছে দিয়েছিল- যেখানে আল্লাহ তাঁকে পৌছাতে চেয়েছিলেন। অপর দিকে নিজেদের এই কর্মের মাধ্যমে তারা যা কিছু অর্জন করল তা শুধু এতটুকুই ছিল যে, হযরত ইউসুফের চরম উন্নতির উচ্চ স্তরে পৌছাবার পর তারা স্ব-সম্মানে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাওয়ার বদলে লজ্জা ও অনুতাপের সঙ্গে অবনত মস্তকে তাঁর সামনে উপস্থিত হতে বাধ্য হয়েছিল। মিশর অধিপতির স্ত্রী হযরত ইউসুফকে কারাগারে পাঠিয়ে নিজের ধারণা মত মনে করেছিল যে সে প্রতিশোধ নিচ্ছে। কিন্তু আসলে তো সে তার রাজতখতে আরোহণের পথ মুক্ত করে দিয়েছিল। আর নিজের এ কাজের ফল হিসেবে পরিনামে নিজেকে দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতাশালী মুরব্বীর সামনে প্রকাশ্য ভাবে নিজের বিশ্বাস ঘাতকতার স্বীকৃতি দেওয়ার লজ্জা ভোগ করতে হল। এ দু-চারটি বিশেষ ঘটনা মাত্র নয়, ইতিহাসে এ ধরনের ঘটনার কোন সীমা সংখ্যা নেই। এ হতে এই মহা সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় যে, আল্লাহ যাকে উন্নত করতে চান, সমগ্র দুনিয়া মিলে চেষ্টা করলেও তাকে নীচ করে রাখতে পারেনা। বরং ব্যাপার এ দেখা যায় যে,তাকে নীচ করে রাখার জন্য দুনিয়ায় যে সব ব্যবস্থাপনাকে সে বড়ই শান্তি ও অকাট্য বলে মনেকরে সে ব্যবস্থাপনার মধ্যহতে আল্লাহতাআলা তার উন্নতি লাভের উপায় করে দেন। আর যারা তাকে নীচ করতে সচেষ্ট হয়েছিল- লজ্জা ও অপমান ছাড়া তাদের ভাগ্যে আর কিছুই জুটেনি। এ ভাবে তার বিপরীত অবস্থাও হয়ে থকে। অর্থাৎ আল্লাহ যাকে নীচ করতে চান, কোন ব্যবস্থাপনাই তাকে রক্ষা করতে পারেনা। বরং আত্মরক্ষার সব ব্যবস্থাই তার প্রতিকূল ফল দান করে। আর এই ব্যবস্থা গ্রহণকারীদের পক্ষে লাঞ্চিত ও অপমানিত হওয়া ছাড়া আর কোনই উপায় থাকেনা।

এ মূল সত্যটিকে যদি কেউ বুঝে নিতে পারে, তাহলে সে প্রথম সবক এ পাবে যে, মানুষের নিজের উদ্দেশ্য-লক্ষ্য এবং স্বীয় ব্যবস্থাপনা উভয় ক্ষেত্রেই আল্লাহর বিধান কর্তৃক নির্ধারিত সীমা লংঘন না করাই মানুষের কর্তব্য। সাফল্য ও ব্যর্থতা দুটোই আল্লাহর হাতে। কিন্তু যে লোক স্বীয় সৎ -উদ্দেশ্যের জন্য সরল-সোজা ও বৈধ চেষ্টা চালাবে ও ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করবে, সে যদি ব্যর্থও হয়ে যায় তবুও কোন অবস্থাতেই অপমান ও লাঞ্ছনার সম্মুখীন হবে না। আর যে ব্যক্তি অসৎ উদ্দেশ্যের জন্য বাঁকা-চোরা পথে চেষ্টা করবে ও অনুরূপ ব্যবস্থাপনা অবলম্বন করবে, সে পরকালে লাঞ্চিত হবেই, এই দুনিয়ায়ও তার ভাগ্যে লাঞ্চনার

আশংকা কিছু মাত্র কম নয়।এ হতে দ্বিতীয় শিক্ষা পাওয়া যায় আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ ভরসা ও তাঁর নিকট অকুণ্ঠ আত্মসমর্পণের। যে সব লোক ন্যায় ও সত্যের জন্যে চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেছে, ওদিকে দুনিয়ার মানুষ ও শক্তি তাদের নির্মুল করার জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছে, তারা যদি এ মহা সত্যকে সামনে রাখে, তাহলে সান্তনা লাভ করতে পারবে। আর বিরোধী শক্তি গুলোর ভয়ংকর পদক্ষেপ ও আয়োজন-ব্যবস্থাপনা দেখে তারা কিছুমাত্র ভীত বা সন্ত্রস্থ হবে না। বরং তারা ফলাফলকে সম্পূর্ণ আল্লাহর উপর ছেড়ে দিয়ে নিজেদের নৈতিক দায়িত্ব পালনে অবিচল হয়ে থাকবে।

এ কাহিনী হতে সবচেয়ে বড় সবক এ পাওয়া যায় যে, একজন মর্দে-মুমিন যদি প্রকৃত উন্নত স্বভাব-চরিত্র সম্পন্ন হয় এবং বুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তিও তার থাকে, তাহলে সে নিজের এ নৈতিক শক্তির বলেই গোটা দেশকে জয় করতে পারবে। হযরত ইউসুফ (আঃ) এর এক উজ্জল দৃষ্টান্ত। বয়স মাত্র ১৭বছর। নিতান্ত একাকী, সহায়-সম্বলহীন, বিদেশ-বিভুই, অপরিচিত জন-বসতি। অসহায় এতদুর যে, তাকে দাসকরে বিক্রি করে দেয়া হয়েছে। ইতিহাসের এ অধ্যায়ে ক্রীতদাসদের যে অবস্থা ছিল তা কারো অজানা নয়। তা ছাড়াও এক কঠিন নৈতিক অপরাধে অভিযুক্ত করে তাকে কারাগারে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এ শাস্তির কোন নির্দিষ্ট মীয়াদও ছিল না। এরূপ এক চরম অধঃপতিত অবস্থায় তাকে ফেলে দেওয়া হয়। অতঃপর তিনি শুধুমাত্র নিজের ঈমানীশক্তি ও নৈতিক চরিত্রের উপর ভর করে উন্নত হন এবং শেষ পর্যন্ত সমগ্র দেশকে করায়ত্ব করতে সক্ষম হন।

ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক অবস্থা

হযরত ইউসুফের এ কাহিনী ভালভাবে বুঝার জন্যে তখনকার ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক তথ্য জেনে নেয়া আবশ্যক। হযরত ইউসুফ ছিলেন হযরত ইয়াকুবের পুত্র, হযরত ইসহাকের পৌত্র এবং হযরত ইব্রাহীমের প্রপৌত্র ছিলেন। বাইবেলের বর্ণনানুসারে (কুরআনের ইশারা -ইংগিত হতেও এর সমর্থন পাওয়া যায়) হযরত ইয়াকুবের চার জন স্ত্রীর গর্ভজাত বারজন পুত্র ছিল। হযরত ইউসুফ এবং তাঁর ছোট ভাই বিনইয়ামীন এক মায়ের সন্তান। আর বাকী সব অন্য মায়ের গর্ভজাত। ফিলিস্তিনে হযরত ইয়াকুবের বসতি ছিল হিবরুন উপত্যকায়। হযরত ইসহাক এবং তার পূর্বে হযরত ইব্রাহীম এখানেই বসবাস করতেন। এ ছাড়াও সিক্কম (বর্তমান নাবলুস) এ হযরত ইয়াকুবের কিছু জমি ছিল। বাইবেলের পন্ডিতদের গবেষণাকে সত্যবলে ধরে নিলে ধারণা করা যায় যে খৃষ্টপূর্ব ১৯০৬ সনের কাছাকাছি সময় হযরত ইউসুফের জন্ম হয়। আর খৃষ্টপূর্ব ১৮৯০সনের কাছাকাছি সময়ে এ কাহিনী-সংশ্লিষ্ট ঘটনা সংঘটিত হয়। সে ঘটনা হচ্ছে স্বপ্ন দেখা, ও তারপর কূপে নিক্ষিপ্ত হওয়া। এ সময় হযরত ইউসুফের বয়স ছিল মাত্র সতের বছর। যে কূপে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন তা বাইবেল ও তালমুদের বর্ণনা মুতাবিক সিক্কমের উত্তরে দুতান নামক (বর্তমান দুসান) স্থানের নিকটে অবস্থিত ছিল। আর তাঁকে উদ্ধার করেছিল যে কাফেলা, তা জিলয়াদ(জর্দান)হতে এসেছিল ও মিশরের দিকে যাচ্ছিল। জিলয়াদ এর ধ্বংসাবশেষ এখনো জর্দানের পূর্বদিকে আল-ইয়াবিস উপত্যকার পাশে অবস্থিত রয়েছে।

এ সময় মিশরে, মিশরীয় ইতিহাসে প্রখ্যাত রাখাল বাদশাহ (Hyksos Kings) দের পঞ্চদশ বংশের রাজত্ব চলছিল। এরা আরব বংশজাত ছিল এবং সিরিয়া ও ফিলিস্তিন হতে মিশরে পৌছে খৃস্টপূর্ব দু হাজার বছরের কাছাকাছি সময় মিশরীয় রাজত্ব অধিকার করে বসে। আরব ঐতিহাসিক ও কুরআনের তফসীরকাররা এ বাদশাহদের জন্যে আমালীক নাম ব্যাবহার করেছেন। মিশর সর্ম্পকিত আধুনিক গবেষণার সাথে এ পুরোপুরি খাপ খায়। মিশরে এরা বৈদেশিক আক্রমণকারী বলে অভিহিত। দেশের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রের গৃহযুদ্ধ ও কোন্দলের দরুণ তারা এখানে এসে রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ পেয়েছিল। এ কারণেই তাদের রাজত্বে হযরত ইউসুফের পক্ষে এতদুর উন্নতি লাভ করার সুযোগ হয়েছিল। বনী ইসরাঈলদেরও এখানে সাদর সম্বর্ধনার সাথে গ্রহণ করা হয়। তাদেরকে দেশের সর্বাধিক উর্বর এলাকায় বসতি স্থাপন করতে দেয়া হয় এবং সেখানে তারা খুবই প্রভাব ও প্রতিপত্তি লাভের সুযোগ পায়। কেননা তারা এই বৈদেশিক শাসকদেরই স্ব-গোত্রীয় ছিল। খৃষ্টপূর্ব পনের বছরের শেষ সময় পর্যন্ত তারা মিশরকে অধিকার করে রাখে। আর তাদের শাসনামলে দেশের আসল ক্ষমতা কার্যতঃ বনী ইসরাঈলদেরই কুক্ষিগত ছিল। সূরা মায়েদার ২০ আয়াতে এ সম্পর্কেই ইংগিত করে বলা হয়েছেঃ 'যখন তিনি তোমাদের মাঝে পয়গমবর বানিয়েছেন এবং তোমাদেরকে রাজ্যাধিপতি করেছেন।'

এর পরই সমগ্র দেশে একটা সর্বাত্মাক জাতীয়তাবাদী আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। এর ফলেই বিকসুস শাসনের অবসান ঘটে। আড়াই লক্ষ আমালীকাকে দেশ হতে বিতাড়িত করা হয়এবং কিবৃতি গোত্রের এক প্রচন্ড বিদ্বেষান্ধ ও হিংসুক বংশের লোক ক্ষমতাসীন হয়। তারা আমালীকা শাসনকালীন কীর্তি-চিহ্ন একটা একটা করে ধ্বংস করে। আর ইসরাঈলীদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার ও নির্যাতন চালানো হয়। হযরত মূসার প্রসংগে এর বিবরণ নানাস্থানে উল্লেখ করা হয়েছে।

মিশরীয় ইতিহাস হতে একথাও জানা যায় যে, এ রাখাল বাদশাহরা মিশরীয় দেব-দেবী ও দেবতাদের আদৌ মেনে নেয় নি। তারা নিজেদের সংগে সিরিয়া হতে আনিত দেবতাদের এখানে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। সেই সংগে তারা মিশরে নিজেদের ধর্মেরই প্রচার ও

বিস্তারের জন্য প্রাণ-পণ চেষ্টা করেছিল। এ কারণেই কুরআন মজীদে হযরত ইউসুফের সমসাময়িক বাদশাহকে ফিরাউন নামে উল্লেখ করা হয়নি। কেননা ফিরাউন ছিল মিশরের একটা ধর্মীয় পরিভাষা। আর এ লোকেরা মিশরীয় ধর্মকে স্বীকৃতি দেয়নি। কিন্তু বাইবেলে ভুলবশতঃ তাকেও ফিরাউন নামে উল্লেখ করা হয়েছে। সম্ভবত এর সংকলকরা মনে করতেন যে মিশরের সব বাদশাহই বুঝি ফিরাউন নামে অভিহিত হত। এ যুগের যে সব বিশেষজ্ঞ বাইবেল ও মিশরীয় ইতিহাসের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন তারা সাধারণ ভাবে এই মত পোষন করেন যে, রাখাল বাদশাহদের মধ্যে যে শাসকের নাম মিশরীয় ইতিহাসে আপোফীস (Apophis) লেখা হয়েছে সেই ছিল হযরত ইউসুফের সমসাময়িক বাদশাহ ।

মিশরের রাজধানী তখন ছিল মম্‌ফস (মনফ) । কায়রোর দক্ষিনে ১৪ মাইল দূরে এর ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। হযরত ইউসুফ ১৭/১৮ বছর বয়সে এখানে উপস্থিত হন। দু-তিন বছর তিনি মিশর অধিপতির ঘরে অবস্থান করেন। ৮/৯ বছর কারাগারে কাটান। ৩০ বছর বয়সে দেশের শাসনকর্তা হয়ে বসেন এবং ৮০ বছর বয়স পর্যন্ত সমগ্র দেশের শাসন ক্ষমতার নিরংকুশ মালিক হয়ে শাসন কাজ চালাতে থাকেন। তার শাসন কালের নবম কি দশম বছর তিনি হযরত ইয়াকুবকে তার সকল বংশের সকলকে ফিলিস্তিন থেকে মিশরে ডেকে আনেন এবং দিমইয়াত ও কায়রোর মধ্যবর্তী অঞ্চলে তাদের বসবাস ঠিক করে দেন। বাইবেলে এ এলাকার নাম গোশন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত মূসার সময় কাল পর্যন্ত এরা এ অঞ্চলে বসবাস করতে থাকেন। বাইবেলে বর্ণিত হয়েছে, হযরত ইউসুফ একশ দশ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন এবং ইন্তেকালের সময় বনী ইসলাইলকে তিনি অসিয়াৎ করে বলেছিলেনঃ তোমরা যখন এ দেশ হতে বের হয়ে যাবে, তখন আমার হাড়গোড়গুলো সংগে নিয়ে যাবে। হযরত ইউসুফের কাহিনীর যে বিস্তারিত বিবরণ বাইবেল ও তালমুদে উদ্ধৃত হয়েছে, কুরআনের বর্ণনা তা তেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। কিন্তু মূল কাহিনীর তিনটে অংশই সর্বত্র এক প্রকার। টীকা সমূহে প্রয়োজন মত এ সব পার্থক্য ও বিভিন্নতা তুলে ধরতে চেষ্টা করা হবে ।(এ সব বর্ণনা তাফহীমুল কোরআন থেকে নেয়া হয়েছে।)

اٰيَاتُهَا ۱۱۱ سُوْرَةُ يُوْسُفَ مَكِّيَّةٌ رُكُوْعَاتُهَا ۱۲

১১১ তার আয়াত (সংখ্যা) সূরা ইউসুফ মক্কী ১২ তার রুকূ (সংখ্যা)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহর নামে (শুরু করছি) অশেষ দয়াবান অতীব মেহেরবান

الٓرٰ قف تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۝١ اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ

আলিফ লাম-রা, এই আয়াত গুলো, (এমন) কিতাবের, (যা) সুস্পষ্ট, নিশ্চয়ই আমরা, তা আমরা নাযিল করেছি, কোরআন (বানিয়ে), আরবী (ভাষায়), তোমরা যাতে

تَعْقِلُوْنَ ۝٢ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَآ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ

বুঝতে পার, আমরা, বর্ণনা করছি, তোমার কাছে, অতি উত্তম, ঘটনা সমূহ, মাধ্যমে যা, আমরা ওহী করছি, তোমার প্রতি

هٰذَا الْقُرْاٰنَ ۖ وَ اِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الْغٰفِلِيْنَ ۝٣ اِذْ قَالَ

এই, কোরআন, এবং, নিশ্চয়ই, তুমি ছিলে, এর পূর্বে, অবশ্যই অর্ন্তভুক্ত, অনবহিতদের, যখন, বলেছিল

يُوْسُفُ لِاَبِيْهِ يٰۤاَبَتِ اِنِّيْ رَاَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَّ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ

ইউসুফ, তার পিতাকে, হে আমার আব্বা, নিশ্চয়ই আমি, (স্বপ্নে) দেখেছি, এগারটি, নক্ষত্রকে, এবং, সূর্যকে, এবং, চন্দ্রকে

رَاَيْتُهُمْ لِيْ سٰجِدِيْنَ ۝٤ قَالَ يٰبُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلٰۤى اِخْوَتِكَ

তাদের আমি দেখেছি, আমাকে, (তারা) সিজদাকারী, সে বলল, হে আমার পুত্র, না, বর্ণনা কর, তোমার স্বপ্ন, কাছে, তোমার ভাইদের

فَيَكِيْدُوْا لَكَ كَيْدًا ؕ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝٥

তারা তাহলে চক্রান্ত করবে, তোমার (বিরুদ্ধে), (বড়) চক্রান্ত, নিশ্চয়ই, শয়তান, মানুষের জন্যে, শত্রু, প্রকাশ্য

রুকূ-১ (১) আলিফ-লাম-রা; এ সেই কিতাবের আয়াত, যা নিজের বক্তব্য স্পষ্ট করে বলে। (২) আমরা তা কুরআন [১] বানিয়ে আরবী ভাষায় নাযিল করেছি। যেন তোমরা (আরববাসীরা) তাকে ভালো করে বুঝতে পার। (৩) হে মুহাম্মদ! আমরা এই কুরআনকে তোমার প্রতি অহী করে অতি উত্তম ভংগীতে ঘটনা ও প্রকৃত ব্যাপার সমূহ তোমার নিকট বর্ণনা করছি। নতুবা এর পূর্বে (এসব বিষয়) তুমি সম্পূর্ণ অনবহিত ছিলে।(৪) এ সেই সময়ের কথা যখন ইউসুফ তার পিতাকে বললঃ ''আব্বা আমি স্বপ্নে দেখেছি, এগারটি তারকা ও সূর্য এবং চন্দ্র রয়েছে, আর তারা আমাকে সিজদা করছে।'' (৫) জবাবে পিতা বলল 'হে পুত্র ,তোমার এ স্বপ্নের কথা তোমার ভাইদের নিকট বলবে না।তাহলে তারা তোমার বিরুদ্ধে বড় ধরনের চক্রান্ত করবে [২]; সত্য হল, শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।

(১)। 'কুরআন' -এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছেঃ পাঠকরা; এবং কিতাবকে এই নামে অভিহিত করার অর্থ হচ্ছে- এ সাধারণ ও বিশিষ্ট -সকলের পাঠ করার জন্যে, এবং বহুল পঠিত।(২)। হযরত ইউসুফের দশ ভাই ভিন্ন মায়ের গর্ভজাত ছিল। এবং এক ভাই যে তাঁর থেকে ছোট ছিল তাঁর আপন মায়ের গর্ভজাত ছিল। হযরত ইয়াকুব (আঃ) জানতেন যে সৎ-ভাইরা হযরত ইউসুফকে হিংসা করতো।

وَ كَذٰلِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ وَ يُعَلِّمُكَ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ وَ يُتِمُّ
এবং এরূপই (হবে) তোমাকে বাছাই করে নিবেন তোমার রব ও তোমাকে শিখাবেন সব তত্ত্ব ও ব্যাখ্যা কথা ও বৃত্তান্তের এবং পূর্ণ করবেন

نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ وَ عَلٰۤى اٰلِ يَعْقُوْبَ كَمَاۤ اَتَمَّهَا عَلٰۤى اَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ
তাঁর অনুগ্রহ তোমার উপর এবং উপর বংশ-ধরদের ইয়াকুবের যেমন তা পূর্ণ করেছিলেন উপর তোমার পিতৃ-পুরুষের পূর্বেও

اِبْرٰهِيْمَ وَ اِسْحٰقَ ؕ اِنَّ رَبَّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿۶﴾ لَقَدْ كَانَ فِيْ يُوْسُفَ وَ
(যেমন) ইবরাহীমের ও ইসহাকের (উপর) নিশ্চয়ই তোমার রব সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময় নিশ্চয়ই আছে মধ্যে ইউসুফের (কাহিনীর) ও

ع ۲

اِخْوَتِهٖۤ اٰيٰتٌ لِّلسَّآئِلِيْنَ ﴿۷﴾ اِذْ قَالُوْا لَيُوْسُفُ وَ اَخُوْهُ اَحَبُّ اِلٰۤى اَبِيْنَا
তার ভাইদের নিদর্শন সমূহ জিজ্ঞাসাকারীদের জন্যে যখন (তার ভায়েরা) বলেছিল অবশ্যই ইউসুফ ও তার ভাই অধিক প্রিয় কাছে আমাদের পিতার

مِنَّا وَ نَحْنُ عُصْبَةٌ ؕ اِنَّ اَبَانَا لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنِ ۚ ﴿۸﴾ اقْتُلُوْا يُوْسُفَ اَوِ
আমাদের চেয়ে অথচ আমরা একটি মজুবত দল নিশ্চয়ই আমাদের পিতা অবশ্যই মধ্যে বিভ্রান্তির প্রকাশ্য তোমরা হত্যা কর ইউসুফকে বা

اطْرَحُوْهُ اَرْضًا يَّخْلُ لَكُمْ وَجْهُ اَبِيْكُمْ وَ تَكُوْنُوْا مِنْۢ بَعْدِهٖ قَوْمًا صٰلِحِيْنَ ﴿۹﴾
তাকে ফেলে আস কোন স্থানে নিবিষ্ট হবে তোমাদের জন্যে দৃষ্টি পিতার ও তোমাদের তোমরা হয়ে যাবে এর পর লোক সৎকর্মশীল

(৬) আর এরূপই হবে, (যেমন তুমি স্বপ্নে দেখেছ যে) তোমার রব তোমাকে (নিজের কাজের জন্য) বাছাই করে নিবেন এবং তোমাকে প্রত্যেকটি কথার মর্মমূলে পৌছানোর নিয়ম শিখাবেন[৩]। আর তোমার প্রতি ও ইয়াকূব-বংশধরদের প্রতি স্বীয় নে'আমত তেমনি ভাবে পূর্ণ করবেন, যেভাবে এর পূর্বে তিনি তোমার পিতৃ পুরুষ ইবরাহীম ও ইসহাক এর উপর করেছিলেন। নিশ্চিতই তোমার রব সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।

রুকূ-২ (৭) সত্য কথা এই যে, ইউসুফ এবং তার ভাইদের কাহিনীতে এই সব প্রশ্নকারীর জন্য বড় নিদর্শন রয়েছে।(৮) (কাহিনী শুরু হয় এই ভাবে যে,) তাঁর ভায়েরা নিজেরা বলাবলি করলঃ ''এই ইউসুফ এবং তার ভাই [৪] দুইজনই আমাদের পিতার নিকট আমাদের অপেক্ষা প্রিয়তর। অথচ আমরা একটা পুরো দল। আসল কথা হল এই যে, আমাদের পিতা একেবারেই দিশেহারা হয়ে গেছেন।৯। চল, ইউসুফকে হত্যা করে ফেল, অথবা তাকে কোথাও নিক্ষেপ কর, তাহলে তোমাদের পিতার লক্ষ্য কেবল তোমাদের প্রতিই হবে। এই কাজ করার পর সদাচারী হয়ে থাকবে।''

চরিত্রের দিক দিয়েও তারা এরূপ সৎ ছিল না যে, নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তারা কোন অনুচিত কাজ করতে সংকোচ করবে। এজন্যে তিনি তাঁর নেক পুত্রকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, তাদের থেকে সাবধান থেকো। স্বপ্নের সুস্পষ্ট মর্ম ছিলঃ সূর্যের অর্থ হযরত ইয়াকূব (আঃ), চাঁদের অর্থ তার স্ত্রী (হযরত ইউসুফের সৎ- মা) এবং এগারটি তারার অর্থ ইউসুফ(আঃ)- এর এগারো ভাই। (৩)। আসলে تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ শুধু মাত্র স্বপ্নের ব্যাখ্যার জ্ঞান নয়, সাধারণতঃ যা মনে করা হয়। বরং এর অর্থ আল্লাহতা'আলা তোমাকে ব্যাপার বুঝার ও মূল সত্য-তত্ত্ব পর্যন্ত পৌছবার শিক্ষা দান করবেন। তোমাকে সেই সুক্ষ্মদর্শীতা দান করবেন যার দ্বারা তুমি প্রতিটি ব্যাপারের গভীরতা পর্যন্ত উত্তরণের এবং তার তলদেশ পর্যন্ত পৌছার যোগ্যতা লাভ করবে।(৪) অর্থাৎ হযরত ইউসুফের (আঃ)-সহোদর ভাই বিনইয়ামীন, যিনি তার থেকে কয়েক বছরের ছোট ছিলেন।

قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوْا يُوْسُفَ وَ اَلْقُوْهُ فِىْ غَيٰبَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ

তাকে কূপের (অন্ধকার) মধ্য তাকে বরং ইউসূফকে তোমরা না তাদের এক বলল
তুলে নেবে তলদেশে নিক্ষেপ কর হত্যা কর মধ্যহতে প্রবক্তা

بَعْضُ السَّيَّارَةِ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ﴿١٠﴾ قَالُوْا يٰۤاَبَانَا مَا لَكَ لَا تَاْمَنَّا

আমাদের না আপনার কি হে তারা কর্মসম্পাদন তোমরা যদি কাফেলার কেউ
বিশ্বাস করেন হয়েছে আমাদের আব্বা বলল -কারী হও

عَلٰى يُوْسُفَ وَ اِنَّا لَهٗ لَنٰصِحُوْنَ ﴿١١﴾ اَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَّرْتَعْ وَ

ও সে ফল আগামী আমাদের তাকে অবশ্যই তার নিশ্চয়ই অথচ ইউসুফের ব্যাপারে
খাবে কাল সাথে পাঠান (সবাই)হিতাকাঙ্খী আমরা

يَلْعَبْ وَ اِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ﴿١٢﴾ قَالَ اِنِّىْ لَيَحْزُنُنِىْۤ اَنْ تَذْهَبُوْا بِهٖ وَ

এবং তাকে তোমরা যে আমার অবশ্যই নিশ্চয়ই সে অবশ্যই তার নিশ্চয়ই এবং খেলবে
নিয়েযাবে চিন্তা লাগে আমার বলল (সবাই) সংরক্ষক জন্যে আমরা

اَخَافُ اَنْ يَّاْكُلَهُ الذِّئْبُ وَ اَنْتُمْ عَنْهُ غٰفِلُوْنَ ﴿١٣﴾ قَالُوْا لَئِنْ اَكَلَهُ

তাকে খায় অবশ্য তারা অমনোযোগী তার তোমরা এঅবস্থায় নেকড়ে তাকে যে আমি
যদি বলল হয়ে যাবে থেকে যে বাঘে খেয়ে ফেলবে ভয় করি

الذِّئْبُ وَ نَحْنُ عُصْبَةٌ اِنَّاۤ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ ﴿١٤﴾ فَلَمَّا ذَهَبُوْا بِهٖ وَ اَجْمَعُوْۤا

তারা এবং তাকে তারা অতঃপর অবশ্যই তাহলে নিশ্চয়ই একটি আমরা এ অবস্থায় নেকড়ে
একমত হল নিয়ে গেল যখন ক্ষতিগ্রস্থ হব আমরা দল যে বাঘে

اَنْ يَّجْعَلُوْهُ فِىْ غَيٰبَتِ الْجُبِّ ۚ وَ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِاَمْرِهِمْ هٰذَا

এই তাদের কাজ তাদের তুমি নিশ্চয়ই তার আমরা ওহী এ কূপের (অন্ধকার) মধ্যে তাকে তারা যে
সম্পর্কে এক সময় খবর দিবে কাছে করলাম অবস্থায় তলদেশের নিক্ষেপ করবে

وَ هُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿١٥﴾

তারা অনুভব করছে না তারা (এখন)অথচ

(১০) এই কথায় তাদের একজন বললঃ "ইউসুফকে হত্যা করো না। কিন্তু যদি করতেই হয়, তাহলে তাকে কোন অন্ধ কূপে ফেলে দাও। আসা-যাওয়ার পথে কোন কাফেলা তাকে বের করে নিয়ে যাবে।" (১১) এই প্রস্তাব ঠিক হওয়ার পর তারা তাদের পিতার কাছে যেয়ে বললঃ "আব্বাজান, কি ব্যাপার, ইউসুফের ব্যাপারে আপনি আমাদের বিশ্বাস করেন না? অথচ আমরা তার সত্যিকার কল্যাণ কামী। (১২) কাল তাকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন, সে কিছুটা ঘুরে বেড়িয়ে নিবে[৫] ও খেলা তামাশা করে নিজেকে খুশী করবে। আমরা তার পূর্ণ হেফাযত করার জন্য উপস্থিত থাকব"। (১৩) পিতা বললঃ "তোমরা তাকে নিয়ে যাবে এ আমার জন্য খুবই কষ্টদায়ক। আমার ভয় হয়, তাকে কোন নেকড়ে না খেয়ে ফেলে- যখন তোমরা তার সম্পর্কে বেখেয়াল হয়ে পড়বে।" (১৪) তারা জবাব দিলঃ "আমরা একটি দল উপস্থিত থাকতে যদি তাকে নেকড়ে খেয়ে ফেলে তাহলে আমরা আর কোন কাজের হব।" (১৫) এভাবে বার বার বলে তারা যখন তাকে নিয়ে গেল এবং তারা এক অন্ধ কূপে তাকে নিক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত করল, তখন আমরা ইউসুফকে অহী পাঠালামঃ "একটি সময় আসবে যখন তুমি তোমার ভাইদের এই কাজ সম্পর্কে তাদেরকে বলতে পারবে। এরা তো নিজেদের কাজের ফলাফল সম্পর্কে একেবারে বে-খবর।"

(৫) আরবী বাকধারায় শিশু যখন জংগলে চলে ফিরে কিছু ফল পেড়ে খেতে থাকে তখন আদর করে তার প্রতি এ শব্দ (يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ) প্রয়োগ করাহয়।

وَ جَآءُوْٓ اَبَاهُمْ عِشَآءً يَّبْكُوْنَ ۝١٦ قَالُوْا يٰٓاَبَانَآ اِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ

দৌড় প্রতি- আমরা নিশ্চয়ই হে আমাদের তারা কাঁদতে সন্ধ্যাকালে তাদের তারা এবং
যোগিতায় গিয়েছিলাম আমরা আব্বা বলল কাঁদতে পিতার কাছে আসল

وَ تَرَكْنَا يُوْسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَاَكَلَهُ الذِّئْبُ ۚ وَ مَآ اَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا

আমাদের বিশ্বাস আপনি না অথচ নেকড়ে তাকে তখন আমাদের কাছে ইউসুফকে আমরা ও
কে কারী বাঘে খেয়ে ফেলে মাল-পত্রের ছেড়েযাই

وَلَوْ كُنَّا صٰدِقِيْنَ ۝١٧ وَ جَآءُوْ عَلٰى قَمِيْصِهٖ بِدَمٍ كَذِبٍ ؕ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ

সাজিয়ে বরং সে মিথ্যা রক্ত তার উপর আনল এবং (সবাই) আমরা যদিও
দিয়েছে বলল (লাগিয়ে) জামার সত্যবাদী হই

لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا ؕ فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ ؕ وَ اللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ ۝١٨

তোমরা যা এক্ষেত্রে সাহায্যস্থল আল্লাহই এবং উত্তম অতএব এ তোমাদের তোমাদেরকে
বর্ণনা করছ সবর করাই . কাজ মন

وَ جَآءَتْ سَيَّارَةٌ فَاَرْسَلُوْا وَارِدَهُمْ فَاَدْلٰى دَلْوَهٗ ؕ قَالَ يٰبُشْرٰى هٰذَا غُلٰمٌ ؕ

একটি এটা কি সুখবর সে তার সে তখন তাদের পানি অতঃপর এক আসল এবং
ছেলে বলল বালতি ফেলল সংগ্রাহক তারা পাঠাল যাত্রীদল

وَ اَسَرُّوْهُ بِضَاعَةً ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ۝١٩ وَ شَرَوْهُ بِثَمَنٍۢ بَخْسٍ

সামান্য মূল্য দিয়ে তাকে তারা এবং তারা কাজ বিষয়ে খুবই আল্লাহ এবং পন্য দ্রব্য তাকে এবং
বেচল করতেছিল যা অবহিত হিসেবে লুকাল

دَرَاهِمَ مَعْدُوْدَةٍ ۚ وَ كَانُوْا فِيْهِ مِنَ الزّٰهِدِيْنَ ۝٢٠

নিরাসক্তদের অন্তর্ভূক্ত তার (মূল্যের) তারা ছিল এবং কয়েকটি মাত্র দিরহাম
ব্যাপারে

(১৬) সন্ধ্যাকালে তারা কাঁদতে কাঁদতে পিতার নিকট আসল। (১৭) ও বললঃ "হে পিতা, আমরা দৌড়ের প্রতিযোগিতায় লেগে গিয়েছিলাম; আর ইউসুফকে আমরা আমাদের জিনিস পত্রের কাছে রেখে গেলাম। ইতি মধ্যে নেকড়ে এসে তাকে খেয়ে গেল। আপনি হয়ত আমাদের কথা বিশ্বাস করবেন না। আমরা সত্যবাদী হলেও।" (১৮) তারা ইউসুফের জামায় মিথ্যা রক্ত মাখিয়ে নিয়ে এসেছিল। একথা শুনে তাদের পিতা বললঃ "বরং তোমাদের নফস তোমাদের জন্য একটা বড় কাজকে সহজ বানিয়ে দিয়েছে। ঠিক আছে, সবর করব, আর ভালোভাবেই সবর করে থাকব। তোমার যা কিছু বলছ, সে বিষয়ে আল্লাহ আমার একমাত্র সাহায্যস্থল।" (১৯) এই দিকে একটি কাফেলা আসল। কাফেলা তার পানিসংগ্রহককে পানি আনার জন্য পাঠাল।পানি সংগ্রহক যেই কূপে বালতি ছাড়ল অমনি (ইউসুফকে দেখে) চিৎকার করে উঠলঃ "কি খুশীর ব্যাপার! এখানে তো একটি ছেলে।" "সেই লোকেরা তাকে একটি 'পন্যদ্রব্য' মনে করে লুকিয়ে রাখল। অথচ তারা যা কিছু করছিল, আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। (২০) শেষ পর্যন্ত তারা তাকে সামান্য মূল্যে কয়েকটি মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রি করে দিল। তার মূল্যের ব্যাপারে তারা ছিল নির্লোভ ।

وَ قَالَ الَّذِي اشْتَرٰىهُ مِنْ مِّصْرَ لِامْرَاَتِهٖٓ اَكْرِمِيْ مَثْوٰىهُ عَسٰٓى

এবং বলল যে তাকে কিনেছিল থেকে মিশর তার স্ত্রীকে সম্মানজনক ব্যবস্থা কর তার থাকার সম্ভবত

اَنْ يَّنْفَعَنَآ اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا ؕ وَ كَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِي الْاَرْضِ ۫ وَ

সে উপকারী হবে আমাদের জন্যে অথবা তাকে আমরা গ্রহণ করব পুত্র হিসেবে এবং এভাবে আমরা প্রতিষ্ঠিত করলাম ইউসুফকে মধ্যে দেশের (সে) এবং

لِنُعَلِّمَهٗ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ ؕ وَ اللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰٓى اَمْرِهٖ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ

আমরা যেন তাকে জানাই সব ব্যাখ্যা কথাগুলোর এবং আল্লাহ অপ্রতিহত ক্ষেত্রে তার কাজের কিন্তু অধিকাংশ

النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۲۱﴾ وَ لَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗٓ اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّ عِلْمًا ؕ وَ كَذٰلِكَ

লোক না তারা জানে এবং যখন সে পৌছল তার যৌবনে তাকে আমরা দিলাম হিকমত ও জ্ঞান এবং এভাবে

نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۲۲﴾ وَ رَاوَدَتْهُ الَّتِيْ هُوَ فِيْ بَيْتِهَا عَنْ نَّفْسِهٖ وَ غَلَّقَتِ

প্রতিফল দেই আমরা সৎকর্মশীল লোকদেরকে এবং তাকে ফুসলিয়েছিল (সেইমহিলা) যার সে (ছিল) মধ্যে তার ঘরের হতে তার নিজের (আত্মসংবরন) এবং বন্ধ করল (মহিলাটি)

الْاَبْوَابَ وَ قَالَتْ هَيْتَ لَكَ ؕ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اِنَّهٗ رَبِّيْٓ اَحْسَنَ مَثْوَايَ ؕ

দরজাগুলো এবং বলল চলে এস (আমি) তোমার জন্যে সে বলল পানাহ চাই আল্লাহর নিশ্চয়ই তিনি আমার রব উত্তম করেছেন আমার বসবাস

اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿۲۳﴾ وَ لَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ ۚ وَ هَمَّ بِهَا

নিশ্চয়ই এ অবস্থায় না সফল হয় যালিমরা এবং নিশ্চয়ই (সে মহিলা) আসক্ত হয়েছিল তার সাথে এবং সেও আসক্ত হত তার সাথে

রুকু-৩ (২১) মিশরে যে ব্যক্তি তাকে খরীদ করল, সে তার স্ত্রীকে বললঃ "একে খুব ভালোভাবে রাখতে হবে। অসম্ভব নয় যে, সে আমাদের পক্ষে উপকারী হবে কিংবা আমরা তাকে পুত্র বানিয়ে নেব"। এভাবে আমরা ইউসুফের জন্য সেই দেশে প্রতিষ্ঠিত হবার উপায় বের করলাম এবং তাকে সব ব্যাপার অনুধাবন করার উপযুক্ত শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করলাম। আল্লাহ নিজের কাজ অবশ্যই সম্পূর্ণ করে থাকেন। কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা জানে না।(২২) আর সে যখন তার পূর্ণ যৌবন কালে পৌছল, তখন আমরা তাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের শক্তি ও জ্ঞান দান করলাম। নেক লোকদেরকে আমরা এভাবেই প্রতিফল দিয়ে থাকি। (২৩) যে মেয়েলোকের ঘরে সে অবস্থান করছিল, সে তাকে আকৃষ্ট করতে চেষ্টা করতে লাগল। একদা সে দরজা বন্ধ করে বললঃ 'এস'। ইউসুফ বলল "আল্লাহর পানাহ চাই! আমার রব ৬ তো আমাকে উত্তম মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন (আমি কি এই কাজ করতে পারি!)। এই ধরনের যালেম লোক কখনো কল্যাণ লাভ করতে পারে না"।(২৪) সে (স্ত্রীলোকটি) তার দিকে অগ্রসর হল। আর ইউসুফও তার দিকে এগিয়ে যেতো

(৬)। সাধারণতঃ তফসীরকার ও অনুবাদকরা এখানে এই অর্থ করেছেন যে- 'আমার রব' বলতে হযরত ইউসুফ যার অধীন সে ছিল, চাকুরী করতেন- সেই ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে, এবং তার এ উত্তরের অর্থ ছিল আমার মনিব তো আমাকে এত সুন্দরভাবে রেখেছেন, আর আমি কেমন করে এই নেমকহারামী করতে পারি যে, আমি তার স্ত্রীর সংগে ব্যাভিচার করবো! কিন্তু একথা একজন নবীর শানের খেলাপ যে তিনি কোন পাপকাজ থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে আল্লাহতা'আলার পরিবর্তে কোন বান্দার খেয়াল করবেন। এবং কুরআন মজীদেও এর কোন নযীর নেই যে কোন নবী কখনো আল্লাহতা'আলা ছাড়া অন্য কাউকে নিজের রব বলেছেন।

لَوْ لَآ اَنْ رَّاٰ بُرْهَانَ رَبِّهٖ ؕ كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْٓءَ وَ الْفَحْشَآءَ ؕ

যদি না সে দেখত নিদর্শনাবলী তার রবের (ঘটল) এ ভাবে আমরা যেন ফিরিয়ে রাখি তার থেকে মন্দ ও অশ্লীলতা

اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ ۝٢٤ وَ اسْتَبَقَا الْبَابَ وَ قَدَّتْ قَمِيْصَهٗ

নিশ্চয়ই সে ছিল অন্তর্ভুক্ত আমাদের বান্দাদের (যারা ছিল) বিশুদ্ধ চিত্ত এবং উভয়ে দৌড়ায় দরজার দিকে এবং রমণী (টেনে) ছিড়ে দেয় তার জামা

مِنْ دُبُرٍ وَّ اَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ ؕ قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ اَرَادَ بِاَهْلِكَ

থেকে পিছন এবং উভয়ে পায় তার স্বামীকে কাছে দরজার রমনী বলল কি শাস্তি (হতেপারে) যে কামনা করে তোমার গৃহিনীর সাথে

سُوْٓءًا اِلَّآ اَنْ يُّسْجَنَ اَوْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝٢٥ قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِيْ عَنْ نَّفْسِيْ

মন্দ এছাড়া (কি অন্যকিছু) যে বন্দী করা হবে বা শাস্তি হতে পারে মর্মন্তুদ (ইউসুফ) বলল সে (মহিলা) আমাকে ফুসলিয়েছিল হতে আমার নিজের (আত্ম সংবরণ)

وَ شَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ اَهْلِهَا ۚ اِنْ كَانَ قَمِيْصُهٗ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ

এবং সাক্ষ্য দেয় এক সাক্ষ্য দাতা মধ্য হতে তার পরিবারের যদি হয় তার জামা ছেড়া থেকে সামনের দিক তবে রমনী সত্য বলেছে

وَ هُوَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝٢٦ وَ اِنْ كَانَ قَمِيْصُهٗ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ

এবং সে (ইউসুফ) অন্তর্ভুক্ত মিথ্যাবাদীদের আর যদি হয় তার জামা ছেড়া থেকে পিছনের দিক তবে রমনী মিথ্যা বলেছে

وَ هُوَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝٢٧

এবং সে (ইউসুফ) অন্তর্ভুক্ত সত্যবাদীদের

যদি না সে তার রবের সুস্পষ্ট প্রমাণ দেখতে পেতো [৭]। এরূপই ঘটল, যাতে আমরা অন্যায় ,পাপ ও নির্লজ্জতা তার হতে বিদূরিত করে দেই । আসলে সে আমাদের বাছাই করা বান্দাদের একজন ছিল।(২৫) শেষ পর্যন্ত ইউসুফ ও সে আগে পিছনে দরজার দিকে দৌড়াল। আর সে পিছন হতে ইউসুফের জামা (টেনে) ছিড়ে দিল। দরজায় দুজনই তার স্বামীকে দেখতে পেল। তাকে দেখেই মেয়ে লোকটি বলতে লাগলঃ "সেই লোকটি কি শাস্তি পেতে পারে যে তোমার গৃহিনীর প্রতি অসৎ ইচ্ছা পোষণ করে? এ ভিন্ন আর কি শাস্তিই হতে পারে যে, তাকে বন্দী করা হবে অথবা তাকে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে?" (২৬) ইউসুফ বললঃ "প্রসেই আমাকে ফাঁসাতে চেষ্টা করছিল।" সেই মেয়েলোকটির নিজ পরিবারের এক ব্যক্তি অবস্থাগত সাক্ষ্য পেশ করল, বললঃ "ইউসুফের জামা যদি সামনের দিকে ছেড়া হয়ে থাকে তা হলে স্ত্রী লোকটি সত্যবাদিনী এবং সে মিথ্যুক। (২৭) আর তার জামা যদি পিছন হতে ছেড়া হয়, তাহলে মেয়েলোকটি মিথ্যুক ও সে সত্যবাদী[৮]"।

(৭) 'বুরহান' – এর অর্থ দলীল ও যুক্তি- প্রমাণ। 'রবের' বুরহান এর অর্থ আল্লাহতা'আলা কর্তৃক বুঝিয়ে দেয়া সেই যুক্তি যার ভিত্তিতে হযরত ইউসুফের বিবেক তার প্রবৃত্তিকে একথা মান্য করিয়েছিল যে, এই স্ত্রীলোকের প্রবৃত্তি -সুখের আমন্ত্রণ কবুল করা তোমার পক্ষে শোভা পায় না। এ দলীলটি পূর্ববর্তী এই বাক্যের মধ্যে রয়েছে যে আমার রব তো আমাকে এত উত্তম অবস্থান দান করেছেন, আর আমি এরকম ক-কর্ম করবো? এরূপ অত্যাচারীদের ভাগ্যে কখনো সাফল্য লাভ ঘটেনা।(৮) অর্থাৎ ইউসুফের (আঃ) জামা যদি সামনের দিকে ছেড়া হয়, তবে এটা এ কথারই সুস্পষ্ট প্রমাণ-চিহ্ন যে ইউসুফের পক্ষ থেকে উদ্যোগ ছিল এবং স্ত্রীলোক নিজেকে রক্ষা করার জন্য লড়াই করছিল। কিন্তু ইউসুফের জামা যদি পিছনের দিকে ছেড়া হয় তবে তার দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে স্ত্রীলোকটি তার পিছনে লেগেছিল এবং ইউসুফ তার হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে পালাতে চেয়েছিল। এছাড়া আনুষঙ্গিক আর একটি বাক্যও এই সাক্ষ্যের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল। উক্ত সাক্ষ্যটি হযরত ইউসুফের (আঃ) জামার দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করছিল। এর দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায় যে, স্ত্রীলোকটির শরীর বা তার পোষাকে বল প্রয়োগের কোন চিহ্ন আদৌ পাওয়া যাচ্ছিল না। কিন্তু যদি বলাৎকারের জন্য উদ্যোগের ব্যাপার হতো তবে স্ত্রীলোকের উপর তার স্পষ্ট চিহ্ন প্রকাশ পেতো।

فَلَمَّا رَاٰ قَمِيْصَهٗ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ اِنَّهٗ مِنْ كَيْدِكُنَّ ؕ اِنَّ كَيْدَكُنَّ

অতঃপর যখন | দেখল | তার জামা | ছেড়া | হতে | পিছন দিক | (আযীয) বলল | নিশ্চয়ই তা | অর্ন্তভুক্ত | তোমাদের (অর্থাৎ মহিলাদের) ছলনা | নিশ্চয়ই | তোমাদের ছলনা

عَظِيْمٌ ﴿٢٨﴾ يُوْسُفُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا ٚ وَ اسْتَغْفِرِيْ لِذَنْۢبِكِ ۖۚ اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ

ভয়ানক | (হে) ইউসুফ | উপেক্ষা কর | হতে | এই (ব্যাপার) | এবং | (হে মহিলা) ক্ষমাচাও | তোমার গুনাহের জন্যে | নিশ্চয়ই তুমি | হলে | অন্তর্ভূক্ত

الْخٰطِـِٕيْنَ ﴿٢٩﴾ وَ قَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِيْنَةِ امْرَاَتُ الْعَزِيْزِ تُرَاوِدُ فَتٰىهَا عَنْ

অপরাধীদের | এবং | বলল | স্ত্রীলোকেরা | মধ্যে | শহরের | (যে) স্ত্রী | আযীযের | ফুসলাতে চেয়েছিল | তার যুবক (দাস)কে | হতে

نَّفْسِهٖ ۚ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ؕ اِنَّا لَنَرٰىهَا فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٣٠﴾ فَلَمَّا

তার নিজের (আত্মসংবরণ) | নিশ্চয়ই | তাকে উম্মাদ করেছে | প্রেমে | নিশ্চয়ই আমরা | তাকে অবশ্যই আমরা দেখছি | মধ্যে | বিভ্রান্তির | সুস্পষ্ট | অতঃপর যখন

سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ اَرْسَلَتْ اِلَيْهِنَّ وَ اَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَاً وَّ

(মহিলা) শুনল | তাদের প্রতারণা মূলক কথা সম্বন্ধে | মহিলা (লোক) প্রেরণ করল | তাদের কাছে | ও | প্রস্তুত করল | তাদের জন্যে | (ঠেকদিয়ে) বসার আসন | ও

اٰتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّيْنًا وَّ قَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ ۚ فَلَمَّا

দিল | প্রত্যেককে | তাদের মধ্যকার | একটি করে ছুরি (ফল কেটে খেতে) | এবং | বলল (ইউসুফকে) | বেরহয়ে (আস) | তাদের সামনে | অতঃপর যখন

رَاَيْنَهٗۤ اَكْبَرْنَهٗ وَ قَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ وَ قُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا هٰذَا

তাকে তারা দেখল | তারা অভিভূত হল | ও | তারা কেটে ফেলল | (ফলের পরিবর্তে) তাদের হাত | ও | তারা বলল | আল্লাহর কি মহাত্ম | নয় | এতো

بَشَرًا ؕ اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا مَلَكٌ كَرِيْمٌ ﴿٣١﴾

মানুষ | নয় | এতো | এছাড়া | ফেরেশতা | সম্মানিত

(২৮) স্বামী যখন দেখল যে, ইউসুফের জামা পিছন হতে ছেড়া তখন সে বললঃ "এতো মেয়েলোকদের শঠতা। আর তোমাদের শঠতা ও কৌশল যে বড় সাংঘাতিক হয় তাতে সন্দেহ নেই; (২৯) ইউসুফ! এই ব্যাপারটির ক্ষমা কর। আর হে নারী! তুমি তোমার অপরাধের ক্ষমা চাও, আসলে তুমিই ছিলে অপরাধী"।

রুকু-৪ (৩০) শহরের নারী সমাজ পরস্পরে বলাবলি করতে শুরু করল যে, আযীয়ের[৯] স্ত্রী তার যুবক ক্রীতদাসের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। প্রেম-ভালবাসা তাকে উম্মাদ করে দিয়েছে। আমাদের মতে সে সুস্পষ্ট ভুলের মধ্যে পড়েছে। (৩১) সে যখন তাদের এই প্রতারণামূলক কথাবার্তা শুনতে পেল তখন তাদেরকে ডেকে পাঠাল এবং তাদের জন্য ঠেক লাগিয়ে বসার ব্যবস্থা করল। খাওয়ার বৈঠকে প্রত্যেকের সামনে একখানা করে ছুরি রেখে দিল। (পরে ঠিক সেই সময়, যখন তারা ফল কেটে খেতেছিল) সে ইউসুফকে তাদের সামনে বের হয়ে আসতে ইশারায় নির্দেশ দিল। যখন সেই মেয়ে লোকদের দৃষ্টি তার উপর পড়ল, তখন তারা বিস্ময়-বিমুগ্ধ হল এবং নিজেদের হাত কেটে বসল। আর স্বতঃই উচ্চ স্বরের বলে উঠলঃ "আল্লাহর কসম এ ব্যক্তি মানুষ নয়! একে তো কোন সম্মানিত ফেরেশতা মনে হয়"।

(৯)আযীয সেই ব্যক্তির নাম ছিলনা। মিশরে কোন উচ্চ ক্ষমতাসীন পদমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি সম্পর্কে এ পরিভাষা ব্যবহৃত হতো।

(৩২) আযীযের স্ত্রী বললঃ" তোমরা দেখলে! এই হচ্ছে সেই ব্যক্তি যার সম্পর্কে তোমরা আমাকে ভৎর্সনা করছিলে। নিশ্চয়ই আমি তাকে ভুলাতে চেষ্টা করেছি; কিন্তু সে আত্ম রক্ষা করে নিষ্পাপ রয়েছে। এ যদি আমার কথা না শুনে, তা হলে তাকে কয়েদ করা হবে এবং খুব লাঞ্চিত ও অপদস্থ করা হবে"। (৩৩) ইউসুফ বললঃ " হে আমার রব, কয়েদ হওয়া আমি বেশী পছন্দ করি সেই কাজ হতে যা এরা আমার নিকট পেতে চায়। তুমি যদি এদের অপকৌশলগুলি আমার হতে দূরে ফিরিয়ে না দাও তাহলে আমি তাদের ষড়যন্ত্র জালে জড়িয়ে পড়ব ও জাহেলদের মধ্যে গন্য হয়ে যাব"। (৩৪) তার রব তার দোওয়া কবুল করলেন এবং ঐ সমস্ত মেয়েলোকদের কৌশলকে তার হতে প্রতিহত করলেন। নিশ্চিতই তিনি সব কিছু শুনেন এবং জানেন। (৩৫) পরে একটা সময় কালের জন্য তাকে তারা কয়েদ করে দেয়া ভাল মনে করল;অথচ (তার চরিত্রের পবিত্রতা এবং নিজেদের নারী সমাজের অসদাচরণের) সুস্পষ্ট নিদর্শন তারা ইতিপূর্বেই দেখতে পেয়েছিল[১০]।

রুকু- ৫ (৩৬) জেলখানায় তার সাথে আরো দুজন গোলাম প্রবেশ করল। একদিন তাদের একজন তাকে বললঃ "আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি মদ প্রস্তুত করছি।" অপরজন বললঃ

(১০) এর দ্বারা জানা গেল- কোন ব্যক্তিকে ইনসাফের শর্ত অনুযায়ী আদালতে দোষী সাব্যস্ত না করে এমনিই বন্দী করে জেলে পাঠানো বেঈমান শাসকদের একটা পুরাতন রীতি ।এই ব্যাপারে আজকের শাসকরা ৪ হাজার বছর পূর্বের দুরাচারদের থেকে খুব বিশী ভিন্ন ধরনের নয়।

إِنِّيٓ أَرَىٰنِيٓ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنْهُ ۖ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِۦٓ ۖ إِنَّا

নিশ্চয়ই আমি | স্বপ্নে দেখেছি | বহন করছি | উপর | আমার মাথার | রুটি | খাচ্ছে | পাখি | তা থেকে | বলেদিন আমাদেরকে | তার ব্যাখ্যা | নিশ্চয়ই আমরা

نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٣٦﴾ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِۦٓ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا

আপনাকে দেখছি আমরা | অন্তর্ভুক্ত | সৎকর্মশীলদের | সে বলল | না | তোমাদের দুজনের কাছে আসবে | খানা | যা দুজনকে যে খাদ্য দেয়া হয় | এছাড়া | তোমাদের দুজনকে আমি বলেদেব

بِتَأْوِيلِهِۦ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمَا ۚ ذَٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّيٓ ۚ إِنِّي تَرَكْتُ

তার ব্যাখ্যা | এরপূর্বেই | তোমাদের দুজনের কাছে আসার | এটা (বলব) | তা হতে যা | আমাকে শিখিয়েছে | আমার রব | নিশ্চয়ই আমি | আমি ছেড়েছি

مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْءَاخِرَةِ هُمْ كَٰفِرُونَ ﴿٣٧﴾ وَ

দ্বীন | ঐ জাতির | না | (যারা) ঈমান আনে | আল্লাহর উপর | এবং | তারা | আখেরাতের উপর | তারাই | অস্বীকারকারী | এবং

ٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِيٓ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ ۚ مَا كَانَ لَنَآ أَن

আমি অনুসরণ করেছি | আদর্শ | আমার পিতৃপুরুষদের | (যেমন) ইবরাহীম | ও | ইসহাক | ও | ইয়াকুবের | আমাদের কাজ নয় (বা শোভা পায়না) | যে

نُّشْرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ۚ ذَٰلِكَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَٰكِنَّ

আমরা শরীক করব | আল্লাহর সাথে | কোন | কিছুরই | এটা | অন্যতম | অনুগ্রহ | আল্লাহর | আমাদের উপর | এবং | উপর | মানুষের | কিন্তু

أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٨﴾ يَٰصَىٰحِبَيِ ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ

অধিকাংশ | লোক | না | কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে | হে | সংগীদয় | কারাগারের | রব কি | পৃথক পৃথক | উত্তম

أَمِ ٱللَّهُ ٱلْوَٰحِدُ ٱلْقَهَّارُ ﴿٣٩﴾ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِۦٓ إِلَّآ أَسْمَآءً

না | আল্লাহ | একই (উত্তম রব) | (যিনি) সবকিছুর উপর বিজয়ী | না | তোমরা ইবাদত করছ | তাকে ব্যতীত | এছাড়া | (কিছু) নামের

"আমি দেখেছি যে, আমার মাথার উপর রুটি রাখা আছে, আর পাখী তা খাচ্ছে"। উভয়েই বললঃ "এর ব্যাখ্যা আমাদের বলুন। আমরা দেখছি আপনি একজন সদাচারী লোক।" (৩৭) ইউসুফ বলল ঃ "এখানে তোমরা যে খাবার পাও, তা আসার পূর্বেই আমি তোমাদের এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দেব। এই জ্ঞান আমার রব আমাকে শিখিয়েছেন। আসল কথা এই যে যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে না ও পরকালকে অস্বীকার করে আমি তাদের নিয়ম ও নীতি পরিত্যাগ করেছি।(৩৮) আর ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুব- প্রমুখ আমার পূর্ব পুরুষদের আদর্শ গ্রহণ করেছি। আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা আমাদের কাজ নয়।প্রকৃতপক্ষে এ আল্লাহর অনুগ্রহ আমাদের প্রতি ও সমগ্র মানবতার প্রতি (যে, তিনি আমাদেরকে তাঁর নিজের ছাড়া-আর কারো দাস বানান নি) কিন্তু অধিকাংশ লোকই শোকর করে না। (৩৯) হে কয়েদখানার সংগীরা! তোমরা নিজেরাই ভেবে দেখ, বহু সংখ্যক বিভিন্ন আল্লাহ ভালো না সেই এক আল্লাহ যিনি সব কিছুর উপর বিজয়ী! (৪০) তাকে বাদ দিয়ে তোমরা যে সবের বন্দেগী কর তারা কয়েকটি নাম ছাড়া আর কিছুই নয়,

سَمَّيْتُمُوْهَآ اَنْتُمْ وَ اٰبَآؤُكُمْ مَّآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ؕ اِنِ
যার তোমরা নামকরণ করেছ | তোমরা | ও | তোমাদের পিতৃ-পুরুষেরা | না | নাযিল করেছেন | আল্লাহ | সে সম্বন্ধে | কোন | প্রমান | নাই (কারও)

الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ؕ اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ ؕ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ
নির্দেশ দানের ক্ষমতা | ব্যতীত | আল্লাহ | তিনি আদেশ দিয়েছেন | যেন না | তোমরা ইবাদত কর | এছাড়া | শুধু (তাঁরই) | এটা | দ্বীন | সঠিক | কিন্তু

اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝ يٰصَاحِبَيِ السِّجْنِ اَمَّآ اَحَدُكُمَا فَيَسْقِىْ
অধিকাংশ | লোক | না | জানে | হে সংগীদয় | কারাগারের | (ব্যাখ্যাহল) ক্ষেত্রে | তোমরা দুজনের মধ্যে একজনের | সে পান করাবে

رَبَّهٗ خَمْرًا ۚ وَ اَمَّا الْاٰخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَاْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَّاْسِهٖ ؕ قُضِىَ
তার মনিবকে | মদ | আর | (ব্যাখ্যা) ক্ষেত্রে | অন্যজনের | তাকে শূলে চড়ানো হবে | এরপর খাবে | পাখী | থেকে | তার মস্তক | ফয়সালা হয়েগেছে

الْاَمْرُ الَّذِىْ فِيْهِ تَسْتَفْتِيٰنِ ۝ وَ قَالَ لِلَّذِىْ ظَنَّ اَنَّهٗ نَاجٍ مِّنْهُمَا
বিষয়ের | এমন | যা সম্বন্ধে | তোমরা দুজনে জানতে চেয়েছ | এবং | (ইউসুফ) বলল | (তাকে) যার ব্যাপারে | ভেবেছিল | যে সে | মুক্তি পাবে | তাদের দুজনের মধ্যহতে

اذْكُرْنِىْ عِنْدَ رَبِّكَ ز فَاَنْسٰىهُ الشَّيْطٰنُ ذِكْرَ رَبِّهٖ فَلَبِثَ فِى السِّجْنِ بِضْعَ
আমার কথা উল্লেখ করবে | কাছে | তোমার মনিবের | অতপর তাকে ভুলাল | শয়তান | উল্লেখ্য করতে | তার মনিবের কাছে | অতঃপর থাকল | মধ্যে | কারাগারের | কয়েক

سِنِيْنَ ۝
বছর (পর্যন্ত)

যা তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদারা রেখে নিয়েছ। আল্লাহ তাদের জন্য কোনই সনদ নাযিল করেননি। বস্তুতঃ সর্বভৌমত্বের ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া আর কারো জন্যেই নয়! তার নির্দেশ এই যে, স্বয়ং তাঁকে ছাড়া তোমরা আর কারোই দাসত্ব ও বন্দেগী করবে না। এ-ই সঠিক ও খাঁটি জীবন-যাপনের পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোকই জানে না।(৪১) হে কারাগারের বন্ধুরা! তোমাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা এই যে, তোমাদের একজন তো নিজের রব[১১] (মিশরাধিপতি) কে মদ পান করাবে। আর অপরজনকে তো শুলে চড়ানো হবে। আর পাখী গুলি তার মস্তক ঠুকরে ঠুকরে খাবে। ফয়সালা হয়ে গেছে সেই ব্যাপারের যে বিষয়ে তোমরা জানতে চেয়েছ"। (৪২) পরে তাদের মধ্যে যে মুক্তি পাবে বলে মনে করা হয়েছিল, তাকে ইউসুফ বললঃ "তোমার প্রভুর (মিশরের বাদশাহ্র) নিকট আমার কথা উল্লেখ করো" কিন্তু শয়তান তাকে এমন ভ্রান্তিতে ফেলল যে, সে তার প্রভুর (মিশর অধিপতির) নিকট তার উল্লেখ করা ভুলে গেল। ফলে ইউসুফ বেশ কয়েক বৎসর পর্যন্ত কারাগারে আটক রয়ে গেল।

(১১)। ২৩ নং আয়াত এর সহযোগে এই আয়াত পাঠ করলে বুঝতে পারা যায় যে, হযরত ইউসুফ (আঃ) যখন বলেছিলেন আমার প্রভু তখন তার দ্বারা আল্লাহতাআলাকে বুঝানো হয়েছিল; এবং যখন মিশরের বাদশাহের গোলামকে বলেছিলেন যে, তুমি তোমার প্রভুকে শরাব পান করাবে তখন তার দ্বারা মিশরের বাদশাহকে বুঝানো হয়েছিল কেন না গোলাম মিশরের বাদশাহকেই নিজের রব (প্রভু) মনে করতো।

রুকু-৬ (৪৩) একদিন বাদশাহ বলল[১২]ঃ" আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, সাতটি হৃষ্ট-পুষ্ট গাভী রয়েছে, এই গুলিকে অপর সাতটি শীর্ণকায় গাভী ভক্ষণ করছে, আর শষ্যের সাতটি গুচ্ছ সবুজ তাজা ও অপর সাতটি শুষ্ক। হে দরবারের লোকেরা, আমাকে এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দাও, যদি তোমরা স্বপ্নের তাৎপর্য বুঝতে পার"। (৪৪) লোকেরা বলল "এ 'তো অর্থ হীন স্বপ্ন আমরা এ ধরনের স্বপ্নের কোনই তাৎপর্য বুঝিনা।" ('৪৫) সেই দুজন কয়েদীর মধ্যে যে ব্যক্তি মুক্তি পেয়েছিল, এক দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পর এই সময় পূর্বের কথা তার স্মরণ হল এবং সে বললঃ "আমি আপনাদের তার তাৎপর্য জানাব। আমাকে কিছু সময়ের জন্য (জেলখানায় ইউসুফের নিকট) পাঠিয়েদিন।" (৪৬) সে যেয়ে বললঃ "ইউসুফ সত্যের মহাপ্রতীক[১৩]! সাতটি হৃষ্ট-পুষ্ট গাভী রয়েছে, সেই গুলিকে অপর সাতটি শীর্ণকায় গাভী খাচ্ছে। আর সাতটি শষ্যগুচ্ছ সবুজ সতেজ এবং অপর সাতটি শুষ্ক- এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা আমাকে বল। সম্ভবত আমি সেই লোকদের নিকট ফিরে যাব আর তারা জানতে পারে[১৪]।"

(১২)। মাঝে বন্দী জীবনের কয়েক বছর বাদ দিয়ে যেখান থেকে হযরত ইউসুফের (আঃ) পার্থীব উত্থান শুরু হয়েছে সেখানকার সংগে বর্ণনা সমূহকে যুক্ত করা হয়েছে।(১৩) আসলে সিদ্দিক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী ভাষায় এই শব্দ 'সাচ্চাই' ও সত্যবাদিতার উচ্চতম পর্যায় সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়। এই থেকে অনুমান করা যায় কারাগারে অবস্থানকালে এই ব্যক্তি হযরত ইউসুফ (আঃ)- এর পুতঃ চরিত্র দিয়ে কতটা গভীর ভাবে প্রভাবিত হয়েছিল, এবং দীর্ঘকাল কেটে যাওয়ার পরও এই প্রভাব দৃঢ়মূল ছিল। (১৪) অর্থাৎ আপনার মূল্য ও মর্যাদা জানতে পারে এবং তার এ অনুভূতি জাগে যে কিরূপ মর্যদাবান মানুষকে তিনি কোথায় বন্ধ করে রেখেছেন এবং এভাবে আমার সেই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করার সুযোগ ঘটে ,যে প্রতিশ্রুতি আমি কারাগারে আপনাকে দিয়েছিলাম।

(৪৭) ইউসুফ বললঃ "সাতটি বৎসর ক্রমাগতভাবে তোমরা চাষাবাদ করতে থাকবে। এই সময় যেসব ফসল তোমরা কাটবে তা হতে অল্প অংশ যা তোমাদের খোরাকীর জন্য প্রয়োজনীয়- বের করবে, আর বাকী গুলোকে তার গুচ্ছের মধ্যেই রেখে দাও। (৪৮)এর পর সাতটি বছর খুব কঠিন আসবে। এই সময়ের জন্যে তোমরা যে সব শস্য সঞ্চয় করে রাখবে, তা সবই এই কালে খেয়ে ফেলা হবে। যদি কিছু উদ্বৃত হয় তবে শুধু তাই যা তোমরা সংরক্ষিত করে রাখবে। (৪৯) এরপর একটি বছর আবার এমন আসবে, যখন রহমতের বর্ষণ দিয়ে লোকদের ফরিয়াদ শুনা হবে, আর তারা ফলের রস নিংড়াবে অর্থাৎ ভোগবিলাস করবে।"

রুকু-৭ (৫০) বাদশাহ বললঃ "তাকে আমার নিকট নিয়ে এস।" কিন্তু বাদশার পাঠানো লোক যখন ইউসুফের নিকট পৌছল, তখন সে বললঃ ' 'তোমার প্রভুর নিকট ফিরে যাও এবং তাকে জিজ্ঞাসা কর যে সেই মেয়েলোকদের ব্যাপারটি কি, যারা নিজেদের হাত কেটে ফেলেছিল। আমার রব তো তাদের এই সব কূটকৌশল সম্পর্কে ওয়াকিফহাল রয়েছেন।" (৫১) এর পর বাদশাহ সেই মেয়েলোকদের জিজ্ঞাসা করলঃ "তোমরা যখন ইউসফকে ভুলাতে চেষ্টা করতেছিলে সেই সময়কার তোমাদের অভিজ্ঞতা কি?"

সকলেই একবাক্যে বলে উঠলঃ আল্লাহর কিমাহাত্ম্য আমরা তো তার মধ্যে অন্যায়ের লেশমাত্র দেখতে পাইনি। আযীযের স্ত্রী বলে উঠল এখন সত্য উদঘাটিত হয়েছে। আমি তাকে ফুসলাতে চেষ্টা করছিলাম। নিঃসন্দেহে সে অতি সাচ্চা ও খাঁটি লোক। (৫২) (ইউসুফ) বললঃ"এরূপ কথার মূলে আমার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, (আযীয) যেন জানতে পারে, আমি পর্দার আড়ালে থেকে বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। আর আসলে যারা বিশ্বাসঘাতকতা করে তাদের কৌশলগুলিকে আল্লাহতাআলা সাফল্যের পথে চালিত করেন না। (৫৩) আমি নিজের নির্দোষিতার কথা কিছুই বলছিনা। নফস তো অন্যায় কাজে উদ্বুদ্ধ করেই। অবশ্য কারো উপর আমার রবের রহমত যদি হয়, তাহলে অন্যকথা। আমার রব নিঃসন্দেহে বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াময়"। (৫৪) বাদশাহ বললঃ "তাকে আমার নিকট নিয়ে এস, আমি তাকে নিজের জন্য বিশেষ ভাবে নির্দিষ্ট করে নিব"। ইউসুফ যখন তার সাথে কথা বার্তা বলল, তখন সে বললঃ "আপনি আমাদের নিকট বড়ই সম্মান ও মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি। আপনার বিশ্বস্ততার প্রতি পূর্ণ আস্থা রয়েছে"। (৫৫) ইউসুফ বললঃ "দেশের অর্থ ভান্ডার আমার নিকট সোপর্দ করুন। আমি হেফাযতকারী এবং আমি জ্ঞানও রাখি।"

(৫৬) এভাবে আমরা সে দেশের উপর ইউসুফের প্রতিষ্ঠা লাভ করার পথ সুগম ও প্রশস্ত করে দিলাম। যেখানে ইচ্ছা সেখানে নিজের বসবাস স্থান বানানো[১৫] তার পূর্ণ ইখতিয়ার ছিল। বস্তুতঃ আমরা আমাদের রহমতের সাহায্যে যাকেই চাই ধন্য করে দেই। সদাচারী লোকদের কর্মফল আমাদের নিকট কখনো নষ্ট হয় না। (৫৭) আর পরকালের কর্মফল তাদের জন্য অধিক কল্যাণময় যারা ঈমান এনেছে এবং আল্লাহকে ভয় করেছিল।

রুকু-৮; (৫৮) ইউসুফের ভায়েরা মিশরে আসল ও তার নিকট উপস্থিত হল[১৬]। সে তাদের চিনতে পারল; কিন্তু তারা তার সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থেকে গেল। (৫৯) পরে যখন সে তার মাল-সামান প্রস্তুত করে দিল তখন যাওয়ার সময় তাদের বললঃ "তোমাদের সৎভাইকে আমার নিকট নিয়ে এসো। দেখনা আমি কিভাবে পাত্র ভরে দিই, আর কি রকম মেহমানদারী রক্ষা করি।(৬০) তোমরা যদি তাকে না আন তাহলে আমার নিকট তোমাদের জন্য কোন শষ্য নেই। বরং তোমরা আমার নিকটেও আসবে না"[১৭]।

(১৫)। অর্থাৎ এখন সারা মিশর-ভূমি তার অধিকারে। এর প্রত্যেক জায়গাকে তিনি নিজের জায়গা বলতে পারতেন। সেখানকার কোন নিভৃত প্রান্তও এরূপ ছিলনা যেখানে তিনি বাধাপ্রাপ্ত হতে পারেন। হযরত ইউসুফ (আঃ) সে দেশে যে পূর্ণ আধিপত্য ও সার্বিক ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন এ হচ্ছে তারই এক বর্ণনাভংগী। প্রাচীন তফসীরকারেরাও এই আয়াতের এই ব্যাখ্যা করেছেন। যথা ইবনে যায়েদ এই আয়াতের এই অর্থ করেছেন যে- "আমি ইউসুফকে মিশরের সমস্ত জিনিসের মালিক করেছিলাম"। পৃথিবীর এই অংশে তিনি যেখানে যা ইচ্ছা সেখানে তা করতে পারতেন। সে দেশ তাকে সোপর্দ করে দেয়া হয়েছিল। এমন কি যদি তিনি ফিরাউনকে তার অধীনস্ত করে নিজে তার থেকে উচ্চতর হতে চাইতেন তবে তিনি তাও করতে পারতেন। মোজাহেদের ধারণা মিশরের বাদশাহ ইউসুফ (আঃ) এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। (১৬)। এখানে পুনরায় অর্ন্তবর্তী সাত- আট বৎসর কালের ঘটনাসমূহ বাদ দিয়ে বর্ণনাসূত্রকে সেইখানে যুক্ত করে দেয়া হয়েছে যেখানে থেকে বণী ইসরাঈলদের মিশরে স্থানান্তরিত হওয়ার সূচনা হয়েছে।(১৭)। দূর্ভিক্ষের জন্যে মিশরে খাদ্যশস্যের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ ছিল- সম্ভবতঃ সেই কারণে হযরত ইউসুফ (আঃ) এ কথা বলেছিলেন।

قَالُوْا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ اَبَاهُ وَ اِنَّا لَفٰعِلُوْنَ ﴿٦١﴾ وَ قَالَ لِفِتْيٰنِهِ اجْعَلُوْا

তোমরা তার (ইউসুফ) এবং অবশ্যই করব নিশ্চয়ই এবং তার তার আমরা শীঘ্রই তারা
রেখে দাও ভৃত্যদেরকে বলল আমরা পিতাকে সম্পর্কে সম্মত করাব বলল

بِضَاعَتَهُمْ فِيْ رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُوْنَهَآ اِذَا انْقَلَبُوْآ اِلٰٓى اَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ

তারা তার কাছে তারা ফিরবে যখন তা চিনতে তারা যাতে তাদের মধ্যে তাদের পন্য
সম্ভবত পরিবারের পারে গাঁটের (মূল্য)

يَرْجِعُوْنَ ﴿٦٢﴾ فَلَمَّا رَجَعُوْآ اِلٰٓى اَبِيْهِمْ قَالُوْا يٰٓاَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ

মাপ (অর্থাৎ আমাদের নিষিদ্ধ করা হে তারা তার কাছে তারা অতঃপর ফিরে আসবে
বরাদ্দ) থেকে হয়েছে আমাদের আব্বা বলল পিতার ফিরেগেল যখন

فَاَرْسِلْ مَعَنَآ اَخَانَا نَكْتَلْ وَ اِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ﴿٦٣﴾ قَالَ هَلْ اٰمَنُكُمْ

তোমাদের আমি কি সে অবশ্যই (হব) তার নিশ্চয়ই এবং বরাদ্দ পাই আমাদের আমাদের অতএব
বিশ্বাসকরব বলল হেফাজতকারী জন্যে আমরা (পূর্ণ) ভাইকে (যেন) সাথে প্রেরণ করুন

عَلَيْهِ اِلَّا كَمَآ اَمِنْتُكُمْ عَلٰٓى اَخِيْهِ مِنْ قَبْلُ ؕ فَاللّٰهُ خَيْرٌ حٰفِظًا ص

হেফাযতকারী উত্তম তবে ইতিপূর্বে তার ব্যাপারে তোমাদেরকে আমি যেমন এছাড়া তার
আল্লাহই ভায়ের বিশ্বাস করেছিলাম ব্যাপারে

وَّ هُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿٦٤﴾ وَ لَمَّا فَتَحُوْا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوْا بِضَاعَتَهُمْ

তাদের পন্যমূল্য তারা পেল তাদের মাল তারা যখন এবং দয়াশীলদের শ্রেষ্ঠ তিনিই এবং
সামগ্রী খুলল (মধ্যে) দয়ালু

رُدَّتْ اِلَيْهِمْ ؕ قَالُوْا يٰٓاَبَانَا مَا نَبْغِيْ ؕ هٰذِهٖ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ اِلَيْنَا ج

আমাদের ফেরত দেয়া আমাদের এই যে চাই কি হে আমাদের তারা তাদের ফেরত দেয়া
প্রতি হয়েছে পন্যমূল্য আমরা আব্বা বলল প্রতি

---

(৬১) তারা বললঃ আমরা চেষ্টা করব, যেন পিতা তাকে পাঠাতে রাযী হন। আমরা তা করবই। (৬২) ইউসুফ তার ভৃত্যদেরকে ইংগিত করল যে, এরা শস্যের বিনিময়ে যে অর্থ দিয়েছে তা গোপনে তাদের মাল-সামানের মধ্যেই রেখে দাও। ইউসুফ তা এই আশায় করল যে, বাড়ীতে পৌছে নিজেদের ফিরে পাওয়া অর্থ তারা চিনতে পারবে (বা এই বদন্যতার জন্য কৃতজ্ঞ হবে) এবং সে কারণে ফিরে আশাও আশ্চর্যের কিছু নয়। (৬৩) তারা যখন তাদের পিতার নিকট ফিরে আসল তখন বললঃ "আব্বাজান আগামীতে আমাদের খাদ্যশস্য দিতে অস্বীকার করা হয়েছে। কাজেই আমাদের ভাইকে আমাদের সংগে পাঠিয়ে দিন, যেন আমরা শস্য নিয়ে আসতে পারি। আর আমরাই তার হিফাযতের যিম্মাদার।"(৬৪) পিতা জবাব দিলেনঃ" তার ব্যাপারেও আমি তোমাদের উপর তেমনই বিশ্বাসকবর যেরূপ ইতিপূবে তার ভাই সম্পর্কে করেছিলাম। আল্লাহই প্রকৃত ও উত্তম সংরক্ষক। তিনি সবচেয়ে বেশী অনুগ্রহকারী।" (৬৫) পরে যখন তারা নিজেদের সামান খুলল তখন দেখল যে, তাদের পন্য-মূল্যও তাদেরকে ফেরত দেয়া হয়েছে। এ দেখে তারা চীৎকার করে উঠলঃ "হে পিতা আমাদের আর কি চাই! এই দেখুন, আমাদের অর্থও আমাদের ফেরৎ দেয়া হয়েছে।

খাদ্যশষ্য নেয়ার জন্যে দশভাই এসেছিল, কিন্তু সম্ভবত তারা নিজেদের পিতা ও একাদশতম ভাই এর অংশও প্রার্থনা করেছিল। হযরত ইউসুফ সম্ভবতঃ তাদের এই প্রার্থনা শুনে বলেছিলেন যে, - তোমাদের পিতার না আসার যুক্তিসংগত কারণ থাকতে পারে কেননা, তিনি বৃদ্ধ ও অন্ধ, কিন্তু তোমাদের ভায়ের- না আসার কি যুক্তি থাকতে পারে? যা হোক এবার তো আমি তোমাদের এ কথায় বিশ্বাস করে তোমাদের পুরাপুরিভাবে শস্য দিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু আগামীতে যদি তোমরা তাকে সংগে না আন তবে তোমাদের প্রতি আস্থা স্থাপন করা যাবে না এবং তোমরা এখান থেকে কোন শস্য পাবে না।

وَ نَمِيْرُ اَهْلَنَا وَ نَحْفَظُ اَخَانَا وَ نَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيْرٍ ؕ ذٰلِكَ كَيْلٌ

এবং আমরা খাদ্য এনেদেব | আমাদের পরিবারকে | এবং | আমরা হেফাজত করব | আমাদের ভাইকে | ও | অতিরিক্ত আনব আমরা | পরিমাণ (বরাদ্দ) | এক উটের | ঐ | পরিমাপ বরাদ্ধ

يَّسِيْرٌ ﴿۶۵﴾ قَالَ لَنْ اُرْسِلَهٗ مَعَكُمْ حَتّٰى تُؤْتُوْنِ مَوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ لَتَاْتُنَّنِيْ

সহজ | সে বলল | কক্ষণ না | তাকে আমি পাঠাব | তোমাদের সাথে | যতক্ষণ না | তোমরা দিবে | প্রতিশ্রুতি | আল্লাহর নামে | অবশ্যই আমার কাছে এনেদেবে

بِهٖۤ اِلَّاۤ اَنْ يُّحَاطَ بِكُمْ ۚ فَلَمَّاۤ اٰتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللّٰهُ عَلٰى مَا

তাকে | তবে | যদি | তোমাদেরকে পরিবেষ্ঠিত করাহয় (সেটা ভিন্নকথা) | অতঃপর যখন | তাকে দিল | তাদের প্রতিশ্রুতি | (ইয়াকুব) বলল | আল্লাহর | উপর | যা (ভরসা)

نَقُوْلُ وَكِيْلٌ ﴿۶۶﴾ وَ قَالَ يٰبَنِيَّ لَا تَدْخُلُوْا مِنْۢ بَابٍ وَّاحِدٍ

আমরা বলছি | তিনিই কর্মবিধায়ক | এবং | সে বলল | হে আমার ছেলেরা | না | তোমরা প্রবেশ কর | দিয়ে | দরজা | একটা

وَّ ادْخُلُوْا مِنْ اَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ ؕ وَ مَاۤ اُغْنِيْ عَنْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ

বরং | তোমরা প্রবেশ কর | দিয়ে | দরজা | ভিন্ন ভিন্ন | এবং | না | আমি কাজে আসব | তোমাদের জন্যে | থেকে | আল্লাহ | কোন

شَيْءٍ ؕ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ؕ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۚ وَ عَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ

কিছুই | নাই | নির্দেশ দেয়ার ক্ষমতা | এছাড়া | আল্লাহ | তাঁরই উপর | আমি ভরষা করছি | এবং | তারই উপর | ভরষা করা উচিত

الْمُتَوَكِّلُوْنَ ﴿۶۷﴾ وَ لَمَّا دَخَلُوْا مِنْ حَيْثُ اَمَرَهُمْ اَبُوْهُمْ ؕ

ভরষাকারীদের | এবং | যখন | তারা প্রবেশ করল | যেভাবে | তাদের নির্দেশ দিয়েছিল | তাদের পিতা

এখন আমরা যাব ও নিজেদের পরিবার পরিজনদের জন্য রসদ নিয়ে আসব। আমাদের ভায়ের হেফাযতও করব। আর এক উট বোঝাই মাল আরো বেশী নিয়ে আসব। এত পরিমাণ বেশী শষ্য অতি সহজেই লাভ করা যাবে।'' (৬৬)তাদের পিতা বললঃ ''আমি তাকে কিছুতেই তোমাদের সাথে পাঠব না যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহর নামে আমাকে এই প্রতিশ্রুতি দেবে যে, তাকে তোমরা অবশ্যই আমার নিকট ফিরিয়ে নিয়ে আসবে। অবশ্য তোমাদেরকে ঘিরে ফেল্য হলে অন্যকথা।'' যখন তারা প্রত্যেকেই নিজের নিজের প্রতিশ্রুতি তাকে দিল, তখন সে বললঃ ''দেখ আল্লাহ আমাদের এই কথার নেগাহবান।'' (৬৭) পরে সে বললঃ ''হে আমার ছেলেরা, মিশরের রাজধানীতে তোমরা সকলেই এক দার পথে প্রবেশ করবে না [১৮]। বরং ভিন্ন ভিন্ন দুয়ার দিয়ে প্রবেশ করবে। কিন্তু আমি আল্লাহর ইচ্ছা হতে তোমাদের বাঁচাতে পারব না। তাঁর হুকুম ব্যতীত আর কারো হুকুম চলেনা। তাঁরই উপর আমি ভরসা করছি। আর ভরসা যদি কারো উপর করতে হয়, তবে তাঁরই উপর করা উচিত।'' (৬৮) আর ঘটনাও ঘটিল সেরূপ- তারা যখন তাদের পিতার নির্দেশ অনুসারে শহরে (বিভিন্ন) দ্বার পথে প্রবেশ করল,

---

(১৮)। সম্ভবত হযরত ইয়াকুব (আঃ) আশংকা করেছিলেন যে, এই দুর্ভিক্ষের সময় যদি একসংগে জোটবদ্ধ হয়ে মিশরে প্রবেশ করে তবে হয়তো তাদের প্রতি সন্দেহ করা হতে পারে এবং ধারনা করা হতে পারে যে তারা লুট-পাটের উদ্দেশ্যে এসেছে।

তখন তার এই সতর্কতামূলক ব্যবস্থাপনা আল্লাহর ইচ্ছার মুকাবিলায় কোন কাজেই আসল না। ইয়াকুবের দিলে একটা খটকা ছিল তা দূর করার জন্য নিজের সামর্থানুসারে চেষ্টা করছিল। নিঃসন্দেহে সে আমাদের দেয়া শিক্ষার ফলেই জ্ঞানবান ছিল। কিন্তু অধিকাংশ লোক প্রকৃত ব্যাপার জানেই না।

রুকু-৯ (৬৯) এই লোকেরা ইউসুফের সমীপে উপস্থিত হলে সে তার ভাইকে নিজের নিকট আলাদাভাবে ডেকে নিল এবং তাকে বলে দিল যে, আমি তোমার সেই ভাই (যে হারিয়ে গিয়েছিল)। এখন তুমি সে সব বিষয়ে আর দুঃখ করোনা যা এরা আজ পর্যন্ত করেছে [১৯]। (৭০) যখন ইউসুফ এই ভাইদের সামগ্রী বোঝাই করছিল তখন সে তার ভায়ের দ্রব্যাদির মধ্যে নিজের পান পাত্রটি রেখে দিল। পরে একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করে বললঃ" হে কাফেলার লোকেরা! 'তোমরা তো চোর।" (৭১) তারা তাদের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলঃ"তোমাদের কি জিনিস হারিয়েছে"

(১৯)। এই সাক্ষাতের সময় সম্ভবতঃ বিন ইয়ামীন হযরত ইউসুফ (আঃ) কে শুনিয়েছিলেন সৎভাইয়েরা তার অনুপস্থিতিতে তার উপর কি কি দুর্ব্যবহার করেছিল, এবং তা শুনে হযরত ইউসুফ ভাইকে সান্তনা দিয়ে থাকবেন যে এখন তুমি আমার কাছেই থাকবে। ঐ যালেমদের কবজায় আমি তোমাকে আর দ্বিতীয়বার যেতে দেবোনা এও সম্ভব হতে পারে এই সুযোগে দুই ভায়ের মধ্যে এ কথাও স্থির হয়েছিল কি কৌশল অবলম্বনে বিন-ইয়ামীনকে যেতে না দিয়ে মিশরে রেখে দেয়া হবে এবং হযরত ইউসুফ (আঃ) বিচক্ষণতার খাতিরে যে বিষয়টি আপাতঃ গোপন রাখতে চাচ্ছিলেন তাও গোপন থেকে যাবে।

(৭২) সরকারী কর্মচারীরা বললঃ "বাদশার পানি পান করার পাত্র পাচ্ছিনা। (আর তাদের জমাদার বলল) যে ব্যক্তি তা এনে দিবে তাকে এক উট বোঝাই মাল পুরস্কার দেয়া হবে, আমি তার দায়িত্ব নিচ্ছি।" (৭৩) এই ভায়েরা বললঃ "আল্লাহর শপথ, তোমরা খুব ভালো করে জান যে, আমরা এই দেশে অশান্তি সৃষ্টি করতে আসেনি। আর আমরা চোরও নই।" (৭৪) তারা বললঃ "তোমাদের কথা যদি মিথ্যা প্রামানিত হয় তাহলে চোরের কি শাস্তি হবে?" (৭৫) তারা বললঃ "সে শাস্তি পাবে যার মালের মধ্যে এই জিনিসটি পাওয়া যাবে, তাকেই নিজের শাস্তির দরুন ধরে রাখা হবে। আমাদের নিকট এই ধরনের যালেমদের শাস্তি দেয়ার এই নিয়ম।" (৭৬) তখন ইউসুফ নিজের ভায়ের পূর্বে অন্যান্য ভাইদের মাল গু লোর তালাশ শুরু করল। পরে তার ভায়ের মাল হতে হারানো জিনিসটি বের করল। এভাবে আমরা আমাদের ব্যবস্থাপনায় ইউসুফকে সাহায্য করলাম। বাদশার দ্বীনে (অর্থাৎ মিশরের রাজকীয় আইনে) নিজের ভাইকে ধরে রাখা তার জন্য শোভনীয় ছিল না, অবশ্য যদি আল্লাহই তা চান সে কথা স্বতন্ত্র [২০]। আমরা যার মর্যাদা উচ্চ করতে চাই, উচ্চ করে দিই।

(২০) সাধারণতঃ এই আয়াতের তর্জমা এরূপ করা হয়ে থাকে যে, ইউসুফ (আঃ) বাদশাহের আইন অনুযায়ী নিজের ভাইকে আটক করতে পারতেন না, কিন্তু এ অর্থ গ্রহণ করলে কথা সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে পড়ে। বাদশাহের আইনে চোরকে আটক করতে না পারার কি কারণ থাকতে পারে? পৃথিবীতে কখনো এরূপ কোন রাজত্ব কি বর্তমান ছিল যার আইন চোরকে গ্রেফতার করার অনুমতি দেয়না?

আর একজন বিজ্ঞ এমন আছেন যিনি সকল জ্ঞানবানের উর্দ্ধে। (৭৭) তারা (ভায়েরা) বললঃ "সে চুরি করলে তা কোন আশ্চর্যের কথা নয়। ইতিপূর্বে তার ভাই ও(ইউসুফ) চুরি করেছে"। ইউসুফ তাদের এই কথা শুনে হজম করল, প্রকৃত ব্যাপার তাদের সামনে প্রকাশ করল না। শুধু (নিঃশব্দে) বললঃ "তোমরা তো বড়ই খারাব লোক (আমার মুখের উপর আমার সম্পর্কে) যে অভিযোগ তোমরা করছ, আল্লাহ প্রকৃত রহস্য সম্পর্কে খুব ভালোভাবে জানেন।" (৭৮) তারা বলল ঃ (হে ক্ষমতাশালী সম্মানিত)"আযীয"[২১] এর পিতা বড়ই বয়োঃ বৃদ্ধ মানুষ। তার পরিবর্তে আপনি আমাদের একজনকে রেখে দিন। আমরা তো আপনাকে বড়ই নির্মল-চিত্ত লোক দেখছি।"(৭৯) ইউসুফ বললঃ"আল্লাহর পানাহ! অপর কোন ব্যক্তিকে আমরা কিরূপে রাখতে পারি! আমরা যার নিকট মাল পেয়েছি[২২], তাকে ছেড়ে দিয়ে অন্য একজনকে ধরে রাখলে তো আমরা যালেম হয়ে পড়ব।"

সুতরাং সঠিক কথা হচ্ছে আল্লাহর নবী হযরত ইউসুফের পক্ষে এ কথা শোভা পায় না যে তিনি বাদশাহের কানুন অনুযায়ী কাজ করবেন। সে জন্যে হযরত ইউসুফ ভাইদের কাছে তাদের ওখানকার আইন কি তা জিজ্ঞাসা করেছিলেন এবং ইবরাহীমী শরিয়ত অনুযায়ী নিজের ভইকে আটক করেছিলেন। (২১) এখানে ইউসুফ (আঃ) এর প্রতি 'আযীয' শব্দ প্রযুক্ত হওয়ার কারণেই তফসীরকারেরা অনুমান করেছেন যে, -ইতিপূর্বেই যোলায়খার স্বামী যে পদে অধিষ্ঠিত ছিল হযরত ইউসুফ সেই পদেই নিযুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু ৯নং টীকাতে আমি এ কথা পরিষ্কার রূপে ব্যাখ্যা করেছি,যে এটা মিশরে কোন বিশেষ পদের নাম ছিল না বরং 'ক্ষমতার অধিকারী' এই অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হতো।(২২) এখানে অবলম্বিত সতর্কতার প্রতি লক্ষ্যনীয়- 'চোর' বলা হচ্ছে না, বরং এই বলা হয়েছে যে- 'যার কাছে আমার নিজের মাল পেয়েছি' শরীয়তের পরিভাষায় একেই তাওকিয়া বলে। অর্থাৎ আসল তত্ত্বের উপর পর্দা ঢাকা বা প্রকৃত ঘটনাকে গোপন করা। বাস্তবে ঘটেনি এমন কথা বলা ছাড়া বা অসত্য কোন কৌশল অবলম্বন করা ছাড়া যখন কোন অত্যাচারিতকে অত্যাচারীর হাত থেকে বাঁচানোর বা কোন বৃহত্তর যুলুমকে নিবারণ করার অন্য কোন উপায় না থাকে- তবে সেই অবস্থায় একজন পরহেযগার লোক সুস্পষ্ট মিথ্যা বলতে সংকচ করে এরূপ কথা বলতে বা এরূপ তদ্বির করার চেষ্টা করবে যাতে প্রকৃত ঘটনাকে গুপ্ত রেখে অন্যায়ের প্রতিকার করা যায়। লক্ষ্যনীয় সমস্ত ব্যাপারটিতে হযরত ইউসুফ (আঃ) কিরূপে বৈধ তাওকিয়ার শর্ত পূরণ করেছেন। ভাই এর অনুমোদন নিয়ে তার জিনিসের মধ্যে পিয়ালা রেখে দিয়েছিলেন, কিন্তু কর্মচারীদেরকে তিনি একথা বলেননি যে, এর উপর তোমরা চুরির অপবাদ আরোপ কর।অতঃপর যখন সরকারী কর্মচারীরা চুরির অভিযোগে

فَلَمَّا اسْتَيْـَٔسُوْا مِنْهُ خَلَصُوْا نَجِيًّا ؕ قَالَ كَبِيْرُهُمْ اَلَمْ تَعْلَمُوْۤا اَنَّ

অতঃপর যখন তারা নিরাশ হল তার থেকে একান্তে বসল পরামর্শে বলল তাদের মধ্যে যে বড় না কি তোমরা জেনেছ যে

اَبَاكُمْ قَدْ اَخَذَ عَلَيْكُمْ مَّوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ وَ مِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُّمْ

তোমাদের পিতা নিশ্চয়ই নিয়েছেন তোমাদের হতে প্রতিশ্রুতি আল্লাহর (নামে) এবং ইতিপূর্বে কি তোমরা অন্যায় করেছ

فِيْ يُوْسُفَ فَلَنْ اَبْرَحَ الْاَرْضَ حَتّٰى يَاْذَنَ لِيْۤ اَبِيْۤ اَوْ يَحْكُمَ اللّٰهُ

ব্যাপারে ইউসুফের অতএব কক্ষণনা আমি ত্যাগ করব এদেশ যতক্ষণ না অনুমতি দিবেন আমাকে আমার পিতা বা ফয়সালা করবেন আল্লাহ

لِيْ ۚ وَ هُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ﴿۸۰﴾ اِرْجِعُوْۤا اِلٰۤى اَبِيْكُمْ فَقُوْلُوْا يٰۤاَبَانَاۤ اِنَّ

আমার জন্যে (অন্যকিছু) এবং তিনিই উত্তম ফয়সালাকারীদের তোমরা ফিরে যাও কাছে তোমাদের পিতার অতঃপর তোমরা বল হে আমাদেরআব্বা নিশ্চয়ই

ابْنَكَ سَرَقَ ۚ وَ مَا شَهِدْنَاۤ اِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَ مَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حٰفِظِيْنَ ﴿۸۱﴾

আপনার ছেলে চুরি করেছে এবং না আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি এ ছাড়া যা ঐ সম্বন্ধে জেনেছি আমরা এবং না আমরা ছিলাম অদৃশ্যের ব্যাপারে হেফাযতকারী (অর্থাৎ অবহিত)

وَ سْـَٔلِ الْقَرْيَةَ الَّتِيْ كُنَّا فِيْهَا وَ الْعِيْرَ الَّتِيْۤ اَقْبَلْنَا فِيْهَا ؕ وَ

এবং জিজ্ঞাসা করুন জনপদের অধিবাসীদের যে (জনপদে) আমরা ছিলাম তার মধ্যে ও কাফেলাকে সেই (কাফেলার) আমরা এসেছি যার সাথে এবং

اِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ﴿۸۲﴾ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا ؕ فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ ؕ

নিশ্চয়ই আমরা অবশ্যই সত্যবাদী (ইয়াকুব) বলল বরং সাজিয়ে দিয়েছে তোমাদের জন্যে তোমাদের নফস (অর্থাৎ প্রবৃত্তি) একাজ অতএব ধৈর্যই উত্তম

রুকু-১০ (৮০) তারা যখন ইউসুফের নিকট হতে নিরাশ হয়ে গেল তখন এক কোনায় বসে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করতে লাগল। তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বড় ছিল সে বললঃ "তোমরা জান যে, তোমাদের পিতা তোমাদের নিকট হতে আল্লাহর নামে ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন। আর ইতিপূর্বে ইউসুফের ব্যাপারে তোমরা যে অন্যায় করেছ তাও তোমাদের জানা আছে। আমি তো এখান হতে কখনই যাব না যতক্ষণ আমার পিতা আমাকে অনুমতি না দিবেন কিংবা আল্লাহতা'আলা আমার জন্য কোন ফয়সালা না করেন, কেননা তিনিই সর্বাপেক্ষা উত্তম ফয়সালাকারী। (৮১) তোমরা যেয়ে তোমাদের পিতার নিকট বল যে, আব্বাজান! আপনার ছেলে চুরি করেছিল। আমরা তাকে চুরি করতে দেখিনি। আমাদের যা জানা আছে আমরা তাই বলছি। গায়েবে লক্ষ্য করার তো আমাদের কোন ক্ষমতা ছিল না। (৮২) আপনি সেই বসতির লোকদের নিকট জিজ্ঞাসা করুন যেখানে আমরা ছিলাম। সেই কাফেলার নিকট জিজ্ঞাসা করুন যাদের সাথে আমরা এসেছি। আমরা ঠিক সত্য কথাই বলছি।" (৮৩) পিতা এই কাহিনী শুনে বললেনঃ "আসলে তোমাদের নফস (প্রবৃত্তি) তোমাদের জন্য আর একটি বড় কাজকে সহজ বানিয়ে দিয়েছে [২৩]। যাই হোক, এতেও সবরই করব, আর উত্তমভাবেই করব।"

তাদেরকে গ্রেফতার করে নিয়ে এলো তখন তিনি নীরবে উঠে তল্লাসি গ্রহণ করলেন। তার পর যখন ভায়েরা বললো যে বিন ইয়ামীনের স্থলে আমাদের মধ্যে কাউকে আটকে রাখুন তখন তাদেরই কথা দিয়ে তিনি তাদের জবাব দিলেন যে,- তোমাদের নিজেদের রায়তো এই ছিল যে, যার জিনিসপত্র থেকে মাল পাওয়া যাবে তাকেই আটক করা হোক। এখন তোমাদেরই সামনে বিন ইয়ামীনের মালের মধ্যে থেকেই আমার জিনিস পাওয়া গেছে। তাই আমি তাকেই আটক রাখছি, অন্যকে তার পরিবর্তে কেমন করে রাখতে পারি?(২৩)। অর্থাৎ আমার সেই পুত্র সম্বন্ধে যার সৎ চরিত্র সম্পর্কে আমি খুব ভালভাবেই জানি, তোমাদের এই ধারণা

عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِيَنِيْ بِهِمْ جَمِيْعًا ط اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴿٨٣﴾

সম্ভবতঃ আল্লাহ আমার কাছে আনবেন তাদেরকে একত্রে নিশ্চয়ই তিনি তিনিই সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়

وَ تَوَلّٰى عَنْهُمْ وَ قَالَ يٰاَسَفٰى عَلٰى يُوْسُفَ وَ ابْيَضَّتْ عَيْنٰهُ مِنَ الْحُزْنِ

এবং ফিরাল মুখ থেকে তাদের এবং বলল হায় আফসোস জন্যে ইউসুফের এবং সাদা হয়েগেল তার দুচোখ কারণে শোকের

فَهُوَ كَظِيْمٌ ﴿٨٤﴾ قَالُوْا تَاللّٰهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوْسُفَ حَتّٰى تَكُوْنَ حَرَضًا

অতঃপর সে (হয়েগেল) বিষাদপূর্ণ তারা বলল আল্লাহর শপথ আপনি ক্ষান্ত হবেন (না) স্মরণ করতে ইউসুফকে যতক্ষণ না হবেন আপনি মুমূর্ষ

اَوْ تَكُوْنَ مِنَ الْهٰلِكِيْنَ ﴿٨٥﴾ قَالَ اِنَّمَآ اَشْكُوْا بَثِّيْ وَ حُزْنِيْٓ اِلَى اللّٰهِ

অথবা আপনি হবেন অন্তর্ভূক্ত জীবন ধ্বংস কারীদের সে বলল প্রকৃত পক্ষে আমি নিবেদন করছি আমার দুঃখ ও আমার শোক আল্লাহর কাছে

وَ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٨٦﴾ يٰبَنِيَّ اذْهَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُّوْسُفَ

এবং আমি জানি থেকে আল্লাহর যা (এমনকিছু) না তোমরা জান হে আমার ছেলেরা তোমরা যাও অতঃপর তোমরা অনুসন্ধান কর ইউসুফকে

وَ اَخِيْهِ وَ لَا تَايْـَٔسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ ط اِنَّهٗ لَا يَايْـَٔسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ

এবং তার ভাইকে এবং না তোমরা নিরাশ হয়ো থেকে রহমত আল্লাহর নিশ্চয়ই কেউ না নিরাশ হয় হতে রহমত আল্লাহর

اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٨٧﴾ فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلَيْهِ قَالُوْا يٰاَيُّهَا الْعَزِيْزُ مَسَّنَا وَ اَهْلَنَا

এছাড়া সম্প্রদায় কাফেরদের অতঃপর যখন তারা প্রবেশ করল তার কাছে তারা বলল হে আযীয লেগেছে আমাদের এবং আমাদের পরিবারেরও

الضُّرُّ وَ جِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجٰىةٍ فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَ تَصَدَّقْ عَلَيْنَا ط

বিপদ এবং আমরা এনেছি পণ্য (পুঁজি হিসেবে) তুচ্ছ পরিমান অতএব পূর্ণদিন আমাদেরকে মাপ (অর্থাৎ বরাদ্ধ) এবং দান করুন আমাদের

অসম্ভব কিছু নয় যে, আল্লাহ তাদের একত্রে আমার কাছে এনে দেবেন। তিনি সবকিছুই জানেন এবং তাঁর সব কাজই মহাসত্য ও হেকমতের উপর প্রতিষ্ঠিত।(৮৪)পরে তিনি তাদের দিক হতে মুখ ফিরিয়ে বসলেন এবং বলতে লাগলেনঃ হায় ইউসুফ! তিনি বিষাদ পূর্ণহচ্ছিলেন এবং শোকের কারনে তার চোখ সাদা হয়ে পড়ল। (৮৫) ছেলেরা বললঃ 'আল্লাহর কসম, আপনি তো কেবল ইউসুফের স্মরণেই ক্ষয়িত হচ্ছেন। অবস্থা এরূপ হয়েছে যে, তার চিন্তায় আপনি নিজেকে জর্জরিত করবেন অথবা নিজের জীবন ধ্বংস করে ফেলবেন। (৮৬) তিনি বললেনঃ 'আমি আমার দুঃখ ও ব্যাথার ফরিয়াদ আল্লাহ ছাড়া আর কারো নিকট করছি না। আর আল্লাহর নিকট হতে যে জ্ঞান আমার আছে, তা তোমাদের জানা নেই। (৮৭) হে আমার ছেলেরা, তোমরা গিয়ে ইউসুফের এবং তার ভায়ের খোজ-খবর নাও! আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়ো না। তার রহমত হতে নিরাশ হয় তো শুধু কাফেররাই।(৮৮) এরা যখন মিশরে গিয়ে ইউসুফের দরবারে উপস্থিত হল তখন তারা আবেদন করলঃ 'হে আযিয! আমরা ও আমাদের পরিবারবর্গ বড়ই বিপদে পতিত রয়েছি! আর আমরা খুব সামান্য পরিমাণ পুঁজি নিয়ে এসেছি। আপনি আমাদেরকে ভান্ড ভরা শস্য দান করুন, আমাদেরকে খয়রাত দিন।

করে নেয়া খুবই সহজ হলো যে, সে একটি পিয়ালা চুরি করতে পারে। এর পূর্বে তোমাদের নিজেদের এক ভাইকে জেনে শুনে কুয়ায় নিক্ষেপ করে দিয়ে তার জামাতে মিথ্যা রক্ত মাখিয়ে নিয়ে আসা খুবই সহজ কাজ ছিল। এখন আবার অন্য ভাইকে চোর বলে স্বীকার করে নেয়া ও আমাকে সেই সংবাদ দেয়াও তোমাদের পক্ষে সহজ হয়েছে।

إِنَّ اللّٰهَ يَجْزِى الْمُتَصَدِّقِيْنَ ﴿٨٨﴾ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَّا فَعَلْتُمْ بِيُوْسُفَ وَ

নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রতিদান দেন দানকারীদেরকে (বলল) ইউসুফ কি তোমরা স্মরণ কর যা তোমরা করেছ ইউসুফের সাথে ও

اَخِيْهِ اِذْ اَنْتُمْ جٰهِلُوْنَ ﴿٨٩﴾ قَالُوْٓا ءَاِنَّكَ لَاَنْتَ يُوْسُفُ ط قَالَ اَنَا يُوْسُفُ

তার ভায়ের (সাথে) যখন তোমরা ছিলে জাহেল (অজ্ঞ) তারা বলল তুমি কি নিশ্চয়ই তুমিই ইউসুফ সে বলল আমিই ইউসুফ

وَ هٰذَآ اَخِىْ ز قَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا ط اِنَّهٗ مَنْ يَّتَّقِ وَ يَصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا

ও এই আমার ভাই নিশ্চয়ই অনুগ্রহ করেছেন আল্লাহ আমাদের উপর নিশ্চয়ই (তা এমন) যে তাকওয়া অবলম্বন করে ও সবর করে সে ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই আল্লাহ না

يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٩٠﴾ قَالُوْا تَاللّٰهِ لَقَدْ اٰثَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَ اِنْ كُنَّا

নষ্ট করেন শ্রম ফল সৎকর্মশীলদের তারা বলল আল্লাহর শপথ নিশ্চয়ই তোমাকে প্রাধান্য দিয়েছেন আল্লাহ আমাদের উপর এবং নিশ্চয়ই আমরা ছিলাম

لَخٰطِـِٕيْنَ ﴿٩١﴾ قَالَ لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ط يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ ز وَ هُوَ اَرْحَمُ

অবশ্যই অপরাধী সে বলল নাই ভর্ৎসনা তোমাদের উপর আজ মাফ করুন আল্লাহ তোমাদেরকে এবং তিনিই অধিক মেহেরবান

الرّٰحِمِيْنَ ﴿٩٢﴾ اِذْهَبُوْا بِقَمِيْصِىْ هٰذَا فَاَلْقُوْهُ عَلٰى وَجْهِ اَبِىْ يَاْتِ بَصِيْرًا ج

(সব) দয়াকারীদের(চেয়েও) তোমরা নিয়েযাও আমার জামাসহ এই অতঃপর তা রেখেদাও উপর মুখ মন্ডলের আমার পিতার ফিরে আসবে (তার) দৃষ্টিশক্তি

وَ اْتُوْنِىْ بِاَهْلِكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٩٣﴾ وَ لَمَّا فَصَلَتِ الْعِيْرُ قَالَ اَبُوْهُمْ اِنِّىْ لَاَجِدُ

ও নিয়ে আস আমার কাছে তোমাদের পরিবারের সকলকেই এবং যখন বের হয়ে পড়ল যাত্রীদল বলল তাদের পিতা নিশ্চয়ই আমি অবশ্যই পাচ্ছি

رِيْحَ يُوْسُفَ لَوْ لَآ اَنْ تُفَنِّدُوْنِ ﴿٩٤﴾ قَالُوْا تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَفِىْ ضَلٰلِكَ الْقَدِيْمِ ﴿٩٥﴾

ঘ্রাণ ইউসুফের যদি না তোমরা আমাকে অপ্রকৃতিস্থভাব (লোকেরা) বলল আল্লাহর শপথ আপনি নিশ্চয় (রয়েছেন) অবশ্যই মধ্যে আপনার ভ্রমের পুরান

আল্লাহ দানশীলদেরকে ভালো পুরুস্কার দান করেন। (এই কথা শুনে ইউসুফ আর সহ্য করতে পারল না)(৮৯) সে বললঃ "তোমরা ইউসুফ ও তার ভায়ের সাথে কি ব্যবহার করেছ,- যখন তোমরা অজ্ঞ ছিলে, তা কি তোমাদের কিছু জানা আছে?"(৯০) তারা হতচকিত হয়ে বলে উঠলঃ " হায়! তুমিই কি ইউসুফ? " সে বললঃ "হ্য আমিই ইউসুফ। আর এই আমার ভাই! আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আসল কথা এই যে, যদি কেউ বাস্তবিকই তাকওয়া ও ধৈর্য্য অবলম্বন করতে পারে, তাহলে আল্লাহর নিকট তার পুরস্কার কখনো নষ্ট হয় না।" (৯১) তারা বললঃ "আল্লাহর শপথ! আল্লাহ তোমাকে আমাদের উপর অধিক মর্যাদা দিয়েছেন। আর আমরা সত্যই বড় অপরাধী." (৯২) সে বললঃ "আজ তোমাদের কোনই অপরাধ ধরব না, আল্লাহ তোমাদের মাফ করুন! তিনিই সবচেয়ে অধিক অনুগ্রহ দানকারী।(৯৩) তোমরা যাও! আমার এই জামা নিয়ে যাও। এবং আমার পিতার মুখমন্ডলের উপর তা রেখে দাও, তার দৃষ্টি শক্তি ফিরে আসবে। আর তোমাদের পরিবারবর্গকে আমার নিকট নিয়ে আস।"

রুকু-১১(৯৪) এই কাফেলা যখন (মিশর) হতে রওনা হল তখন তাদের পিতা (কিনয়ানে বসে) বললঃ "আমি ইউসুফের সুগন্ধ অনুভব করছি। তোমরা যেন বলোনা যে, আমি বার্ধক্যে দিশেহারা হয়ে পড়েছি। "(৯৫) ঘরের লোকেরা বলল ঃ "আল্লাহর শপথ! আপনি এখনো আপনার সেই পুরাতন ভ্রমে ডুবে রয়েছেন।"

فَلَمَّآ اَنْ جَآءَ الْبَشِيْرُ اَلْقٰهُ عَلٰى وَجْهِهٖ فَارْتَدَّ بَصِيْرًا ۚ قَالَ

অতঃপর যখন আসল সুসংবাদ বাহক তা (অর্থাৎ জামা) রাখল উপর তার মুখ মন্ডলের তখন সে ফিরে পেল দৃষ্টি শক্তি (ইয়াকুব) বলল

اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ ۚۙ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٩٦﴾ قَالُوْا يٰٓاَبَانَا

নাই কি আমি বলি তোমাদেরকে নিশ্চয়ই আমি জানি আল্লাহর পক্ষহতে (এমনকিছু) যা না তোমরা জান তারা বলল হে আমাদের পিতা

اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَآ اِنَّا كُنَّا خٰطِئِيْنَ ﴿٩٧﴾ قَالَ سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيْ ؕ

আমাদের জন্যে ক্ষমাপ্রার্থনা করুন আমাদের পাপসমূহের নিশ্চয়ই আমরা আমরা ছিলাম অপরাধী সে বলল শীঘ্রই আমি ক্ষমা প্রার্থনা করব তোমাদের জন্যে আমার রবের কাছে

اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿٩٨﴾ فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰٓى اِلَيْهِ

নিশ্চয়ই তিনি তিনিই ক্ষমাশীল মেহেরবান অতঃপর যখন তারা উপস্থিত হল নিকট ইউসুফের সে জায়গা দিল তার কাছে

اَبَوَيْهِ وَ قَالَ ادْخُلُوْا مِصْرَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ ﴿٩٩﴾ وَ رَفَعَ اَبَوَيْهِ عَلَى

তার পিতা-মাতাকে এবং সে বলল আপনারা প্রবেশ করুন শহরে যদি চান আল্লাহ নিরাপদে (থাকবেন) এবং চড়ালেন তার পিতা-মাতাকে উপর

الْعَرْشِ وَ خَرُّوْا لَهٗ سُجَّدًا ۚ وَ قَالَ يٰٓاَبَتِ هٰذَا تَاْوِيْلُ رُءْيَايَ

সিংহাসনের এবং তারা ঝুকে পড়ল তার দিকে সিজদায় (অর্থাৎ নতহয়ে) এবং সে বলল হে আমার পিতা এটা ব্যাখ্যা আমার স্বপ্নের

مِنْ قَبْلُ ۫ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّيْ حَقًّا ؕ

পূর্বের নিশ্চয়ই তা করেছেন আমার রব সত্য

(৯৬) পরে সংবাদ বহনকারীরা যখন এসে পৌছল, তখন তারা ইউসুফের জামা ইয়াকুবের মুখের উপর রাখল। আর সহসাই তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসল। তখন সে বললঃ "আমি তোমাদের বলেছিলাম না? আমি আল্লাহর নিকট হতে এমন কিছু জানি যা তোমরা জানো না।"(৯৭) সকলেই বলে উঠলঃ "আপনি আমাদের পাপ ক্ষমার জন্য দোয়া করুন। আমরা সত্যিই অপরাধী'। (৯৮) সে বললঃ "আমি আমার রবের নিকট তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব। তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াবান।" (৯৯) পরে যখন তারা সকলে ইউসুফের নিকট পৌছল, তখন সে তার পিতা-মাতাকে নিজের সংগে বসাল এবং (নিজের পরিবারের সব লোককে) বললঃ "চলেন এখন শহরে যাই। আল্লাহ চাইলে নিরাপদে ও সুখে -শান্তিতে থাকবেন।" (১০০) (শহরে প্রবেশ করার পর) সে তার পিতা-মাতাকে তুলে নিজের সিংহাসনে বসাল এবং সকলে তার উদ্দেশ্যে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে সিজদায় ঝুকে পড়ল [২৪]। ইউসুফ বললঃ "আব্বাজান, এই হচ্ছে আমার সেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা, যা আমি পূর্বে দেখেছিলাম। আমার রব তাকে বাস্তব সত্যে পরিণত করেছেন।

(২৪)। এই সেজদা শব্দ দ্বারা অনেক লোকের ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। এমনকি একে যুক্তি স্বরূপ ব্যবহার করে একদল তো বাদশাহ ও পীরদের প্রতি সম্মানসূচক সেজদার বৈধতা প্রমাণ করতে চান। অন্যান্যরা এই দোষ থেকে বাঁচার জন্য এরূপ ব্যাখ্যা করতে বাধ্য হন যে পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহে মাত্র এবাদতের সেজদা গায়রুল্লাহর (আল্লাহ ছাড়া অন্যের) জন্য নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু এবাদতের মনন ও প্রেরণা যে সেজদার মূলে থাকে না এমন সেজদা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে করা যেতে পারতো। অবশ্য শরীয়তে মোহাম্মদীতে গায়রুল্লাহর উদ্দেশ্যে প্রত্যেক প্রকারের সেজদাই হারাম করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু এই সেজদা শব্দকে বর্তমান ইসলামী পরিভাষার অর্থে অর্থাৎ হাত, হাটু ও কপাল ভূপতিত করে সেজদা করার অর্থে বুঝার কারণেই যতকিছু ভুল ধারনার সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সেজদার আসল অর্থ হচ্ছে নত হওয়া, এবং এই শব্দটি এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

وَ قَدْ اَحْسَنَ بِیْٓ اِذْ اَخْرَجَنِیْ مِنَ السِّجْنِ وَ جَآءَ بِكُمْ مِّنَ الْبَدْوِ

মরুভূমি থেকে আপনাদেরকে এবং কয়েদখানা থেকে আমাদের বের যখন আমার উপর অনুগ্রহ নিশ্চয়ই এবং
এনেছেন করেছেন (আমার রব) করেছেন

مِنْۢ بَعْدِ اَنْ نَّزَغَ الشَّیْطٰنُ بَیْنِیْ وَ بَیْنَ اِخْوَتِیْ ؕ اِنَّ رَبِّیْ لَطِیْفٌ

সুক্ষ্মদর্শী আমার নিশ্চয়ই আমার মাঝে ও আমার শয়তানের বিরোধ পরে
রব ভাইদের মাঝে বাধানোর

لِّمَا یَشَآءُ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِیْمُ الْحَكِیْمُ ﴿۱۰۰﴾ رَبِّ قَدْ اٰتَیْتَنِیْ مِنَ الْمُلْكِ

রাষ্ট্রক্ষমতা আমাকে দিয়েছ নিশ্চয়ই হে আমার প্রজ্ঞাময় মহাবিজ্ঞ তিনিই নিশ্চয়ই তিনি তার
তুমি রব তিনি চান যা

وَ عَلَّمْتَنِیْ مِنْ تَاْوِیْلِ الْاَحَادِیْثِ ۚ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۫ اَنْتَ

তুমিই পৃথীবীর ও আকাশ (তুমিই) কথা ও বৃত্তান্তের তত্ত্ব ও আমাকে তুমি ও
মন্ডলির স্রষ্টা ব্যাখ্যা শিখিয়েছ

وَلِیّٖ فِی الدُّنْیَا وَ الْاٰخِرَةِ ۚ تَوَفَّنِیْ مُسْلِمًا وَّ اَلْحِقْنِیْ بِالصّٰلِحِیْنَ ﴿۱۰۱﴾

নেক লোকদের সাথে আমাকে ও মুসলমান আমাকে আখেরাতেও এবং দুনিয়ার মধ্যে আমার
মিলিত কর হিসেবে মৃত্যু দিও অভিভাবক

ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَیْبِ نُوْحِیْهِ اِلَیْكَ ۚ وَ مَا كُنْتَ لَدَیْهِمْ اِذْ اَجْمَعُوْۤا

তারা মতৈক্য যখন তাদের তুমি না এবং তোমার তা আমরা অদৃশ্যের সংবাদ অন্যতম (হেনবী!)
করেছিল সংগে ছিলে প্রতি ওহী করছি সমূহের এটা

اَمْرَهُمْ وَ هُمْ یَمْكُرُوْنَ ﴿۱۰۲﴾ وَ مَاۤ اَكْثَرُ النَّاسِ وَ لَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِیْنَ ﴿۱۰۳﴾

ঈমানদার (হবে) তুমি আকাংখা - যদিও এবং লোকদের অধিকাংশই না এবং ষড়যন্ত্র তারা এবং তাদের
কর করেছিল কাজে

وَ مَا تَسْـَٔلُهُمْ عَلَیْهِ مِنْ اَجْرٍ ؕ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِیْنَ ﴿۱۰۴﴾ ع

বিশ্বজগতের জন্যে উপদেশ এছাড়া তা নয় পারিশ্রমিক কোন এজন্যে তাদের কাছে না এবং
তুমি চাচ্ছ

এ তাঁরই অনুগ্রহ ছিল যে, তিনি আমাকে কয়েদখানা হতে বের করেছিলেন এবং আপনাদেরকে মরুভূমি হতে এনে আমার সাথে মিলিত করেছেন। অথচ শয়তান আমার ও আমার ভাইদের মাঝে চরম বিরোধের সৃষ্টি করে দিয়েছিল। আসল কথা এই যে, আমার রব অদৃশ্য সুক্ষ্ম উপায়ে স্বীয় ইচ্ছা পূরণ করে থাকেন। তিনি নিঃসন্দেহে বড় বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ''। (১০১) " হে আমার রব! তুমি আমাকে রাষ্ট্রক্ষমতা দান করেছ। আর আমাকে সব বিষয়ের গভীর সূক্ষ্ম তত্ত্বের অনুধাবন শিক্ষা দিয়েছ। আসমান ও যমীনের হে স্রষ্টা! তুমিই ইহকাল পরকালে আমার পৃষ্টপোষক-বন্ধু। ইসলামের আদর্শের উপরই আমার সমাপ্তি কর এবং পরিণামে আমাকে সৎকর্মশীল লোদের সাথে মিলিত কর।'' (১০২) হে মুহাম্মদ! এই কাহিনী অদৃশ্য-জগতের খবর, যা আমি তোমাকে অহীর মারফতে জানাচ্ছি। তুমি তখন উপস্থিত ছিলে না যখন ইউসুফের ভায়েরা একজোট হয়ে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল। (১০৩) কিন্তু তুমি যতই কামনা কর, অধিকাংশ লোক ঈমান আনবে না। (১০৪) এদের নিকট হতে কোন মজুরীরও কামনা করোনা। বস্তুতঃ এ একটি উপদেশ মাত্র - নির্বিশেষে দুনিয়াবাসীদের সকলের জন্যই।

وَ كَاَيِّنْ مِّنْ اٰيَةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَ هُمْ عَنْهَا

তা থেকে তারা অথচ তার উপর তারা যমীনের এবং আকাশ মধ্যে নিদর্শন কতইনা এবং
(দিয়ে) অতিক্রমকরে সমূহের (রয়েছে)

مُعْرِضُوْنَ ﴿١٠٥﴾ وَ مَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَ هُمْ مُّشْرِكُوْنَ ﴿١٠٦﴾

শিরক করে তারা তখন এব্যতীত আল্লাহর তাদের বিশ্বাসকরে না এবং উপেক্ষাকারী
(বিশ্বাসকরলেও) যে উপর অধিকাংশ

اَفَاَمِنُوْٓا اَنْ تَاْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللّٰهِ اَوْ تَاْتِيَهُمُ السَّاعَةُ

কিয়ামত তাদের উপর অথবা আল্লাহর আযাব কোন আচ্ছন্নকারী তাদের উপর যে তবে কি তারা
আসবে আসবে নিরাপদ হয়েছে

بَغْتَةً وَّ هُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿١٠٧﴾ قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ عَلٰى

ভিত্তিতে আল্লাহর দিকে আহবান আমার এই (হে নবী) টের ও পাবে না তারা অথচ হঠাৎ
করি আমি পথ বল করে

بَصِيْرَةٍ اَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِيْ ط وَ سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَ مَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٠٨﴾

মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত আমি নই এবং আল্লাহ পাক এবং আমার যে এবং আমি জ্ঞানের
পবিত্র অনুসরণ করে

وَ مَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ مِّنْ اَهْلِ الْقُرٰى ط

জনপদের অধিবাসীদের মধ্যে তাদের আমরা ওহী পুরুষদেরকে এ তোমার পূর্বে আমরা প্রেরণ না এবং
প্রতি করেছি ব্যতীত (রসূলদেরকে) করেছি

اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ

যারা পরিণতি ছিল কেমন অতঃপর পৃথিবীর মধ্যে তারা নাইতবে কি
(ছিল) (তাদের) তারা দেখেনি ভ্রমন করে

مِنْ قَبْلِهِمْ ط وَ لَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اتَّقَوْا ط اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿١٠٩﴾

তোমরা তবে কি ভয় করে তাদের জন্যে উত্তম পরকালের অবশ্যই এবং তাদের পূর্বে
বুঝবে না চলে (যারা) ঘর

রুকু-১২ (১০৫) যমীন ও আসামনে কতইনা নিদর্শন রয়েছে যার উপর দিয়ে এই লোকেরা যেয়ে থাকে। অথচ তারা একটু লক্ষ্য করে দেখেনা (১০৬) এদের অধিকাংশই আল্লাহকে মানে; কিন্তু মানে এমন ভাবে যে, তার সাথে অন্যদেরকে শরীক করে। (১০৭) তারা কি নিশ্চিন্ত যে, আল্লাহর তরফ হতে কোন আযাব এসে তাদেরকে গ্রাস করে নেবে না? কিংবা কিয়ামতের নির্দিষ্ট মুহূর্ত সহসাই তাদের উপর এসে পড়বে না অথচ তারা টেরও পাবে না? (১০৮) তুমি তাদের স্পষ্ট বলে দাও যে, 'আমার পথ তো এই, আমি আল্লাহর দিকে আহবান জানাই। আমি নিজেও পূর্ণ আলোকে আমার পথ দেখতে পাচ্ছি, আর আমার সংগী -সাথীরাও। আর আল্লাহ তো মহান পবিত্র; আর মুশরিক লোকদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।' (১০৯) হে মুহাম্মদ! তোমার পূর্বে আমরা যে নবী-পয়গম্বর পাঠিয়েছিলাম তারা সকলে মানুষই ছিল। আর এই জনবসতিরই অধিবাসী ছিল এবং তাদের প্রতিই আমরা অহি পাঠিয়েছিলাম। এখন এই লোকেরা কি দুনিয়ায় ঘুরে ফিরে বেড়ায় না, সেই জাতিসমূহের পরিণাম তাদের দৃষ্টিগোচর হয় না ,যারা তাদের পূর্বে অতীত হয়ে গেছে? নিশ্চিতই পরকালের ঘর তাদেরই জন্য আরো উত্তম যারা (নবী রসূলদের কথা মেনে নিয়ে) তাকওয়ার নীতি ও আচরণ অবলম্বন করেছে। এখনো কি তোমরা বুঝবে না?

(১১০) পূর্বেও নবী রসূলদের সাথে এরূপ ব্যাবহার করা হয়েছিল যে, তারা দীর্ঘকাল পর্যন্ত নসীহত করছিল; (কিন্তু লোকেরা তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করল না) শেষ পর্যন্ত যখন নবীর লোকেরা নিরাশ হয়ে গেল, আর লোকরা মনে করে নিল যে, তাদের কাছে মিথ্যা বলা হয়েছিল, তখন সহসাই আমার সাহায্য নবী রসূলদের নিকট পৌঁছে গেল। তার পর যখনই এরূপ অবস্থা হয় তখন আমার নীতি এই হয় যে, যাকে আমরা চাই বাঁচিয়ে নেই। আর অপরাধী লোকেদের উপর হতে তো আমাদের আযাব দূর করা যায় না। (১১১) এই কাহিনীতে (অতীত কালের লোকদের) জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন লোকদের জন্য বহু শিক্ষাই নিহিত রয়েছে। কুরআনে এই যে সব কথা বলা হয়েছে, এ মনগড়া বা কৃত্রিম কথাবার্তা নয়। বরং যেসব কিতাব এর পূর্বে এসেছে, এ তারই সত্যতার ঘোষণা দেয় এবং প্রত্যেকটি বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা ও আছে [২৫] আর ঈমানদার লোকদের জন্য হেদায়াত ও রহমত।

(২৫)। অর্থাৎ মানুষের হেদায়ত ও পথ প্রদর্শনের জণ্যে প্রয়োজনীয় প্রতিটি জিনিসের বিস্তারিত বিবরণ। কেউ কেউ প্রত্যেক জিনিসের বিস্তারিত বিবরণ বলতে দুনিয়া শুদ্ধ জিনিসের বিস্তারিত বিবরণ গ্রহণ করে এবং তার পর তাদের এই পেরেশানি দেখা দেয় যে, কুরআনে উদ্ভিদ বিদ্যা, চিকিৎসা বিদ্যা, অংকশাস্ত্র ও অন্যান্য বিদ্যা ও কলা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় না এবং অপর একদল ব্যক্তি জোর করেই প্রত্যেক বিদ্যার বিস্তৃত বিবরণ কুরআন থেকে বের করতে শুরু করে দেয়।

সূরা আর-রাদ

নামকরণ

এ সূরার ১৩ নং আয়াতের অংশ-وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ-হতে-الرَّعْدُ শব্দটি এর নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এ নামকরণের অর্থ এ নয় যে, এ সূরায় الرَّعْدُ 'মেঘের গর্জন' সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আসলে এ একটা আলামত অর্থাৎ এ এমন একটা সূরা যাতে الرَّعْدُ শব্দটির উল্লেখ হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময় কাল

৪র্থ রুকূ ও ৬ষ্ঠ রুকূতে আলোচিত বিষয়াদি সাক্ষ্য দেয় যে, যেকালে সূরা ইউসুফ, হুদ ও আরাফ নাযিল হয়েছে, অর্থাৎ মক্কায় অবস্থানের শেষ সময়- এ সূরাটিও ঠিক সে সময়েই অবতীর্ণ হয়েছে। বর্ণনাভংগী হতে স্পষ্ট প্রকাশিত হয় যে, ইসলামের দাওয়াত দিতে দিতে নবী করীমের (সঃ) এক দীর্ঘ সময় অতীত হয়ে গিয়েছে, বিরুদ্ধবাদীরা রাসূলকে আঘাত হানতে ও তাঁর সাধনা ও সংগ্রাম ব্যর্থ করতে নানা প্রকারের চেষ্টা ও অপকৌশল গ্রহণ করেছে। মু'মিনরা বারবার কামনা করছেন কোনরূপ মু'জিজা দেখিয়েও যদি এ লোকদেরকে ইসলামের পথে নিয়ে আসা সম্ভব হত, তা হলে কতইনা ভালো হত! আল্লাহতাআলা মুসলমানদের বুঝাচ্ছেন যে, ঈমানের পথ দেখার জন্যে মু'জিজা দেখাবার নিয়ম আমাদের নেই। তাছাড়া ৩১নং আয়াতের বক্তব্য হতে এ জানা যায় যে, কাফেরদের হঠকারিতার পৌনঃপুনিকতা এমন রূপ পরিগ্রহ করে যে, অতঃপর কবর হতে মূর্দা উঠে আসলেও এরা তা মেনে নেবে না বলে যুক্তিসংগত ভাবেই মনে করা যেতে পারে। বরং তখন এ ঘটনারও কোন না কোন ব্যাখ্যা অপব্যাখ্যা তারা করে নেবে। এসব ব্যাপার হতে এই ধারণা জন্মে যে, এ সূরা সম্ভবতঃ মক্কী জীবনের শেষ পর্যায়ে নাযিল হয়েছিল।

মূল বিষয়বস্তু

এই সূরার মূল বিষয়- আসল বক্তব্য- প্রথম আয়াতেই বলে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সঃ) যা কিছু পেশ করেছেন তাই সত্য। লোকেরা যে তা মানে না, এ তাদের ভুল ও ত্রুটি। সমস্ত আলোচনাটিই এ মূল বক্তব্যকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে। এ প্রসংগে বারবার ও নানা ভাবে তওহীদ, পরকাল ও নবুয়্যৎ-রেসালতের সত্যতা প্রমাণ করা হয়েছে। তার প্রতি ঈমান আনার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ বুঝানো হয়েছে। তাকে অমান্য করার ক্ষতিকর পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। আর কুফর যে নিছক একটা নির্বুদ্ধিতা ও মূর্খতা তা স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। সেই সংগে গোটা আলোচনার মূল লক্ষ্য যেহেতু লোকদের কেবল মগজকে পরিতৃপ্ত করাই নয়, দিল ও মনকে ঈমানের দিকে আকৃষ্ট করাও তার উদ্দেশ্য- এ কারণে শুধু যুক্তি ও প্রমাণ বিশ্লেষণ করেই ক্ষান্ত করা হয়নি- বরং এক একটা প্রমাণ ও এক একটা সাক্ষ্য পেশ করার পর সেই অবকাশেই নানা ভাবে ভয়-ভীতি দেখান, উৎসাহ ও প্রেরণা দান এবং দরদপূর্ণ উপদেশ-নসীহতও দেয়া হয়েছে, যেন অজ্ঞ-মূর্খ লোকেরা নিজেদের বিভ্রান্তি-মূলক হঠকারিতা পরিহার করে। ভাষণ ব্যাপদেশে স্থানে স্থানে বিরুদ্ধবাদীদের প্রশ্ন বা আপত্তি উল্লেখ না করেই তাদের জবাব দেয়া হয়েছে এবং হযরত মুহাম্মদের (সঃ) দাওয়াত সম্পর্কে লোকদের মনে যেসব সন্দেহ পাওয়া যেত কিংবা বিরুদ্ধবাদীরা যা উত্থাপন করত তা দূর করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এদিকে কয়েক বছর দীর্ঘ ও কঠিন সংগ্রাম করতে থাকার কারণে ঈমানদার সমাজ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল এবং নিতান্ত অস্থিরতা ও চরম ব্যাকুলতা সহকারে গায়েবী সাহায্যের উদগ্রীব অপেক্ষায় ছিল- একই সংগে এ সূরায় তাদেরকেও সান্ত্বনা দান করা হয়েছে।

اٰیَاتُهَا ۴۳ | سُوْرَةُ | الرَّعْدِ | مَكِّیَّةٌ | رُكُوْعَاتُهَا ۶

৪৩ তার আয়াত সংখ্যা | সূরা | আর-রাদ | মক্কী | ৬ তার রুকু সংখ্যা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

আল্লাহর নামে (শুরু করছি) | অতিব দয়াবান | অশেষ মেহেরবান

الٓمّٓرٰ ۫ تِلْكَ اٰیٰتُ الْكِتٰبِ ؕ وَ الَّذِیْۤ اُنْزِلَ اِلَیْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ

আলিফ লা-ম মী-ম রা- | এই | আয়াতসমূহ | কিতাবের | এবং | যা | নাযিল করা হয়েছে | তোমার প্রতি | থেকে | তোমার রবের | (তা) সত্য

وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا یُؤْمِنُوْنَ ۝۱ اَللّٰهُ الَّذِیْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَیْرِ

কিন্তু | অধিকাংশ | লোক | না | ঈমান আনে | (তিনিই) আল্লাহ | যিনি | উর্দ্ধে স্থাপন করেছেন | আকাশ মন্ডলী | ব্যতীত

عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوٰی عَلَی الْعَرْشِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ ؕ كُلٌّ

কোন স্তম্ভ | তা তোমরা দেখছ | এরপর | সমাসীন হয়েছেন | উপর | আরশের | এবং | অধীন (নিয়মের) করেছেন | সূর্যকে | ও | চন্দ্রকে | প্রত্যেকে

یَّجْرِیْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّی ؕ یُدَبِّرُ الْاَمْرَ یُفَصِّلُ الْاٰیٰتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ

চলছে | সময়ের জন্যে | নির্দিষ্ট | তিনি ব্যবস্থাপনা করেছেন | সকল বিষয়ের | বিশদ বর্ণনা করেছেন | নিদর্শন সমূহ | তোমরা যাতে | সাক্ষাত সম্পর্কে | তোমাদের রবের

تُوْقِنُوْنَ ۝۲ وَ هُوَ الَّذِیْ مَدَّ الْاَرْضَ وَ جَعَلَ فِیْهَا رَوَاسِیَ وَ

তোমরা দৃঢ় বিশ্বাস কর | এবং | তিনিই | যিনি | বিস্তৃত করেছেন | যমীনকে | ও | বানিয়েছেন | তার মধ্যে | পর্বত সমূহ | ও

اَنْهٰرًا ؕ وَ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ جَعَلَ فِیْهَا زَوْجَیْنِ اثْنَیْنِ

নদীসমূহ | এবং | প্রকার | প্রত্যেক | ফলমূল সমূহ | সৃষ্টি করেছেন | তার মধ্যে | জোড়া | দুই (ধরনের)

রুকু-১ (১) আলিফ লা-ম মী-ম-রা। এগুলো আল্লাহর কিতাবের আয়াত। আর তোমার প্রতি তোমার রবের পক্ষ হতে যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তা একান্তই সত্য; কিন্তু (তোমার জাতির) অধিকাংশ লোকই মেনে নিচ্ছে না।(২) তিনি আল্লাহই যিনি আকাশ মন্ডলকে দৃশ্যমান[১] নির্ভর ব্যতিরেকেই স্থাপন করেছেন। পরে তিনি নিজের সিংহাসনে আসীন হয়েছেন। তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে একটি স্থায়ী নিয়মের অনুসারী বানিয়েছেন। এই গোটা ব্যবস্থার প্রত্যেকটি জিনিসই একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য চলছে। আর আল্লাহই এই সমস্ত কাজের ব্যবস্থাপনা করছেন। তিনি নিদর্শন সমূহ আলাদা আলাদাভাবে বর্ণনা করেন [২], যেন তোমরা তোমাদের রবের সাথে সাক্ষাতের কথা নিঃসন্দেহে বিশ্বাস কর[৩]। আর তিনিই যমীনকে বিস্তৃত করে দিয়েছেন; এতে পাহাড়ের খুটি গেড়ে রেখেছেন ও নদ-নদী প্রবাহিত করেছেন। তিনিই সব রকমের ফল-মূলের জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছেন।

---

(১)। অন্য কথায় আসমান সমূহকে অদৃশ্য ও ইন্দ্রিয়াতীত নির্ভরসমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। দৃশ্যতঃ মহাশূন্যে এরূপ কোন বস্তু নাই যা অসংখ্যা অগনিত গ্রহ-নক্ষত্রকে ধারণ করে আছে। কিন্তু এক ইন্দ্রিয়াতীত শক্তি প্রত্যেককে তার অক্ষে ও কক্ষ পথে ধারণকরে আছে এবং এই বিরাট বিপুল বস্তুসমূহকে পৃথিবীর উপর আপতিত হওয়া থেকে বা তাদের পারস্পরিক সংঘর্ষ থেকে বিরত রেখেছে। (২)। অর্থাৎ এই বিষয়ের নিদর্শনাবলী যে- রসূল (সঃ)- যে সত্য সমূহের সংবাদ দান করছেন তা বাস্তবিকপক্ষে প্রকৃত সত্য। বিশ্ব-ব্যবস্থার প্রত্যেক দিকেই সে সবের সত্যতার সাক্ষ্য দান কারী নিদর্শনসমূহ বিদ্যমান। মানুষ তার দৃষ্টি উন্মুক্ত করে দেখলে দেখতে পাবে -পবিত্র কুরআনে যে সমস্ত কথার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার জন্য আহবান জানানো হয়েছে- যমীন ও আসামনের মধ্য বিস্তৃত অসংখ্যা নিদর্শন সমূহ সে সবের সত্যতার সাক্ষ্য দান করছে।(৩)। অর্থাৎ তাদের পরকালকে অস্বীকার

দিনের উপর রাতকে প্রবর্তিত করেছেন। এ সমস্ত জিনিসেই বহু ও বড় নিদর্শন রয়েছে- তাদের জন্যে যারা চিন্তা ভাবনা করে কাজ করে। ৪। আর লক্ষ্য কর, যমীনে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল রয়েছে, যা মূলতঃ পরস্পর মিলিত। আংগুরের বাগান রয়েছে, খেত-খামার আছে, খেজুরের গাছ আছে, যাদের কিছু একহারা এবং কিছু দ্বৈত। অথচ সবকেই একই পানি সিক্ত করে। কিন্তু স্বাদের দিক দিয়ে আমরা কিছুকে উত্তম বানিয়েছি, আর কিছু কমতর। এই সব জিনিসেই অসংখ্যা নিদর্শন বিরাজমান তাদের জন্য যাদের বুদ্ধি- জ্ঞান রয়েছে। ৫। এখন যদি তোমার বিস্ময়ের উদ্রেক হয়, তা হলে লোকদের এই কথাটি অধিক বিস্ময়ের বিষয় যে- আমরা যখন মরে মাটি হয়ে যাব, তখন কি আমরা আবার নতুন করে সৃষ্টি হব! এরা সেই লোক যারা নিজেদের রবের সাথে কুফুরী করেছে [৩]। এবং এরা সেই লোক যাদের গলদেশে জিঞ্জির পড়ে আছে [৪]। এবং এরা জাহান্নামী ও জাহান্নামেই চিরকাল থাকবে।

করা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ও তাঁর ক্ষমতা এবং জ্ঞান-কৌশল ও বিজ্ঞতাকে অস্বীকার করা। তারা মাত্র এতটুকুই বলে না যে মাটিতে মিশে যাওয়ার পর আমাদের পক্ষে দ্বিতীয়বার পয়দা হওয়া অসম্ভব। তাছাড়া তাদের কথার মধ্যে এ ধারণাও গুপ্ত আছে যে-(মাআয আল্লাহ!) যে- রব তাদের পয়দা করেছেন তিনি অক্ষম, নাচার, মূর্খ ও অজ্ঞান!(৪)। তাদের গলদেশে জিঞ্জির গরদানে তওক পড়ে থাকার অর্থ হচ্ছে কয়েদী হওয়া। তারা নিজেদের মুর্খতার, নিজেদের হঠকারিতার, নিজেদের প্রবৃত্তি পরায়ণতার এবং নিজেদের পিতা-পিতামহদের অন্ধ অনুকরণ- অনুসরণে বন্দী হয়ে আছে; তারা স্বাধীনভাবে চিন্তা ভাবনা

وَ يَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلٰتُ ؕ

এবং | তোমার কাছে তারা দ্রুত চাচ্ছে | মন্দকে | পূর্বে | ভালোর | অথচ | নিশ্চয়ই অতীত হয়েছে | তাদের পূর্বে | শিক্ষামূলক দৃষ্টান্ত সমূহ

وَ اِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلٰى ظُلْمِهِمْ ۚ وَ اِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيْدُ

এবং নিশ্চয়ই | তোমার রব | অবশ্যই | ক্ষমাশীল | লোকদের জন্যে | সত্ত্বেও | তাদের যুলমের | এবং নিশ্চয়ই | তোমার রব | অবশ্যই কঠোর

الْعِقَابِ ۝٦ وَ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَاۤ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ

দন্ডদানে | এবং | বলে | যারা | অস্বীকার করেছে | কেন না | নাযিল করাহল | তাদের উপর | একটি নিদর্শন | থেকে | তার রবের

اِنَّمَاۤ اَنْتَ مُنْذِرٌ وَّ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ۝٧ اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ

মূলতঃ | তুমি | একজন সতর্ককারী | ও | জন্যে প্রত্যেক | জাতির | একজন পথ প্রদর্শক (আছে) | আল্লাহ | জানেন | যা | গর্ভধারণ করে | প্রত্যেক

اُنْثٰى وَ مَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ وَ مَا تَزْدَادُ ؕ وَ كُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهٗ بِمِقْدَارٍ ۝٨

নারী | এবং | যা | কমকরে | গর্ভসমূহ | ও | যা | বৃদ্ধি করে | এবং প্রত্যেক | জিনিষ | তাঁর কাছে (আছে) | পরিমাণ মত

عٰلِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ ۝٩

তিনি জ্ঞানী | গোপন (সম্পর্কে) | ও | প্রকাশ্য | তিনি মহান | সর্বোচ্চ (মর্যাদাবান)

(৬) এই লোকেরা ভালোর পূর্বে মন্দের জন্য তাড়াহুড়া করছে [৫]। অথচ তাদের পূর্বে (যেসব লোক এই নীতিতে চলেছে, তাদের উপর আল্লাহর আযাব) শিক্ষাপ্রদ দৃষ্টান্ত সমূহ অতীত হয়ে গেছে। আসল কথা এই যে, তোমাদের রব লোকদের অত্যাধিক বাড়াবাড়ি সত্ত্বেও তাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনই করে থাকেন। আর এও সত্য যে, তোমার রব কঠিন শাস্তিদাতা। (৭) এই লোকেরা, যারা তোমার কথা মেনে নিতে অস্বীকার করেছে- বলেঃ এই ব্যক্তির প্রতি এর রবের তরফ হতে কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হল না কেন? তুমি তো শুধু সাবধানকারী, আর প্রত্যেক জাতির জন্যই একজন প্রথ প্রদর্শক রয়েছে।

রুকূ-২ (৮)আল্লাহ এক একজন গর্ভবর্তী নারীর গর্ভ সম্পর্কে অবহিত । যা কিছু সে গর্ভ ধারণ করে তাও তিনি জানেন, আর যা কিছু তাতে কম -বেশী হয় সে সর্ম্পকেও তিনি পুরাপুরি ওয়াকিফহাল। প্রত্যেকটি জিনিসের জন্যে তাঁর নিকট একটা পরিমাণ নির্দিষ্ট রয়েছে। (৯) গোপন ও প্রকাশ্য সবই তাঁর জ্ঞাত। তিনি মহান, সর্বাবস্থায় সর্বোচ্চ হয়েই থাকেন।

করতে অক্ষম। তাদের কুসংস্কারাদী তাদেরকে এরূপভাবে বেষ্টন করে রেখেছে যে তারা পরকালের অস্তিত্ব কিছুতেই স্বীকার করতে পারছে না, যদিও তা স্বীকার করা একান্ত যুক্তি সংগত ও তা অস্বীকার করা নিতান্তই অযৌক্তিক।

(৫)। অর্থাৎ শাস্তির প্রার্থনা জানাচ্ছে।

سَوَآءٌ مِّنكُم مَّنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِۦ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍۭ بِالَّيْلِ

(তারা) সমান | তোমাদের মধ্যহতে | যে | কথা গোপন করে | ও | যে | প্রকাশ করে | তা সম্পর্কে | এবং | যে | সে | লুকায়িত | রাতে

وَسَارِبٌۢ بِالنَّهَارِ ۝١٠ لَهُۥ مُعَقِّبَٰتٌ مِّنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِۦ يَحْفَظُونَهُۥ

ও | চলাফেরা কারী | দিনে | তার জন্যে (আছে) | প্রহরীরা | তার আগে | ও | তার পিছে | তাকে তারা রক্ষা করে

مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا۟ مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ

নির্দেশে | আল্লাহর | নিশ্চয়ই | আল্লাহ | না | পরিবর্তন করেন | অবস্থা | কোন জাতির | যতক্ষণ | না | পরিবর্তন করে | তারা | অবস্থা | তাদের নিজেদের

وَإِذَآ أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُۥ ۚ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِۦ

এবং | যখন | ইচ্ছা করেন | আল্লাহ | কোন জাতির সাথে | মন্দ | তখন নাই | ফেরানোর | তার জন্যে | এবং | নাই | তাদের জন্যে | তাঁর ছাড়া

مِن وَالٍ ۝١١ هُوَ الَّذِى يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ

কোন | অভিভাবক | তিনিই সেই সত্তা | যিনি | তোমাদের দেখান | বিজলী | ভয়ের (জন্যে) | ও | আশার | এবং | উত্থিত করেন | মেঘ

الثِّقَالَ ۝١٢ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِۦ وَالْمَلَٰٓئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِۦ ۚ وَيُرْسِلُ

(পানিভরা) ঘন | এবং | মহিমা প্রকাশ করে | মেঘ গর্জন | তার প্রশংসার সাথে | এবং | ফেরেশতারাও | থেকে | তার ভয় | এবং | তিনি পাঠান

الصَّوَٰعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَآءُ وَهُمْ يُجَٰدِلُونَ فِى اللَّهِ ۚ وَهُوَ

গর্জনকারী বজ্রসমূহ | অতঃপর আঘাত করেন | তা দিয়ে | যাকে | ইচ্ছে করেন | তথাপিও | তারা | বাকবিতন্ডাকরে | আল্লাহর সম্বন্ধে | অথচ | তিনি

شَدِيدُ الْمِحَالِ ۝١٣

প্রবল | শক্তিশালী

(১০) তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি উচ্চস্বরে কথা বলুক কি নিম্ন স্বরে, আর কেউ রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে থাকুক কিংবা দিনের আলোয় চলতে থাকুক আলাহর কাছে তাদের কার্যক্রম সমানভাবে জানা। (১১) তাঁর পক্ষ থেকে আগে ও পিছে প্রহরী রয়েছে, আল্লাহর নির্দেশে তারা তাকে হেফাজত করে। প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত জাতির লোকেরা নিজেদের গুণাবলীর পরিবর্তন না করে। আর আল্লাহ যখন কোন জাতির অকল্যাণ করার সিদ্ধান্ত নেন তখন রদ হওয়ার নয়। আল্লাহর বিরুদ্ধে এই রকমের জাতির কেউ সহায়ক ও সাহায্যকারী হতে পারে না। (১২) তিনিই তোমাদের সামনে বিদ্যুৎ চমকিয়ে থাকেন, যা দেখে তোমাদের মনে ভীতির উদ্রেক হয় আর আশাও জাগে। তিনিই পানি ভরা মেঘের সঞ্চার করেন। (১৩) মেঘের গর্জন তাঁরই প্রশংসা সহকারে তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করে [৬]। আর ফেরেশতাগণ তাঁর ভয়ে কম্পিত হয়ে তাঁর তসবীহ পড়ে। তিনি গর্জনকারী বজ্রকে পাঠান এবং (অনেক সময়) তা যার উপর চান ঠিক সেই অবস্থায়ই নিক্ষেপ করেন তথাপিও লোকেরা আল্লাহ সম্পর্কে ঝগড়ায় নিয়োজিত থাকে, অথচ তাঁর কৌশলপূর্ণ চাল বড়ই প্রবল ও পরাক্রান্ত।

(৬)। অর্থাৎ মেঘের গর্জন এ সত্য ঘোষণা করে যে, যে আল্লাহ এই বাতাস প্রবাহিত করেছেন, এই বাষ্প উত্থিত করেছেন এবং ঘন মেঘ জমা করেছেন, বিদ্যুৎকে বারি বর্ষণের উপায় স্বরূপ করেছেন এবং এভাবে পৃথিবীর সৃষ্ট জীবসমূহের জন্যে পানি সরবরাহের

لَهٗ دَعْوَةُ الْحَقِّ ؕ وَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَسْتَجِيْبُوْنَ لَهُمْ بِشَیْءٍ

তাঁরই জন্যে আহবান সত্যের এবং যারা ডাকে তাকে ছাড়া (অন্য কাউকে) না তারা সাড়াদেয় তাদেরকে কোন কিছুর

اِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ اِلَى الْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَ مَا هُوَ بِبَالِغِهٖ ؕ وَ مَا دُعَآءُ

এ ব্যতীত যেমন সম্প্রসারণকারী তার হস্তদ্বয় প্রতি পানির যেন পৌছে তার মুখে অথচ নয় তা তার কাছে পৌছবার এবং নয় ডাক

الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ ﴿۱۴﴾ وَ لِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ

কাফেরদের এ ব্যতীত মধ্যে ভ্রান্তির এবং আল্লাহকেই সিজদা করে যা কিছু আছে মধ্যে আকাশ মন্ডলীর ও পৃথিবীর

طَوْعًا وَّ كَرْهًا وَّ ظِلٰلُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَ الْاٰصَالِ ﴿۱۵﴾ قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ وَ

ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় এবং তাদের ছায়াগুলিও সকাল সমূহে এবং সন্ধ্যাসমূহে (নত হয়) বল কে রব আকাশ মন্ডলীর ও

السجدة

الْاَرْضِ ؕ قُلِ اللّٰهُ ؕ قُلْ اَفَاتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَآءَ لَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ

পৃথিবীর বল (তিনিই) আল্লাহ বল তোমরা তাহলে কি গ্রহণ করেছ তার পরিবর্তে অভিভাবক (অন্যঅনেককে) না তারা সক্ষম হয় তাদেরনিজেদের জন্যে

نَفْعًا وَّ لَا ضَرًّا ؕ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَ الْبَصِيْرُ ۙ اَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمٰتُ وَ

কোন লাভের আর না কোন ক্ষতির বল কি সমান হয় অন্ধ ও চক্ষুমান অথবা কি সমান হয় অন্ধকার সমূহ ও

النُّوْرُ ۚ اَمْ جَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ خَلَقُوْا كَخَلْقِهٖ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ؕ

আলো (তবে) কি তারা স্থির করেছে আল্লাহর জন্যে শরীকদের তারা কি সৃষ্টিকরেছে যেমন তার সৃষ্টি একারণে বিভ্রান্তি ঘটিয়েছে সৃষ্টি তাঁদের উপর

(১৪) তাঁকে ডাকাই (আহবান) করাই বাস্তব ও যথাযথ[৭]। আল্লাহকে বাদ দিয়ে এই লোকেরা আর যে সব শক্তিকে ডাকে তারা তাদের ডাকের কোনই জওয়াব দিতে পারে না। তাদেরকে ডাকা তো এমন ব্যাপার, যেমন কেউ পানির দিকে হাত প্রসারিত করে তার নিকট আবেদন জানায় যে, তুই আমার মুখের মধ্যে পৌছে যা। অথচ পানি সে পর্যন্ত কখনো পৌছবে না। ঠিক এমনি ভাবে কাফেরদের সাহায্যের আহবান তাৎপর্যহীন, তা ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই নয়। (১৫) আসমান যমীনের সব জিনিস তো ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, কেবল আল্লাহর সিজদা করে।[৮]।তাদের ছায়া সকাল-সন্ধ্যা তাঁরই সমানে নত হয়[৯] (সিজদা) (১৬) এই লোকদেরকে জিজ্ঞাসা কর, আসমান ও যমীনের রব কে? বল আল্লাহ। তাদেরকে আরো বল যে, এই যখন প্রকৃত ব্যাপার তখন তোমরা কি তাঁকে বাদ দিয়ে এমন সব উপাস্যকে নিজেদের অভিভাবক মেনে নিয়েছ যারা খোদ নিজেদের জন্যও কোন উপকার বা ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখেনা? বলঃ অন্ধ ও চোখওয়ালা লোক কি কখনো এক হতে পারে? আলো ও অন্ধকার কি কখনো এক ও অভিন্ন হয়? তা যদি না হয় তা হলে এদের নির্দিষ্ট শরীকরাও কি তাঁর সৃষ্টির মত কিছু সৃষ্টি করেছে যে, এর কারণে এদেরও সৃস্টি করার ক্ষমতা আছে বলে সন্দেহ হয়েছে?

ব্যবস্থা করেছেন তিনি নিজের জ্ঞান ও বিজ্ঞতায় পূর্ণ। নিজের গুনরাজিতে অকলংক এবং নিজের কৃতিত্বে অংশবিহীন। পশুদের ন্যায় যারা মাত্র শোনে তারা তো মেঘের গর্জনে শুধু গর্জনের আওয়াজটুকুই শুনতে পায়, কিন্তু যাদের জ্ঞান- বুদ্ধি ও আত্মচেতনা সম্পন্ন কান আছে তারা মেঘের ভাষায় তৌহিদের -আল্লাহর একত্বের ঘোষণা শুনতে পান। (৭) আহ্বান করার অর্থ নিজের প্রয়োজন ও অভাবে সাহায্যের জন্য আহবান করা। এ কথার মর্ম হচ্ছে প্রয়োজন পূর্ণ করার এবং দুঃখ-কষ্ট ও বাধা-বিপত্তি দূর করার সমস্ত ক্ষমতা একমাত্র তাঁরই হাতে। সুতরাং প্রার্থনা মাত্র তাঁরই কাছে জানানো উচিত। (৮) সেজদার অর্থ আনুগত্যে বিনত হওয়া, আদেশ পালন করা ও পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা।(৯) ছায়া সমূহের সেজদা করার অর্থ হচ্ছেঃ বস্তুর ছায়া সমূহের সকাল ও সন্ধ্যায় পূর্ব ও পশ্চিম দিকে পতিত হওয়া, এই সত্যেরই নিদর্শন যে, সব জিনিসই কারো নির্দেশের অনুসারী, কারো নির্ধারিত আইনের অধীন।

قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَّ هُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿١٦﴾ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً

পানি আকাশ থেকে তিনি বর্ষণ করেন সর্বজয়ী এক তিনি এবং কিছুর সব স্রষ্টা আল্লাহই বল

فَسَالَتْ اَوْدِيَةٌۢ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا ؕ وَ مِمَّا يُوْقِدُوْنَ

তারা প্রজ্বলিত করে তা থেকেও যা এবং উপরিভাগে ফেনা প্লাবন অতঃপর বহন করে তার পরিমাণমত উপত্যকা সমূহ ফলে প্লাবিত হয়

عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَآءَ حِلْيَةٍ اَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهٗ ؕ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ

আল্লাহ উপমাদেন এভাবে তার মত তৈজসপত্র বা অলংকার (বানাতে) চায় আগুনের মধ্যে তার উপর

الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ؕ فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءً ۚ وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ

এভাবে স্থিতি পায় লোকেদের উপকার করে যা আর অকেজো হয়ে এভাবে চলেযায় ফেনা অতঃপর বাতিলকে ও হক

فِي الْاَرْضِ ؕ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ ﴿١٧﴾ لِلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمُ

তাদের রবের(কথায়) সাড়াদেয় (তাদের)জন্যে যারা দৃষ্টান্ত সমূহ আল্লাহ বর্ণনাকরেন এরূপে যমীনের মধ্যে

الْحُسْنٰى ؕ وَ الَّذِيْنَ لَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهٗ لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا

সমস্তই পৃথিবীর মধ্যে আছে যা কিছু জন্যে তাদের হয় যদি তাকে সাড়া দেয় না যারা এবং কল্যাণ (রয়েছে)

وَّ مِثْلَهٗ مَعَهٗ لَافْتَدَوْا بِهٖ ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ سُوْٓءُ الْحِسَابِ ۙ وَ مَاْوٰىهُمْ

তাদের আবাস এবং হিসাব মন্দ তাদেরজন্যে রয়েছে ঐসব (লোক) তা দিয়ে তারা অবশ্যই মুক্তিপন দিবে তার সাথে তার সম আরও

جَهَنَّمُ ؕ وَ بِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٨﴾ اَفَمَنْ يَّعْلَمُ اَنَّمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ

সত্য তোমার রবের থেকে তোমার প্রতি নাযিল করা হয়েছে যে যা জানে তবেকি যে ব্যক্তি আশ্রয় স্থল অতি নিকৃষ্ট এবং জাহান্নাম

كَمَنْ هُوَ اَعْمٰى ؕ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴿١٩﴾

বিবেক সম্পন্নরাই শিক্ষা গ্রহণকরে(তা থেকে) প্রকৃত পক্ষে অন্ধ সে (ঐব্যক্তির)মত যে

বল প্রত্যেকটি জিনিসের সৃষ্টিকর্তা কেবল মাত্র আল্লাহতা'আলাই। তিনিই একক, তিনিই সর্বজয়ী।(১৭) আল্লাহ আসমান হতে পানি বর্ষণ করেছেন ও উপত্যাকা সমূহের(নদী-নালা) নিজ নিজ ধারণ ক্ষমতা অনুপাতে তাকে বহন করে নিয়ে চলেছে। আবার প্লাবন আসলে, তখন উপরিভাগে ফেনাও জেগে উঠে। আর এই রকমের ফেনা সেই সব ধাতুর উপরও জেগে উঠে যা অলংকার ও তৈজসপত্র বানাবার জন্য লোকেরা গলিয়ে থাকে।এই উপমা দিয়ে আল্লাহ হক ও বাতিল এর ব্যাপারটিকে স্পষ্ট করে তুলেন। যা ফেনা তা উড়ে- উঠে যায়, আর যা মানুষের জন্য কল্যাণকর তা যমীনে স্থিতি পায়। এই ভাবে আল্লাহতাআলা উপমা দিয়ে নিজের কথা বুঝিয়ে থাকেন। (১৮) যে সব লোক তাদের রবের আহবান কবুল করে নিল তাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে। আর যারা তা কবুল করল না, তারা যদি দুনিয়ার সমগ্র সম্পদেরও মালিক হয়, আরো তত পরিমাণ সেই সাথে, তা হলেও তারা আল্লাহর পাকড়াও হতে বাঁচার জন্য এ সব কিছুকে বিনিময় দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে। এরা সে সব লোক যাদের নিকট হতে খুব সাংঘাতিকভাবে হিসাব গ্রহণ করা হবে। আর তাদের পরিণতি জাহান্নাম। তা অত্যন্ত খারাব ঠিকানা।

রুকূ-৩ (১৯) এ কি করে সম্ভব! যে ব্যক্তি তোমার রবের এই কিতাবকে- যা তিনি তোমার প্রতি নাযিল করেছেন- সত্য বলে জানে, আর যে ব্যক্তি এই মহা সত্যের ব্যাপারে অন্ধ এরা দুজনেই সমান হয়ে যাবে? উপদেশ তো বুদ্ধিমান লোক মাত্রই কবুল করে থাকে।

(২০) আর তাদের কর্মনীতি এই হয় যে, তারা আল্লাহর সাথে কৃত নিজেদের ওয়াদাকে পূর্ণ করে থাকে,এবং তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করে না। (২১) তাদের আচরণ এই হয় যে, আল্লাহ যে সব সম্পর্ক-সম্বন্ধকে বহাল রাখার নির্দেশ দিয়েছেন তা সব বহাল রাখে, নিজেদের রবকে ভয় করে, আর তাদের নিকট খুব খারাব ভাবে হিসাব নেয়ার আশংকা করে। (২২) তাদের অবস্থা এই হয় যে,তাদের নিজেদের রবের সন্তুষ্টি লাভের জন্য ধৈর্য ধারণ করে, নামজ কায়েম করে, আমাদের দেয়া রেযক হতে প্রকাশ্য ও গোপনে খরচ করতে থাকে। আর মন্দকে ভালো দিয়ে প্রতিরোধ করে। বস্তুতঃ পরকালের ঘর এই লোকদের জন্যই নির্দিষ্ট। (২৩) অর্থাৎ এমন বাগ-বাগিচা, যা তাদের জন্য চিরদিনের বসবাসের জায়গা হবে। তারা নিজেরাও তাতে প্রবেশ করবে, আর তাদের বাপ-দাদা, তাদের স্বামী-স্ত্রী এবং তাদের সন্তানদের মধ্যে যারা নেক ও সৎ তারাও তাদের সঙ্গে সেখানে যাবে। ফেরেশতারা প্রত্যেক দরজা দিয়ে তাদের সম্বর্ধনার জন্য উপস্থিত হবে।(২৪) এবং তাদের বলবেঃ 'তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, তোমরা দুনিয়ায় যেভাবে ধৈর্য অবলম্বন করেছিলে, তার দরুন আজ তোমরা এর অধিকারী হয়েছ।' কাজেই কতই না উত্তম পরকালের এই ঘর।

وَ الَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَ يَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ

নির্দেশ দিয়েছে | যা | কেটে ফেলে | ও | তা(দৃঢ়ভাবে) বেধেনেয়ার | পরে | আল্লাহর | ওয়াদা | ভংগকরে | যারা | এবং

اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَ يُفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ ۙ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ

এবং | অভিশাপ | তাদের জন্যে | ঐসব লোক | যমীনের | মধ্যে | তারা ফাসাদ করে | এবং | জুড়ে দিতে | তা সম্পর্কে | আল্লাহ

لَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ ﴿٢٥﴾ اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ يَقْدِرُ ؕ وَ فَرِحُوْا

তারা উল্লাসিত হয়েছে | এবং | পরিমিত দেন | এবং | তিনি ইচ্ছে করেন | যাকে | রিযক | প্রচুর দেন | আল্লাহ | ঘর | নিকৃষ্ট | তাদের জন্যে

بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؕ وَ مَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا مَتَاعٌ ﴿٢٦﴾ وَ يَقُوْلُ

বলে | এবং | (ক্ষণস্থায়ী) ভোগ সামগ্রী | ছাড়া | আখেরাতের | তুলনায় | দুনিয়ার | জীবন | নয় | এবং | দুনিয়ার | জীবন নিয়ে

الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ

পথভ্রষ্ট করেন | আল্লাহ | নিশ্চয়ই | বল | তাঁর রবের | থেকে | একটি নিদর্শন | তার উপর | নাযিল করা হল | কেন না | অস্বীকার করেছে | যারা

مَنْ يَّشَآءُ وَ يَهْدِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ اَنَابَ ﴿٢٧﴾ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ تَطْمَئِنُّ

শান্তি লাভ করে | ও | ঈমান এনেছে | যারা | ফিরে যায় | যে | তাঁর দিকে | পথ দেখান | ও | তিনি ইচ্ছে করেন | যাকে

قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ ؕ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ ﴿٢٨﴾ اَلَّذِيْنَ

যারা | অন্তরসমূহ | শান্তি লাভ করে | আল্লাহর | স্মরণে | জেনে রাখ | আল্লাহর | স্মরণে | তাদের অন্তরগুলো

اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ طُوْبٰى لَهُمْ وَ حُسْنُ مَاٰبٍ ﴿٢٩﴾

গন্তব্যস্থানও (পরিণতি) | উত্তম | ও | তাদের জন্যে রয়েছে | কল্যাণসমূহ | নেকী সমূহের | কাজ করেছে | ও | ঈমান এনেছে

(২৫) আর যেসব লোক আল্লাহর ওয়াদা প্রতিশ্রুতি কে শক্ত করে বেধে নেয়ার পর ভংগ করে, যারা সেই সব সম্পর্ক-সম্বন্ধ কেটে ফেলে যা জুড়ে রাখার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, আর যারা যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করে- তারা অভিশাপ পাওয়ার উপযুক্ত। আর তাদের জন্য পরকালে অত্যন্ত খারাব জায়গা হবে। (২৬) আল্লাহ যাকে চান প্রচুর রিযক দান করেন, আর যাকে চান পরিমিত পরিমাণে রেযক দেন। এই লোকেরা দুনিয়ার জীবনের আনন্দে নিমগ্ন হয়ে আছে। অথচ দুনিয়ার জীবন পরকালের তুলনায় এক সামান্য পরিমাণ সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয়।

রুকূ-৪ (২৭) এই লোকরা যারা (হযরত মুহাম্মদের (সঃ) রেসালাত ও নবুয়্যত মেনে নিতে) অস্বীকার করেছে, বলেঃ 'এই ব্যক্তির প্রতি তাঁর রবের নিকট হতে কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হল না কেন? বল আল্লাহ যাকে চান পথ ভ্রষ্ট করে দেন এবং তিনি তাঁর দিকে যাওয়ার পথ তাকেই দেখান যে তাঁর প্রতি ফিরে যায়।(২৮) এই ধরনের লোকেরাই (এই নবীর দাওয়াত) মেনে নিয়েছে এবং তাদের দিল পরম শান্তি ও স্বস্তি লাভ করে, আল্লাহর স্মরণের কারণে। জেনে রাখ, আল্লাহর স্মরণ আসলে সেই জিনিস যা দিয়ে দিল পরম শান্তি ও স্বস্তি লাভ করে থাকে। (২৯) অনন্তর যেসব লোক হক দাওয়াতকে মেনে নিয়েছে ও সৎকাজ করেছে তারা সৌভাগ্যবান। আর তাদের জন্য আছে অতি উত্তম পরিণতি।

كَذٰلِكَ اَرْسَلْنٰكَ فِيْۤ اُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَاۤ اُمَمٌ لِّتَتْلُوَاۡ

(হে মুহাম্মদ) এভাবে তোমাকে আমরা পাঠিয়েছি (রাসূলরূপে) মধ্যে এক জাতির নিশ্চয়ই অতীত হয়েছে তার পূর্বে জাতি সমূহ শুনানোর জন্যে

عَلَيْهِمُ الَّذِيْۤ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ وَ هُمْ يَكْفُرُوْنَ بِالرَّحْمٰنِ ط قُلْ هُوَ

তাদের কাছে যা আমরা ওহী করেছি তোমার প্রতি এ অবস্থায়ও তারা অস্বীকার করে অতীব দয়াময়কে বল তিনিই

رَبِّيْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ اِلَيْهِ مَتَابِ ۝٣٠ وَ لَوْ اَنَّ

আমার রব নাই কোন ইলাহ ছাড়া তিনি তারই উপর আমি ভরষা করেছি এবং তারই দিকে আমার প্রত্যাবর্তন এবং যদি যে (এমন হত)

قُرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْاَرْضُ اَوْ كُلِّمَ بِهِ

(এই) কুরআন গতিশীল করা যেত তা দিয়ে পাহাড় সমূহ বা খন্ডিত করা যেত তাদিয়ে যমীনকে অথবা কথা বলান যেত তাদিয়ে

الْمَوْتٰى ط بَلْ لِّلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِيْعًا ط اَفَلَمْ يَايْئَسِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْ لَّوْ

মৃতদেরকে(তবুও ঈমান আনত না) বরং আল্লাহর ইখতিয়ারে বিষয় সমস্তই তবে কি না নিরাশ হয়েছে যারা ঈমান এনেছে যে যদি

يَشَآءُ اللّٰهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيْعًا ط وَ لَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا تُصِيْبُهُمْ

ইচ্ছে করতেন আল্লাহ অবশ্যই পথ দেখাতেন লোকদের সকলকে এবং সর্বদাই যারা অস্বীকার করেছে তাদের পৌছবে

بِمَا صَنَعُوْا قَارِعَةٌ اَوْ تَحُلُّ قَرِيْبًا مِّنْ دَارِهِمْ حَتّٰى يَاْتِيَ وَعْدُ اللّٰهِ ط

একারণে যা তারা করেছে বিপদ অথবা নেমে আসবে নিকটে তাদের ঘরের যতক্ষণ না আসবে ওয়াদা আল্লাহর

(৩০) (হে মুহাম্মদ!) এরূপ মর্যাদারসাথে আমরা তোমাকে রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছি[১০]। এমন এক মানবগোষ্ঠীর প্রতি যাদের পূর্বে বহু সংখ্যক মানবগোষ্ঠী অতীত হয়ে গেছে, যেন তুমি এই লোকদেরকে সেই পয়গাম শুনাতে পার, যা আমরা তোমার প্রতি নাযিল করেছি। করেছি এই অবস্থায় যে, এই লোকেরা তাদের অতীব অনুগ্রহ সম্পন্ন আল্লাহর অমান্যকারী হয়ে রয়েছে। তাদেরকে বলঃ "তিনিই আমার রব, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই , তাঁরই উপর আমি ভরসা করেছি, এবংতারই দিকে আমার প্রত্যাবর্তন। (৩১) আর যদি এই কুরআন এমন হত, যার শক্তিতে পাহাড় চালান যেত বা যমীন দীর্ণ হত কিংবা মুর্দারা কবর হতে বের হয়ে কথা বলতে শুরু করত? (এ ধরনের নির্দশন দেখানো কঠিন কিছুই নয়)কিন্তু তারা ঈমান আনত না বরং সমস্ত ক্ষমতা-ইখতিয়ার তো আল্লহরই হাতে রয়েছে। [১১]। ঈমানদার লোকেরা (এখন পর্যন্ত কাফেরদের দাবী দাওয়ার জবাবে কোন নিদর্শন যাহির হওয়ার জন্য আশায় উদগ্রীব হয়ে বসেছিল এবং তারা এই কথা জানতে পেরে) নিরাশ হয়ে যায়নি যে, আল্লাহ চাইলে সমস্ত মানুষকেই হেদায়াত দান করতেন[১২]? যে সব লোক আল্লাহর সাথে কুফরীর আচরণ অবলম্বন করে রেখেছে তাদের উপর তাদের কার্যকলাপের কারণে কোন না কোন বিপদ আসতেই থাকে, কিংবা তাদের ঘরের নিকটে নাযিল হতেই থাকে, এই ধারাবাহিকতা চলতেই থাকবে যে পর্যন্ত না আল্লাহর ওয়াদা এসে পূর্ণ হয়।

(১০) অর্থাৎ এসব লোক যেসব নিদর্শনের দাবী করে সেরূপ কোন নিদর্শন ছাড়া।(১১) অর্থাৎ নিদর্শন বা নিশানী না দেখানোর অর্থ এই নয় যে আল্লাহতাআলা তা দেখাতে অক্ষম । বরং প্রকৃত কারণ হচ্ছে এ পন্থায় কাজ করা আল্লাহতা' আলার মসলেহাতের বিপরীত, তার বিচক্ষণতার সংগে সংগতিপূর্ণ নয়। কারণ লোকদের চিন্তা ও দৃষ্টির সংশোধন-সংস্কার ছাড়া হেদায়াত সম্ভব নয়। ১২। অর্থাৎ সমঝ-বুঝ ছাড়া যদি মাত্র বোধহীন বিশ্বাসই উদ্দেশ্য হতো তবে তার জন্যে নিশানী দেখানোর আনুষ্ঠানিকতার কি প্রয়োজন ছিল?

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর ওয়াদার খেলাফ করেন না।

রুকু-৫ (৩২) তোমার পূর্বেও বহু নবী-রসূলকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছে। কিন্তু আমি সব সময়ই অস্বীকার ও অমান্যকারীদের ঢিল দিয়ে এসেছি, আর শেষ পর্যন্ত তাদেরকে পাকড়াও করেছি। লক্ষ্যকর, আমার শাস্তি কত কঠিন ছিল। (৩৩) যিনি প্রত্যেকটি প্রানীর উপার্জনের উপর দৃষ্টি রাখেন, (তার মুকাবিলায় কি এ ধরনের দুঃসাহস করা হচ্ছে যে) লোকেরা তাঁর কিছু শরীক নির্দিষ্ট করে রেখেছে? হে নবী এদের বলঃ (তারা যদি বাস্তবিকই আল্লাহর নিজের বানানো শরীক হয়ে থাকে তবে) ' তাদের নাম কর দেখি কারা? তোমরা কি আল্লাহকে এক নতুন সংবাদ দিচ্ছ যা তিনি নিজের যমীনে আছে বলে জানেন না?' কিংবা তোমরা বাস্ মুখে যা আসে তাই বলে ফেলছ? প্রকৃত কথা এই যে, যে সব লোক হক ও দাওয়াত মেনে নিতে অস্বীকার করেছে, তাদের জন্য তাদের কুটকৌশল[১৩] সমূহকে আকর্ষণীয় বানিয়ে দেয়া হয়েছে। তা ছাড়া আল্লাহ যাকে ভ্রান্তিতে নিক্ষেপ করবেন তাকে পথ দেখাবার কেউ নেই।

আল্লাহ তো সমস্ত মানুষকে মু' মিনরূপে পয়দা করে এ কাজ করতে পারতেন।(১৩)। কারণ হচ্ছে, যে নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহ সমূহকে, যে ফেরেশতা ও আত্মাদেরকে অথবা যে সাধু ও মহৎ ব্যক্তিদের ইলাহী গুণ ও ক্ষমতার অধিকারী বলে মনে করা ও যাদেরকে আল্লাহর বিশেষ অধিকার সমূহে অংশীদার গণ্য করা হয়েছে আসলে তাদের মধ্যে কেউই কখনও না এই গুণ- ক্ষমতাগুলি নিজেদের বলে ঘোষণা করেছেন,আর না এই অধিকারগুলির কখনও দাবী করেছেন এবং না মানুষকে এই শিক্ষা দিয়েছেন যে তোমরা আমাদের উদ্দেশ্য উপসনার অনুষ্ঠানগুলি পালন কর, আমরা তোমাদের অভিষ্ট কাজ সম্পন্ন করে দেবো। বরং চালাক ও চতুর লোকেরাই জনসাধারণের উপর নিজেদের প্রভুত্বের প্রভাব প্রতিষ্ঠার জন্য ও তাদের উপার্জনের মধ্যে নিজের ভাগ বসানোর জন্য কতকগুলি কৃত্রিম রব গড়েছে। সাধারণকে সেই সব ঠাকুর- দেবতা ও কৃত্রিম আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী বানিয়েছে ও নিজেদেরকে কোন না কোনরূপে ঐ সব মিথ্যা আল্লার প্রতিনিধিরূপে পেশ করে মানুষকে প্রতারণা করে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করছে।

لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشَقُّ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ ﴿٣٤﴾ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ؕ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ اُكُلُهَا دَآئِمٌ وَّ ظِلُّهَا ؕ تِلْكَ عُقْبَى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا ۖۗ وَّ عُقْبَى الْكٰفِرِيْنَ النَّارُ ﴿٣٥﴾ وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَفْرَحُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمِنَ الْاَحْزَابِ مَنْ يُّنْكِرُ بَعْضَهٗ ؕ قُلْ اِنَّمَآ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ وَلَآ اُشْرِكَ بِهٖ ؕ اِلَيْهِ اَدْعُوْا وَاِلَيْهِ مَاٰبِ ﴿٣٦﴾ وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ؕ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا وَاقٍ ﴿٣٧﴾

(৩৪) এই ধরনের লোকদের জন্য দুনিয়ার জীবনেই আযাব রয়েছে আর পরকালীন আযাব তো তা হতেও কঠিন ও কঠোর। এমন কেউ নেই যে তাদেরকে আল্লাহর আযাব হতে রক্ষা করবে। (৩৫) আল্লাহ-ভীত লোকদের জন্য যে জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছে তার পরিচয় এই যে, তার পাদদেশ নির্ঝরিণী প্রবাহিত হচ্ছে। তার ফল ফলাদি চিরন্তন এবং তার ছায়া অবিনশ্বর। এই মুত্তাকী লোকদের পরিণাম। আর সত্য অমান্যকারীদের পরিণতি এই যে, তাদের জন্য জাহান্নামের আগুন রয়েছে। (৩৬) হে নবী, যে লোকদেরকে আমরা ইতিপূর্বে কিতাব দিয়েছিলাম, তারা এই কিতাব- যা আমরা তোমাকে দিয়েছি -পেয়ে সন্তুষ্ট। আর বিভিন্ন দলের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে, যারা কোন কোন কথা মানে না। তুমি স্পষ্ট বলে দাও যে, আমাকে তো কেবল আল্লাহর দাসত্ব ও বন্দেগী করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর নিষেধ করা হয়েছে তাঁর সাথে কাউকে শরীক বানাতে। কাজেই আমি তাঁর দিকেই আহ্বান করছি। আমার প্রত্যাবর্তনও তাঁরই দিকে। (৩৭) এই নির্দেশের সংগে আমরা এই আরবী ফরমান তোমার উপর নাযিল করেছি। এখন যদি তুমি তোমার নিকট আসা এই ইলম বর্তমান থাকা সত্ত্বেও লোকদের মনস্কামনার অনুসরণ কর তাহলে আল্লাহর মুকাবিলায় তোমার না কোন সাহায্যকারী আছে না তাঁর পাকড়াও হতে কেউ তোমাকে বাঁচাতে পারে।

রুকু-৬ (৩৮) তোমার পূর্বেও আমরা বহুসংখ্যক নবী-রসূল পাঠিয়েছি এবং তাদেরকে আমরা স্ত্রী-পুত্র-পরিজন সম্পন্ন বানিয়েছিলাম[১৪]। আর কোন রসূলেরই এই শক্তি ছিল না যে, আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকেই কোন নিদর্শন নিজেরাই দেখিয়ে দিবে; প্রত্যেক যুগের জন্যই একখানি কিতাব রয়েছে। (৩৯) বস্তুতঃ আল্লাহ যাই চান নিশ্চিহ্ন করে দেন, আর যা ইচ্ছা প্রতিষ্ঠিত রাখেন। উম্মুল কিতাব[১৫] (গ্রন্থের মূল উৎস) তো তাঁরই নিকট রক্ষিত। (৪০) আর হে নবী, এই লোকদেরকে আমরা যে খারাব পরিণতির ধমক দিচ্ছি, তার কোন অংশ চাই আমরা তোমার জীবদ্দশাতেই দেখিয়ে দিই কিংবা তা প্রাকাশিত হওয়ার পূর্বেই আমরা তোমাকে উঠিয়ে নিই- অবস্থা যাই হোক না কেন, তোমার কাজ তো শুধু পয়গাম পৌছে দেয়া, আর হিসাব গ্রহণ করা আমাদের কাজ। (৪১) এই লোকেরা কি দেখতে পায়না যে, আমরা এই যমীনের উপর চলে আসছি এবং তার পরিধি চারিদিক হতে সংকীর্ণ করে আনছি[১৬]; আল্লাহ শাসন ও ফায়সালা দান করছেন, তাঁর ফায়সালার রদকারী কেউ নেই এবং তাঁর হিসাব নিতে কিছুমাত্র দেরী লাগে না।

(১৪) এখানে নবী করীম (সঃ) সম্পর্কে একটি অভিযোগের জবাব দেয়া হচ্ছে। তারা বলতো যে এতো আচ্ছা নবী যার বিবিও আছে আবার বাচ্চাও আছে! পয়গম্বরদেরও বুঝি ইন্দ্রিয় কামনার সংগে সম্পর্ক থাকতে পারে! কিন্তু অন্যপক্ষে কোরায়েশগণ নিজেরাই হযরত ইব্রাহিম ও ইসমাঈলের (আঃ) বংশধর হওয়ার গৌরব করতো। (১৫) উম্মুল কিতাবের অর্থ হচ্ছে মুল কিতাব, অর্থাৎ সেই উৎস যার থেকে সমস্ত আসমানী গ্রন্থ নির্গত হয়েছে। (১৬) অর্থাৎ তোমাদের বিরুদ্ধবাদীরা কি দেখতে পাচ্ছে না যে- ইসলামের প্রভাব আরব ভূমির কোনায় কোনায় প্রসারিত হয়ে চলেছে? এবং চতুর্দিক থেকে তারা বেষ্টিত হয়ে আসছে। এটা যদি তাদের অন্তিম পরিণতির লক্ষণ না হয় তবে এটা কি? আল্লাহতায়ালা যে বলেছেন; 'আমি এই ভুখন্ডকে বেষ্টন করে চলে আসছি' এটা হচ্ছে একটা সুক্ষ মনোরম বর্ণনা পদ্ধতি। যেহেতু দাওয়াতে হক- সত্যের আহবান আল্লাতাআলারই পক্ষ থেকে হয় এবং আল্লাহতাআলা দাওয়াত পেশকারীদের সংগেই থাকেন -এজন্যে কোন ভূখন্ডে এই দাওয়াতের প্রসারকে আল্লাহতাআলা এই ভাবে বর্ণনা করেছেন যে, 'আমি নিজে এই ভুখন্ডে এগিয়ে চলে আসছি।'

(৪২) এর পূর্বে যে সব লোক অতীত হয়ে গেছে তারা বহু বড় বড় অপকৌশল অবলম্বন করেছিল। কিন্তু আসল চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকারী কৌশল তো পুরোপুরিই আল্লাহরই মুষ্টিতে নিবদ্ধ রয়েছে। তিনি জানেন কে কি সব কামাই-রোজগার করছে। আর অতি শীঘ্রই এই সত্য- অমান্যকারীরা দেখতে পারবে- কার পরিণাম ভাল হয়ে থাকে। (৪৩) এই অমান্যকারীরা বলে, ' তুমি আল্লাহর প্রেরিত (নবী) নও'। বলঃ 'আমার ও তোমাদের মাঝে আল্লাহর স্বাক্ষ্যই যথেষ্ট, তার পর এমন প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাক্ষ্যই যে আসমানী কিতাবের ইলম রাখে '।

সূরা ইবরাহীম

নামকরণ

ষষ্ঠ রুকুর প্রথম আয়াতঃ-وَإِذْ قَالَ إِبْرٰهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا--এ উল্লেখিত ইবরাহীম শব্দটিকে গোটা সূরার নাম হিসেবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এর অর্থ এ নয় যে, এ সূরায় ইবরাহীমের জীবন চরিত আলোচিত হয়েছে । বরং অন্যান্য অনেক সূরার ন্যায় এ শুধু আলামত হিসেবে ব্যবহৃত হয়ছে। অর্থাৎ এ সেই সূরা যাতে হযরত ইবরাহীমের উল্লেখ হয়েছে ।

নাযিল হওয়ার সময়

এ সূরার সাধারণ বর্ণনাভংগী মক্কার শেষ পর্যায়ে অবতীর্ণ সূরাসমূহের মতই। এ সূরা রা আদ এর নিকটবর্তী কালেই নাযিল হয়েছে বলে মনে হয়। বিশেষ করে তৃতীয় রুকুর প্রথম আয়াতে-

-(১৩নং আয়াত)।وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا-

- আমান্যকারীরা নিজেদের নবী রসূলগণকে বললঃ 'হয় আমাদের সমাজের মধ্যেই তোমাদের ফিরে আসতে হবে, অন্যথায় আমাদের এ দেশ হতে তোমাদের তাড়িয়ে দেব। 'এ থেকে স্পষ্ট ইংগিত পাওয়া যায় যে, এ সময় মক্কায় মুসলমানদের উপর যুলুম-নির্যাতন চরম সীমায় পৌছেছিল এবং মক্কাবাসীরা অতীত কালের কাফের জাতিগুলোর মত নিজেদের দেশ হতে ঈমানদার লোকদেরকে বহিস্কৃত ও বিতাড়িত করার জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছিল। এ কারণেই তাদের এমন ধমক দেয়া হয়েছে- যেরূপ ধমক তাদের নীতি অনুসরণকারী প্রাচীন জাতিসমূহকে দেয়া হয়েছিল। বলা হয়েছেঃ 'আমরা যালেম লোকদেরকে অবশ্যই ধ্বংস করে দেব।' পক্ষান্তরে ঈমানদার লোকদেরকে ঠিক সেরূপ সান্তনা দেয়া হয়েছে, যেমন দেয়া হয়েছিল তাদেরই পূর্বসূরীদের। বলা হয়েছিলঃ
-
- আমরা এ যালেম লোকদেরকে নির্মূল করার পর তোমাদেরকে এই ভু-ভাগে আবাদ করে দেব। অনুরূপ ভাবে শেষ রুকুর বাচনভংগীও এমন যা হতে এ সূরা মক্কী জীবনের শেষ পর্যায়ে অবতীর্ণ বলে স্পষ্ট বুঝা যায়।

মূলবক্তব্য

যে সব লোক নবী (সঃ) এর রেসালাত ও নবুয়্যতকে অমান্য করছিল এবং তার দাওয়াত ও আন্দোলনকে ব্যর্থ করে দেবার জন্যে সব রকমের নিকৃষ্টতম কলা-কৌশল অবলম্বন করছিল, এ সূরাতে মূলতঃ তাদেরই সাবধান করা হয়েছে। কিন্তু বুঝান অপেক্ষা সকর্তীকরণ, তিরস্কার, ভৎর্সনা ও হুকুমের সুর এ সূরায় অধিক তীব্র ও তীক্ষ্ম। এর কারণ এই যে, পূর্ববর্তী সূরাসমূহে বুঝদানের দায়িত্ব পূর্ণ মাত্রায় পালন করা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কুরাইশ কাফেরদের জিদ, হঠকারীতা, শত্রুতা, আক্রোশ, দুস্কৃতি, প্রতিবন্ধকতা এবং যুলুম ও নির্যাতনের মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধিই পেয়েই যাচ্ছিল।

اٰیَاتُهَا ٥٢ (١٤) سُوْرَةُ اِبْرٰهِيْمَ مَكِّيَّةٌ رُكُوْعَاتُهَا ٧

৫২ তার আয়াত (সংখ্যা) সূরা ইবরাহীম মক্কী ৭ তার রুকূ (সংখ্যা)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহর নামে (শুরু করছি) অশেষ দয়াবান অতীব মেহেরবান

الٓرٰ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ

আলিফ - লা- ম রা- (এই) কিতাব তা আমরা নাযিল করেছি তোমার প্রতি তুমি যেন বের কর লোকদেরকে থেকে অন্ধকার সমূহ দিকে আলোর

بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۝١ اللّٰهِ الَّذِيْ لَهٗ مَا فِي

অনুমতি ক্রমে তাদের রবের দিকে পথের পরাক্রমশালী স্বতঃই প্রশংসিত আল্লাহ তিনিই যার মালিকানায় যাকিছু মধ্যে আছে

السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَوَيْلٌ لِّلْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيْدِ ۝٢

আকাশ মন্ডলীর ও যা কিছু মধ্যে আছে পৃথিবীর এবং দূর্ভোগ কাফেরদের জন্যে হতে আযাব কঠোর

الَّذِيْنَ يَسْتَحِبُّوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ

যারা প্রাধান্য দেয় জীবনকে দুনিয়ার উপর আখেরাতের ও (মানুষকে) বাধাদেয় থেকে পথ

اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ؕ اُولٰٓئِكَ فِيْ ضَلٰلٍ بَعِيْدٍ ۝٣ وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ

আল্লাহর ও তাকে করতে চায় বাঁকা ঐসব লোক মধ্যে আছে গোমরাহীর (বহু) দূরে এবং না আমরা পাঠাই কোন

رَّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهٖ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ؕ فَيُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَ

রসূলকে এ ব্যতীত ভাষায় তার জাতির সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করেন যেন তাদেরকে অতপর পথভ্রষ্ট করেন আল্লাহ যাকে ইচ্ছে করেন ও

يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝٤

সৎ পথ দেখান যাকে ইচ্ছে করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়

রুকূ-১ (১) আলিফ লা-ম রা- হে মুহাম্মদ! এ একখানি কিতাব, যা আমরা তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যেন তুমি লোকদেরকে জমাট বাঁধা অন্ধকার হতে বের করে আলোর দিকে নিয়ে আসো -তাদের রবের দেয়া সুযোগ-সুবিধার সাহায্যে- সেই আল্লাহর পথে যিনি প্রবল পরাক্রান্ত ও নিজ সত্তায় নিজেই প্রশংসিত[১]। (২) আল্লাহই যমীন ও আসমানে বর্তমান সবকিছুরই মালিক। আর কঠিন শাস্তি রয়েছে সত্যদ্বীন অমান্যকারীদের জন্য। (৩) যারা দুনিয়ার জীবনকে পরকালের উপর অগ্রাধিকার দান করে, যারা আল্লাহর পথ হতে লোকদেরকে বিরত রাখে এবং চায় যে এই পথ (তাদের কামনা-বাসনা অনুযায়ী) বাঁকা হয়ে যাক; এই লোকেরা গোমরাহীতে বহুদূরে চলে গেছে। (৪) আমরা আমাদের বানী পৌছবার জন্য যখন যেখানেই কোন রসূল পাঠিয়েছি, সে নিজ জাতির জনগণের ভাষায় পয়গম পৌছেছে, যেন সে তাদেরকে ভাল ভাবেই কথা প্রকাশ করে বলতে পারে। অতঃপর আল্লাহ যাকে ইচ্ছে ভ্রান্ত করেন, আর যাকে চান হেদায়াত দান করেন। তিনি প্রবল-পরাক্রান্ত এবং সুবিজ্ঞ।

(১) 'হামীদ' শব্দটি যদিও 'মোহাম্মদ' শব্দের সমার্থবোধক, তুবও দুটি শব্দের মধ্যে এক সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। কোন ব্যক্তিকে তখনই 'মোহাম্মদ' বলা হলা হয় যখন তার প্রশংসা করা হয়েছে বা করা হয়। কিন্তু 'হামীদ' হচ্ছে স্বতঃই প্রশংসার যোগ্য- কেউ তার প্রশংসা করুক বা না করুক।

وَ لَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَاۤ اَنْ اَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ

এবং নিশ্চয়ই আমরা প্রেরন করেছিলাম মূসাকে আমাদের নিদর্শনাদি সহ যে বের কর তোমার জাতিকে থেকে অন্ধকার সমূহ দিকে আলোর

وَ ذَكِّرْهُمْ بِاَيّٰىمِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ۝٥ وَ

এবং তাদেরকে উপদেশ দাও দিনগুলো দিয়ে আল্লাহর নিশ্চয়ই মধ্যে আছে এর অবশ্যই নিদর্শনাবলী জন্যে প্রত্যেক পরম ধৈর্যশীল পরম কৃতজ্ঞ ব্যক্তির এবং

اِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ اَنْجٰىكُمْ مِّنْ اٰلِ

স্বরণকর যখন বলেছিল মূসা তার জাতিকে তোমরা স্মরণে রাখ অনুগ্রহ আল্লাহর তোমাদের উপর যখন তিনি তোমাদের উদ্ধার করেন থেকে সম্প্রদায়

فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ وَ يُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَ يَسْتَحْيُوْنَ

ফিরাউনের তোমাদের উপর তারা প্রয়োগ করত নিকৃষ্ট শাস্তি এবং তারা জবেহ করত তোমাদের পুত্র সন্তানদেরকে ও তারা জীবিত রাখত

نِسَآءَكُمْ ؕ وَ فِيْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ۝٦ وَ اِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ

তোমাদের নারীদেরকে এবং মধ্যে এর (ছিল) পরীক্ষা থেকে তোমাদের রবের বিরাট এবং (স্বরণ কর) যখন ঘোষণা করেন তোমার রব অবশ্যই যদি

ع ۲

شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَ لَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيْدٌ ۝٧ وَ قَالَ مُوْسٰٓى

তোমরা কৃতজ্ঞ হও অবশ্যই তোমাদের অধিকদেব এবং অবশ্যই যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ,হও (তবে) নিশ্চয়ই আমার শাস্তি অবশ্যই কঠোর এবং বলেছিল মূসা

اِنْ تَكْفُرُوْٓا اَنْتُمْ وَ مَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا ۙ فَاِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ حَمِيْدٌ ۝٨

যদি কুফ্‌রী কর তোমরা ও যা কিছু মধ্যে আছে পৃথিবীর সকলেই তবুও নিশ্চয়ই আল্লাহ অবশ্যই মুখাপেক্ষহীন স্বতঃই প্রশংসিত

(৫) আমরা এর পূর্বে মূসাকেও স্বীয় নিদর্শনাদিসহ পাঠিয়েছিলাম। তাকেও আমরা নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, তোমার নিজের জাতির লোকদেরকে অন্ধকার হতে বের করে আলোকে নিয়ে এসো, এবং তাদেরকে আল্লাহর ইতিহাসের[২] শিক্ষাপ্রদ ঘটনাবলী শুনিয়ে উপদেশ দাও। এতে বহু বড় বড় নিদর্শন বর্তমান- এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যারা ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী[৩]। (৬) স্মরণ কর, মূসা যখন তার জাতির লোকদেরকে বললঃ 'আল্লাহর সেই অনুগ্রহকে স্মরণে রাখবে যা তিনি তোমাদের প্রতি দান করেছেন। তিনি তোমাদেরকে ফিরাউনীদের হাত হতে মুক্ত করলেন যারা তোমাদেরকে কঠিন কষ্ট দিচ্ছিল, তোমাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করত এবং তোমাদের মেয়েলোকদেরকে জীবিত রাখত। এতে তোমাদের রবের তরফ হতে তোমাদের বড় অগ্নি পরীক্ষা নিহিত ছিল। রুকু-২ (৭) আর স্মরণ রেখো তোমাদের রব সাবধান করে দিয়েছিলেন যে, যদি কৃতজ্ঞ হও তাহলে আমি তোমাদেরকে আরো বেশী দান করব, আর যদি অকৃতজ্ঞতা করবে তাহলে জেনো আমার শাস্তি বড়ই কঠিন ও কঠোর।'' (৮) আর মূসা বলেছিলঃ 'তোমরা যদি কুফরী কর এবং যমীনের অধিবাসী সব লোকও যদি কাফের হয়ে যায় তবে আল্লাহতো মুখাপেক্ষহীন এবং নিজ সত্তায় নিজে প্রশংসিত।'

(২) 'আইয়াম' স্মরনীয় ঐতিহাসিক ঘটনাকে বুঝাতে আরবী ভাষায় একটি পারিভাষিক শব্দ । আইয়ামাল্লাহ- আল্লাহর দিনগুলি,এর অর্থ -মানবীয় ইতিহাসের সেই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়গুলি যার মধ্যে আল্লাহতা'আলা অতীত যুগের জাতিসমূহের বিরাট বিরাট ব্যক্তিদের তাদের কার্যফল হিসাবে শাস্তি বা পুরস্কার দান করেছেন। ৩। অর্থাৎ এ নিদর্শনসমূহ তো নিজ স্থানে বিদ্যমান আছে, কিন্তু তা থেকে উপকৃত হওয়া মাত্র সেই সব লোকদের কাজ যারা আল্লাহতা'আলার পরীক্ষাগুলি থেকে ধৈর্য ও দৃঢ়তার সংগে উত্তীর্ণ হয় ও আল্লাহতাআলার নেয়ামতসমূহের সঠিক উপলব্ধিসহ সে সবের জন্যে যথার্থ রূপে কৃতজ্ঞতা পালন করে।

اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوْحٍ وَّ عَادٍ وَّ ثَمُوْدَ ۬ۛ
তোমাদের কাছে আসে নাই কি | খবরাদি | (তাদের) যারা | তোমাদের(ছিল) পূর্বে | জাতি | নূহের | ও | আদ | ও | সামূদ

وَ الَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ۛؕ لَا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا اللّٰهُ ؕ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ
এবং | যারা | তাদের পরে (এসেছে) | না | তাদেরকে কেউ জানে | ব্যতীত | আল্লাহ | তাদের কাছে এসেছিল | তাদের রসূলরা

بِالْبَيِّنٰتِ فَرَدُّوْۤا اَيْدِيَهُمْ فِيْۤ اَفْوَاهِهِمْ وَ قَالُوْۤا اِنَّا كَفَرْنَا بِمَاۤ
সুস্পষ্ট নিদর্শনাদীসহ | অতঃপর তারা ফিরিয়েছে | তাদের হাতগুলো | মধ্যে | তাদের মুখগুলোর | এবং | তা বলেছিল | নিশ্চয়ই | আমরা অস্বীকার করলাম | ঐবিষয়ে যা

اُرْسِلْتُمْ بِهٖ وَ اِنَّا لَفِيْ شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُوْنَنَاۤ اِلَيْهِ مُرِيْبٍ ﴿۹﴾ قَالَتْ
তোমরা প্রেরিত হয়েছ | ঐ সম্বন্ধে | এবং | নিশ্চয় আমরা | অবশ্যই মধ্যে | সন্দেহের | তা হতে যা | আমাদের তোমরা ডাকছ | তারই দিকে | সন্দেহ উদ্রেককারী | বলেছিল

رُسُلُهُمْ اَفِي اللّٰهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ يَدْعُوْكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ
রসূলরা | কি আছে | আল্লাহর (সম্বন্ধে) | কোন সন্দেহ | যিনি সৃষ্টিকর্তা | আকাশমন্ডলীর | ও | পৃথিবির | তোমাদেরকে তিনি ডাকছেন | তোমাদের মাফ করে দেয়ার জন্য

مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَ يُؤَخِّرَكُمْ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ قَالُوْۤا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا
থেকে | তোমাদের পাপ সমূহ | এবং | তোমাদের অবকাশ দেবেন | পর্যন্ত | কাল | নির্দিষ্ট | তারা বলেছিল | নও | তোমরা | ব্যতীত

بَشَرٌ مِّثْلُنَا ؕ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَصُدُّوْنَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا فَاْتُوْنَا
মানুষ | আমাদের মত | তোমরা চাচ্ছ | আমাদের তোমরা যে বিরত রাখবে | ঐ বিষয়ে যা | ইবাদত করে আসছে | আমাদের পূর্বপুরুষরা | অতএব আমাদের কাছে আন

بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿۱۰﴾
কোন প্রমান | সুস্পষ্ট

(৯) তোমাদের নিকট[৪] কি সেই জাতি সমূহের অবস্থার বিবরণ পৌছেনি যারা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়ে গেছে? নূহের জাতি আদ সামূদ এবং তাদের পরবর্তী কালের বহু সংখ্যক জাতি- যাদের সংখ্যা আল্লাহই জানেন? তাদের নবী-রসূলগণ যখন তাদের নিকট স্পষ্ট কথা ও প্রকাশ্য নিদর্শনসমূহ নিয়ে আসল তারা নিজেদের মুখে হাত চেপে ধরল[৫]। এবং বললঃ যে পয়গামসহ তোমরা প্রেরিত হয়েছ আমরা তা মানি না; আর তোমরা যে জিনিসের দাওয়াত আমাদেরকে দিচ্ছ সে সম্পর্কে আমরা বড়ই কুণ্ঠাপূর্ণ-সন্দেহে পড়ে রয়েছি। (১০) নবীরসূলগণ বললঃ আল্লাহ সম্পর্কে সন্দেহ আছে কি? যিনি আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা? তিনি তোমাদেরকে ডাকছেন তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করার ও তোমাদেরকে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দেয়ার উদ্দেশ্যে। তারা জবাব দিলঃ তোমরা কিছুই নও-শুধু সেই রকম লোক-যেমন আমরা। তোমরা আমাদেরকে সেই ব্যক্তিসত্তাদের বন্দেগী করা হতে বিরত রাখতে চাও যাদের বন্দেগী বাপ-দাদা হতে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। তবে কোন সুস্পষ্ট সনদ পেশ কর।

(৪) হযরত মূসার (আঃ) ভাষণ উপরে সমাপ্ত হয়েছে। এখন সরাসরি মক্কার কাফেরদের প্রতি ভাষণ শুরু হচ্ছে।(৫) অর্থাৎ কোন গুরুত্ব না দিয়ে তাচ্ছিল্লভাবে উড়িয়ে দিয়েছিল।

(১১) নবী-রসূলরা বললঃ 'বাস্তবিকই আমরা কিছু নই, বরং আমরা তোমাদের মত মানুষ। কিন্তু আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে চান ধন্য করেন। আর আমাদের ক্ষমতা বা ইখতিয়ারে নাই যে, তোমাদের জন্য কোন সনদ এনে দেব। সনদ তো আল্লাহরই অনুমতিক্রমে আসতে পারে। আর আল্লাহরই উপর ঈমানদার লোকদের ভরষা করা কর্তব্য (১২) আমরা আল্লাহরই উপর ভরষা করব না কেন, যখন আমাদের জীবনের পথে পথে তিনিই আমাদেরকে পথ দেখিয়েছেন? তোমরা আমাদেরকে যে সব কষ্ট ও পীড়ন দাও সেজন্য আমরা ধৈর্য অবলম্বন করব, আর যারা ভরষা করে তাদের কেবল আল্লাহরই ভরষা করা উচিত।'

রুকু-৩ (১৩) শেষ পর্যন্ত অমান্যকারীরা তাদের নবী রসূলদের বললঃ 'হয় তোমাদেরকে আমাদের মিল্লাতে ফিরে আসতে হবে[৬], অন্যথায় আমরা তোমাদেরকে আমাদের দেশ হতে বহিষ্কার করে দেব।' তখন তাদের রব তাদের প্রতি অহী পাঠালেন যে, আমরা এই যালেমদেরকে ধ্বংস করে দেব। (১৪) আর তাদের পরে তোমাদেরকে যমীনে প্রতিষ্ঠিত করব। এ একটি পুরস্কার তার জন্য যে আমার নিকট জবাবদিহি করার ভয় রাখে এবং আমার আযাবের ভয় করে।

(৬) এর অর্থ এই নয় যে, পয়গম্বরেরা (আঃ) নবুয়তের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে নিজেদের পথভ্রষ্ট জাতির ধর্মীয় আদর্শ ও পদ্ধতির অনুবর্তী হয়ে থাকতেন, বরং এর অর্থ হচ্ছে যেহেতু নবুয়্যতের পূর্বে তারা এক প্রকারের নীরব জীবন যাপন করতেন, কোন ধর্মের প্রচার বা কোন প্রচলিত ধর্মের খন্ডন ও প্রতিবাদ তারা করতেন না- এই জন্য তাদের জাতি বুঝতো তিনি তাদেরই মিল্লাতের অন্তর্ভূক্ত, তাদেরই জীবনাদর্শ ও জীবন পদ্ধতির অনুবর্তী ছিলেন এবং নবুয়্যতের কাজ শুরু করে দেবার পর তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হতো- তিনি পৈত্রিক মিল্লাতের জীবন পদ্ধতি থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা নবুয়্যতের পূর্বেও কখনো মুশরেকদের মিল্লাতের অন্তর্ভুক্ত হতেন না যে তাদের বিরুদ্ধে মিল্লাত থেকে বিচ্যুতির অভিযোগ আনা যেতে পারে।

وَ اسْتَفْتَحُوْا وَ خَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ ﴿١٥﴾ مِّنْ وَّرَآئِهٖ جَهَنَّمُ وَ يُسْقٰى

এবং তারা ফায়সালা চাইল এবং ব্যর্থ হল প্রত্যেক উদ্ধত স্বৈরাচারী (সত্যেরদুশমন) তার পশ্চাতে (রয়েছে) জাহান্নাম এবং পান করান হবে

مِنْ مَّآءٍ صَدِيْدٍ ﴿١٦﴾ يَّتَجَرَّعُهٗ وَ لَا يَكَادُ يُسِيْغُهٗ وَ يَاْتِيْهِ الْمَوْتُ

থেকে পানি গলিত পুজের তা সে ঢোক গিলবে অথচ না প্রায় সম্ভব হবে তা গলধ করণ করা এবং তার কাছে আসবে মৃত্যু

مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّ مَا هُوَ بِمَيِّتٍ ؕ وَ مِنْ وَّرَآئِهٖ عَذَابٌ غَلِيْظٌ ﴿١٧﴾ مَثَلُ

থেকে প্রত্যেক জায়গা কিন্তু না সে (হবে) মৃত্যুবরণকারী এবং থেকে তার পশ্চাতে আযাব কঠোর দৃষ্টান্ত

الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ اَعْمَالُهُمْ كَرَمَادِ ۣاشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيْحُ فِيْ يَوْمٍ

যারা (তাদের) কুফরী করেছে তাদের রবের সাথে তাদের কাজ সমূহ যেন ভস্ম প্রচন্ড চলে তার সাথে বায়ু দিনে

عَاصِفٍ ؕ لَا يَقْدِرُوْنَ مِمَّا كَسَبُوْا عَلٰى شَيْءٍ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ ﴿١٨﴾

ঝটিকাপূর্ণ না তারা সমর্থ হবে তা হতে যা তারা উপার্জন করেছে উপর কিছুর এটা সেই গুমরাহী দূরের

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ بِالْحَقِّ ؕ اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ

না কি তুমি লক্ষ্যকর যে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবী মহাসত্যের উপর যদি তিনি ইচ্ছা করেন তোমাদের নিয়ে যাবেন

وَ يَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ ﴿١٩﴾ وَّ مَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ ﴿٢٠﴾ وَ بَرَزُوْا

ও নিয়ে আসবেন সৃষ্টি নয়া এবং নয় এটা উপর আল্লাহর কঠিন এবং উপস্থিত হবে (উন্মোচিত হবে)

لِلّٰهِ جَمِيْعًا فَقَالَ الضُّعَفٰٓؤُا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا

আল্লাহর কাছে সকলে অতঃপর বলবে দূর্বলেরা তাদেরকে যারা অহংকার করত আমরা নিশ্চয়ই ছিলাম তোমাদের জন্যে অধীন

(১৫) তারা চূড়ান্ত ফায়সালা চেয়েছিল। (এভাবেই তাদের ফায়সালা হল) আর প্রত্যেক উদ্ধত ও স্বৈরাচারী সত্যের দুশমন ব্যর্থ হয়ে গেল। (১৬) অতঃপর তার সামনের দিকে তার জন্য জাহান্নাম নির্দিষ্ট রয়েছে। সেখানে তাকে পুঁজ-রক্তের মত পানি পান করতে দেয়া হবে। (১৭) সে তা খুব কষ্ট করে গলধঃকরণ করতে চেষ্টা করবে, আর খুব কমই গলধঃকরণ করতে পারবে। মৃত্যুর ছায়া চারিদিক হতে আচ্ছন্ন করে রাখবে। কিন্তু সে মরতে পারবে না। আর সামনে এক কঠিন আযাব তার উপর চেপে বসবে। (১৮) যে সব লোক নিজেদের রবের সাথে কুফরী করেছে তাদের কাজের দৃষ্টান্ত সেই ভস্মের মত যাকে এক ঝটিকাপূর্ণ দিনের ঝড়ো হাওয়া উড়িয়ে দিয়েছে। তারা নিজেরদের কৃতকর্মের কোন ফলই পেতে পারে না। এ- প্রথম পর্যায়ের পথভ্রষ্টতা। (১৯) তোমরা কি দেখনা, আল্লাহ আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকে মহাসত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন?তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে নিয়ে যাবেন এবং এক নতুন সৃষ্টি তোমাদের স্থানে নিয়ে আসবেন। (২০) এরূপ করা তাঁর পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন নয়। (২১) আর এই লোকেরা যখন একত্রিত হয়ে আল্লাহর সামনে উন্মোচিত হবে, তখন এদের মধ্যে যারা পৃথিবীতে দূর্বল ছিল তারা যারা বড়লোক বনেছিল তাদেরকে বলবেঃ 'দুনিয়ায় আমরা তোমাদের অধীন ছিলাম,

এখন তোমরা আল্লাহর আযাব হতে আমাদেরকে বাঁচাবার জন্য কিছু করতে পার?' তারা জবাব দিবেঃ 'আল্লাহ যদি আমাদেরকেই মুক্তির কোন পথ দেখাতেন তাহলে আমরা অবশ্যই তোমাদেরও দেখতাম। এখন আহাজারী করি কি ধৈর্য অবলম্বন করি উভয়ই আমাদের জন্য সমান। আমাদের রক্ষা ও মুক্তি লাভের কোন উপায়ই নেই।'

রুকূ-৪ ২২। আর যখন চূড়ান্ত ফায়সালা করে দেয়া হবে তখন শয়তান বলবেঃ 'এতে কোনই সন্দেহ নেই যে, তোমাদের প্রতি আল্লাহ যে সব ওয়াদা করেছিলেন তা সবই সত্য ছিল। আর আমি যত ওয়াদাই করেছিলাম তন্মধ্যে কোন একটিও পুরা করি নাই। তোমাদের উপর আমার তো কোন জোর ছিলনা।আমি এছাড়া আর তো কিছু করিনি, শুধু এই করেছি যে, তোমাদেরকে আমার পথে চলার জন্য আহবান করেছি। আর তোমরা আমার আহবানে সাড়া দিয়েছ। এখন আমাকে দোষ দিওনা- তিরস্কার করো না, নিজেকেই নিজে তিরস্কৃত কর। এখানে না আমি তোমাদের ফরিয়াদ শুনতে পারি, না তোমরা আমার ফরিয়াদ শুনতে পার। ইতিপূর্বে তোমরা যে আমাকে খোদায়ী ব্যাপারে শরীক বানিয়ে নিয়েছিলে[৭], আমি তার দায়িত্ব হতে মুক্ত।' এরূপ যালেমদের জন্যতো কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি নিশ্চিত। ২৩। পক্ষান্তরে যেসব লোক দুনিয়ায় ঈমান এনেছে, আর যারা নেক আমল করেছে তদের এমন সব বাগীচায় প্রবেশ করান হবে, যে সবের নিম্ন দেশ দিয়ে নির্ঝরিণী প্রবহমান হবে।

(৭) এ কথা অতি সুস্পষ্ট যে, বিশ্বাসের দিক দিয়ে কেউই শয়তানকে আল্লাহর সাথে প্রভুত্ব ও মর্যাদার অংশীদার মনে করে না বা তার উপাসনা করে না; বরং সকলেই তার প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করে। কিন্তু তার আনুগত্য, দাসত্ব এবং জেনেশুনে বা অন্ধভাবে তার পন্থাপদ্ধতির অনুসরণ লোকে অবশ্য করে থাকে, এ কাজকেই এখানে শেরক বলা হয়েছে।

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ؕ تَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلٰمٌ ﴿٢٣﴾ اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ

তারা স্থায়ী হবে / তার মধ্যে / অনুমতিক্রমে / তাদের রবের / তাদের সম্বর্ধনা হবে / তার মধ্যে / সালাম / তুমি লক্ষ্য কর নাই কি / কেমন / বর্ণনা করেছেন / আল্লাহ

مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَّ فَرْعُهَا فِي

উপমা / বাক্য (কালেমাতাইয়েবা) / পবিত্র / (তা) একটি বৃক্ষের মত / (যা) পবিত্র / তার মূল / সুদৃঢ় / ও / তার শাখাগুলো

السَّمَآءِ ﴿٢٤﴾ تُؤْتِيْٓ اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍۭ بِاِذْنِ رَبِّهَا ؕ وَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ

ঊর্দ্ধে (বিস্তৃত) / দানকরে / তার ফল / প্রত্যেক / মুহূর্তে / অনুমতি ক্রমে / তার রবের / এবং / বর্ণনা করেন / আল্লাহ / দৃষ্টান্ত সমূহ

لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٥﴾ وَ مَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيْثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيْثَةِ

লোকদের জন্যে / তারা যাতে / শিক্ষা গ্রহণকরে / এবং / উপমা / বাক্য / নোংরা / (তা) একটি বৃক্ষের মত / নোংরা

اِجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْاَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ﴿٢٦﴾ يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ

উপড়ে নেয়া হয়েছে / থেকে / উপর / পৃথিবীর / নেই / তার জন্যে / কোন / স্থিতি / প্রতিষ্ঠিত করেন / আল্লাহ / (তাদের) যারা

اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْاٰخِرَةِ ۚ وَ يُضِلُّ اللّٰهُ

ঈমান এনেছে / বানী দিয়ে / সুদৃঢ় / মধ্যে / জীবনের / দুনিয়ার / এবং / মধ্যে / আখেরাতের / এবং / পথ ভ্রষ্ট করেন / আল্লাহ

الظّٰلِمِيْنَ ۙ وَ يَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ﴿٢٧﴾ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ

যালেমদের / ও / করেন / আল্লাহ / যা / ইচ্ছে / তুমি লক্ষ্য কর নাই কি / প্রতি / (তাদের) যারা / বদলে দিয়েছে / নিয়ামত

اللّٰهِ كُفْرًا وَّ اَحَلُّوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ﴿٢٨﴾ جَهَنَّمَ ۚ يَصْلَوْنَهَا ؕ وَ بِئْسَ الْقَرَارُ ﴿٢٩﴾

আল্লাহর / অকৃতজ্ঞ-তায় / এবং / নামিয়ে এনেছে / তাদের জাতিকে / ঘরে / ধ্বংসের / জাহান্নাম / তাতে তারা ঝলসে যাবে / এবং / অতিনিকৃষ্ট আশ্রয়স্থল

সেখানে তারা তাদের রবের অনুমতিক্রমে চিরদিন থাকবে। এবং সেখানে তাদের সম্বর্ধনা করা হবে মহা শান্তির মোবারকবাদ দিয়ে। (২৪) তোমরা কি দেখনা যে, আল্লাহ্‌তা'আলা কালেমায়ে তাইয়েবা কোন্ জিনিসের সাথে তুলনা করেছেন! তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে এই যেন একটি ভাল জাতের গাছ, যার শিকড় মাটির গভীরে দৃঢ়নিবদ্ধ হয়ে আছে এবং শাখাগুলি আকাশ পর্যন্ত পৌঁছেছে। (২৫) প্রতি মুহূর্তে তার রবের নির্দেশে নিজের ফল দান করছে। এসব দৃষ্টান্ত আল্লাহ এই জন্য দিচ্ছেন যেন লোকেরা এ হতে সবক গ্রহণ করে। (২৬) আর না-পাক কলেমার দৃষ্টান্ত হচ্ছে একটি খারাব জাতের গাছের মত যা মাটির উপরিভাগ হতে উপড়ে ফেলা যায়, তার কোন দৃঢ়তা নেই। (২৭) ঈমান গ্রহণকারীদেরকে আল্লাহ এক প্রতিষ্ঠিত প্রমাণিত কথার ভিত্তিতে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানেই প্রতিষ্ঠা দান করেন। আর যালেম লোকদেরকে আল্লাহ বিভ্রান্ত করে দেন। আল্লাহর ইখতিয়ার রয়েছে, যা চান করেন।

রুকূ-৫ (২৮) তুমি সেই লোকদেরকে দেখ নাই কি যারা আল্লাহর নিয়ামত লাভ করে তাকে অকৃতজ্ঞতায় পরিবর্তন করে দিয়েছে? (এবং নিজের সাথে) নিজেদের জাতিকেও ধ্বংসের ঘরে নিক্ষেপ করেছে- (২৯) অর্থাৎ জাহান্নাম, যেখানে তারা ঝলসে যাবে; এবং তা বড় নিকৃষ্টতম স্থান।

(৩০) আর যারা আল্লাহর কিছু সমকক্ষ বানিয়ে নিয়েছে যেন তারা তাদেরকে আল্লাহর পথ হতে বিভ্রান্ত করে দেয়- তাদেরকে বল, খুব মজা লুটে নাও। শেষ পর্যন্ত তোমাদেরকে জাহান্নামেই ফিরে যেতে হবে। (৩১) হে নবী, আমার যেসব বান্দাহ ঈমান এনেছে তাদেরকে বল যেন তারা নামায কায়েম করে আর আমরা তাদেরকে যা কিছু দান করেছি তা হতে প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে (কল্যানের পথে) ব্যয় করে, সেদিন আসার পূর্বে যেদিন না বেচা-কেনা হবে, না কোনরূপ বন্ধুত্ব রক্ষার কাজ হতে পারবে (৩২) আল্লাহ তো তিনিই যিনি যমীন ও আসমানকে পয়দা করেছেন এবং আসমান হতে পানি বর্ষণ করেছেন, আর তার সাহায্যে তোমাদেরকে রেযক পৌছবার জন্য নানা প্রকারের ফল-মূল সৃষ্টি করেছেন; যিনি নৌযানকে তোমাদের জন্য নিয়ন্ত্রিত ও করায়ত্ব করেছেন, তাঁর হুকুমে তা নদী- সমুদ্রে চলাচল করে। নদ-নদীগুলিকেও তোমাদের অধীন নিয়ন্ত্রিত করে দিয়েছেন।(৩৩) যিনি সূর্য ও চন্দ্রকে তোমাদের জন্য নিয়ন্ত্রিত করে দিয়েছেন, তা প্রতিনিয়ত চলছে। রাত ও দিনকেও তোমাদের জন্য নিয়ন্ত্রিত করেছেন[৮]।

(৮) তোমাদের জন্য 'মোসাখখার' 'করেছে এই কথাকে সাধারণতঃ লোকে ভুলবশতঃ তোমাদের অধীন ও অনুগত করে দেয়া হয়েছে- এই অর্থে গ্রহণ করে। এবং তারপর এই মর্মের আয়াতসমূহ থেকে অদ্ভুত অদ্ভুত অর্থ নির্গত করতে শুরু করে। এমন কি কেউ কেউ তো এতদূর পর্যন্ত মনে করে যে এই আয়াতের মর্মানুযায়ী আসমান সমূহ ও যমীনকে নিজেদের অধীন ও অনুগত করে নেয়া হচ্ছে মানুষের চরম উদ্দেশ্য। কিন্তু মানুষের জন্য এসব বস্তুর মোসাখখার করার অর্থ এছাড়া অন্য কিছু নয় যে আল্লাহত 'আলা সে সব বস্তুকে এরূপ বিধানে শৃংখলিত করে রেখেছেন যার ফলে সে সমস্ত বস্তু মানুষের জন্য হিতকর ও লাভদায়ক হয়েছে।

(৩৪) তিনি তোমাদেরকে সে সব কিছুই দিয়েছেন যা তোমরা চেয়েছ[৯]। তোমরা যদি আল্লাহর নিয়ামত সমূহ গণনা করতে চাও তবে তা করতে পারবে না। প্রকৃত কথা এই যে, মানুষ বড়ই অবিচারক ও অকৃতজ্ঞ।

রুকু-৬ (৩৫) স্মরণ কর সেই সময়, যখন ইবরাহীম দোয়া করেছিলঃ, 'হে পরোয়ারদিগার! এই শহর (অর্থাৎ মক্কা)কে শান্তিপূর্ণ শহর বানিয়ে দাও, আর আমাকে ও আমার সন্তানদেরকে মুর্তি পূঁজার পংকিলতা হতে বাঁচাও। (৩৬) হে আমার রব! এই মূর্তিগুলি বহু সংখ্যক মানুষকে গোমরাহীতে নিক্ষেপ করেছে। (সম্ভবতঃ এরা আমার সন্তানদেরকেও গোমরাহ করে দেবে, কাজেই তাদের মধ্য হতে) যারা আমার পথ ও আদর্শ অনুসরণ করবে সে আমার, আর যে আমার বিরুদ্ধ পথ অনুসরণ করবে তুমি নিশ্চিতই ক্ষমাদানকারী দয়াবান। (৩৭) হে আমাদের রব! আমি পানি ও তরুলতা শূণ্য এক মরু প্রান্তরে আমার সন্তানদের একটি অংশকে তোমার মহাসম্মানিত ঘরের নিকটে এনে পুনর্বাসিত করলাম। হে আল্লাহ, এ আমি এজন্যে করেছি যে, তারা এখানে নামাজ কায়েম করবে। অতএব লোকদের দিলকে এদের প্রতি অনুরক্ত বানিয়ে দাও এবং খাবার জন্য তাদেরকে ফল-মূল দান কর, সম্ভবতঃ এরা শোকারকারী হবে। (৩৮) হে আমাদের রব! তুমি জান, যা আমরা গোপন করি আর যা প্রকাশ করি"

(৯) অর্থাৎ তোমাদের প্রকৃতির সব চাহিদাপূর্ণ করেছেন, তোমাদের জীবনের জন্য যা কিছু প্রয়োজন ছিল তা সংগ্রহ করেছেন এবং তোমাদের অস্তিত্বের সংরক্ষণ ও বিকাশের জন্য যা কিছু উপায়- উপকরণ আবশ্যক ছিল সে সরেব ব্যবস্থা তিনি করেছেন।

وَ مَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْاَرْضِ وَ لَا فِي السَّمَآءِ ﴿٣٨﴾ اَلْحَمْدُ

এবং না গোপন থাকে কাছে আল্লাহর কোন কিছুই মধ্যে পৃথিবীর আর না মধ্যে আকাশের প্রশংসা মাত্রই

لِلّٰهِ الَّذِيْ وَهَبَ لِيْ عَلَى الْكِبَرِ اِسْمٰعِيْلَ وَ اِسْحٰقَ ط اِنَّ رَبِّيْ لَسَمِيْعُ

আল্লাহর জন্যে যিনি দান করেছেন আমাকে বার্ধক্যের অবস্থায় ইসমাঈলকে ও ইসহাককে নিশ্চয়ই আমার রব অবশ্যই শ্রবণ কারী

الدُّعَآءِ ﴿٣٩﴾ رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ رَبَّنَا وَ تَقَبَّلْ دُعَآءِ ﴿٤٠﴾

দোয়ার হে আমার রব আমাকে বানাও কায়েম কারী নামাজ এবং থেকে আমার বংশধরদের হে আমাদের রব এবং তুমি কবুল কর আমার দোয়া

ع رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَ لِوَالِدَيَّ وَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ ﴿٤١﴾ وَ لَا تَحْسَبَنَّ

১৮ হে আমাদের রব আমাকে মাফকর ও আমার পিতামাতাকে ও ঈমানদারদেরকে যে দিনে কায়েম হবে হিসাব এবং না কক্ষনই মনেকর(যেন)

اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُوْنَ ط اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيْهِ

আল্লাহ গাফিল তা হতে যা করছে যালেমরা শুধুমাত্র তিনি তাদেরকে অবকাশ দিচ্ছেন দিনের স্থির হবে তার মধ্যে

الْاَبْصَارُ ﴿٤٢﴾ مُهْطِعِيْنَ مُقْنِعِيْ رُءُوْسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ج وَ

দৃষ্টি সমূহ দৌড়াতে থাকবে উত্তোলনকারী হয়ে তাদের মাথাগুলো না ফিরবে তাদের দিকে তাদের পলক এবং

اَفْـِٕدَتُهُمْ هَوَآءٌ ﴿٤٣﴾ وَ اَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَاْتِيْهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ

তাদের অন্তরগুলো শূন্য (হবে) (আশা) এবং সতর্ককর লোকদেরকে সেদিনের তাদের আসবে আযাব তখন বলবে যারা

ظَلَمُوْا رَبَّنَآ اَخِّرْنَآ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ

যুলম করেছিল হে আমাদের রব আমাদের অবকাশ দিন পর্যন্ত (কিছু) কাল নিকটবর্তী

আর বাস্তবিকই আল্লাহ হতে কিছুই লুকিয়ে নেই, না যমীনে, না আসমানে। (৩৯) শোকর, সেই আল্লাহর যিনি আমাকে এই বার্ধক্য অবস্থায় ইসমাইল ও ইসহাকের মত পুত্র সন্তান দান করেছেন। আসল কথা এই যে, আমার রব অবশ্যই দোয়া শ্রবণ করেন। (৪০) হে আমার রব, আমাকে নামাজ কায়েমকারী বানাও, আর আমার সন্তানদের মধ্য হতেও (এমন লোক বের কর যারা এই কাজ করবে)! হে আমার রব আমার দোয়া কবুল কর। (৪১) হে আমার রব! আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে [১০] -আর সব ঈমানদার লোকদেরকে সেদিন ক্ষমা করে দিও যখন হিসাব কার্যকর হবে।

রুকূ-৭ (৪২) এখন এই যালেম লোকেরা যা কিছু করছে, আল্লাহকে তা হতে গাফিল মনে করো না। আল্লাহ তো তাদেরকে ঢিল দিচ্ছেন সেই দিনের জন্য যখন অবস্থা এই হবে যে, চোখগুলো দিক ভ্রান্ত হয়ে তাকিয়ে থাকবে। (৪৩) তারা মাথা তুলে পালিয়ে যেতে থাকবে, তাদের দৃষ্টি সমূহ উপরে নিবদ্ধ থাকলেও দিল উড়ে যাবে! (৪৪) হে মুহাম্মদ, সেদিন সম্পর্কে তুমি এই লোকদেরকে ভয় দেখাও যখন আযাব এদেরকে গ্রাস করবে।তখন যালেমরা বলবে হে আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে কিছু কালের জন্যে অবকাশদাও।

(১০) হযরত ইবরাহীম (আঃ) আপন জন্মভূমি হতে বের হয়ে যাওয়ার সময় তার পিতাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আমি আপনার জন্য আমার প্রতিপালক প্রভুর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করবো (মরিয়ম, আয়াত নং ৪৭।) নিজের সেই প্রতিশ্রুতি পালনে তিনি তার এই ক্ষমা ভিক্ষার প্রার্থনার মধ্যে পিতার জন্যও ক্ষমা ভিক্ষা করেছিলেন। কিন্তু পরে যখন তিনি জানলেন যে তার পিতা আল্লাহর দুশমন ছিল তখন তার থেকে নিজের পূর্ণ দায়িত্ব মুক্তির ও সম্পর্ক বিচ্ছিন্নতার কথা ঘোষণা করেন (তওবা আয়াত নং ১১৪)।

আমরা তোমার দাওয়াতে সাড়া দেব ও নবী রসূলদের অনুসরণ করব। কিন্তু (তাদেরকে স্পষ্ট জবাব দেয়া হবে যে,) তোমরা কি সেই লোক নও যারা ইতিপূর্বে কসম করে বলছিলে যে,তোমাদের জন্যে কখনই পতন হবে না? (৪৫) অথচ তোমরা এই জাতিগুলোর বসতিসমূহে বসবাস করতেছিলে, যারা নিজেরাই নিজের উপর যুলম করেছিল আর দেখছিল, আমরা তাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছি। তাদের দৃষ্টান্ত দিয়ে আমরা তোমাদেরকেও বুঝিয়েছি। (৪৬) তারা নিজেদের সব কৌশল প্রয়োগ করে দেখেছে। কিন্তু তাদের প্রত্যেকটি অপকৌশলের জবাব আল্লাহর নিকট বর্তমান ছিল, যদিও তাদের কৌশলগুলি এমন সাংঘাতিক ছিল যে, তাতে পর্বত নড়ে উঠতে পারে। (৪৭) অতএব হে নবী! তুমি কখনই ধারণা করবে না যে, আল্লাহ কখনো নিজের নবী-রসূলদের নিকট করা ওয়াদার খেলাপ কাজ করবেন। আল্লাহ সর্বজয়ী, প্রবল ও প্রতিশোধ গ্রহণকারী। (৪৮) তাদেরকে সেদিনের ভয় দেখাও যখন যমীন ও আসমান বদল করে অন্য কিছু করে দেয়া হবে[১১]। এবং সব কিছু মহাপরাক্রমশালী একমাত্র আল্লাহর সামনে উম্মোচিত হয়ে উপস্থিত হবে।

(১১) এই আয়াত ও কুরআনের অন্যান্য সংকেত থেকে জানা যায় যে, কিয়ামতে যমীন ও আসমান পূর্ণ রূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে অস্তিত্বহীন হয়ে যাবে না, বরং মাত্র বর্তমান প্রাকৃতিক ব্যবস্থাকে ওলট-পালট করে দেয়া হবে। তারপর প্রথম ও শেষ ফুৎকারের অন্তবর্তী বিশেষ সময়ের মধ্যে যার ব্যপ্তির পরিমাণ একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন- যমীন ও আসমানের বর্তমান রূপ ও গঠন পরিবর্তিত করে দেয়া হবে এবং অন্য একটি বিশ্ব ব্যবস্থা অন্য এক প্রকার প্রাকৃতিক বিধান সহকারে গঠন করে দেয়া হবে। এই হবে পর-জগত। এরপর শিঙ্গায় শেষ ফুৎকারের সংগে সংগে আদম সৃষ্টির পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ পয়দা হয়েছিল সকলকে নতুন করে জীবিত করা হবে, এবং তারা আল্লাহ তা'আলার সামনে উপস্থিত হবে। এই ঘটনাকেই কুরআনের ভাষায় হাশর- পুনরুত্থান বলা হয়ে থাকে। হাশর এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে সংগৃহীত ও একত্রিত করা।

(৪৯) সেদিন তুমি পাপী লোকদেরকে দেখবে, শৃংখলে হাত পা শক্ত করে বাঁধা রয়েছে। (৫০) আলকাতরার পোষাক পরে থাকবে এবং আগুনের স্ফূলিংগ তাদের মুখমন্ডল আচ্ছন্ন করে রাখবে। (৫১) এ হবে এই জন্য যে, আল্লাহ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার করা কাজের প্রতিফল দিবেন। হিসেব নিতে আল্লাহর কিছু মাত্র দেরী হয় না। (৫২) বস্তুতঃ এই একটি পয়গাম সব মানুষের জন্য। আর এ পাঠানো হয়েছে এ জন্য যে, তা দিয়ে তাদেরকে সাবধান করে দেয়া হবে এবং তারা জেনে নিবে যে, প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ শুধু একজন, আর বুদ্ধিমান লোকেরা যেন এই ব্যাপারে সচেতন হয়।

সূরা আল-হিজর

নামকরণ

এই সূরায় ৮০নং আয়াতের অংশ كَذَّبَ اَصْحٰبُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِيْنَ ব্যবহৃত الْحِجْرِ-শব্দটিকে গোটা সূরার নাম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ এটা সেই সূরা যাতে الْحِجْرِ- শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এই সূরার বিষয়-বস্তু ও বর্ণনাভংগী হতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এ সূরা নাযিল হওয়ার সময়-কাল সূরা ইবরাহীম নাযিল হওয়ার সময়েরর সঙ্গে মিলিত। এর পটভূমিতে দুটি জিনিস অতীব স্পষ্ট। একটি এই যে, নবী করীম (সঃ) ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছেন, একটা যুগ অতিবাহিত হয়ে গেছে। যাদেরকে এ দাওয়াত দেয়া হচ্ছে তারা ক্রমাগত হঠকারীতা, ঠাট্টা-বিদ্রুপ, প্রতিরোধ ও অত্যাচার-উৎপীড়নের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছে গেছে, অতঃপর এখন বুঝাবার সুযোগ কম এবং হুমকী ও সতর্কীকরণের সময়ই অধিক উপযুক্ত! দ্বিতীয় এই যে, নিজ জাতির অস্বীকৃতি, অবাধ্যতা ও প্রতিরোধের পাহাড় ভাঙতে ভাঙতে এবং তা অতিক্রম করতে করতেই নবী করীম (সঃ) শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, এর দরুন বার বার তার মন ভেঙ্গে যাচ্ছিল। এ অবস্থা দেখে আল্লাহতা'আলা রাসূল (সঃ) কে সান্তনা দিচ্ছেন এবং তাঁর সাহস বৃদ্ধির চেষ্টা করেছেন।

মূল বক্তব্য ও আলোচ্য বিষয়

মূলতঃ দু'টি কথাই এ সূরায় বর্ণিত হয়েছে। সতর্ক করা হচ্ছে সেই লোকদেরকে, যারা নবী করীম (সঃ) এর দাওয়াতকে অস্বীকার করছিল এবং তাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছিল; তাঁর কাজে নানা ভাবে বাধা দান করছিল। অপরদিকে নবী করীম (সঃ) কে সান্তনা দান করা হচ্ছে এবং তাঁর সাহস ও মনোবল বৃদ্ধি করা হচ্ছে। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে, এ সূরায় কোন প্রকার নসিহত করা হয়নি, মানুষকে বুঝাতে চেষ্টা করা হয়নি। বস্তুতঃ এসব হতে সূরাটি মুক্ত নয়। কুরআনের কোথাও আল্লাহতাআলা শুধু তাম্বীহ কিংবা নিছক শাসন-ভর্ৎসনা করে ক্ষান্ত হননি। কঠিন কঠিন ধমক ভর্ৎসনার মাঝেও তিনি নসিহত করতে, নানা উপদেশ দিতে এবং প্রকৃত ব্যাপারকে বুঝিয়ে সৎ-পথগামী বানাতে কোন প্রকার ত্রুটি করেন নি। এ সূরায়ও তাই একদিকে তওহীদ প্রমাণকারী দলিলাদির প্রতি সংক্ষিপ্ত ইংগিত দেয়া হয়েছে, আর অপরদিকে আদম ও ইবলীস সংক্রান্ত কাহিনী শুনিয়ে এক মহা উপদেশের অবতারণা করা হয়েছে।

آيَاتُهَا ٩٩ — سُوْرَةُ الْحِجْرِ مَكِّيَّةٌ — رُكُوْعَاتُهَا ٦

৯৯ তার আয়াত (সংখ্যা) — সূরা আল হিজর মক্কী — ৬ তার রুকূ (সংখ্যা)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহর নামে (শুরু করছি) — অতীব দয়াবান — অশেষ মেহেরবান

الٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ وَ قُرْاٰنٍ مُّبِيْنٍ ۝١

আলিফ লা-ম রা- — এগুলো — আয়াত — কিতাবের — এবং — কুরআনের — (যা) সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী

رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ ۝٢

(যখন)সময় আসবে — আকাংখা করবে — যারা — কুফরী করেছে — যদি — তারা হত — (আত্মসমর্পণ কারী) মুসলমান

ذَرْهُمْ يَاْكُلُوْا وَ يَتَمَتَّعُوْا وَ يُلْهِهِمُ الْاَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ۝٣

তাদেরকে ছেড়েদাও — তারা খেতে থাকুক — ও — তারা ভোগ করুক — এবং — তাদেরকেমোহাচ্ছন্ন রাখুক — আশা আকাংখা — অতঃপর শীঘ্রই — তারা জানবে

وَ مَاۤ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا وَ لَهَا كِتَابٌ مَّعْلُوْمٌ ۝٤

এবং — না — আমরা ধ্বংস করি — কোন — জন বসতিকে — যে এ ছাড়া — এবং — তার জন্যে ছিল — (অবকাশে) মেয়াদ — নির্দিষ্ট

مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَ مَا يَسْتَاْخِرُوْنَ ۝٥

না — আগে করতে পারে — কোন — জাতি — তার কালকে — আর — না — বিলম্বিত করতে পারে

وَ قَالُوْا يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْ نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ اِنَّكَ لَمَجْنُوْنٌ ۝٦

এবং — তারা বলে — ওহে — যে — নাযিল করা হয়েছে — তার উপর — উপদেশ (কুরআন) — তুমি নিশ্চয়ই — অবশ্যই — উন্মাদ

রুকূ-১ (১) আলিফ লা-ম রা- এ আল্লাহর কিতাব ও সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী কুরআনের আয়াত[১]। (২) এ দূরের ব্যাপার নয় যে, এমন একটা সময় আসবে, যখন তারাই- যারা আজ (ইসলামের দাওয়াত কবুল করতে) অস্বীকার করেছে, অনুতাপ ও আফসোস করে বলবে, হায়! আমরা যদি অনুগত হয়ে মেনে নিতাম! (৩) তুমি এদেরকে পরিহার কর। এরা পানাহার ও স্বাদ-আস্বাদন করুক এবং গাফিলতিতে ডুবিয়ে রাখুক মিথ্যা আশা-আকাংখার। অতি শীঘ্রই এরা জানতে পারবে। (৪) আমরা ইতিপূর্বে যে জন-বসতিকেই ধ্বংস করেছি তার জন্য কর্মের এক বিশেষ অবকাশ লিখে দেয়া হয়েছিল। (৫) কোন জাতি না স্বীয় নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে ধ্বংস হতে পারে, না তার পরে নিষ্কৃতি পেতে পারে। (৬) এই লোকেরা বলেঃ হে সেই ব্যক্তি যার প্রতি এই যিকর [২] নাযিল হয়েছে, তুমি নিঃসন্দেহে পাগল।[৩]

(১) কুরআনের জন্য 'মুবিন',- সুস্পষ্ট শব্দটি গুনবাচক রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। এর তাৎপর্য হচ্ছে এ আয়াত হচেছ সেই কুরআনের যা নিজের উদ্দেশ্য ও বক্তব্য স্পষ্ট-পরিষ্কার রূপে ব্যক্ত করে। (২) 'যিকর' শব্দ পরিভাসারূপে আল্লাহর কালামের জন্য কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা তা পূর্ণ নসীহত হিসেবেই আসে। পূর্বে যত গ্রন্থ পয়গম্বরদের উপর অবতীর্ণ হয়েছে তা সবই 'যিকর' ছিল। 'যিকর' এর আসল অর্থ হচ্ছে 'স্মরণ করে' দেয়া 'সতর্ক করা' ও 'উপদেশ দান করা'। (৩) তারা এ কথা বিদ্রুপ করে বলতো। তারা তো এ কথা স্বীকারই করতো না যে 'যিকর' নবী করীম (সঃ) এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে। এ স্বীকার করে নেওয়ার পর তারা তো আর তাকে পাগল বলতে পারে না। আসলে তাদের এ কথার অর্থ ছিল 'ওহে, তুমি যে দাবী কর যে, আমার উপর যিকর নাযিল হয়েছে।'

(৭) তুমি যদি সত্য হতে, তাহলে আমাদের সামনে ফেরেশতাদেরকে কেন নিয়ে আস না?' (৮) আমরা ফেরেশতাদেরকে শুধু শুধু নাযিল করি না; তারা যখন অবতীর্ণ হয় তখন মহাসত্যের সাথে অবতীর্ণ হয়। অতঃপর তাদেরকে আর কোন অবকাশ দেয়া হয় না[৪]। (৯) নিশ্চয়ই এই যিকর আমরাই নাযিল করেছি, এবং অবশ্যই আমরাই তার হিফাযতকারী। (১০) হে মুহাম্মদ, আমরা তোমার পূর্বে অতীতের বহু জাতির মধ্যে নবী-রসূল প্রেরণ করেছি। (১১) কখনো এমন হয়নি যে, তাদের নিকট কোন রসূল আসল, আর তারা তার প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রুপ করেনি (১২) অপরাধী লোকদের দিলে তো আমরা এই যিকরকে এমনি ভাবে (লৌহ শলাকার মত) প্রবিষ্ট করিয়ে দিই[৫]। (১৩) তারা এর প্রতি ঈমান আনে না। প্রাচীন কাল হতেই এই প্রকৃতির লোকদের এই নীতিই চলে আসছে। (১৪) আমরা যদি তাদের প্রতি আসমানের কোন দুয়ার খুলে দিতাম, আর তারা তাতে আরোহণও করতে থাকত। (১৫) তখনও তারা বলতো যে, আমাদের চোখকে ধোকা দেয়া হচ্ছে। বরং আমাদের উপর যাদু করা হয়েছে।

(৪) অর্থাৎ নিছক তামাসা দেখানোর জন্য ফেরেশতাদের অবতরণ করা হয় না যে- কোন কওম বললো ফেরেশতাদের ডাক আর অমনিই ফেরেশতারা এসে হাযির হয়ে গেল! সেই অন্তিম সময়েই তো মাত্র ফেরেশতাদের পাঠানো হয়ে থাকে যখন কোন জাতির শেষ ফায়সালা চুকিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। হক এর সংগে অবতীর্ণ হয় এর অর্থ হক নিয়ে অবতীর্ণ হয়। সত্য সহকারে অবতীর্ণ হয়, এর অর্থ সত্য নিয়ে অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ আল্লাহর সত্য ফায়সালা নিয়ে তারা অবতীর্ণ হয় এবং তা কার্যকরী করে তারা ক্ষান্ত হয়। (৫) মূলে سَلَكَ ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী ভাষায় سَلَكَ এর অর্থ কোন জিনিসকে অন্য জিনিসের মধ্যে চালানো, অতিক্রম করানো বা প্রবেশ করানো; যেমন সূচের ছিদ্র দিয়ে সূতা অতিক্রম করানো হয়। সুতরাং আয়াতটার অর্থ হচ্ছে মুমিনের হৃদয়ের মধ্যে 'যিকর' অন্তরের তৃপ্তি ও আত্মার জীবিকারূপে অবতীর্ণ হয়; কিন্তু অপরাধী লোকদের হৃদয়ের মধ্যে তা যেন পটকাস্বরূপ বিদ্ধ হয়, তা শুনে তাদের মধ্যে এমন আগুণ জলে উঠে যেন একটি গরম শলাকা তাদের বুকের মধ্যে দিয়ে পার হয়ে গেল!

রুকু-২ (১৬) এ আমাদের কীর্তিবিশেষ যে, আসমানে আমরা বহুসংখ্যক সুদৃঢ় দুর্গ ৬ বানিয়েছি, সেই সবকে দর্শকদের জন্য (তারকারাজি দিয়ে) সুসজ্জিত করে দিয়েছি। (১৭) এবং প্রত্যেক অভিশপ্ত শয়তান হতে সেই গুলোকে সুরক্ষিত করে দিয়েছি। (১৮) কোন শয়তান তাতে প্রবেশ করতে পারে না। তবে কোন কিছু শুনে নেয়া অন্য কথা,[৭]। আর যখন সে কোন কিছু শুনতে চেষ্টা করে, তখন একটি উজ্জল অগ্নিশিখা তার পশ্চাতে ধাবিত হয়[৮]। (১৯) আমরা যমীনকে বিস্তৃত করেছি, তাতে পাহাড় গেড়ে দিয়েছি, তাতে সব জাতের উদ্ভিদ যথাযথ পরিমাণে সৃষ্টি করেছি। (২০) এবং তাতে জীবিকার উপকরণ সংগ্রহ করে দিয়েছি তোমাদের জন্যও, আর সেই অসংখ্য মখলুকের জন্যও যাদের রেযকদাতা তোমরা নও। (২১) কোন জিনিসই এমন নেই যার সম্পদের স্তুপ আমাদের নিকট বর্তমান নেই। আর যে জিনিসকে আমরা নাযিল করি এক নির্দিষ্ট পরিমাণে নাযিল করি।(২২) ফলদায়ক বায়ু আমরাই পাঠাই, পরে পানি বর্ষণকরি, আর সেই পানি দিয়ে তোমাদের সিক্ত করি। এই সম্পদের কোষাধক্ষ তোমরা নও।

(৬) মূলে 'বুরুজ' ব্যবহৃত হয়েছে। আরবি ভাসায় দুর্গ, প্রাসাদ এবং অতি মজবুত ইমারাতকে বুরুজ বলা হয়। পরবর্তী প্রসংগের বিষয় চিন্তা করলে মনে হয়- সম্ভবত এ দিয়ে উর্দ্ধ -জগতের এক এক সীমাবদ্ধ খন্ডকে বোঝানো হয়েছে যার মধ্যকার প্রতিটি খন্ড অন্য খন্ড থেকে অতি দৃঢ় ও মজবুত সীমারেখা দিয়ে সুরক্ষিত ও পৃথক করা আছে। এই অর্থের দিক দিয়ে আমি বুরুজ এর অর্থ সুরক্ষিত সীমাবদ্ধ অঞ্চল বা খন্ডরূপে গ্রহণ করা সঠিকতর মনে করি। (৭) অর্থাৎ সেই সব শয়তান যারা নিজেদের বন্ধু বান্ধবদের অদৃশ্য জগতের সংবাদ সরবরাহ করার চেষ্টা করে। তাদের কাছে প্রকৃতপক্ষে অদৃশ্য বিষয় জানার আদৌ কোন উপায় নেই। এই সৃষ্টি জগৎ তাদের জন্য উন্মুক্ত নয় যে তারা যথা ইচ্ছা তথা যাবে ও আল্লাহর গুপ্ত রহস্যসমূহ জেনে নেবে। তারা শুনে জেনে নেবার চেষ্টা তো অবশ্যই করে; কিন্তু আসলে তাদের পাল্লায় কিছু পড়ে না।(৮)-شِهَابٌ এর অভিধানিক অর্থ উজ্জ্বল অগ্নিশিখা। কুরআন মজীদের অন্যত্র এই অর্থে - شِهَابٌ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, অর্থাৎ অন্ধকার ভোদকারী অগ্নিশিখা আমাদের ভাষায় আমরা খসে পড়া তারা' বলতে যে আধার ভোদকারী অগ্নিশিখাকে বুঝায় এক্ষেত্রে নিশ্চিত সে বস্তুকেই বুঝানো হয়েছে- এরূপ নাও হতে পারে। এ অন্য কোন প্রকারের

(২৩) জীবন ও মৃত্যু আমরাই দিই এবং আমরাই সকলের উত্তরাধিকারী[৯]। (২৪) পূর্বে যেসব লোক তোমাদের মধ্য হতে চলে গেছে তাদেরকেও আমরা দেখে রেখেছি। আর পরে আসা লোকেরাও আমাদের চোখের সামনে রয়েছে। (২৫) তোমার রব নিশ্চিতই এ সবকে একত্রিত করবেন। তিনি বিজ্ঞানীও এবং সুবিজ্ঞও।

রুকু-৩ (২৬) আমরা মানুষকে পচা মাটির শুষ্ক গাড়া হতে বানিয়েছি[১০]।(২৭) এর পূর্বে জ্বিন জাতিকে আমরা আগুনের লেলিহান শিখা হতে সৃষ্টি করেছি[১১]। (২৮) অতঃপর স্মরণ কর সেই সময়ের ব্যাপার, যখন তোমাদের রব ফেরেশতাদের বললেনঃ 'আমি শীঘ্রই পচা মৃত্তিকার শুষ্ক গাড়া হতে একটি মানুষ পয়দা করব। (২৯) আমি যখন তাকে পুরা মাত্রায় বানিয়ে ফেলব এবং তাতে নিজের রূহ হতে কিছু ফুকে দিব, তখন তোমরা তার সামনে সিজদায় পড়ে যাবে'।

রশ্মিও হতেও পারে যথা- মহাজাগতিক রশ্মি বা তার থেকে এমন কোন তীব্রতর রশ্মিও হতে পারে যা এখনও আমাদের জ্ঞানের সীমার বাইরে অনাবিস্কৃত আছে। আর এও সম্ভব হতে পারে যে এ দিয়ে সেই আধার বিদারক অগ্নিশিখা বুঝাচ্ছে যাকে আমরা পৃথিবী পৃষ্টের দিকে পতিত হতে চোখে দেখতে পাই; এবং এই জিনিসেরই দিয়ে উর্দ্ধ জগতের দিকে শয়তানদের উত্থান বিঘ্নিত হয়। (৯) অর্থাৎ তোমাদের পর আমিই একমাত্র স্থায়ী থাকবো। আর যা কিছু লাভ করেছো তা সবই মাত্র অস্থায়ীভাবে ব্যবহারের জন্য পেয়েছো। শেষে, আমার দেয়া প্রতিটি জিনিস ত্যাগ করে তোমাকে খালি হাতে বিদায় নিয়ে যেতে হবে। এবং এ সমস্ত জিনিস যেমন ছিল তেমন ঠিক একইভাবে আমরাই ভান্ডারে থেকে যাবে। (১০) এখানে পবিত্র কুরআন এ বিষয়টি পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত করছে যে, মানুষ পাশবিকতার স্তর থেকে ক্রমে ক্রমে মানবিকতার পর্যায়ে উপনীত হয় নি- যেমনভাবে আধুনিক কালের ডারউইনের মতবাদ প্রভাবিত কুরআনের তফসীরকারেরা প্রমাণ করার চেষ্টা করে থাকেন। বরং মানুষের সৃষ্টির সূচনা সরাসরি মৃত্তিকার উপাদান থেকে হয়েছে এবং আল্লাহতা 'আলা সে উপাদানের প্রকৃতি সালসলিম মিন হামাইমমাসনূন صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ-শব্দ দিয়ে বর্ণনা করেছেন। এ শব্দগুলি পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত করছে যে পচে যাওয়া মাটির খামির নিয়ে একটি পুতুল তৈরী করা হয়েছিল যা পরে শুকিয়ে যায় এবং তারপর তার মধ্যে আত্মা ফুৎকারিত হয়। (১১) السَّمُوم- গরম হাওয়াকে বলে। এবং আগুণকে যখন 'সামুম' বলে বিশেষিত করা হয় তখন তার দিয়ে আগুন না বুঝিয়ে তীব্র গরম বুঝানো হয়ে থাকে। এর দিয়ে কুরআন মজীদে যে যে স্থলে বলা হয়েছে যে জ্বিন আগুন

(৩০) ফলে সব ফেরেশতাই সিজদা করল, (৩১) ইবলীস ব্যতীত; সে সিজদাকারীদের সংগী হতে অস্বীকার করল। (৩২) আল্লাহ জিজ্ঞাসা করলেনঃ ' হে ইবলীস তোমার কি হয়েছে; তুমি সিজদাকারীদের সঙ্গী হলে না কেন? ' (৩৩) সে বললঃ ' এ আমার কাজ নয় যে, আমি সেই মানুষকে সিজদা করব, যাকে আপনি পচা মাটির শুষ্ক গাড়া হতে সৃষ্টি করেছেন ' । (৩৪) আল্লাহ বললেনঃ ' ঠিক আছে, তুমি এখান হতে বের হয়ে যাও; কেননা তুমি প্রত্যাখাত। (৩৫) এবং বিচার দিন পর্যন্ত তোমার উপর অভিশম্পাত। ' (৩৬) সে বললঃ 'হে আমার রব! তাই যদি হয়ে থাকে তবে আমাকে সেই দিন পর্যন্ত অবকাশ দিন, যখন সব মানুষকে উঠানো হবে। ' (৩৭)তিনি বললেনঃ ' আচ্ছা তোমাকে অবকাশ দেয়া হল। (৩৮) সেই দিন পর্যন্ত, যার সময় আমারই জানা আছে! ' (৩৯) সে বললঃ ' হে আমার রব! যেমন করে আপনি আমাকে বিভ্রান্ত করেছেন, অনুরূপ ভাবে আমি এখন পৃথিবীতে তাদের জন্য চাকচিক্যের সৃষ্টি করে এই সকলকে বিভ্রান্ত করে দেব। (৪০)আপনার সেই সব বান্দা ছাড়া যাদেরকে আপনি তাদের মধ্যে হতে একনিষ্ঠ বানিয়ে নিয়েছেন। ' (৪১) তিনি বললেন ' ঃ এ একটি সোজা পথ আমারই পর্যন্ত পৌচেছে[১২]।

দিয়ে সৃষ্টি হয়েচে সে সব জায়গার ব্যাখ্যা পরিস্ফুটিত হয়। (১২) هٰذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيْمٌ---এর দুই প্রকার অর্থ হতে পারেঃ এক অর্থ যা আমি অনুবাদে করেছি। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে- এ কথা ঠিক, আমিও একথা রক্ষা করবো।

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿٤٢﴾

নিশ্চয়ই (যারা) | আমার বান্দারা | নাই | তোমার জন্যে | তাদের উপর | কোন কর্তৃত্ব | এছাড়া | যে | তোমার অনুসরণ করবে | পথ ভ্রষ্ট

وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٣﴾ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ ط لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ

এবং | নিশ্চয়ই | জাহান্নাম | অবশ্যই ওয়াদার জায়গা | তাদের | সকলের | তার আছে | সাতটি | দরজা | জন্যে প্রত্যেক | দরজার | তাদের থেকে

جُزْءٌ مَقْسُومٌ ﴿٤٤﴾ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٤٥﴾ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ

অংশ (দল) | ভাগ করা | নিশ্চয়ই | মুত্তাকীরা | মধ্যে | জান্নাতের | ও | ঝর্ণা ধারা সমূহের | তাতে তোমরা প্রবেশ কর | শান্তির সাথে

آمِنِينَ ﴿٤٦﴾ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ﴿٤٧﴾

নিরাপদে | এবং | আমরা বের করে দেব | যা | মধ্যে আছে | তাদের অন্তর সমূহের | ঈর্ষা | ভ্রাতৃভাবে (তারা বসবে) | উপর | আসন সমূহের | পরস্পরে মুখোমুখিভাবে

لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴿٤٨﴾ نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي

না | তাদের স্পর্শ করবে | তার মধ্যে | কোন অবসাদ | আছে | না | তারা | তা থেকে | বহিষ্কৃত হবে | জানিয়ে দাও | আমার বান্দাদের | যে আমি

أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٤٩﴾ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ﴿٥٠﴾ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ

আমিই | ক্ষমাশীল | অশেষ মেহেরবান | এবং | (এও) যে | আমার শাস্তিও | তা | শাস্তি | মর্মন্তুদ | এবং | তাদের জানিয়ে দাও | সম্পর্কে

ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ﴿٥١﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا ط قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ ﴿٥٢﴾

মেহমান | ইবরাহীমের | যখন | তারা প্রবেশ করেছিল | তার কাছে | অতঃপর তারা বলেছিল | (তোমাকে) সালাম | সে বলল | নিশ্চয়ই আমরা | তোমাদের থেকে | আতঙ্কিত

(৪২) এতে কোনই সন্দেহ নেই যে, আমার প্রকৃত বান্দা যারা তাদের উপর তোমার কোন আধিপত্য চলবে না। তোমার কর্তৃত্ব তো কেবল সেই বিভ্রান্ত লোকদের উপরই চলবে, যারা তোমার অনুসরণ ও আনুগত্য করবে[১৩]। (৪৩) আর তাদের সকলের জন্য জাহান্নামের দুঃসংবাদ রয়েছে। (৪৪) সেই জাহান্নাম (যার দুঃসংবাদ ইবলীসের অনুসারীদেরকে শুনানো হয়েছে), এর সাতটি দরজা রয়েছে। প্রত্যেকটি দরজার জন্য তাদের মধ্যে হতে একটি অংশকে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে[১৪]।

রুকু-৪ (৪৫) পক্ষান্তরে মুত্তাকী লোকেরা,বাগ বাগীচা ও ঝর্ণাধারার মধ্যে থাকবে। (৪৬) এবং তাদেরকে বলা হবে যে, এতে প্রবেশ কর পূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তা সাথে, নিশ্চিন্তে।(৪৭) তাদের দিলে যা কিছু সামান্য ঈর্ষা-ক্রোধ থাকবে তা আমরা বের করে দেব। তারা পরস্পরে ভাই ভাই হয়ে সামনা সামনি আসন সমূহের উপর বসবে। (৪৮) তারা সেখানে না কোন কষ্টের সম্মুখীন হবে, না সেখান হতে তারা কখনো বহিষ্কৃত হবে। (৪৯) হে নবী! আমার বান্দাদেরকে সংবাদ দাও যে, আমি বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াবান। (৫০) কিন্তু সেই সংগে আমার আযাব ও অত্যন্ত পীড়াদায়ক। (৫১) আর এই লোকদেরকে খানিকটা ইবরাহীমের মেহমানদের কাহিনী শুনাও। (৫২) তারা যখন তার নিকট আসল এবং বলল তোমার প্রতি সালাম, তখন সে বলল তোমাদের দেখে আমাদের ভয় হচ্ছে।

(১৩) এই বাক্যাংশের অন্য অর্থ এও হতে পারে যে আমার বান্দাদের (অর্থাৎ সাধারণ মানুষের) উপর তোমার কোন ক্ষমতা চলবে না যে, তুমি তাদেরকে জোর পূর্বক নাফরমান বানাবে। অবশ্যই যে নিজেই পথ ভ্রষ্ট এবং তোমার অনুসরণ করতে নিজেই ইচ্ছা করে, তাদেরকেই তো তোমার পথে চলার জন্যে পরিত্যগ করা হবে, তাদেরকে আমরা জোরপূর্বক তা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করবো না।

(১৪)নির্দিষ্ট দরজাগুলি সম্ভবতঃ সেই সব ভ্রষ্টতা ও পাপরাশীর দিক দিয়ে হবে যে সব পথে চলার কারণে দোযখ অবধারীত হয় যেমন নাস্তিকতা, শেরকী, মোনাফেকী, বা জুলুম-অত্যাচার, মিথ্যা ও পথভ্রষ্টতা, অশ্লীলতা, অন্যায় ইত্যাদি প্রচার প্রসারের রাস্তা- যে ব্যক্তির যেটি প্রকট হবে, সেই হিসেবেই তার রাস্তা নির্ধারিত হবে।

(৫৩) তারা জবাব দিল ভয় পেও না, আমরা তোমাকে এক বড় জ্ঞানী ছেলের সুসংবাদ দিচ্ছি।[১৫] (৫৪) ইবরাহীম বললঃ 'তোমরা আমার বৃদ্ধ বয়সে আমাকে সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছ? একটু চিন্তা করেই দেখনা, তোমরা আমাকে কি ধরণের সুসংবাদ দিচ্ছ'। (৫৫) তারা জবাব দিলঃ 'আমরা তোমাকে ঠিক সত্যই সংবাদ দিচ্ছি। তুমি নিরাশ হয়ো না। (৫৬) ইবরাহীম বললঃ 'নিজের রবের রহমত হতে তো কেবল গোমরাহ লোকেরাই নিরাশ হয়।' (৫৭) পরে ইবরাহীম জিজ্ঞাসা করল ঃ 'প্রেরিত লোকেরা কোন অভিযানে আপনারা আগমন করেছেন? (৫৮) তারা বললঃ 'আমরা এক অপরাধী জাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছি। (৫৯) কেবল মাত্র লুত এর ঘরের লোকেরাই এ হতে রক্ষা পাবে। তাদেরকে আমরা রক্ষা করব। (৬০) তার স্ত্রী ছাড়া, যার জন্য (আল্লাহতা'আলা বলেন) আমরা স্থির করে দিয়েছি যে, সে পিছনে থেকে যাওয়া লোকদের মধ্যে শামিল হয়ে থাকবে।'

রুকু-৫ (৬১) পরে যখন এই প্রেরিত-ফেরেস্তারা লুত এর নিকট পৌছিল। (৬২) তখন সে বললঃ 'আপনারা তো অপরিচিত মনে হচ্ছে'। (৬৩) তারা জবাবে বললঃ 'না আমরা সেই জিনিসই নিয়ে এসেছি, যার আগমন সম্পর্কে এই লোকেরা সন্দেহ পোষণ করত। (৬৪) আমরা তোমাকে সত্য বলছি যে, আমরা তোমার নিকট সত্য সহকারে এসেছি। (৬৫) কাজেই এখন তুমি কিছু রাত থাকতেই নিজের ঘরের লোকদের নিয় বের হয়ে যাবে।

(১৫) অর্থাৎ হযরত ইসহাকের (আঃ) পয়দা হবার সুসংবাদ, সুরা হুদে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।

এবং নিজে পিছনে পিছনে চলতে থাকবে। তোমাদের মধ্যে কেউ যেন পিছনের দিকে চেয়ে না দেখে। বাস, সোজা চলে যাবে, যেদিকে যাবার জন্য তোমাদেরকে হুকুম দেয়া হচ্ছে। (৬৬) আর তার নিকট আমরা এই ফায়সালা জানিয়ে দিয়েছিলাম যে সকাল হতে না হতেই এই লোকদের মূল কেটে ফেলা হবে। (৬৭) ইতিমধ্যে শহরের লোকেরা খুশীতে আত্নহারা হয়ে লূতের ঘরের উপর চড়াও হল। (৬৮) লূত বললঃ 'ভায়েরা এরা আমার অতিথি, আমাকে অপমানিত করো না; (৬৯) আল্লাহকে ভয় কর, আমাকে লজ্জিত ও লাঞ্ছিত করো না'। (৭০) লোকেরা বললঃ 'আমরা কি তোমাকে বার বার নিষেধ করিনি যে, দুনিয়া জাহানের ঠিকাদার হয়ো না? (৭১) লূত (কাতর হয়ে) বললঃ 'তোমাদের কিছু করতেই যদি হয় তাহলে আমার এই কন্যারা বর্তমান রয়েছে'[১৬]। (৭২) তোমার প্রাণের শপথ হে নবী! এই সময় তাদের উপর একটি নেশার সওয়ার হয়ে বসেছিল, যাতে তারা আত্নহারা হয়ে যাচ্ছিল। (৭৩) শেষ পর্যন্ত সূর্যোদয় হতেই তাদেরকে এক ভয়াবহ ও প্রচন্ড ধ্বনি এসে ঘিরে ধরল। (৭৪) আর আমরা সেই জনপদটিকে সমূলে উল্টে ফেললাম। এবং তাদের উপর পাকানো মাটির প্রস্তরসমূহের বৃষ্টি বর্ষিয়ে দিলাম। (৭৫) এই ঘটনায় বড় নিদর্শন রয়েছে সেই লোকদের জন্য যারা অর্ন্তদৃষ্টি সম্পন্ন। (৭৬) আর সেই অঞ্চল (যেখানে এই ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল) সাধারণ চলাচল পথের পাশে অবস্থিত[১৭]।

(১৬) ব্যাখ্যার জন্য দ্রষ্টব্য সূরা হুদ, টীকা নং ২৬ - ২৭। (১৭) হেযায থেকে সিরিয়া এবং ইরাক থেকে- মিশর যেতে এ ধ্বংসপ্রাপ্ত

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ٧٧ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ٧٨

নিশ্চয়ই (রয়েছে) মধ্যে | এর | অবশ্যই নিদর্শন | ঈমানদারদের জন্যে | এবং | ছিল | অধিবাসীরা | আয়কার | অবশ্যই যালিম

فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ ٧٩ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ

আমরা অতঃপর প্রতিশোধ নিই | তাদের থেকে | এবং | নিশ্চয়ই উভয়েই | অবশ্যই পথের সাথে | প্রকাশ্য | এবং | নিশ্চয়ই | মিথ্যারোপ করেছিল | অধিবাসীরা

الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ ٨٠ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ٨١ وَ

হিজরের | রসূলদেরকে | এবং | তাদের আমরা দিয়েছিলাম | আমাদের নিদর্শনাবলী | তবুও তারা ছিল | তাথেকে | উপেক্ষাকারী | এবং

كَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ ٨٢ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ٨٣

করত | তারা খোদাই | থেকে | পাহাড় সমূহ | ঘর সমূহ (বানাতে) | নিরাপদ | অতঃপর তাদের ধরল | মহানাদে | সকাল হতে

فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ٨٤ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ

অতপর না | কাজে আসল | তাদের জন্যে | যা | তারা উপার্জন করেছিল | এবং | নাই | আমরা সৃষ্টি করেছি | আকাশ মন্ডলী | এবং | পৃথিবী

وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ ۖ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ

এবং | যা (আছে) | উভয়ের মাঝে | এ ব্যতীত | মহাসত্য সহকারে | এবং | নিশ্চয়ই | কিয়ামত | অবশ্যই আসবে | সুতরাং ক্ষমাকর | ক্ষমা

الْجَمِيلَ ٨٥ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ٨٦

উত্তম | নিশ্চয়ই | তোমার রব | তিনিই | মহাস্রষ্টা | মহাজ্ঞানী

---

(৭৭) এতে বড় উপদেশের উপাদান রয়েছে তাদের জন্য যারা ঈমানদার লোক। (৭৮) আর 'আয়কা' বাসীরা[১৮] যালেম ছিল। (৭৯) তোমরা লক্ষ্য কর আমরা তাদের উপর প্রতিশোধ নিয়েছি। এই দুটি জাতির পরিত্যক্ত এলাকাই প্রকাশ্য পথের উপর অবস্থিত[১৯]। রুকূ-৬ (৮০) হিজর এর লোকেরাও নবী- রসূলদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে (অমান্য করেছে)। (৮১) আমরা আমাদের আযাব তাদের নিকট পাঠিয়েছি, আমাদের নিদর্শন সমূহ তাদেরকে দিয়েছিলাম; কিন্তু তারা এই সবের প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপই করেনি। (৮২) তারা পাহাড় খোদাই করে বসবাসের ঘর রচনা করত এবং নিজেদের মতে তারা সম্পূর্ণ নির্ভীক ও নিশ্চিন্ত ছিল। (৮৩) শেষ পর্যন্ত এক ভয়াবহ ও বিকট শব্দ তাদেরকে সকাল হতেই পেয়ে বসল। (৮৪) এবং তাদের উপার্জন তাদের কোন কাজেই আসল না। (৮৫) আমরা যমীন ও আকাশ মন্ডলকে এবং এই দুয়ের মধ্যবর্তী যাবতীয় সৃষ্টিকে মহাসত্য ব্যতীত অপর কোন ভিত্তিতে পয়দা করিনি। আর চূড়ান্ত ফায়সালা করার সময় নিঃসন্দেহে আসবে। অতএব হে মুহাম্মদ, তুমি (এ লোকদের অর্থহীন কাজ-কর্মকে) ভদ্রোচিত ভাবে ক্ষমা করতে থাক। (৮৬) নিঃসন্দেহে তোমার রব সব কিছুরই সৃষ্টিকর্তা এবং সব কিছুই তিনিই জানেন।

বিরান এলাকা পথে পড়ে এবং সাধারণতঃ কাফেলাসমূহের লোক এই পুরা এলাকায় যে সব ধ্বংসের চিহ্নসমূহ আজ পর্যন্ত সুস্পষ্টরূপে দেখা যাচ্ছে তা দেখে থাকে।

(১৮) অর্থাৎ হযরত শোয়েবের (আঃ) কওমের লোক। আয়কা তাবুকের প্রাচীন নাম। (১৯) মাদাইন ও আয়কার অধিবাসীদের এলাকা হেযায থেকে ফিলিস্তিন ও সিরিয়া যাবার পথে পড়ে।

(৮৭) আমরা তোমাকে এমন সাতটি আয়াত দিয়ে রেখেছি যা বার বার আবৃত্তি করার যোগ্য[২০]। এবং তোমাকে মহান কুরআন দান করেছি। (৮৮) তুমি এই দুনিয়ার দ্রব্য সামগ্রীর প্রতি চোখ তুলে তাকাবে না, যা আমরা এদের মধ্যে বিভিন্ন লোকদেরকে দিয়ে রেখেছি আর না এদের অবস্থার জন্য নিজের দিলে কষ্ট বোধ করবে। তাদের পরিবর্তে ঈমানদার লোকদের প্রতি মনোযোগ দেবে। (৮৯) এবং (অমান্যকারীদের) বলে দাও যে, আমি তো স্পষ্ট ভাষায় সাবধানকারী- ভীতিপ্রদর্শক মাত্র। (৯০) এ তেমনি ধরনের সাবধানতা দান, যেমন আমরা এই বিচ্ছিন্নবাদীদের প্রতি পাঠিয়েছিলাম। (৯১) যারা নিজেদের কুরআনকে টুকরা টুকরা করে ফেলেছে[২১]।(৯২) অতএব শপথ তোমার রবের নামের আমরা অবশ্যই এই সকল লোককে জিজ্ঞাসা করব, যে, (৯৩) তারা যা করতেছিল? (৯৪) কাজেই হে নবী, যে জিনিসের হুকুম তোমাকে দেয়া হচ্ছে তা জোরে সোরে উচ্চ কণ্ঠে বলে দাও এবং শেরককারীদের বিন্দু মাত্র পরোয়া করো না। (৯৫) তোমার পক্ষ হতে সে সব বিদ্রুপকারীদের সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আমরাই যথেষ্ট।(৯৬) যারা আল্লাহর সাথে অপর কাউকেও শরীক বানাচ্ছে, অতিশীঘ্রই তারা জানতে পারবে। (৯৭-৯৮) আমরা জানি, এই লোকেরা যে সব কথা বার্তা বানিয়ে তোমার উপর আরোপ করে সে কারণে তোমার দিল বড়ই কুণ্ঠিত হয়।(এর প্রতিবিধান) তুমি তোমার রবের হামদ সহকারে তার তসবিহ পাঠ কর, তার উদ্দেশ্যে সিজদা পালন কর।(৯৯) এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তোমার রবের বন্দেগী করতে থাক যে মুহূর্তের উপস্থিতি সম্পূর্ণ নিশ্চিত।

(২০) অর্থাৎ সুরা আল ফাতেহার আয়াত। প্রাচীনদের سلف অধিকাংশও এ বিষয়ে একমত, বরং ইমাম বোখারী এ বিষয়ে প্রমাণ দুটি মারফু রেওয়াত দিয়ে পেশ করেছেন যে স্বযং নবী করিম (সঃ) سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيْ কে সূরা ফাতেহা বলে বর্ণনা করেছেন।(২১)অর্থাৎ কুরআনের মত তাদের যে গ্রন্থ দেয়া হয়েছিল তাকে -তারাখন্ড খন্ড করে ফেলেছে- তার কোন অংশকে তারা পশ্চাতে ফেলে রাখে।

সূরা আন-নাহল

নামকরণ

এই সূরার নামকরণ ৬৮ নং আয়াতের - وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ অংশ হতে গৃহীত হয়েছে। এতে যে-النَّحْلِ- শব্দ রয়েছে, একে সমগ্র সূরার নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। এও শুধু চিহ্ন স্বরূপ বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করা হয়নি।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

সূরার আভ্যন্তরীন বহুসংখ্যক সাক্ষ্য প্রমাণের দৃষ্টিতে এ সূরার নাযিল হবার সময়কাল সম্পর্কে আলোকপাত করা যায়। যেমন ৪১নং আয়াতের অংশ-وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِى اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا '-যারা নির্যাতিত হওয়ার পর আল্লাহর পথে হিজরত করেছে' হতে স্পষ্ট জানা যায় যে, এ সূরা নাযিল হওয়ার সময় হাবশার হিজরত সম্পন্ন হয়েছিল। ১০৬ নং আয়াত- مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِهٖٓ-ঈমান আনার পর যে লোক আল্লাহর সঙ্গে কুফরী করেছে -হতে জানা যায় যে, এ সময় মুসলমানদের উপর অমানুবিক অত্যাচার ও যুলুম পূর্ণ তীব্রতা ও অমানুষিকতা সহকারে অনুষ্ঠিত হচ্ছিল এবং প্রশ্ন জেগেছিল যে, কোন ব্যক্তি যদি অসহ্য নির্যাতন উৎপীড়নে ব্যাধ্য হয়ে কুফরীর কলেমা মুখে উচ্চারণ করে বসে, তা হলে তার হুকুম কি হবে? ১১২ - ১১৪নং আয়াতঃ -وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْيَةً-থেকে اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ- হতে স্পষ্ট ইংগিত পাওয়া যায় যে, নবী (সঃ)- এর নবুয়্যত লাভের পর মক্কায় যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হয়েছিল, এ সূরা নাযিল হওয়ার সময় পর্যন্ত তার অবসান হয়ে গিয়েছিল। এ সূরায় ১১৫নং আয়াতটি এমন যে, সূরা আনআম এর ১১৯নং আয়াতে তার হাওলা দেয়া হয়েছে। আর ১১৮নং আয়াতটি এমন যে, তাতে সূরা আনআম এর ১৪৬ নং আয়াতের কথা ইংগিত করা হয়েছে। এ হতে প্রমাণিত হয় যে এ দুটি সূরা প্রায় একই সময়ে নাযিল হয়েছে। এসব সাক্ষ্য প্রমাণদি হতে স্পষ্ট জানা যায় যে এ সূরা রসূলে করমী(সঃ)- এর মক্কী জীবনের শেষ পর্যায়ে নাযিল হয়েছিল। সূরার সাধারণ বর্ণনাভংগী হতেও তার সমার্থন পাওয়া যায়।

رُكُوْعَاتُهَا ١٦ سُوْرَةُ النَّحْلِ مَكِّيَّةٌ اٰيَاتُهَا ١٢٨

১৬ তার রুকূ (সংখ্যা) মক্কী আন নাহল সূরা ১২৮ তার আয়াত (সংখ্যা)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহর নামে (শুরু করছি) অশেষ মেহেরবান অতীবদয়াবান

اَتٰۤى اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَ تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ①

আদেশ এসেছে আল্লাহর সুতরাং না তা তোমরা তাড়াহুড়া কর তিনি পবিত্র ও বহু উর্দ্ধে তাথেকে যা তারা শরীক করে

يُنَزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةَ بِالرُّوْحِ مِنْ اَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖۤ اَنْ

অবতীর্ণ করেন ফেরেশতাদেরকে রূহ সহ তার নির্দেশে উপর (তার) যাকে ইচ্ছে করেন মধ্য হতে তাঁর বান্দাদের যে

اَنْذِرُوْۤا اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنَا فَاتَّقُوْنِ ② خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ

তোমরা সতর্ককর ঐই মর্মে যে নাই কোন ইলাহ ছাড়া আমি সুতরাংতোমরা আমাকেভয়কর তিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবী

بِالْحَقِّ ؕ تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ③ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ

মহা সত্য সহকারে বহু উর্দ্ধে তা থেকে যা তারা শরীককরে তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে থেকে শুক্র অতঃপর যখন (সৃষ্টিহল) সে (হল) ঝগড়াটে

مُّبِيْنٌ ④ وَ الْاَنْعَامَ خَلَقَهَا ۚ لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَّ مَنَافِعُ وَ مِنْهَا

সুস্পষ্ট এবং চতুষ্পদ জন্তু সমূহ তা তিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্যেআছে তার মধ্যে শীত নিবারক উপকরণ ও উপকারিতা সমূহ এবং তা থেকে

تَاْكُلُوْنَ ⑤ وَ لَكُمْ فِيْهَا جَمَالٌ حِيْنَ تُرِيْحُوْنَ وَ حِيْنَ تَسْرَحُوْنَ ⑥

তোমরা খাও এবং তোমাদের জন্যেআছে তার মধ্যে সৌন্দর্য যখন সন্ধ্যায় তোমরা চারণ ক্ষেত্র থেকে আন ও যখন সকালে তোমরা চারণ ক্ষেত্রে নিয়ে যাও

রুকু-১ (১) আল্লাহর ফায়সালা এসে গেছে[১]। এখন তার জন্য তাড়াহুড়া করো না। তিনি পবিত্র মহান তাদের করা শেরক হতে! (২) তিনি তাঁর এই রুহকে[২] যে বান্দাহর উপর চান নিজের নির্দেশক্রমে ফেরেশতাদের মাধ্যমে নাযিল করেন (এই হেদায়াত সাহকারে যে,) লোকেদের সাবধান ও সতর্ক কর, আমি ছাড়া তোমাদের আর কোন মাবুদ নেই। অতএব তোমরা আমাকেই ভয় কর। (৩) তিনি আসমান ও যমীনকে সত্যতা সহকারে পয়দা করেছেন। তিনি বহু উচ্চে ও উর্ধে সেই শেরক হতে যা এই লোকেরা করে। (৪) তিনি মানুষকে এক শুক্র বিন্দু হতে পয়দা করেছেন এবং দেখতে দেখতে সে স্পষ্ট এক ঝগড়াটে ব্যক্তি হয়ে গেছে [৩]।(৫) তিনি জন্তু -জানোয়ার পয়দা করেছেন। তাতে তোমাদের জন্য পোষাকও রয়েছে, আর খাদ্যও; আরও নানাবিধ অন্যান্য ফায়দাও নিহিত রয়েছে। (৬) তাদের মধ্যে তোমাদের জন্য সৌন্দার্য রয়েছে, যখন সকাল বেলা তোমরা সেগুলিকে বিচরণের জন্য পাঠাও এবং সন্ধ্যায় সেগুলিকে ফিরিয়ে আনো।

(১) অর্থাৎ তা প্রকাশের ও কার্যকারী করণের সময় নিকটবর্তী হয়েছে। সম্ভবত এই ফায়সালা বলতে নবী করীমের (সঃ) মক্কা থেকে হিজরতকে বুঝানো হয়েছে- কিছুকাল পরেই যার হুকুম দেয়া হয়েছিল। পবিত্র কুরআন অধ্যয়নে এ কথা জানা যায় যে, নবীকে যে লোকদের মধ্যে উত্থিত করা হয় তারা যখন প্রত্যাখ্যান করার শেষ সীমায় এসে পৌছে তখন নবীকে হিজরতের হুকুম দেয়া হয় এবং এই হুকুমই তাদের ভাগ্যের শেষ ফায়সালা করে দেয়। এরপর হয় তাদের উপর ধ্বংসকর আযাব এসে যায়, অথবা নবী ও তার অনুসারীদের হাত দিয়ে তাদের মূল ছেদন করে দেয়া হয়। (২) 'রূহ' এর অর্থ নবুয়্যত ও অহীর প্রাণশক্তি যাতে পরিপূর্ণ হয়ে নবী (সঃ) কাজ করেন বা কথা বলেন। (৩) এর দুই প্রকার অর্থ হতে পারে; আর সম্ভবত এখানে দুই প্রকার অর্থই বোঝানো হয়েছে। প্রথম অর্থঃ

وَتَحْمِلُ اَثْقَالَكُمْ اِلٰى بَلَدٍ لَّمْ تَكُوْنُوْا بٰلِغِيْهِ اِلَّا بِشِقِّ الْاَنْفُسِ ط

প্রানান্ত কর ক্লেশসহ এ সেখানে তোমরা না শহরের দিকে তোমাদের তা বহন এবং
ছাড়া পৌছাতে সক্ষম ছিলে বোঝা সমূহ করে

اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿٧﴾ وَّالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا

তা তোমাদের গাধা ও খচ্চর ও ঘোড়া এবং অশেষ অবশ্যই তোমার নিশ্চয়ই
চড়ার জন্যে (সৃষ্টি করেছেন) মেহেরবান অনুগ্রশীল রব

وَزِيْنَةً ط وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٨﴾ وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَمِنْهَا

তা থেকে কিন্তু পথ প্রদর্শন আল্লাহর উপর এবং তোমরা না (কিছু) তিনি সৃষ্টি এবং সৌন্দার্য ও
আছে (দায়িত্ব) জান যা করেছেন (স্বরূপ)

جَآئِرٌ ط وَلَوْ شَآءَ لَهَدٰىكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٩﴾ ع هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ

আকাশ থেকে বর্ষণ যিনি তিনিই সকলকেই তোমাদের অবশ্যই ইচ্ছে যদি এবং বক্র
করেছেন (রব) হেদায়াত দিতেন করেন (পথও)

مَآءً لَّكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ وَّمِنْهُ شَجَرٌ فِيْهِ تُسِيْمُوْنَ ﴿١٠﴾ يُنْۢبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ

ফসল তা তোমাদের তিনি উদগত তোমরা পশু তার উদ্ভিদ তা এবং পানীয় তা তোমাদের পানি
দিয়ে জন্য করেন চারণ করা ও মধ্যে (জন্মে) থেকে (পেয়েথাক) থেকে জন্যে

وَالزَّيْتُوْنَ وَالنَّخِيْلَ وَالْاَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ط اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ

এর মধ্যে নিশ্চয়ই ফল সব ধরণের এবং আংগুর ও খেজুর ও যায়তুন ও
(রয়েছে) সমূহ সমূহ সমূহ সমূহ

لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿١١﴾ وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَ

ও সূর্যকে এবং দিনকে ও রাতকে তোমাদের নিয়ন্ত্রিত এবং (যারা) চিন্তা- লোকদের অবশ্যই
জন্য করেছেন ভাবনা করে জন্য নিদর্শন

الْقَمَرَ ط وَالنُّجُوْمُ مُسَخَّرٰتٌۢ بِاَمْرِهٖ ط اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿١٢﴾

(যারা) জন্য অবশ্যই এর মধ্যে নিশ্চয়ই তার বিধান নিয়ন্ত্রিত তারা এবং চাদকে
জ্ঞান রাখে লোকদের নিদর্শনসমূহ (রয়েছে) দিয়ে গুলোও

(৭) তারা তোমাদের ভার- বোঝা বহন করে এমন এমন স্থান পর্যন্ত নিয়ে যায় যেখানে তোমারা খুব কঠোর শ্রম ছাড়া পৌছতে পারো না। আসল কথা এই যে, তোমাদের রব বড়ই অনুগ্রহ সম্পন্ন ও মেহেরবান। (৮) তিনি ঘোড়া ,খচ্চর ও গাধা পয়দা করেছেন, যেন তোমরা তার উপর সওয়ার হতে পার এবং তারা তোমাদের জীবনের সৌন্দর্য হয়। তিনি আরও বহু সংখ্যক জিনিস (তোমাদের কল্যাণের জন্য) পয়দা করেছেন, যে সম্পর্কে তোমাদের কিছুই জানা নেই [৪]। (৯) আর আল্লহরই দায়িত্বে রয়েছে সকল পথ প্রদর্শন, যখন বাকা-চোরা পথও অনেক রয়েছে। তিনি যদি চাইতেন তবে তোমাদের সকলকে হেদায়াত দান করতেন ।

রুকু-২ (১০) তিনিই রব যিনি আকাশ মন্ডল হতে তোমাদের জন্য পানি বর্ষণ করেছেন; তা থেকে তোমরা পানীয় পাও। আর তোমাদের জন্তু-জানোয়ারগুলোর জন্য খাদ্যও উৎপাদিত হয়। (১১) তিনি এই পানির সাহায্যেতোমাদের জন্যে ফসল ফলান এবং যয়তুন, খেজুর, আংগুর ও অন্যান্য নানাবিধ ফল পয়দা করেন। এই সবে একটি বড় নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য যারা চিন্তা-ভাবনা করতে অভ্যস্ত (১২) তিনিই তোমাদের কল্যাণের জন্য রাত ও দিনকে এবং সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়ন্ত্রিত করে রেখেছেন। আর সব তারকাও তাঁরই বিধানে নিয়ন্ত্রিত। এতে বহু নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য যারা বিবেক -বুদ্ধিকে কাজে লাগায়।

আল্লাহতা'আলা শুক্রের এক তুচ্ছ বিন্দু থেকে সেই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন যে, তর্ক ও যুক্তি- প্রমান দানের যোগ্যতা রাখে ও নিজের উদ্দেশ্যের সমর্থনে যুক্তি-প্রমান পেশ করতে পারে। দ্বিতীয় অর্থঃ আল্লাহতাআলা যে মানুষকে তুচ্ছ শুক্র বিন্দু থেকে সৃষ্টি করেছেন সেই মানুষের আত্ম-অহংকারের বাড়াবাড়ি দেখ! সে স্বয়ং আল্লাহরই মোকাবেলায় দ্বন্দ্ব- বিতর্কে লেগে যায়। (৪) অর্থাৎ অনেক

وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ

লোকদের অবশ্যই এর মধ্যে নিশ্চয়ই তার রং বিভিন্ন পৃথিবীর মধ্যে তোমাদের সৃষ্টি যা আরো
জন্যে নিদর্শন (রয়েছে) সমূহ জন্য করেছেন (কিছু)

يَذَّكَّرُونَ ﴿١٣﴾ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا

তোমরা বের এবং তাজা (মাছ) তা তোমরা যেন সমুদ্রকে নিয়ন্ত্রিত যিনি তিনি এবং (যারা) শিক্ষা
করতে পার মাংশ থেকে খেতে পার করেছেন গ্রহণ করে

مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ۚ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ

থেকে তোমরা যেন এবং তার পানি নৌযান দেখছ এবং তা তোমরা সৌন্দর্য শোভা তা
সন্ধান করতে পার মধ্যে বিদীর্ণকারী সমূহকে পরিধান কর (মনি-মুক্তা) থেকে

فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٤﴾ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَ

ও তোমাদের হেলে (এমননাহয়) পর্বত পৃথিবীর মধ্যে স্থাপন এবং শোকর কর তোমরা এবং তার
নিয়ে যায় যে সমূহকে করেছেন যাতে অনুগ্রহ

أَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥﴾ وَعَلَامَاتٍ ۚ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿١٦﴾

পথ নির্দেশ তারা নক্ষত্রের এবং (যমীনে) ও পথের সন্ধান যাতে রাস্তা এবং নদী
পায় সাহায্যে চিহ্ন সমূহ পাও তোমরা সমূহ সমূহ

أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ ۗ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿١٧﴾ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ

আল্লাহর অনুগ্রহ- তোমরা যদি এবং তোমরা শিক্ষা তবুও কি সৃষ্টি করে না (তার)মত সৃষ্টি তবে কি
কে গননা কর গ্রহণ করবে না (কোন কিছুই) যে করেছেন যিনি

لَا تُحْصُوهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٨﴾ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَ

এবং তোমরা যা জানেন আল্লাহ এবং অতীব অবশ্যই আল্লাহ নিশ্চয়ই তার সংখ্যা নির্নয় না
গোপন রাখ মেহেরবান ক্ষমাশীল করতে পারবে

مَا تُعْلِنُونَ ﴿١٩﴾

তোমরা প্রকাশ কর যা

(১৩) আর এই যে বহু সংখ্যক রঙ বে-রঙের দ্রব্যাদি তোমাদের জন্য যমীনে সৃষ্টি করে রেখেছেন এতেও অবশ্যই নিদর্শন নিহিত রয়েছে তাদের জন্য যারা শিক্ষা গ্রহণে ইচ্ছুক। (১৪) তিনিই যিনি তোমাদের জন্য নদী সমুদ্রকে নিয়ন্ত্রিত করে রেখেছেন, যেন তোমরা তা হতে তাজা মাছ গোশত আহরণ করে খেতে পার এবং তা হতে সৌন্দর্য-শোভার এমন সব জিনিস তেমরা বের করে নিতে পার যা তোমরা পরিধান কর। তোমরা দেখছ যে, নৌকা-জাহাজ নদী-সমুদ্রের বুক দীর্ণ করে চলাচল করে। এই সব কিছু এজন্য যে, তোমরা তোমাদের রবের মহা অনুগ্রহ সন্ধান করে নিবে[৫]। এবং তার প্রতি কৃতজ্ঞ হবে। (১৫) তিনি যমীনে পর্বতের নোংগরসমূহ গভীরভাবে গেড়ে দিয়েছেন, যেন যমীন তোমাদেরকে নিয়ে হেলে যেতে না পারে। তিনি নদ-নদী প্রবাহিত করিয়েছেন এবং স্বাভাবিক পথও বানিয়ে দিয়েছেন, যেন তোমরা পথের সন্ধান পেতে পার । (১৬) যিনি যমীনে পথ দেখাবার জন্য নিদর্শনসমূহ সংস্থাপন করে রেখেছেন। আর তারকার সাহায্যেও লোকেরা পথের সন্ধান পেয়ে থাকে। (১৭) অতএব যিনি পয়দা করেন, আর যে কিছুই পয়দা করে না- উভয়ে কি সমান? তোমাদের কি হুশ হবে না? (১৮) তোমরা যদি আল্লাহর নেয়ামতসমূহকে গণনা করতে চাও, তবে তা গুনে শেষ করতে পারবে না। প্রকৃত কথা এই যে, তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াবান। (১৯) এবং তিনি তোমাদের প্রকাশ্য বিষয়েও অবহিত, গোপন বিষয়েও।

এরূপ জিনিস যা মানুষের হিতের জন্যে কাজ করে, কিন্তু মানুষ সে সম্পর্কে কিছুই জানেনা যে, কোথায় কোথায় কত সংখ্যক সেবক কি কাজ- খেদমতে রত আছে ও কি প্রকার খেদমত আঞ্জাম দিচ্ছে। (৫) অর্থাৎ হালাল পন্থায় নিজের জীবিকা হাসেল করবে।

وَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُوْنَ شَيْـًٔا وَّ هُمْ يُخْلَقُوْنَ ﴿٢٠﴾

সৃষ্টি করা হয়েছে তাদেরকে বরং কোন কিছু তারা সৃষ্টি করে না আল্লাহকে ছাড়া ডাকে যারা এবং

اَمْوَاتٌ غَيْرُ اَحْيَآءٍ ۚ وَ مَا يَشْعُرُوْنَ ۙ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ ﴿٢١﴾ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ

একই ইলাহ তোমাদের উঠানো হবে কবে চেতনা রাখে না এবং জীবিত নয় (তারা)
ইলাহ তাদের মৃত

فَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ قُلُوْبُهُمْ مُّنْكِرَةٌ وَّ هُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٢٢﴾ لَا

নাই অহংকারী তারা এবং সত্যবিমুখ তাদের আখেরাতে বিশ্বাস না সুতরাং
অন্তর সমুহ করে যারা

جَرَمَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَ مَا يُعْلِنُوْنَ ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ ﴿٢٣﴾

অহংকারীদেরকে পছন্দ না তিনি তারা প্রকাশ যা এবং তারা যা জানেন আল্লাহ যে সন্দেহ
করেন নিশ্চয়ই করে গোপনরাখে

وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ مَّا ذَآ اَنْزَلَ رَبُّكُمْ ۙ قَالُوْۤا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٢٤﴾ لِيَحْمِلُوْۤا

তারা যেন · পূর্ববর্তীদের উপকথা তারা তোমাদের নাযিল কি তাদেরকে বলাহয় যখন এবং
বহন করে সমুহ বলে রব করেছেন

اَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ۙ وَ مِنْ اَوْزَارِ الَّذِيْنَ يُضِلُّوْنَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ

কোন ছাড়া তাদেরকে তারা (তাদের) বোঝাসমুহ এবং কিয়ামতের দিনে সম্পূর্ণ তাদের
জ্ঞান বিভ্রান্ত করেছে যাদের বোঝা সমুহ

اَلَا سَآءَ مَا يَزِرُوْنَ ﴿٢٥﴾ قَدْ مَكَرَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاَتَى اللّٰهُ بُنْيَانَهُمْ

তাদের আল্লাহ অতঃপর তাদের পূর্বে যারা চক্রান্ত নিশ্চয়ই তারাবহন যা অতি শুন
ইমারতের আসলেন (ছিল) করেছিল করবে নিকৃষ্ট

مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ

তাদের হতে ছাদ তাদের অতঃপর ভিত্তিমূলে
উপর উপর ধবসেপড়ল (অর্থাৎ আঘাত করলেন)

(২০) আর সেই অন্যান্য সত্তাগুলি- মানুষ আল্লাহকে ত্যাগ করে যাদেরকে ডাকে, সেসব কোন কিছুরই সৃষ্টি কর্তানয়, বরং নিজেরাই সৃষ্টি। (২১) তারা সব মৃত, জীবত নয়। আর সেসবের কিছুই জানা নেই, তাদেরকে কবে (পুনরুজ্জীবিত করে) উঠানো হবে[৬]।

রুকু-৩ (২২) তোমাদের ইলাহ শুধু এক আল্লাহ। কিন্তু যারা পরকালকে মানে না তাদের দিলে আল্লাহর অস্বীকৃতি আসন গেড়ে বসেছে। আর তারা আত্ম-অহংকারে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে। (২৩) নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদের সব ক্রিয়াকান্ড জানেন- গোপন লুকানো বিষয়ও, এবং প্রকাশ্য ব্যাপারগুলিও। তিনি সেই লোকদের আদৌ পছন্দ করেনা না যারা আত্ম-অহংকারে নিমজ্জিত।(২৪) আর যখন তাদেরকে কেউ জিজ্ঞাসা করে, তোমাদের রব এ কি জিনিস নাযিল করেছেন[৭]। তখন বলে "তা তো পূর্ব কালের পুরাতন কাহিনী মাত্র"। (২৫) এই কথা তারা বলে এ জন্যে যে, কিয়ামতের দিন নিজেদের বোঝাও পুরা বহন করবে এবং সেই সাথে তাদের বোঝাও বহন করবে যাদেরকে এরা মূর্খতার কারণে গোমরাহ করছে। লক্ষ্যকর, এ কত বড় দায়িত্ব যা তাদের নিজেদের মাথায় তুলে নিয়েছে।

রুকু-৪ (২৬) এদের পূর্বেও বহুসংখ্যক লোক (মহাসত্যকে হীন ও নীচ দেখাবার উদ্দেশ্যে) এই রকমেরই সব ছল-চাতুরী করেছে। লক্ষ্য কর, আল্লাহ তা'আলা তাদের কলা-কৌশলের প্রাসাদ মূল হতে উৎপাটিত করে দিয়েছেন। আর তার ছাদ উপর হতে তাদের মাথার উপর এসে পড়ল।

(৬) এ শব্দগুলি দিয়ে সুস্পষ্ট রূপে বুঝা যায় যে এখানে বিশেষভাবে যে কৃত্রিম উপাস্যদের অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছে তারা হচ্ছে মৃত মানুষ কেননা ফেরেশতারা তো জীবিত, তারা তো মৃত নয় এবং কাঠ-পাথরের মূর্তিগুলির তো দ্বিতীয়বার জীবিত করে উঠানোর কথা উঠতে পারে না। (৭) আরবে যখন নবী করীম (সঃ) সম্পর্কে চর্চা হতে লাগলো তখন বাইরের লোক মক্কাবাসীদের কাছে তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতো।তখন তারা বলতো এটা কালের পুরান কেচ্ছা-কাহিনী।

এবং এমন দিক হতে তাদের উপর আযাব আসল, যেদিক হতে তার আসার কোন ধারণাও তাদের ছিলনা।(২৭) অতঃপর কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবেন, আর তাদেরকে বলবেনঃ 'বল, এখন কোথায় আমার সেই সব শরীকরা যাদের জন্য তোমরা (সত্যপন্থীদের সাথে) ঝগড়া করতেছিলে?' যারা দুনিয়ায় জ্ঞান লাভ করেছিল তারা বলবেঃ আজ তো কাফেরদের জন্য লাঞ্ছনা ও দুর্ভাগ্য নিশ্চিত। (২৮) হ্যাঁ, সে সব কাফেরদের জন্য, যারা নিজেদের উপর যুলুম করা অবস্থায়-যখন ফেরেশতাদের হাতে ধরা পড়ে যায় মৃত্যুর সময় তখন (বিদ্রোহ পরিত্যাগ করে) অমনি আত্মসমর্পণ করে দেয়, আর বলে 'আমরা তো কোন অপরাধ করছিলাম না'। ফেরেশতাগণ জবাব দেবে কেমন করে করছিলে না; আল্লাহ তো তোমাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে খুবই ওয়াকিফহাল। (২৯) এখন যাও, জাহান্নামের দ্বার সমূহে প্রবেশ কর; সেখানেই তোমাদের চিরদিন অবস্থান করতে হবে। অতএব সত্যকথা এই যে, বড়ই খারাব পরিণতি রয়েছে অহংকারী লোকদের জন্য। (৩০) অপরদিকে আল্লাহভীরু লোকদের নিকট জিজ্ঞাসা করা হবে ' এ কি জিনিস, যা তোমাদের আল্লাহর তরফ হতে নাযিল হয়েছে?' তখন তারা জবাব দেবে 'খুবই উত্তম ও উৎকৃষ্ট জিনিস নাযিল হয়েছে।' এই ধরণের নেককার লোকদের জন্য এই দুনিয়ায়ও কল্যাণ রয়েছে, আর পরকালের ঘর তো নিশ্চিতই তাদের পক্ষে খুবই কল্যাণকর হবে। বড়ই উত্তম ঘর মুত্তাকী লোকদের।

جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَآءُوْنَ ؕ

জান্নাত স্থায়ী তাতে তারা প্রবেশ করবে প্রবাহিত হয় থেকে তার পাদদেশ ঝর্ণাধারা সমুহ তাদের জন্যে তার মধ্যে যা তারা ইচ্ছে করবে

كَذٰلِكَ يَجْزِي اللّٰهُ الْمُتَّقِيْنَ ﴿۳۱﴾ الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ طَيِّبِيْنَ ۙ يَقُوْلُوْنَ

এভাবে পুরস্কৃত করেন আল্লাহ মুত্তাকী দেরকে যাদের তাদের মৃত্যুঘটায় (অবস্থা হল) ফেরেশতারা পবিত্র থাকা অবস্থায় তারা বলবে

سَلٰمٌ عَلَيْكُمُ ۙ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿۳۲﴾ هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّاۤ اَنْ

শান্তি তোমাদের উপর তোমরা প্রবেশ কর জান্নাতে বদলে যা তোমরা কাজকরতেছিলে না তারা অপেক্ষা করছে এছাড়া যে

تَاْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ يَاْتِيَ اَمْرُ رَبِّكَ ؕ كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ

তাদের কাছে আসবে ফেরেশতারা অথবা আসবে নির্দেশ তোমার রবের এরূপ করেছিল যারা (ছিল) তাদের পূর্বে

وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ كَانُوْۤا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿۳۳﴾ فَاَصَابَهُمْ سَيِّاٰتُ

এবং না তাদের উপর যুলম করেছেন আল্লাহ কিন্তু তারা ছিল তাদের নিজে-দের উপর যুলম করতে অতঃপর তাদের উপর পড়েছিল মন্দসমূহ (অর্থাৎ শাস্তি)

مَا عَمِلُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿۳۴﴾ وَقَالَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا

যা তারা কাজকরেছিল এবং তাদেরকে পরিবেষ্টন করেছিল তাই তারা যে সম্বন্ধে বিদ্রূপ করত এবং বলে যারা শিরক করেছে

لَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ نَّحْنُ وَلَاۤ اٰبَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا

যদি ইচ্ছে করতেন আল্লাহ না আমরা ইবাদত করতাম তাঁর ছাড়া কোন কিছুকে (অন্য) আমরা এবং না আমাদের বাপ-দাদারা এবং না আমরা নিষিদ্ধ করতাম

مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ ؕ كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ

তাঁর (হুকুম) ছাড়া কোন কিছু এরূপ করেছিল যারা (ছিল) তাদের পূর্বে

(৩১) চিরদিন অবস্থানের সব বাগ বাগীচা, তাতে তারা প্রবেশ করবে। নীচ দিয়ে নদ-নদী ও ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে। আর সব কিছু সেখানে ঠিক তাদের মনোবাঞ্ছা অনুযায়ীই সংঘটিত হবে। এই প্রতিফল দেন আল্লাহ মুত্তাকী লোকদেরকে। (৩২) সেই মুত্তাকীদেরকে- যাদের রূহ সমূহ পবিত্র অবস্থায় যখন ফেরেশতাগণ কবয করে, তখন বলেঃ 'শান্তি বর্ষিত হোক তোমাদের উপর, তোমরা যাও জান্নাতে, তোমাদের আমলের বিনিময়ে'। (৩৩) হে মুহাম্মদ! এখন যে এই লোকেরা অপেক্ষা করছে, তবে এ ছাড়া আর কি বাকী রয়েছে- ফেরেশতারাই এসে পৌছবে কিংবা তোমার রবের ফায়সালাই প্রকাশিত হয়ে যাবে? এ ধরনের ধৃষ্টতা এদের পূর্বে বহু লোকই দেখিয়েছে। অতঃপর তাদের সাথে যা কিছু করা হয়েছে তা তাদের উপর আল্লাহর যুলুম ছিল না, বরং তা ছিল তাদের নিজেদেরই যুলুম যা তারা নিজেরা নিজেদের উপর করেছে। (৩৪) তাদের কাজ কর্মের দোষ-ত্রুটি শেষ পর্যন্ত তাদেরই ভাগে পড়ল এবং সেই জিনিসই তাদের উপর চেপে বসল যার তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতেছিল।

রুকূ-৫ (৩৫) এই মোশরেকেরা বলে আল্লাহ যদি চাইতেন, তাহলে আমরা এবং আমাদের বাপ-দাদারা তাঁর ব্যতীত অপর কারো ইবাদত করতাম না, আর না তাঁর হুকুম ছাড়া কোন জিনিসকে হারাম গণ্য করতাম। এ রকম বাহানাই এদের পূর্ববর্তী লোকেরাও বানাতেছিল।

তাহলে নবী রসূলদের প্রতি স্পষ্ট কথা পৌছে দেয়া ছাড়াও কি কোন দায়িত্ব আছে? (৩৬) আমরা প্রত্যেক উম্মতে একজন রসূল পাঠিয়েছি। আর তার সাহায্যে সকলকে সাবধান করে দিয়েছি যে, আল্লাহর বন্দেগী কর এবং তাগুতের বন্দেগী হতে দূরে থাক। এর পর তাদের মধ্যে হতে কাউকে আল্লাহ হেদায়াত দান করেছেন, আর কারো উপর গোমরাহী চেপে বসেছে। অনন্তর যমীনের উপর একটু চলাফেরা করে দেখে নাও যে মিথ্যা আরোপকারীদের পরিণাম কি হয়েছে! (৩৭) হে মুহাম্মদ! তুমি এদের হেদায়াতের জন্য যতই লালায়িত হও না কেন আল্লাহ যাকে গোমরাহ করে দেন তাকে তিনি আর হেদায়াত দেন না; আর এই ধরনের লোকদের সাহায্য কেউ করতে পারে না। (৩৮) এই লোকেরা আল্লহর নামে কড়া কড়া কসম খেয়ে বলেঃ 'আল্লাহ কোন মৃতকে পুনরায় জীবন্ত করে উঠাবেন না'- কেন উঠাবেন না? এতো একটি ওয়াদা যা পুরো করাকে তিনি নিজের জন্য ওয়াজেব করে নিয়েছেন; কিন্তু অধিকাংশ লোকই জানেনা।(৩৯) আর এরূপ হওয়া এজন্য জরুরী যে, আল্লাহ এদের সামনে সেই মহাসত্যকে প্রকাশ করে দেবেন যে সম্পর্কে তারা মতভেদ করছে এবং মহাসত্য অমান্যাকরীরা জানতে পারবে যে, তারা মিথ্যাবাদী ছিল। (৪০) কোন জিনিসকে অস্তিত্বে আনার জন্য এ অপেক্ষা আর কিছুই করতে হয় না যে, তাকে হুকুম দেই হয়ে যাও, আর অমনি তা হয়ে যায়।

وَ الَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا

দুনিয়ার মধ্যে আমরা অবশ্যই তাদের আবাস দেব যুলমকরা হয়েছে যা পরে আল্লাহর জন্যে হিজরত করেছে যারা এবং

حَسَنَةً ۖ وَ لَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾ الَّذِينَ صَبَرُوا وَ عَلَىٰ

উপর ও সবরকরেছে যারা তারা জানত যদি সর্বাধিক আখেরাতের পুরুষ্কার অবশ্যই এবং উত্তম

رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٤٢﴾ وَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا

অতএবতোমরা জিজ্ঞেসকর তাদের প্রতি আমরা ওহীকরি মানবদেরকে এ ব্যতীত তোমারপূর্বে আমরা পাঠিয়েছি না এবং তারা ভরষাকরে তাদের রবের

أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾ بِالْبَيِّنٰتِ وَ الزُّبُرِ ۗ وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ

তোমার প্রতি আমরানাযিল করেছি ও কিতাব সমুহ ও উজ্জ্বল নিদর্শনাবলীসহ তোমরা না জান যদি (এশী)জ্ঞান সম্পন্নদের

الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾

চিন্তা-ভাবনা করে তারা যেন এবং তাদের প্রতি নাযিলকরা হয়েছে যা লোকদের জন্যে যেন সুস্পষ্টভাবে বর্ননাকর তুমি যিকর (কুরআন)

أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّاٰتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ

তাদের উপর আসবে বা যমীনকে তাদের সহ আল্লাহ ধ্বসিয়ে দেবেন যে নিকৃষ্ট চক্রান্ত করে (তারা) যারা তবে কি নির্ভয়হয়েছে

الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٤٥﴾

তারা ধারণাও করে না যেখান থেকে আযাব

রুকু-৬ (৪১) যে সব লোক যুলুম সহ্য করার পর আল্লাহর খাতিরে হিজরত করে গেছে তাদেরকে আমরা দুনিয়ায়ই উত্তম জায়গা দান করব, আর আখেরাতের প্রতিফল তো অনেক বড়[৮]। হায়, সেই নির্যাতিত লোকেরা যদি জানতে পারত, (৪২) যারা সবর করেছে এবং যারা নিজেদের রবের উপর ভরসা করে কাজ করে (যে, কত ভাল পরিণামই না তাদের অপেক্ষায় রয়েছে)! (৪৩) হে মুহাম্মদ, আমরা তোমার পূর্বেও যখনি রাসূল পাঠিয়েছি, তো মানুষই পাঠিয়েছি; যাদের প্রতি আমরা আমাদের পয়গামসমূহ অহী করতাম। এই যিকরওয়ালাদের নিকট জিজ্ঞাসা করে দেখ[৯]। যদি তোমরা নিজেরা না জান। (৪৪) অতীতের নবী রসূলদেরও আমরা উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ ও কিতাবসমূহ দিয়ে পাঠিয়েছিলাম। আর এখন এই যিকর তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যেন তুমি লোকদের সামনে সেই শিক্ষাধারার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে থাক যা তাদের জন্য নাযিল করা হয়েছে এবং যেন লোকেরা (নিজেরাও) চিন্তা-গবেষণা করে[১০]। (৪৫) তাহলে সেই লোকেরা যারা (নবীর দাওয়াতের বিরুদ্ধতায়) নিকৃষ্টতম অপকৌশল গ্রহণ করছে, এ ব্যাপারে কি একেবারেই নির্ভয় হয়ে গেছে যে, আল্লাহ তাদেরকে যমীনে নিমজ্জিত করে দেবেন কিংবা এমন দিক হতে তাদের উপর আযাব এনে দেবেন, যে দিক হতে তা আসার ধারণা- অনুমান পর্যন্ত হয় না;

(৮) এখনে সেই মোহাজেরীনদের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে যারা কাফেরদের অসহনীয় অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন। (৯) অর্থাৎ যারা আসমানী গ্রন্থের জ্ঞান রাখে সেই লোকদের জিজ্ঞাসা করে জানো- পয়গম্বরেরা মানুষ হয়, না অন্য কিছু। (১০) অর্থাৎ রসূলে করীম (সঃ) এর প্রতি কিতাব এজন্যে নাযিল করা হয়েছিল যে, তিনি নিজের কথা ও কাজ দিয়ে কিতাবের শিক্ষা এবং তার নির্দেশাবলীর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে থাকবেন। এদিয়ে একথা প্রমাণিত হয় যে, রাসূল (সঃ) এর সুন্নাত হচ্ছে কুরআনের প্রামাণিক ও সরকারী ব্যাখ্যা ।

أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ﴿٤٦﴾ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٤٧﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِّلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ﴿٤٨﴾ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٤٩﴾ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٥٠﴾ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ ﴿٥١﴾

অথবা তাদের ধরবেন মধ্যে তাদের চলা ফেরার অতঃপর না তারা (হতে পারবে) (তাঁকে) অক্ষমকারী অথবা তাদের ধরবেন উপর

ভীত সন্ত্রস্ত (অবস্থায়) তবে নিশ্চয়ই তোমাদের রব অবশ্যই নরমদিল অতীব মেহেরবান কি তারা দেখে নাই প্রতি যা সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ

জিনিস ফিরে আসে তার ছায়াগুলো থেকে ডান ও বাম (থেকে) সিজদাবনত হয়ে আল্লাহর জন্যে এবং তারা বিনয়ী

এবং আল্লাহর জন্যে সিজদা করে যা কিছু মধ্যে আছে আকাশ সমূহের এবং যা মধ্যে পৃথিবীর জীবজন্তু এবং ফেরেশতারা এবং

তারা না অহংকার করে তারা ভয় করে তাদের রবকে তাদের উপরে এবং তারা করে যা তাদের নির্দেশ দেয়া হয়

এবং বলেন আল্লাহ না তোমরা গ্রহণকরো দুই ইলাহ প্রকৃত পক্ষে তিনি ইলাহ এক সুতরাং আমাকেই শুধু

তাই আমাকেই তোমরা ভয়কর

(৪৬-৪৭) কিংবা চলা ফেরা অবস্থায় সহসা তাদেরকে পাকড়াও করবেন; অথবা এমন অবস্থায় তাদেরকে পাকড়াও করবেন, যখন তাদের নিজেদেরই আসন্ন মুসিবতের ভীতি লেগে থাকবে এবং তারা তা হতে আত্ম রক্ষা করার চিন্তায় সচেতন হয়ে থাকবে? তিনি যা কিছুই করতে চান, এই লোকেরা তাঁকে অক্ষম করার জন্য কোন ক্ষমাতই রাখে না। আসল কথা এই যে, তোমাদের রব বড়ই নরম দিল এবং দয়াবান। (৪৮) আর এই লোকেরা কি আল্লাহর পয়দা করা কোন জিনিসকেই দেখে না যে, তার ছায়া কিভাবে আল্লাহর সমানে সিজদারত অবস্থায় ডাইনে ও বামে পতিত হচ্ছে[১১]। সব কিছুই এমনিভাবে বিনয় প্রকাশ করে।(৪৯) যমীন ও আসমানে যত পরিমাণ জানদার মখলুক রয়েছে, আর আছে যত ফেরেশতা, সবই আল্লাহর সামনে সিজদায় অবনত। তারা কিছুতেই এবং কিছু মাত্র অহংকার বা বড়াই করে না। (৫০) তারা তাদের রবের প্রতি ভয় পোষণ করে, যিনি তাদের উপর অবস্থিত। আর যা কিছু নির্দেশ দেয়া হয়, সেই অনুযায়ী তারা কাজ করে। (সিজদা)

রুকু-৭ (৫১) আল্লাহর নির্দেশ হচ্ছে দুই ইলাহ বানিয়ো না[১২]। ইলাহ তো মাত্র একজন। কাজেই তোমরা কেবল আমাকেই ভয়কর।

(১১) অর্থাৎ সকল জড় জিনিসের ছায়া -এ কথার নিদর্শনস্বরূপ যে, পর্বত হোক বা বৃক্ষ হোক, পশু হোক বা মানুষ হোক সকলেই এক সর্বব্যাপী আইনের শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত। সকলেরই ললাট দাসত্বের চিহ্নে চিহ্নিত; উলুহিয়াতে কারুরই কোন সামান্যতম অংশ নেই। কোন কিছুর ছায়া থাকা এ কথার সুস্পষ্ট নিদর্শন যে সে বস্তুটা জড়। আর কোন কিছুর জড় হওয়া তার দাস ও সৃষ্ট হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ। (১২) দুই রব না থাকার মধ্যে দুই এর অধিক রব না থাকার কথাও স্বতঃই শামিল আছে।

(৫২) তাঁরই জন্য সব কিছু যা আছে আকাশমন্ডলে, আর যা আছে যমীনে। এবং একান্তভাবে তারই দ্বীন (সমগ্র সৃষ্টিলোকে) চলছে[১৩]। অতঃপর আল্লাহকে ছেড়ে তোমরা অপর কারো প্রতি তাকওয়া পোষণ করবে? (৫৩) যে নিয়ামতই তোমরা লাভ করেছ তা আল্লাহর নিকট হতেই এসেছে। পরে যখন কোন কঠিন সময় তোমাদের উপর আসে তখন তোমরা নিজেরা নিজেদের ফরিয়াদ নিয়ে তাঁরই দিকে দৌড়াতে থাক; (৫৪) কিন্তু আল্লাহ যখন সেই সময়টি দূর করে দেন তখন সহসা তোমাদের মধ্যে হতে কিছু সংখ্যক লোক নিজেদের রবের সাথে অন্যান্যদের (এই অনুগ্রহের শোকরিয়া হিসাবে) শরীক বানাতে শুরু করে। (৫৫) যেন আল্লাহর অনুগ্রহের সাথে না শোকরী করা হয়। ঠিক আছে খুব করে মজা লুট, শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে। (৫৬) এই লোকেরা যে সবের নিগূঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে কিছুমাত্র জানে না, তার অংশ আমাদের দেয়া রেযক হতে নির্দিষ্ট করে দেয়। আল্লাহর শপথ! তোমাদের নিকট অবশ্যই জিজ্ঞাসা করা হবে যে, এই মিথ্যা তোমারা কেমন করে রচনা করে নিয়েছিলে?(৫৭) এরা আল্লাহর জন্য কন্যা-সন্তান আরোপ করে[১৪]। সুবহানাল্লাহ! এ হতে তিনি পবিত্র ও মহান। এদের জন্য হবে তা যা এরা নিজেরা চাইবে[১৫]? (৫৮) অথচ যখন এদের কাউকে কন্যা সন্তান পয়দা হওয়ার সুসংবাদ দেয়া হয় তখন তার মুখমন্ডল কালিমা লিপ্ত হয়ে যায়। আর সে তখন শুধু ক্রোধের রক্ত পান করে থাকে।

(১৩) অন্য কথায় তাঁর অনুগত্যের ভিত্তিতে সমগ্র অস্তিত্বের কারখানা- ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত আছে। (১৪) আরবের মোশরেকদের উপাস্যদের মধ্যে দেবতা কম ছিল; দেবী ছিল সংখ্যায় অধিক। আর এই দেবীদের সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস ছিল যে এরা আল্লাহর কন্যা-সন্তান। এভাবে ফেরেশতাদেও তারা আল্লাহর কন্যা মনে করতো। (১৫) অর্থাৎ পুত্র-সন্তানগুলি ।

(৫৯) লোকদের নিকট হতে মুখ লুকিয়ে ফিরে যে, এই খারাব খবরের পর কেমন করে মুখ দেখাবে। সে চিন্তা করে, লাঞ্ছনা সহ্য করে কন্যাকে রেখে দেবে, না মাটিতে পুতে ফেলবে? লক্ষ্য কর, কি রকম খারাব ফায়সালা এরা আল্লাহ সম্পর্কে আরোপ করে[১৬]। (৬০) খারাব বিশেষণে অভিহিত হওয়ার যোগ্য তো সেই লোকেরা -যারা পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে না। আর আল্লাহ, তাঁর জন্য তো সব চাইতে উত্তম ও উন্নত গুনাবলী শোভনীয়। তিনিই তো সকলের উপর বিজয়ী এবং জ্ঞান-বুদ্ধিতে পরিপূর্ণ।

রুকু-৮ (৬১) লোকেদের অন্যায় বাড়াবাড়ির দরুন আল্লাহ যদি সঙ্গে সঙ্গেই পাকড়াও করতেন তা হলে যমীনের উপর কোন একটি প্রানীকেও ছেড়ে দিতেন না। কিন্তু তিনি সকলকেই একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে থাকেন। পরে যখন সেই সময় এসে উপস্থিত হয় তখন তার এক মুহূর্ত আগে পরে হতে পারে না। (৬২) আজ এই লোকেরা আল্লাহর জন্য এমন সব জিনিসের প্রস্তাবনা করছে যাকে তারা নিজেদের জন্য অপছন্দ করে। আর মিথ্যা বলে তাদের জিহ্বা যে তাদের জন্য কেবল ভালই নির্দিষ্ট। আসলে তাদের জন্য একটি জিনিসই রয়েছে, আর তা হচেছ দোযখের আগুন। অবশ্যই তাদেরকে সকলের পূর্বে তাতে পৌছানো হবে।

(১৬) অর্থাৎ নিজেদের জন্যে যে কন্যাসন্তানকে তারা এরূপ হীন ও অপমানকার মনে করতো সেই কন্যা সন্তানকেই তারা আল্লাহর জন্যে ভাবতে কোন সংকোচবোধ করতো না।

تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (৬৩)

শপথ আল্লাহর নিশ্চয়ই আমরা প্রেরণ করেছি প্রতি জাতি সমূহের তোমার পূর্বে অতঃপর মোহময় করেছিল তাদের জন্যে শয়তান তাদের কাজগুলোকে অতঃপর সেই তাদের অভিভাবক আজ এবং তাদের জন্যে শাস্তি (রয়েছে) মর্মন্তুদ

وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ ۙ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (৬৪)

এবং না আমরা নাযিল করেছি তোমার উপর কিতাব এব্যতীত তুমি যেন প্রকাশ কর তাদের কাছে সে বিষয়ে তারা মত-বিরোধ করেছে যার মধ্যে এবং হেদায়াত ও রহমত লোকদের জন্যে (যারা) বিশ্বাসকরে

وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ (৬৫)

এবং আল্লাহ বর্ষণ করেন থেকে আকাশ পানি অতঃপর জীবিত করেন তা দিয়ে ভূমিকে পর তার মৃত্যুর নিশ্চয়ই মধ্যে এর অবশ্যই নিদর্শন লোকদের জন্যে (যারা) শুনে

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ (৬৬)

এবং নিশ্চয়ই তোমাদের জন্যে মধ্যে রয়েছে চতুষ্পদ পশুদের অবশ্যই শিক্ষা তোমাদের পান করাই আমরা তা হতে যা মধ্যে আছে তার পেটগুলোর মাঝ অবস্থায় গোবর ও রক্তের (তা হল) দুধ বিশুদ্ধ উপাদেয় পানকারীদের জন্যে

وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (৬৭)

এবং থেকে ফলগুলো খেজুর গাছের ও আঙ্গুর গুলো তোমরা গ্রহণকর তা থেকে মাদকদ্রব্য ও রিযক উত্তম নিশ্চয়ই মধ্যে আছে এর অবশ্যই নিদর্শন লোকদের জন্যে (যারা) জ্ঞান রাখে

(৬৩) আল্লাহর শপথ! হে মুহাম্মদ, তোমার পূর্বেও আমরা বহু জাতির নিকট আমার নবী ও রসূল পাঠিয়েছি, (আর পূর্বেও এরূপই হয়ে আসছিল যে,) শয়তান তাদের খারাব কাজকর্মকে তাদের নিকট খু; মোহময় করে দেখিয়েছে। (আর নবী রসূলদের কথা তারা মেনে নিতে প্রস্তুতই হয়নি) সেই শয়তানই আজ এদেরও পৃষ্ঠপোষক হয়ে ব-সছে। আর এরা অত্যন্ত পীড়াদায়ক আযাব ও শাস্তির যোগ্য হচ্ছে। (৬৪) আমরা এই কিতাব তোমার প্রতি এই জন্য নাযিল করেছি যেন তুমি এদের সামনে এদের যাবতীয় মতবিরোধের মূল কথা প্রকাশ করে দাও- যাতে এরা নিমজ্জিত হয়ে রয়েছে। এই কিতাব হেদায়াত ও রহমত হয়ে অবতীর্ণ হয়েছে সেই লোকদের জন্য, যারা একে মেনে নিবে।(৬৫) (তোমরা দেখতে পাও যে,) আল্লাহ উর্দ্ধ লোক হতে পানি বর্ষান, আর অমনি মৃতাবস্থায় পড়ে থাকা যমীনে তার দরুন জীবনের উন্মেষ হয় [১৭]। এতে একটি নিদর্শন রয়েছে, যারা লক্ষ্য করে শুনে তাদের জন্য।

রুকূ-৯ (৬৬) আর তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তুতেও এক শিক্ষা নিহিত রয়েছে। তাদের পেট হতে গোবর ও রক্তের মাঝখান হতে আমরা একটি জিনিস তোমাদের পান করাই -তাহল খাঁটি দুধ, যা পানকারীদের জন্য খুব ভাল উপাদেয়। (৬৭) (এমনি ভাবে) খেজুরের গাছ ও আংগুরের ছড়া হতেও আমরা তোমাদেরকে একটা জিনিস পান করাই, যা থেকে তোমরা মাদকও বানিয়ে থাক, আর পবিত্র রেযকও[১৮]। নিঃসন্দেহে এতে নিদর্শন রয়েছে বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগকারীদের জন্যে।

(১৭) অর্থাৎ প্রতিটি বছর এ দৃশ্য তোমাদের চোখের সামনেই প্রকটিত হয়- যমীন একেবারে প্রস্তরময় প্রান্তররূপে পড়ে থাকে, তার পর যখন বর্ষার আগমণ হয় একটি বা দুটি বর্ষণ না হতেই সেই যমীন থেকে জীবনের ঝরণা উৎসারিত হতে শুরু হয়।মৃত্তিকা স্তরের

(৬৮) আর লক্ষ্য কর, তোমার রব মধু-মক্ষিকার প্রতি এই কথা অহী করেছেন[১৯] যে, পাহাড়ে-পর্বতে, গাছে আর ওপরে ছড়ানো লতা-পাতায় নিজেদের চাক নির্মাণ কর। (৬৯) আর সব রকমের ফলের রস চুষে নাও এবং তোমার রবের সহজ পথে চলতে থাক। এই মক্ষিকার ভিতর হতে রঙ বে-রঙের শরবত বের হয়, তাতে নিরাময়তা রয়েছে লোকদের জন্য। নিশ্চয়ই এ হতেও একটি নিদর্শন রয়েছে সেই লোকদের জন্য, যারা চিন্তা-গবেষণা করে। (৭০) আরো লক্ষ্য কর,আল্লাহ তোমাদের পয়দা করেছেন, পরে তিনি তোমাদেরকে মৃত্যু দান করেন আর তোমাদের কেউ নিকৃষ্টতম বয়স পর্যন্ত উপনীত হয়, যেন সব কিছু জানার পরও কিছুই জানে না। প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহ জ্ঞান ও জানার ব্যাপারেও পূর্ণ পরিণত, ক্ষমতা ও শক্তিতেও তাই।

রুকু-১০ (৭১) আরো লক্ষ্য কর, আল্লাহতা'আলা তোমাদের মধ্যে কতককে অপর কতকের উপর রেযকের ব্যাপারে অধিক মর্যাদা দান করেছেন।

অভ্যন্তরে নিহিত অসংখ্যক মূল আকস্মাৎ জীবন্ত হয়ে উঠে এবং এক এক মূল থেকে সেই সব লতাপাতা আবার উদগত হয় যা পূর্ববর্তী বর্ষায় জন্মে মরে গিয়েছিল। অসংখ্য মৃত্তিকাজাত কীট -পতঙ্গ- গরমকালে যে সবের নাম নিশানাও কোথাও বাকী ছিলনা - সহসা তেমনিভাবে ও প্রাচুর্যে আবার জেগে উঠে, যেমনিভাবে তারা বিগত বর্ষায় দেখা দিয়েছিল। নিজেদের জীবনে এ সব কিছু তোমরা বার বার লক্ষ্য করছো, তবুও আল্লাহ সমস্ত মানুষকে মৃত্যুর পর আর দ্বিতীয়বার জীবিত করবেন - নবীদের মুখে এই কথা শুনে তোমরা বিস্ময়বোধ কর! (১৮) এখানে প্রসংগক্রমে মদ হারাম হওয়া সম্পর্কে ইশারা করা হয়েছে যে এ পবিত্র জীবিকা নয়। (১৯) অহীর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে গোপন ও সূক্ষ্ম ইশারা যা ইশারাকারী ও যাকে ইশারা করা হয় সেই ছাড়া অন্য কেউ বুঝতে পারে না। এ হিসাবে এ শব্দ এলকা (অন্তরে কথা নিক্ষেপকারী) ও এলহাম (গুপ্তভাবে শিক্ষা ও উপদেশ) এর অর্থে ব্যবহৃত হয়।

অনন্তর যে লোকদেরকে এই মর্যাদা দেয়া হয়েছে, তারা নিজেরা নিজেদের রেযক নিজেদের গোলামদের প্রতি ফিরিয়ে দিতে প্রস্তুত হয় না, যেন এই রেযকের ক্ষেত্রে উভয়েই সমান সমান অংশীদার হতে পারে। তবে কি কেবল আল্লাহরই অনুগ্রহের স্বীকৃতি দিতে এই লোকেরা অপ্রস্তুত[২০]। (৭২) আর তিনিই আল্লাহ যিনি তোমাদের জন্য তোমাদের স্বজাতীয় স্ত্রী বানিয়ে দিয়েছেন এবং এই স্ত্রীদের হতেই তোমাদের পুত্র-পৌত্র দান করেছেন; আর উত্তম উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি তোমাদেরকে খাবার জন্য দিয়েছেন। অনন্তর এই লোকেরা (এসব দেখে এবং বুঝতে পেরেও) কি বাতিলকে মানছে[২১] এবং আল্লাহর নেয়ামতকে অস্বীকার করছে, (৭৩) আর আল্লাহকে ত্যাগ করে তাদের পূঁজা করছে, যাদের হাতে না আসমান হতে রেযক দেয়া হয়, না যমীন হতে।আর না এই কাজ তারা করতে সমর্থ হতে পারে? (৭৪) অতএব আল্লাহর তুলনা বানিও না[২২]।

(২০) বর্তমান সময়ে কিছুলোক এই আয়াত থেকে তাদের মনগড়া এই অর্থ বের করেছে যে, যেসব লোকদের আল্লাহতা' আলা জীবিকার ব্যাপারে মর্যাদা দান করেছেন, তাদের জীবিকা তাদের নিজেদের ভৃত্য ও চাকরদের প্রতি অবশ্য দান করে দিতে হবে। যদি তারা তা না করে তবে তারা আল্লাহর নেয়ামতের অস্বীকারকারী বলে গন্য হবে। কিন্তু উপর থেকে সমগ্র ভাষণটাই শেরকের খন্ডনে ও তৌহিদের প্রমাণে বিবৃত হয়ে এসেছে এবং পরেও ধারাবাহিকভাবে এ প্রসংগই আলোচিত হয়েছে। পূর্বাপর প্রসঙ্গ লক্ষ্য রাখলে এ কথা অতি সুস্পৃষ্টরূপে বুঝা যাবে যে, এখানে এই যুক্তি পেশ করা হয়েছে যে, তুমি যখন নিজের ধনে তোমার গোলাম ও চাকরদের সমমর্যাদা দান কর না- তবে আল্লাহ তোমাদের প্রতি যে অনুগ্রহ রাশি দান করেছেন তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশে তোমরা আল্লাহতা' আলার সংগে কি প্রকারে তাঁর ক্ষমতাহীন বান্দাদেরও অংশীদার বানানোকে সঠিক মনে কর ও নিজেদের স্থানে এ বুঝে থাক যে, ক্ষমতা ও অধিকারে আল্লাহর এই বান্দারাও তাঁর সংগে সমভাগী?(২১) অর্থাৎ এ ভিত্তিহীন ও অসত্য বিশ্বাস পোষণ করে যে, তাদের ভাগ্য গড়া ও ভাঙা, তাদের মনোবাসনা পূর্ণ করা, প্রার্থনা শ্রবণ করা, তাদেরকে সন্তান-সন্তাদি দান করা , তাদের জীবিকার ব্যবস্থা করা, তাদের মামলা-মকদ্দমায় বিজয় দান, তাদের ব্যাধি মুক্ত করা- এসব কাজ কতগুলি দেবী, দেবতা ও জিন এবং আগে পরের কিছু সংখ্যক মহাত্মাদের ক্ষমতার মধ্যে আছে। (২২) অর্থাৎ আল্লাহকে পার্থিব রাজা মহারাজা বাদশাহের মত মনে ধারণা করো না।যেমন মোসাহেবদের এবং দরবারে নৈকট্যপ্রাপ্ত কর্মচারীদের মধ্যস্থতা ছাড়া পার্থিব রাজা-বাদশাহর নিকট কেউ

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝٧٤ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۖ هَلْ يَسْتَوُونَ ۚ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝٧٥ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُّ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ ۖ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ ۙ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ ۙ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝٧٦ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝٧٧

নিশ্চয়ই আল্লাহ জানেন এবং তোমরা না জান। বর্ণনাকরছেন আল্লাহ উপমা একজন গোলামের মালিকানাধীন না সে ক্ষমতা রাখে উপর কোন কিছু (খরচ করতে) এবং (এমনএকব্যক্তির) তাকে আমরা রিযক দিয়েছি যাকে আমাদের থেকে রিযক উত্তম অতঃপর সে খরচকরে তাথেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে কি তারা সমান হয় প্রশংসা মাত্রই আল্লাহর জন্যে বরং তাদের অধিকাংশই না জানে এবং বর্ণনা করেন আল্লাহ উপমা দুই ব্যক্তির একজন তাদের দুজনের বোবা বধির না ক্ষমতা রাখে উপর কোন কিছুর এবং সে বোঝা উপর তার মনিবের যেদিকেই তাকে পাঠায় না আনে ভাল(কিছুই) কি সমান হয় সে ও যে নির্দেশ দেয় ইনসাফের এবং সে উপর পথের (আছে) সরল-সঠিক এবং আল্লাহরই আছে অদৃশ্যের (জ্ঞান) আকাশ মন্ডলীর ও পৃথিবীর এবং নয় ব্যপার কিয়ামতের এছাড়া (যে) (যেমন) একপলক চোখের বরং তা তারও কম নিশ্চয়ই আল্লাহ উপর সব কিছুর ক্ষমতাবান

ع ١١

নিশ্চয়ই আল্লাহই জানেন, আর তোমরা জান না। (৭৫) আল্লাহ একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছেনঃ একজন হল গোলাম, অপরের মামলুক-মালিকানাধীন। সেই নিজে কোনই ক্ষমতা ইখতিয়ার রাখে না। অপর ব্যক্তি এমন, যাকে আমরা নিজস্বভাবে উত্তম রেযক দান করেছি। আর সে তা হতে প্রকাশ্যে ও গোপনে যথেষ্ট খরচ করে। তোমরা বল- এই দুজনই কি সমান? সব প্রশংসা আল্লাহরই [২৩] জন্য, কিন্তু অধিক লোকই (এই সোজা ও সহজ কথাটি) জানে না। (৭৬) আল্লাহ আর একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছেনঃ দুই জন লোক, একজন বোবা-বধির কোন কাজ করতে পারে না, নিজের মনিবের উপর এক বোঝা হয়ে আছে। যে দিকেই সে তাকে পাঠায় কোন একটি ভালো কাজও তার দিয়ে হয় না। অপর একজন আছে এমন, যে ইনসাফের নির্দেশ দেয় আর নিজেও সঠিক সুদৃঢ় পথে মজবুত হয়ে আছে। বল, এই দুজনই কি একই রকম?

রুকু-১১ (৭৭) আর যমীন ও আসমানের গোপন তত্ত্বের জ্ঞানতো আল্লাহই রয়েছে, কেয়ামত কায়েম হওয়ার ব্যাপারে কিছুমাত্র বিলম্ব হবে না; শুধু এতটুকু সময় মাত্র লাগবে, যে সময়ের মধ্যে চোখের পলক পড়ে, বরং এরও কম। আসল ব্যাপার এই যে, আল্লাহ সব কিছু করতে সক্ষম।

নিজের প্রয়োজন ও প্রার্থনার কথা পৌছাতে পারে না। সেই রকম আল্লাহতাআলা সম্পর্কে তোমরা এই ধারণা করতে লেগেছ যে তিনি নিজের শাহী প্রাসাদে ফেরেশতা, আওলিয়া ও তার অন্যান্য নৈকট্য প্রাপ্ত অনুগৃহীত জনদের দিয়ে বেষ্টিত হয়ে বসে আছেন এবং তাদের মধ্যস্থতা ছাড়া কারুর কোন কাজই আল্লাহর কাছ থেকে হাসেল করা সম্ভব নয়। (২৩) যেহেতু এই প্রশ্নের জবাবে মুশরেকরা এ কথা বলতে পারে না যে দুই-ই সমান, এজন্যে বলা হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ- এতটুকু কথা তোমাদের বুঝের মধ্যে এসেছে!

(৭৮) আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মাদের পেট হতে বের করেছেন এ অবস্থায় যে, তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদেরকে শ্রবণ শক্তি কান দিয়েছেন,দর্শণ শক্তি দিয়েছেন এবং চিন্তা করার মন দিয়েছেন; এই উদ্দেশ্যে যে তোমরা শোকরগুজার হবে। (৭৯) সেই লোকেরা কি কখনো পাখী সমূহকে দেখে নি যে, আকাশের শুন্যলোকে তা কিভাবে নিয়ন্ত্রিত রয়েছে? আল্লাহ ছাড়া কে তাদের ধরে রেখেছে? নিশ্চয়ই এতে বহু নিদর্শন রয়েছে সেই লোকদের জন্য, যারা ঈমান গ্রহণ করে।(৮০) আল্লাহ তোমাদের জন্যে তোমাদের ঘরসমূহকে স্থিতি লাভের স্থানরূপে বানিয়েছেন। তিনি জন্তু-জানোয়ারের চামড়া হতে তোমাদের জন্য এমন ঘর সৃষ্টি করেছেন, যা তোমাদের জন্য বিদেশ সফরে ও এক স্থানে অবস্থান উভয় অবস্থাতেই -খুব হালকা হয়ে থাকে[২৪]। তিনি জন্তু জানোয়ারের পশম,লোম এবং চুল দিয়ে তোমাদের জন্য পরার ও ব্যবহার করার অসংখ্যা জিনিস পয়দা করেছেন, যা জীবনের নির্দিষ্ট মীয়াদ পর্যন্ত তোমাদের কাজে আসে। (৮১) তিনি নিজ সৃষ্ট বহু জিনিস হতে তোমাদের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করেছেন। পাহাড়-পর্বতে তোমাদের জন্য আশ্রয়স্থল বানিয়েছেন এবং তোমাদেরকে এমন পোশাক দান করেছেন যা তোমাদেরকে গরম হতে রক্ষা করে। আরো কিছু ধরনের পোশাক যা পারস্পরিক যুদ্ধে তোমাদের হেফাযত করে।

(২৪) অর্থাৎ চামড়ার তাবু। আরবে এর বহুল প্রচলন ছিল।

এভাবে তিনি তোমাদের উপর স্বীয় নেয়ামতসমূহের পূর্ণত্ব দান করেন। সম্ভবতঃ তোমারা হুকুম পালনকারী হবে। (৮২) এখন যদি এই লোকেরা অন্য দিকে মুখ ফিরায় তবে হে মুহাম্মদ! তোমার উপর স্পষ্টভাবে হক্ পয়গাম পৌঁছে দেয়া ছাড়া আর কোন দায়িত্ব নেই। (৮৩) এরা তো আল্লাহর দান উপলব্ধি করে; কিন্তু তা সত্বেও তারা তা অস্বীকার করে। আর এদের মধ্যে এমন বহু লোকও রয়েছে যারা মহাসত্যকে মেনে নিতে প্রস্তুত নয়।

রুকূ-১২ (৮৪) (এই লোকদের কোন হুশ আছে কি যে, সেই দিন কি অবস্থা হবে?) যখন আমরা প্রতি উম্মতের হতে একজন করে সাক্ষী দাড় করাব। তখন কাফেরদেরকে না কোন যুক্তি প্রমাণ পেশ করার সুযোগ দেয়া হবে[২৫], না তাদেরকে তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করতে বলা হবে। (৮৫) যালেম লোকেরা যখন একবার আযাব দেখতে পাবে, তখন তাদের আযাবের মাত্রা কিছুমাত্র হালকা করা হবে না, আর এক নিমিষের জন্য তাদেরকে সময়-সুযোগও দেয়া হবে না। (৮৬) এবং যেসব লোক দুনিয়ায় শেরক করেছিল, তারা নিজেদের বানানো শরীক-উপাস্যদেরকে যখন দেখতে পাবে তখন বলবেঃ হে পরোয়ারদেগার! এরাই হচ্ছে আমাদের সেই সব শরীক মাবুদ- আমরা আপনাকে ত্যাগ করে যাদেরকে ডাকতাম, বন্দেগী করতাম। তখন তাদের সেই মাবুদরা তাদেরকে স্পষ্ট ভাষায় জবাব দিবেঃ তোমরা মিথ্যাবাদী[২৬]। (৮৭) তখন এ সবই আল্লাহর সামনে আত্মসমার্পিত হবে, আর তাদের সে সব মিথ্যা ও মনগড়া চিন্তাধারা সমূহ শূন্যে উড়ে যাবে যা তারা দুনিয়ায় অনুসরণ করছিল।

(২৫) এর অর্থ এই নয় যে- তাদের সাফাই পেশ করার সুযোগ দেয়া হবে না। বরং এর মর্ম হচ্ছে তাদের অপরাধ এরূপ স্পষ্ট অনস্বীকার্য ও দ্ব্যর্থহীন সাক্ষ্য-সমূহ দিয়ে প্রমানিত করে দেয়া হবে যে, তাদের জন্যে সাফাই পেশ করার কোন অবকাশই থাকবে না। (২৬) অর্থাৎ আমি তোমাদের কখনো

(৮৮) যারা নিজেরা কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে, আর অন্য লোকদেরকে আল্লাহর পথ হতে বাধা দিয়েছে তাদেরকে আমরা আযাবের পর আযাবে নিমজ্জিত করব, সেই সব বিপর্যয়কর কাজকর্মের ফলস্বরূপ যা তারা দুনিয়ায় করছিল। (৮৯) (হে মুহাম্মদ! এই লোকদেরকে সেই দিন সম্পর্কে সতর্ক কর) যেদিন আমরা প্রত্যেক উম্মতের জন্য স্বয়ং তাদের মধ্য হতেই একজন সাক্ষী দাড় করাব- যে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে। উপরন্ত এই লোকদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দানের জন্য আমরা তোমাকে উপস্থিত করব। আর (এ এই সাক্ষ্য দানেরই প্রস্তুতি যে) আমরা তোমার প্রতি এই কিতাব নাযিল করেছি যা প্রত্যেকটি বিষয়েরই সুস্পষ্ট বর্ননাদানকারী এবং হেদায়াত, রহমত ও সুসংবাদ-সেই সব লোকের জন্য যারা মস্তক অবনত করেছে।

রুকু-১৩ (৯০) আল্লাহতা'আলা সুবিচার ইনসাফ, অনুগ্রহ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের (সেলাহ রহমীর) নির্দেশ দিচ্ছেন এবং নির্লজ্জতা, অন্যায় অসৎকাজ ও সীমালংঘন করতে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদেরকে নসীহত করছেন, যেন তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পার। (৯১) তোমরা আল্লাহর ওয়াদা পূরণ কর, যখন তোমরা তার নিকট কোন ওয়াদা শক্তকরে বেধে নিয়েছ এবং নিজেদের কসম পাকা-পোখত ভাবে করার পর ভংগ করো না, যখন তোমরা আল্লাহকে নিজেদের উপর যামীন বানিয়ে নিয়েছ। আল্লাহ তোমাদের সব কাজকর্ম সম্পর্কে ওয়াকিফহাল রয়েছেন।

একথা বলিনি যে তোমরা আল্লাহকে ত্যাগ করে আমাকেই ডাক, আর তোমাদের এরূপ কাজে আমি রাজীও ছিলাম না; বরং আমি জানাতাম না যে তোমরা আমার কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলে।

(৯২) তোমাদের অবস্থা ও যেন সেই নারীর মত না হয় যে নিজেই খাটা-খাটুনি করে সুতা কেটেছে এবং পরে নিজেই তাকে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে। তোমরা নিজেদের কসমগুলিকে পারস্পরিক ব্যাপারসমূহে ধোকা ও প্রতারণার হাতিয়াররূপে ব্যবহার করছ; যেন একদল অপরদল অপেক্ষা বেশী ফায়দা লাভ করতে পারো অথচ আল্লাহ এই ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি দিয়ে তোমাদেরকে পরীক্ষায় নিক্ষেপ করেন এবং অবশ্যই তিনি কিয়ামতের দিন তোমাদের পারস্পরিক বিরোধের মূল তত্ত্ব তোমাদের সামনে প্রকাশ করে দেবেন। (৯৩) আল্লাহ যদি এই চাইতেন (যে, তোমাদের মধ্যে কোন মতবিরোধ হবে না) তবে তিনি তোমাদেরকে একটি উম্মতে পরিণত করে দিতেন। কিন্তু তিনি যাকে চান গোমরাহীতে নিক্ষেপ করেন, আর যাকে চান সত্য সঠিক পথ প্রদর্শন করেন। তোমাদের আমল সম্পর্কে তোমাদের নিকট অবশ্যই জিজ্ঞাসা করা হবে। (৯৪) (আর হে মুসলমানরা) তোমরা নিজেদের কসমগুলিকে পরস্পরের মধ্যে একে অপরকে ধোকা দেয়ার উপায় বানিয়ো না। এমন যেন না হয় যে, কোন পদক্ষেপ স্থিতি লাভ করার পর তা স্খলিত হয়ে যাবে, আর তোমরা লোকদেরকে আল্লাহর পথ হতে ফিরিয়ে রেখেছ, এই অপরাধের পরিণামে তোমরা খারাব ফল দেখতে বাধ্য হও ও কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হয়ে পড়[২৭]। (৯৫) আল্লাহর ওয়াদা-প্রতিশ্রুতিকে সামান্য-নগণ্য ফায়দার বিনিময়ে বিক্রি করো না। যা কিছু আল্লাহর নিকট রয়েছে, তা তোমাদের জন্য অধিক উত্তম

(২৭) অর্থাৎ কোন ব্যক্তি ইসলামের সত্যতায় বিশ্বাস স্থাপন করার পর মাত্র তোমাদের অসততা ও অসচ্চরিত্রতা দেখে যেন এই

إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩٥﴾ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَ مَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ ط وَ

যদি তোমরা জানতে আছে যাকিছু তোমাদের কাছে শেষ হয়েযাবে (তা) এবং যা আছে কাছে আল্লাহর তা স্থায়ী এবং

لَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوٓا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾ مَنْ عَمِلَ

আমরা অবশ্যই প্রতিফল দিব (তাদের) যারা সবর করেছে তাদের পুরস্কার অতি উত্তম যা তারা কাজ করত যে কাজ করবে

صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ج وَ

সৎ মধ্যে পুরুষদের বা নারীদের যখন সে ঈমানদারও তখন তাকে অবশ্যই জীবন দেব আমরা জীবন পবিত্র এবং

لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ

তাদের অবশ্যই প্রতিদান দেব আমরা তাদের পুরস্কার অতি উত্তম যা তারা করতোছিল অতঃপর যখন তুমি পাঠ করবে কোরআন তখন পানাহ চাইবে

بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٩٨﴾ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا

আল্লাহর কাছে থেকে শয়তান যে বিতাড়িত সোনিশ্চয়ই (এমন যে) নাই তার আধিপত্য (তাদের) উপর যারা ঈমান এনেছে

وَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٩٩﴾ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَ الَّذِينَ هُم

এবং উপর তাদের রবের তারা ভরষাকরে মূলতঃ তার আধিপত্য (তাদের) উপর যারা তাকে অভিভাবক বানিয়েছে ও যারা (এমন যে) তারা

بِهِ مُشْرِكُونَ ﴿١٠٠﴾ وَ إِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ ۙ وَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا

তার সাথে শরীককারী এবং যখন আমরা বদলে দেই এক আয়াতকে জায়গায় (অপর) আয়াতের এবং আল্লাহ খুব জানেন ঐ বিষয়ে যা

يُنَزِّلُ قَالُوٓا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ ط بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾

তিনি নাযেল করেন তারা বলে মূলতঃ তুমি (কোরআন) রচনাকারী বরং তাদের অধিকাংশই না তারা জ্ঞানরাখে

যদি তোমরা জানতে ও বুঝতে পার।(৯৬) তোমাদের নিকট যা কিছু আছে তা নিঃশেষ হয়ে যাবে। আর যা আল্লাহর নিকট রয়েছে তা চিরদিন অবশিষ্ট থাকবে। আমরা অবশ্যই ধৈর্য ধারণকারীদেরকে তাদের উত্তম কাজ অনুপাতে প্রতিফল দান করব।(৯৭) যে ব্যক্তিই নেক আমল করবে, সে পুরুষ হোক অথবা নারী- যদি সে মু'মিন হয়, তাকে দুনিয়ায় পবিত্র জীবন যাপন করাব, আর (পরকালে) এই ধরনের লোকদেরকে উত্তম প্রতিফল দান করব, তাদের আমল অনুপাতে। (৯৮) অতঃপর যখনই তুমি কুরআন পাঠ করতে শুরু করবে তখনই "শয়তানে রাজীম" (বিতাড়িত শয়তান) হতে আল্লাহর নিকট পানাহ চেয়ে নিবে[২৮]। (৯৯) যারা ঈমান আনে এবং নিজেদের রবের উপর ভরসা ও নির্ভরতা পোষণ করে তাদের উপর তার কোন প্রভাব-আধিপত্য নাই। (১০০) তার জোর চলে কেবল সেই লোকদের উপর যারা তাকে নিজেদের পৃষ্ঠপোষক বানিয়ে নেয় এবং তার ধোকায় পড়ে শেরক করে।

রুকু-১৪ (১০১) আমরা যখন এক আয়াতের স্থানে অন্য আয়াত নাযিল করি- আর আল্লাহ ভালই জানেন যে, তিনি কি নাযিল করেন- তখন এই লোকেরা বলে যে, তুমি এই কুরআন নিজে রচনাকারী। আসল কথা এই যে, এদের অধিকাংশই প্রকৃত ব্যাপার কিছুই জানে না।

দ্বীনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে না যায় এবং মাত্র এই কারণে সে বিশ্বাসীদের দলভুক্ত হতে বিরত না হয় যে, এই দলের যে সব লোকদের সংগে তার পরিচয় ঘটেছে তাদেরকে সে চরিত্র ও ব্যবহারে কাফেরদের থেকে বিন্দুমাত্র ভিন্ন দেখতে পায়নি। (২৮) এর উদ্দেশ্য কেবল জিহ্বা দিয়ে "আউযুবিল্লাহে মিনাশ শায়তানির রাজীম" উচ্চরণ করা নয় বরং এর সাথে হৃদয়ের প্রেরণা ও আন্তরিকতাসহ কার্যতঃ আল্লাহতাআলার কাছে এই প্রার্থনা করতে হবে যে কুরআন পাঠকালে আল্লাহ যেন শয়তানের ভ্রষ্টকারী প্ররোচনা থেকে তাকে নিরাপদ

قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ

বল | তা নাযিল করেন | রুহুল কুদুস (জিব্রাইল (আঃ)) | থেকে | তোমার রবের | যথাযথ ভাবে | দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে | (তাদেরকে) যারা | ঈমান এনেছে | এবং

هُدًى وَّ بُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿١٠٢﴾ وَ لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ

হেদায়াত | ও | সুসংবাদ | আত্মসমর্পণকারীদের | এবং | নিশ্চয়ই | জানি আমরা | তারা যে | বলে | প্রকৃত | তাকে শিখিয়েছে

بَشَرٌ ؕ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَّ هَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ

এক মানুষ | ভাষা | যার | তারা ইঙ্গিত করে | তার দিকে | অনারব | অথচ | এটা | ভাষা | আরবী

مُّبِينٌ ﴿١٠٣﴾ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ۙ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَ

স্পষ্ট | নিশ্চয়ই | যারা | না | ঈমান আনে | উপর নিদর্শন সমূহের | আল্লাহর | না | তাদের হেদায়াত দিবেন | আল্লাহ | এবং

لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٤﴾ إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

তাদের জন্যে | শাস্তি | মর্মন্তুদ | প্রকৃতপক্ষে | রচনা করে | মিথ্যা | (তারাই) যারা | না | ঈমান আনে

بِآيَاتِ اللَّهِ ۚ وَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿١٠٥﴾ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ

উপর নিদর্শনসমূহের | আল্লাহর | এবং | ঐসব লোক | তারাই | মিথ্যাবাদী | যে | অস্বীকার করে | আল্লাহকে | পরে

إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَ لَٰكِنْ مَّنْ

তার ঈমানের | এব্যতীত | যাকে | বাধ্য করা হয়েছে | অথচ | তার অন্তর | পরিতৃপ্ত | ঈমানের উপর | কিন্তু (তার কথা ভিন্ন) | যার

شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٦﴾

উন্মুক্ত | কুফরীর উপর | অন্তর | তাদের উপর তাহলে | গযব | থেকে | আল্লাহর | এবং | তাদের জন্যে | শাস্তি | মহা

---

(১০২) এদেরকে বলঃ একে তো রুহুল কুদুস ঠিক ঠিক ভাবে আমার রবের নিকট হতে ক্রমাগতভাবে নাযিল করেছেন[২৯]। যেন ঈমানদার লোকাদের ঈমানকে পাকা পেখতা করে দেয় এবং অনুগত লোকদেরকে জীবনের যাবতীয় ব্যাপারে সঠিক সত্য পথ প্রদর্শন করে এবং তাদেরকে মহাকল্যাণ ও সৌভাগ্যের সুসংবাদ দেয়।(১০৩) আমরা জানি, এই লোকেরা তোমার সম্পর্কে বলে এই লোকটিকে এক ব্যক্তি শিখিয়ে-পড়িয়ে দিয়ে থাকে। অথচ তারা যে লোকটির কথা বলছে, তার ভাষা অনারব, আর এ বিশুদ্ধ আরবী। (১০৪) আসল কথা এই যে, যে সব লোক আল্লাহর আয়াত মানে না, আল্লাহ কখনো তাদেরকে সঠিক কথা পর্যন্ত পৌছিবার তওফীক দেন না। আর এই ধরনের লোকদের জন্য অত্যন্ত পীড়াদায়ক আযাব রয়েছে। (১০৫) (মিথ্যা কথা নবী রচনা করে না, বরং) মিথ্যা তো সেই লোকেরা রচনা করছে যারা আল্লাহর আয়াতকে মানে না। তারাই প্রকৃতপক্ষে মিথ্যাবাদী[৩০]। (১০৬) যে ব্যক্তি ঈমান গ্রহণের পর কুফরী করে, (সে যদি) বাধ্য হয়ে গিয়ে থাকে, অথচ তার দিল ঈমানের প্রতি পূর্ণ আস্থাবান ও অবিচল থাকে (তবে কোন দোষ নেই) কিন্তু যে লোক মনের সন্তোষ সহকারে কবুল করে নিল, তাদের উপর আল্লাহর গযব বর্ষিত হবে এবং এমন সব লোকের জন্য বড় বড় আযাব রয়েছে[৩১]।

রাখেন। কেননা যে এখান থেকে হেদায়াত না পায় সে আর কোথাও হেদায়াত পাবে না। আর যে এই গ্রন্থ থেকে পথ ভ্রষ্টতা অর্জন করে বসে দুনিয়ায় আর কোন বস্তুই তাকে সেই পথভ্রষ্টতার গোলকধাঁধা থেকে উদ্ধার করতে পারে না (২৯) রুহুল কুদুস এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে পবিত্র আত্মা। হযরত জিবরাইল(আঃ) কে এই পারিভাষিক উপাধিদান করা হয়েছে।এখানে তার উল্লেখ করার উদ্দেশ্য

(১০৭) তা এই করণে যে, তারা পরকাল অপেক্ষা ইহ কালের জীবনকেই পছন্দ করে নিয়েছে। আর আল্লাহর নিয়ম এই যে, তিনি সেই লোকদের মুক্তির পথ দেখান না যারা তার নেয়ামতের না-শোকরী করে। (১০৮) এরা সেই লোক যাদের অন্তর, কান ও চোখের উপর আল্লাহতা' আলা মোহার লাগিয়ে দিয়েছেন। এরা তো গাফিলতিতে ডুবে গেছে। । (১০৯) অবশ্যই পরকালে তারাই চরম ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত থাকবে[৩২]। (১১০) পক্ষান্তরে যাদের অবস্থা এই যে, যখন (ঈমান আনার কারণে) নির্যাতিত হয়েছে তখন তারা ঘর বাড়ী ছেড়ে হিজরত করেছে, আল্লাহর পথে কঠোর কষ্ট করেছে এবং ধৈর্যধারণ করেছে, নিশ্চিতই তোমার রব তাদের জন্য অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়াময়।

রুকু-১৫ (১১১) (এই সব কিছুরই ফয়সালা সেই দিন হবে) যখন প্রত্যেক ব্যক্তি কেবল নিজের বাচার চিন্তায় লেগে থাকবে এবং প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের বদলা পুরাপুরি দেয়া হবে। আর কারো উপর এক বিন্দু পরিমাণও যুলম হতে পারবে না।

শ্রোতাদের সাবধান ও সতর্ক করা যে এই বাণীকে এমন এক বাহক বহন করে আনেন যিনি মানবীয় দূর্বলতা মুক্ত এবং পূর্ন দায়িত্বের সাথে আল্লাহর বানী পৌঁছে দেন । (৩০) দ্বিতীয় প্রকার অনুবাদ এও হতে পারে- যারা আল্লাহর আয়াতে ঈমান রাখে না, তার নিদর্শনসমুহে যাদের প্রত্যয় নেই মিথ্যা তো তারাই রচনা করে।(৩১) এ আয়াতে সেই সব মুসলমানদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যাদের উপর সে সময় নিদারুন অত্যাচার - নির্যাতন চলানো হচ্ছিল এবং অসহনীয় কষ্ট- যন্ত্রণা দিয়ে তাদেরকে কুফরী করতে বাধ্য করা হচ্ছিল। তাদেরকে জানানো হয়েছে যে, যদি তোমরা কোন সময় নির্যাতনে নিরুপায় হয়ে প্রাণ বাঁচানোর জন্যে মুখে কুফরী বাক্য উচ্চারণ কর, কিন্তু অন্তর তোমাদের কুফরী ধারণা বিশ্বাস থেকে পবিত্র থাকে, তবে তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হবে । কিন্তু তোমরা যদি অন্তরে কুফরীকে স্বীকার করে নও। তবে দুনিয়াতে তোমাদের প্রাণ যদিও বাঁচে, পরকালের আল্লাহর আযাব থেকে তোমরা রক্ষা পাবে না। (৩২) এ হুকুম সেই সব লোকদের সম্পর্কে যারা ঈমানের রাস্তা কঠিন দেখে তা থেকে ফিরে গিয়েপুনরায় নিজেদের কাফের ও মুশরেক জাতির সংগে গিয়ে মিলিত হয়েছিল।

(১১২) আল্লাহ একটি জনপদের দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন। তা শান্তি ও নিশ্চিন্ততার জীবন-যাপন করছিল। আর চারদিক হতে তার নিকট প্রাচুর্যের রেযক সেখানে পৌছুতো, অতঃপর তা আল্লাহর নেয়ামতসমূহের কুফরী (নাশুকরী) করতে শুরু করল! তখন আল্লাহ তাঁর অধিবাসীদেরকে তাদের কৃতকর্মের স্বাদ গ্রহণ করালেন যে, ক্ষুধা ও ভীতির মুসীবতসমূহ তাদের উপর চেপে বসল। (১১৩) তাদের নিকট তাদের নিজস্ব লোকদের মধ্য হতে এক রসূল আসল; কিন্তু তারা তাঁকে মিথ্যা মনে করে অমান্য করল। শেষ পর্যন্ত আযাব এসে তাদেরকে ঘিরে ধরল, যখন তারা যালেম হয়ে গিয়েছিল[৩৩]। (১১৪) অতএব হে লোকেরা! আল্লাহ যা কিছু হালাল ও পাক রেযক তোমাদেরকে দান করেছেন তা খাও এবং আল্লাহর অনুগ্রহের শোকর আদায় কর, যদি তোমরা বাস্তবিকই তাঁরই বন্দেগী করতে ইচ্ছুক হও। (১১৫) আল্লাহ যাকিছু তোমাদের প্রতি হারাম করেছেন তা হচ্ছে মরা জীব, রক্ত, শুকরের গোশত আর সেই সব জন্তু যার উপর আল্লাহ ছাড়া অপর কারো নাম নেয়া হয়েছে। অবশ্য ক্ষুধায় কাতর ও বাধ্য হয়ে কেউ যদি এই সব জিনিস খায়- আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধতা করার ইচ্ছুক না হয়ে কিংবা প্রয়োজন পরিমাণের সীমা লঙ্ঘণকারী না হয়, তবে নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

---

(৩৩) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর মতানুযায়ী নাম না নিয়ে এখানে মক্কাকেই দৃষ্টান্তরূপে পেশ করা হয়েছে। এই ব্যাখ্যানুযায়ী ভয় ও ক্ষুধার যে বিপদ ব্যাপক ছেয়ে যাওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে- তা হচ্ছে সেই দুর্ভীক্ষ যা নবী করীম (সঃ) এর দ্বীনি দাওয়াত মোশরেকদের প্রত্যাখানের পর দীর্ঘ কাল মক্কাবাসীদের উপর আপতিত ছিল।

وَ لَا تَقُوْلُوْا لِمَا تَصِفُ اَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هٰذَا حَلٰلٌ وَّ هٰذَا

এবং না তোমরা বলো ঐ বিষয়ে যা বর্ণনা করে তোমাদের জিহবাসমহ মিথ্যা এটা হালাল এবং এটা

حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ

হারাম আরোপ করার জন্যে উপর আল্লাহর মিথ্যা নিশ্চয়ই যারা আরোপ করেছে উপর আল্লাহর

الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَ ﴿۱۱۶﴾ مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ۪ وَّ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۱۱۷﴾ وَ

মিথ্যা না তারা সফল-কাম হয় (দুনিয়ার) সুখ সম্ভোগ সামান্য এবং তাদের জন্যে শাস্তি (রয়েছে) মর্মন্তুদ এবং

عَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَ مَا ظَلَمْنٰهُمْ

উপর (তাদের) যারা ইহুদী হয়েছে আমরা হারাম করেছিলাম যা আমরা উল্লেখ করেছি তোমার নিকট ইতি পূর্বে এবং না তাদের উপর আমরা যুলম করেছি

وَ لٰكِنْ كَانُوْۤا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿۱۱۸﴾ ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ عَمِلُوا السُّوْٓءَ

কিন্তু তারা ছিল তাদের নিজেদের উপর যুলম করত এরপর নিশ্চয়ই তোমার রব (তাদের)জন্যে যারা কাজ করেছে মন্দ

بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَ اَصْلَحُوْۤا ۙ اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا

অজ্ঞতাবশতঃ এরপর তারা তওবা করেছে পর এর ও সংশোধন করেছে নিশ্চয়ই তোমার রব এর পরে

لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۱۹﴾

অবশ্যই ক্ষমাশীল অতীব মেহেরবান

(১১৬)তোমাদের মুখ থেকে সাধারণতঃ যে সব মিথ্যা বের হয়ে আসে তেমনি করে তোমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে বলোনা যে, এটা হালাল এবং ওটা হারাম। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে তাদের কল্যাণ হবে না [৩৪]। (১১৭) দুনিয়ার দ্রব্য-সামগ্রী কয়েকদিনের বিষয়। শেষ পর্যন্ত তাদের জন্য অত্যন্ত পীড়াদায়ক আযাব রয়েছে।(১১৮) এই জিনিসগুলো আমরা বিশেষভাবে ইয়াহুদীদের জন্য হারাম করেছিলাম, যার উল্লেখ ইতিপূর্বে আমরা তোমার নিকট করেছি। আর এ তাদের প্রতি আমাদের কোন যুলম ছিল না; বরং তাদের নিজেদেরই যুলম ছিল যা তারা নিজেদের উপর করছিল। (১১৯) অবশ্য যেসব লোক মূর্খতাবশতঃ খারাব কাজ করেছে এবং পরে তওবা করে নিজেদের আমল সংশোধন করে নিয়েছে, তবে নিশ্চিতই তওবা ও সংশোধনের পর তোমার রব তাদের জন্য ক্ষমাশীল ও দয়াবান ।

(৩৪) এ আয়াত সুস্পষ্ট রূপে নির্দেশ করে যে আল্লাহ ছাড়া হালাল ও হারাম করার হক অন্য কারোই নেই। অন্য যে কেউই বৈধ্য ও অবৈধ নির্ধারণের সাহস করে সে নিজের সীমা অতিক্রম করে! অবশ্য যদি কেউ আল্লাহ তা আলার কানুনকে সনদ (উৎস মূল) স্বরূপ মান্য করে তার নির্দেশাবলীর ভিত্তিতে এসতেমবাত (যুক্তি-সিদ্ধ অনুমান ও সিদ্ধান্ত) করে বলে যে অমুক জিনিস বা অমুক কাজ বৈধ ও অমুকটি অবৈধ, তবে সে কথা স্বতন্ত্র। স্বাধীনভাবে হালাল ও হারাম নির্ধারণ করাকে আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করা এজন্য বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি এরূপ বিধি নির্দেশ দান করে তার এ কাজটি দুই প্রকার ,অবস্থা-নিরপেক্ষতা হতে পারে না। হয় সে এই কথা দাবী করে যে, আল্লাহর কিতাব হতে নিরপেক্ষ থেকে স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে সে যাকে বৈধ বা অবৈধ বলেছে তাকে আল্লাহতাআলা বৈধ বা অবৈধ করেছেন। অথবা তার দাবী হচ্ছে আল্লাহ তা ' আলা হালাল ও হারাম করার নিজ অধিকার পরিত্যাগ করে মানুষকে তাদের নিজেদের মর্জি মোতাবেক কানুন রচনা করার জন্যে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিয়েছেন। এ দুটি দাবীর মধ্যে মানুষ যে কোনটাই করুক না কেন তা হবে মিথ্যা এবং আল্লাহতাআলার প্রতি মিথ্যা আরোপ করা ।

إِنَّ إِبْرٰهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلّٰهِ حَنِيفًا ۖ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٠﴾

নিশ্চয়ই ইবরাহীম ছিল এক উম্মত (প্রতিক) অনুগত আল্লাহর একনিষ্ঠ এবং না ছিল অন্তর্ভূক্ত মুশরিকদের

شَاكِرًا لِّأَنْعُمِهِ ۚ اجْتَبٰهُ وَهَدٰهُ إِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿١٢١﴾ وَآتَيْنٰهُ فِي

শোকরকারী তার নিয়ামত সমূহের জন্যে (আল্লাহ্) তাকে মনোনীত করেছিলেন ও পরিচালিত করেছিলেন তাকে দিকে পথের সরল সঠিক এবং আমরা তাকে দিয়েছিলাম মধ্যে

الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِينَ ﴿١٢٢﴾ ثُمَّ أَوْحَيْنَا

দুনিয়ার কল্যাণ এবং নিশ্চয়ই সে মধ্যে আখেরাতে (হবে) অবশ্যই অন্তর্ভূক্ত সৎকর্মশীলদের এরপর আমরা ওহী করেছি

إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرٰهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٣﴾ إِنَّمَا

তোমার প্রতি যে অনুসরণ কর মিল্লাতের (নিয়মনীতির) ইবরাহীমের একনিষ্ঠ ভাবে এবং না সে ছিল অন্তর্ভূক্ত মুশরিকদের প্রকৃত পক্ষে

جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ

নির্ধারিত করা হয়েছিল শনিবার উপর (তাদের) যারা মতভেদ করেছিল তার মধ্যে এবং নিশ্চয়ই তোমার রব অবশ্যই ফয়সালা করে দেবেন তাদের মাঝে

يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٢٤﴾ ادْعُ إِلٰى سَبِيلِ رَبِّكَ

দিনে কিয়ামতের ঐবিষয়ে যা তারাছিল তার মধ্যে মতভেদ করত তুমি আহবান কর দিকে পথের তোমার রবের

بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ

হিকমতের সাথে ও উপদেশ উত্তম (দ্বারা) এবং তাদের যুক্তি দাও এমন উপায়ে যা অতি উত্তম নিশ্চয়ই তোমার রব

هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

তিনি খুব জানেন (তার) সম্বন্ধে যে ভ্রষ্ট হয়েছে থেকে তাঁর পথ এবং তিনি খুব জানেন হেদায়াত প্রাপ্তদেরকে

রুকু-১৬ (১২০) আসল কথা এই যে ইবরাহীম ছিলেন একটি গোটা উম্মতের প্রতীক, আল্লাহর আদেশানুগত এবং একমুখী-একনিষ্ঠ ছিল। সে কখনোই মোশরেক ছিল না। (১২১) সে আল্লাহর নেয়ামত সমুহের শোকর আদায়কারী ছিল। আল্লাহ তাকে পছন্দ করে নিয়েছেন এবং সঠিক-সোজা পথ দেখিয়েছেন। (১২২) দুনিয়ায় তাকে কল্যাণ দিয়েছেন এবং পরকালেও সে নিঃসন্দেহে নেক লোকদের মধ্যে গণ্য হবে। (১২৩) পরে আমরা তোমার প্রতি এই অহী পাঠিয়েছি যে, একমুখী নিষ্ঠাবান হয়ে ইবরাহীমের নিয়ম-নীতি অনুসরণ করে চল। আর সে মোশরেকদের মধ্যে ছিল না। (১২৪) তার পর শনিবার, তা তো আমরা সেই লোকদের উপর চাপিয়ে দিয়েছিলাম যারা তার আইন-বিধানে মতভেদ করেছিল। আর নিশ্চিত জেনো, তোমার রব কিয়ামতের দিন এই সব কথারই ফায়সালা করে দেবেন, যে সব বিষয়ে তারা মতভেদ করছিল। (১২৫) হে নবী! তোমার রবের পথের দিকে দাওয়াত দাও হিকমত ও উত্তম নসীহতের সাহায্যে। আর লোকদের সাথে পরস্পর বিতর্ক কর এমন পন্থায় যা অতি উত্তম। তোমার রবই বেশী ভাল জানেন, কে তাঁর পথ হতে ভ্রষ্ট হয়েছে, আর কে সঠিক পথে আছে।

(১২৬) আর তোমরা যদি প্রতিশোধ গ্রহণ কর তা হলে শুধু ততটুকুই নিবে যতখানি তোমার উপর অত্যাচার করা হয়েছে। কিন্তু তোমরা যদি ধৈর্য ধারণ কর তা হলে নিঃসন্দেহে ধৈর্যধারণকারীদের জন্য কল্যাণ রয়েছে। (১২৭) হে মুহাম্মদ! ধৈর্যসহকারে কাজ করতে থাক, আর তোমাদের এই ধৈর্যও আল্লাহরই দেয়া তওফীকের ফল- এই লোকদের কার্যকলাপে তুমি দুঃখিত হয়ো না এবং তাদের অবলম্বিত কৌশল-ষড়যন্ত্রের দরুন দিল ভারাক্রান্তও করবে না। (১২৮) আল্লাহ তো তাদের সংগে রয়েছেন, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে কাজ করে এবং ইহসান অনুসারে আমল করে।

সূরা বনী ইসরাঈল

নাম করণ

সূরাটির ৪র্থ আয়াতের একটি বাক্যাংশ হল-وَقَضَيْنَآ إِلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ فِى ٱلْكِتَٰبِ --এতে যে বনী ইসরাঈল শব্দটির উল্লেখ হয়েছে তাকেই এ সূরার নামরূপে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, বনী ইসরাঈল সূরার আলোচ্য বিষয় নয়। কুরআনের অন্যান্য অধিকাংশ সূরার মত একটি প্রতীক হিসেবেই এ নামটি নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

নাযিল হবার সময়কাল

প্রথম আয়াতটি হতেই নিঃসন্দেহে বুঝতে পারা যায় যে এ গোটা সূরাটি মিরাজের সময় নাযিল হয়েছে। হাদীস ও জীবন ইতিহাসে উদ্ধৃত অধিকাংশ বর্ণনার দৃষ্টিতে জানা যায় যে, হিজরতের এক বছর পূর্বে এই মিরাজ সংঘটিত হয়েছিল। কাজেই এ সূরাটিও মক্কী পর্যায়ের শেষের দিকে অবতীর্ণ সূরাসমূহের মধ্যে গন্য।

পটভূমি

নবী করীম (সঃ) মক্কা শরীফে তওহীদের আওয়ায বুলন্দ করছিলেন। এ দাওয়াতী অভিযানে ইতিপূর্বে সুদীর্ঘ বারটি বছর অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে। তার বিরুদ্ধবাদীরা তাকে এ পথ হতে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে সর্বশেষ চেষ্টা চালাতেও দ্বিধা বোধ করেনি। কিন্তু তাদের সকল প্রকার বাধা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও তওহীদের দাওয়াত ইতিমধ্যেই আরব ভূমির প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত পৌছে গেছে। তাঁর এই দাওয়াতে দ-চারজন লোকও প্রভাবিত হয়নি এমন একটি গোত্রও সমস্ত আরবের কোথাও ছিল না। মক্কা নগরেই অতীব নিষ্টাবান এক জনগোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল যারা এ মহান তওহীদি দাওয়াতের সাফল্যের জন্য যে কোন বিপদের ঝুকি গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলেন। মদীনায় আওস ও খাজরাজের ন্যায় শক্তিমান গোত্রদ্বয়ের বিরাট সংখ্যক লোক তাঁর সমর্থক হয়ে দাড়িয়েছিলেন। তখন সে সময়টি অতীব নিকটবর্তী হয়ে এসেছিল যে, নবী করীম (সঃ) মক্কা হতে মদীনায় স্থানান্তরিত হওয়ার এবং চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকা মুসলমানদেরকে এক স্থানে একত্রিত করে একটা পূর্ণাংগ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা- যার অতীব সম্ভাবনাময় সুযোগ উপস্থিত হয়েছিল। ঠিক এরূপ অবস্থায়ই মিরাজের বিস্ময়কর ঘটনাটি সংঘটিত হয়। মিরাজ হতে ফিরে এসে নবী করীম (সঃ) বিশ্ববাসীর সামনে এ ভাষণটি পেশ করেছিলেন।

মূল বক্তব্য ও আলোচ্য বিষয়

সাবধান ও সর্তকীকরণ, বুঝ-সমঝদান এবং শিক্ষাদান এই তিনটি বিষয় আনুপাতিক সামঞ্জস্য সহকারে এ সূরায় সন্নিবেশিত হয়েছে। মক্কার কাফেরদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে বনী ইসরাঈল ও অন্যান্য জাতির পরিণতি দেখে তোমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত এবং আল্লাহর দেয়া এ অবকাশের মধ্যে যা শেষ হওয়ার সময় উপস্থিত -তোমরা সতর্ক হও, সামলে যাও। আর মুহাম্মদ (সঃ) ও কুরআনের মাধ্যমে যে দাওয়াত পেশ করা হচ্ছে তা আন্তরিকতা সহকারে গ্রহণ কর। অন্যথায় তোমাদেরকে পৃথিবীর বুক হতে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হবে। এবং তোমাদের পরিবর্তে অন্য লোকদেরকে যমীনের ওপর পূর্নবাসিত করা হবে। প্রসংগতঃ বনী ইসরাঈলকেও তাম্বীহ করা হয়েছে। কেননা হিজরতের পর অতি শীঘ্রই অহীর ভাষায় তাদের সম্বোধন করে কথা বলা হবে। আলোচ্য সূরায় তাদের বলা হয়েছে, তোমাদের পূর্বে যে শাস্তি দেয়া হয়েছে, তা হতে যথার্থ শিক্ষা গ্রহণ কর। এখন রসূলে করীমের(সঃ) সর্ব শেষ নবী হিসেবে প্রেরিত হওয়ার ফলে তোমরা যে সুযোগটা পেয়ে গেলে, তার মূল্য ও গুরুত্ব অনুধাবন কর, তা হতে ফায়দা গ্রহণ না করা তোমাদের জন্য খুবই দুঃখজনক হবে। এ শেষ সুযোগও যদি তোমরা হারিয়ে ফেল এবং পুরাতন রীতি- নীতিই অনুসরণ করে চলতে থাক তাহলে তোমাদের কঠিন ও মর্মান্তিক আযাবের সম্মুখীন হতে হবে। এ পর্যায়ে মানবীয় সৌভাগ্য- দুর্ভাগ্য কল্যাণ ও অকল্যাণের মূল কারণসমুহ কি তা অতীব হৃদয়গ্রাহী ভংগীতে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। তওহীদ পরকাল, নবুয়্যত ও কুরআন পুরোপুরিভাবে সত্য, তার অকাট্য দলীলসমূহও পেশ করা হয়েছে। এসব মৌলিক মহাসত্য সর্ম্পকে মক্কার কাফেরদের পক্ষহতে যে সব সংশয় প্রকাশ করা হয়েছিল তা দূর করে দেয়া হয়েছে ।এবং যুক্তি সমূহ পেশ করার সাথে সাথে অমান্যকারীদের মূর্খতার দরুন তাদেরকে মাঝে মাঝে ভর্ৎসনা এবং তীব্র শাসনও করা হয়েছে। শিক্ষাদান পর্যায়ে নৈতিকতা ও সমাজ তত্বের এমন বড় বড় কতকগুলি মৌলনীতি উপস্থাপিত করা হয়েছে যার উপর মানব জীবনের সাংগঠনিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করাই মুহাম্মদ (সঃ) এর দাওয়াতের মূল

লক্ষ্য ছিল। অন্য কথায় এ ছিল যেন ইসলামের ঘোষণা পত্র, যা ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হওয়ার এক বছর পূর্বে আরববাসীদের সামনে পেশ করা হয়েছিল। এ ঘোষণা-পত্রে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছিল যে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) নিজ দেশ ও সমগ্র মানব সমাজের এবং ব্যক্তিগতভাবে সমস্ত মানুষের জীবনকে সুসংগঠিত করার জন্য প্রাণপন চেষ্টা চালাচ্ছেন এবং এ হচ্ছে তার মোটামুটি কথা।

এ সমস্ত কথার সঙ্গে সঙ্গে নবী মুস্তাফা (সঃ) কে হেদায়াত করা হয়েছে যে, দুঃখ-বিপদের এই ঝঞ্ঝার সামনে পরিপূর্ণ দৃঢ়তার সাথে ইসলামী আদর্শের উপর অটল-অবিচল হয়ে থাকুন, কুফরের সাথে সন্ধি-সমঝোতা করার কথা চিন্তাও করবেন না। কাফেরদের যুলুম-নির্যাতান, তাদের বাকা-চোরা তর্ক-বিতর্ক এবং তাদের মিথ্যা ও মনগড়া কথা রচনার প্রচন্ড তুফানের চাপে মুসলমানরা কখনো কখনো অনমনীয় ও প্রতি আক্রমণে উদ্যত হয়ে উঠতেন। এই সূরায় তাদের বলা হয়েছে যে, পূর্ণ ধৈর্য, শান্তি ও গাম্ভীর্য সহকারে অবস্থার মুকাবিলা করতে থাক, দ্বীনের প্রচার ও সংশোধমূলক কাজে নিজেদের আবেগ -উচ্ছাসকে আয়ত্তাধীন করে রাখবে। এ পর্যায়ে আত্ম- সংশোধন ও আত্ম-শুদ্ধকরণের উদ্দেশ্যে তাদের জন্যে নামায পড়ার নিয়ম স্থায়ীভাবে চালু করে দেয়া হয়। বলা হয়, আল্লাহর পথের মুজাহিদদের চরিত্রে যেসব মৌলিক গুনাবলী অপরিহার্য- এ নামায তোমাদের সেই উচ্চতর মহান গুনাবলীতে ভুষিত করবে। হাদীসের বর্ণনা হতে জানা যায়, নিয়মিতভাবে পাঁছ ওয়াক্ত নামায আদায় করার বিধান এই সময়ই মুসলমানদের জন্যে ফরয করে দেয়া হয়।

১২ তার রুকূ (সংখ্যা) মক্কী বনী ইসলাঈল সূরা ১১১ তার আয়াত (সংখ্যা)

অতীব মেহেরবান অশেষ দয়াবান আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

হারাম মসজিদ থেকে রাতে তার বান্দাকে ভ্রমন করালেন (তিনি)যিনি মহিমাময় (সত্তা)

তিনিই নিশ্চয়ই আমাদের থেকে তাকে যেন তার আশ আমরা বরকত- যা আকসা মসজিদ পর্যন্ত
তিনি নিদর্শনাবলী দেখাই আমরা -পাশকে ময় করেছি

বনী ইসরাঈলদের জন্যে পথ তাকে আমরা ও কিতাব মূসাকে আমরা এবং সর্ব দ্রষ্টা সর্ব শ্রোতা
নির্দেশক বানিয়েছিলাম দিয়েছিলাম

নূহের সাথে আমরা আরোহণ তাদের (তোমরা) কর্ম বিধায়ক আমাকে ছাড়া তোমরা যে
করিয়েছিলাম (যাদেরকে) বংশধর গ্রহণকরো না

শোকরকারী বান্দা ছিল নিশ্চয়ই সে

রুকূ-১ (১) পবিত্র তিনি, যিনি এক রাতে তাঁর বান্দাহকে মসজিদে হারাম হতে দূরবর্তী সেই মসজিদ অর্থাৎ মসজিদে আকসা পর্যন্ত ভ্রমণ করালেন যার চারপাশকে তিনি বরকত দান করেছেন। যেন তাকে নিজের কিছু নির্দশনাদি পর্যবেক্ষণ করাতে পারেন[১]। প্রকৃতপক্ষে তিনিই সব দেখেন এবং শুনেন। (২) আমরা ইতিপূর্বে মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম এবং তাকে বনী ইসরাঈলের জন্য হেদায়াতের মাধ্যম বানিয়েছিলাম- এই তাকীদ সহকারে যে আমাকে ছাড়া কাউকেও নিজের নির্ভরযোগ্য নিয়ন্তা বানিয়ো না[২]। (৩) তোমরা তো সেই লোকদের সন্তান যাদেরকে আমরা নূহের সংগে নৌকায় সওয়ার করিয়েছিলাম। আর নূহ ছিল একজন শোকরগুজার বান্দা।

(১) এ হচ্ছে সেই ঘটনা যা ইসলামের পরিভাষায় মেরাজ নামে খ্যাত। অধিকাংশ ও বিশুদ্ধ বিবরণ অনুসারে এই ঘটনাটি হিজরতের এক বৎসর পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল। হাদীস ও রসূলুল্লাহর জীবনী বিষয়ক গ্রন্থ সমূহে এই ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ সাহাবাদের থেকে বর্ণিত হয়েছে। এরূপ বর্ণনাকারী সাহাবাদের সংখ্যা ২৫ পর্যন্ত গিয়ে পৌছেছে। কুরআন মজীদে মাত্র বায়তুল্লাহ (মসজীদে হারাম) থেকে মসজিদে আকসা (বায়তুল মুকাদ্দাস) পর্যন্ত গমনের কথা সুস্পষ্টরূপে বিবৃত হয়েছে।আর হাদীস সমূহে বায়তুল্লাহ থেকে উর্দ্ব জগতের সর্বোচ্চ উচ্চতায় পৌছে আল্লাহতা' আলার সকাশে তাঁর উপস্থিত হবার কথা বিস্তৃতভাবে উল্লিখিত রয়েছে। এই ভ্রমণের প্রকৃতি কিরূপ ছিল ,এটা স্বপ্নে ঘটেছিল না জাগ্রত অবস্থায় ঘটেছিল? নবী করীম (সঃ) নিজে সশরীরে গমন করে ছিলেন না নিজ স্থানেই তিনি বিদ্যমান ছিলেন এবং মাত্র আত্মিকভাবে তাঁকে এই দিব্যদর্শন করানো হয়েছিল? পবিত্র কুরআনের শব্দগুলির এ সম্পর্কিত ভাষাই এ প্রশ্নগুলির উত্তর দান করে। "তিনি পবিত্র ও বিষ্কলুষ .... ভ্রমণ করালেন " এই কথা দিয়ে বর্ণনার সূচনা করাতে স্বতঃই এই তাৎপর্য ব্যক্ত হয় যে এ কোন বিরাট অসাধারণ ঘটনা ছিল যা আল্লাহতাআলার অসাধারণ ক্ষমতাতে সংঘটিত হয়েছিল। স্পষ্টতঃই স্বপ্নে কোন ব্যক্তির এরূপ কোন কিছু দর্শন করা বা অর্ন্তদৃষ্টি দিয়ে দেখার এরূপ গুরুত্ব হতে পারে না যে, তা বর্ণনা করার জন্য এরূপ ভূমিকার প্রয়োজন হতে পারে যে- সকল প্রকার অক্ষমতা ও ত্রুটি থেকে মুক্ত ও পবিত্র সেই সত্তা" যিনি নিজ বান্দাকে এ স্বপ্ন দর্শন করিয়েছিলেন বা অর্ন্তদৃষ্টিতে এসব কিছু দেখিয়েছিলেন। এ ছাড়া এই শব্দগুলিও "এক রাতে নিজের বান্দাকে ভ্রমণ করালেন ।" সশরীর পরিভ্রমণের পক্ষে যুক্তি পেশকরে। স্বপ্নে ভ্রমণ বা অন্তদৃষ্টিতে ভ্রমণের জন্য এ শব্দগুলি কোনক্রমেই যথাযোগ্য হতে পারে না । সুতরাং আমাদের

وَ قَضَيْنَآ اِلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ فِى الْكِتٰبِ لَتُفْسِدُنَّ فِى الْاَرْضِ مَرَّتَيْنِ

দুবার | দেশের | মধ্যে | তোমরা অবশ্যই ফাসাদ করবে | কিতাবের | মধ্যে | ইসরাঈলকে | বনী | প্রতি | আমরা সর্তক করেছিলাম | এবং

وَ لَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيْرًا ④ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ اُوْلٰىهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا

বান্দাদেরকে | তোমাদের উপর | আমরা পাঠালাম | দুটির প্রথমটি | প্রতিশ্রুত (সময়) | আসল | অতপর যখন | বিরাট | বিদ্রোহ | তোমরা অবশ্যই বিদ্রোহ করবে | এবং

لَّنَآ اُولِىْ بَاْسٍ شَدِيْدٍ فَجَاسُوْا خِلٰلَ الدِّيَارِ ؕ وَ كَانَ وَعْدًا مَّفْعُوْلًا ⑤

সম্পূর্ণকরা | (শান্তির) ওয়াদা | হল | এবং | দেশের | মধ্যে | তারা অতঃপর ঢুকে ছার খার করল | অতিশয় | শক্তি সম্পন্ন | আমাদের

ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَ اَمْدَدْنٰكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّ بَنِيْنَ وَ جَعَلْنٰكُمْ

তোমাদের পরিণত করলাম | আমরা | এবং | সন্তানাদি (দিয়ে) | ও | সম্পদসমূহ দিয়ে | তোমাদের সাহায্য করলাম | আমরা | এবং | তাদের উপর | পালা | তোমাদের জন্যে | আমরা ফিরিয়ে দিলাম | এরপর

اَكْثَرَ نَفِيْرًا ⑥ اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ ۟ وَ اِنْ اَسَاْتُمْ فَلَهَا ؕ فَاِذَا

অতঃপর যখন | তাও নিজেদের জন্যে কাজ করে থাকে | তোমরা মন্দ | যদি | আর | তোমাদের নিজেদের জন্যে | তোমরা ভাল কাজ করেছ | তোমরা ভাল কাজ করে থাক | যদি | বাহিনীতে | বিরাট

جَآءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ لِيَسُوْٓءٗا وُجُوْهَكُمْ وَ لِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوْهُ

সেখানে ঢুকেছিল | যেমন | মসজিদে | তাদের ঢুকে পড়ার জন্যে | এবং | তোমাদের চেহারা সমূহকে | কালিমাময় করার জন্যে | পরবর্তী | প্রতিশ্রুত (সময়) | আসল

اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّ لِيُتَبِّرُوْا مَا عَلَوْا تَتْبِيْرًا ⑦

(সম্পূর্ন) ধ্বংস | তারা জয়ী হয় | যার উপর | তারা যেন ধ্বংসকরে দেয় | এবং | বার (শত্রুরা) | প্রথম

(৪) পরে আমরা আমাদের কিতাবে[৩] বনী ইসরাঈলীদেরকে এই বিষয়েও সতর্ক করে দিয়েছিলাম যে, তোমরা দুই দুইবার পৃথিবীর বুকে মহাবিপর্যয়ের সৃষ্টি করবে এবং খুব বেশী বিদ্রোহাত্মক কাজ করবে। (৫) শেষ পর্যন্ত তম্মধ্য হতে প্রথম বিদ্রোহের সময় যখন উপস্থিত হল তখন আমরা তোমাদের মুকাবিলা করার জন্য আমাদের এমন সব বান্দাদের সংগঠিত করে পাঠালাম যারা অতীব শক্তিশালী ছিল। আর তারা তোমাদের দেশে প্রবেশ করে চারদিকে ছার খার করল[৪]। এ ছিল একটি ওয়াদা যা অবশ্যই পূর্ণ হল।(৬) অতঃপর আমরা তোমাদেরকে তাদের উপর বিজয় লাভের সুযোগ করে দিয়েছি। আর তোমাদেরকে বিপুল ধনমাল ও সন্তানাদি দিয়ে সাহায্য করেছি এবং তোমাদের সংখ্যা পূর্বের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি করে দিয়েছি। (৭) লক্ষ্য কর, তোমরা ভাল কাজ করলে তা তো তোমাদের নিজেদের জন্যই মঙ্গলজনক, আর খারাব করলে তা তোমাদের নিজেদের জন্যই ক্ষতিকর হবে। পরে যখন দ্বিতীয় ওয়াদার সময় আসল তখন আমরা অপরাপর শত্রুদেরকে তোমাদের উপর প্রভাবশালী করে দিলাম, যেন তারা তোমাদের চেহারা বিকৃত করে দেয়, এবং মসজিদে (বায়তুল মুকাদ্দাস) তেমনই ঢুকে পড়ে, যেমন পূর্বের শত্রুরা ঢুকে ছিল। আর যে জিনিসের উপরই তাদের হাত লাগবে তাকে যেন তারা ধ্বংস করে দেয়[৫]।

জন্যে একথা সত্য বলে মানা ছাড়া উপায় নেই যে এ নিছক এক আত্মিক অভিজ্ঞতা ছিলনা, বরং এ ছিল এক সশরীর পরিভ্রমণ ও অদৃশ্য ব্যাপার সমূহের দর্শণ যা আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবী (সঃ) কেদিয়েছিলেন(২)অর্থাৎ বিশ্বাস ও ভরসা র কেন্দ্রস্থল যারউপর পরিপূর্ণ নির্ভর করা যায় , যাকে নিজের ব্যাপার সমূহ সোপর্দ করা যায় ; হেদায়াত ও সাহার্য্য প্রার্থনার জন্যে যার প্রতি রুজু করা যায়। (৩) কিতাব বলতে এখানে তওরাতকে বোঝানো হয়েছে। (৪) এখানে সেই ভয়াবহ ধবংসের কথা বলা হয়েছে যা আসুরিয় ও ব্যবিলনীয় কওম বনী ইসরাইলদের উপর আপতিত হয়েছিল।(৫) এর দ্বারা রোমক জাতিকে বোঝানো হয়েছে, যারা বায়তুল মুকাদ্দাসকে সম্পূর্ণ ধবংস করেছিল ও বনী ইসরাইলদের মেরে মেরে ফিলিস্তিন থেকে বিতাড়িত করেছিল , এরপর আজ দুহাজার বছর যাবৎ তারা সারা দুনিয়ার মধ্য বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে।

عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يَّرْحَمَكُمْ ۚ وَ اِنْ عُدْتُّمْ عُدْنَا ۘ وَ جَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكٰفِرِيْنَ

না শোকর- জাহান্নামকে আমরা এবং আমরা পুন- তোমরা যদি কিন্তু তোমাদের উপর তোমাদের সম্ভবতঃ
কারীদের জন্যে বানিয়েছি রাবৃত্তি করব পুনরাবৃত্তিকর দয়া করবেন রব

حَصِيْرًا ﴿٨﴾ اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِىْ لِلَّتِىْ هِىَ اَقْوَمُ وَ يُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ

মুমিনদেরকে সুসংবাদ ও অধিকতর যা সেই পথ দেখায় কুরআন এই নিশ্চয়ই কারাগার
দেয় সোজা দিকে

الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا كَبِيْرًا ﴿٩﴾ وَّ اَنَّ الَّذِيْنَ لَا

না যারা (এও) এবং বিরাট পুরস্কার তাদের যে নেকীসমূহের কাজকরে যারা
যে (রয়েছে) জন্যে

يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١٠﴾ وَ يَدْعُ الْاِنْسَانُ بِالشَّرِّ

অকল্যাণের মানুষ কামনা এবং মর্মন্তুদ শাস্তি তাদের আমরা প্রস্তুত আখেরাতের বিশ্বাসকরে
করে জন্যে রেখেছি

دُعَآءَهٗ بِالْخَيْرِ ؕ وَ كَانَ الْاِنْسَانُ عَجُوْلًا ﴿١١﴾ وَ جَعَلْنَا الَّيْلَ وَ النَّهَارَ اٰيَتَيْنِ

দুটি নিদর্শন দিনকে ও রাতকে আমরা এবং তাড়াহুড়াকারী মানুষ হল এবং কল্যাণের তার কামনা
করেছি (করা উচিৎ যেমন)

فَمَحَوْنَآ اٰيَةَ الَّيْلِ وَ جَعَلْنَآ اٰيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوْا فَضْلًا

অনুগ্রহ তোমরা যেন উজ্জল দিনের নিদর্শনকে আমরা এবং রাতের নিদর্শনকে আমরা অতঃপর
সন্ধানকরতে পার করেছি নিষ্প্রভ করেছি

مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَ الْحِسَابَ ؕ وَ كُلَّ شَيْءٍ

জিনিষ প্রত্যেক এবং হিসাব ও বছর গণনা তোমরা জান যেন এবং তোমাদের থেকে
সমূহের রবের

فَصَّلْنٰهُ تَفْصِيْلًا ﴿١٢﴾

বিশদ বর্ণনা তা আমরা বিশদ
বর্ণনা করেছি

(৮) তোমাদের রব হয়ত এখন তোমাদের প্রতি দয়া করবেন। কিন্তু তোমরা যদি তোমাদের পূর্ববর্তী আচরণ আবার গ্রহণ কর তাহলে আমরাও সেই শাস্তি পুনঃ প্রবর্তিত করব। নেয়ামতের না-শোকর লোকদের জন্য আমরা জাহান্নামকে কয়েদখানা বানিয়ে রেখেছি। (৯) সত্য কথা এই যে, এই কুরআন সেই পথ দেখায়, যা পুরাপুরি সোজা ও সরল। যেসব লোক তা মেনে নিয়ে ভাল ভাল কাজ করতে থাকবে। তাদেরকে এ সুসংবাদ দেয় যে তাদের জন্য বিরাট শুভ কর্মফল রয়েছে। (১০) আর যারা পরকাল বিশ্বাস করে না তাদেরকে এ জানিয়ে দেয় যে, তাদের জন্য আমরা অত্যন্ত পীড়াদায়ক আযাব প্রস্তুত করে রেখেছি।

রুকু-২ (১১) মানুষ অকল্যাণ চায় এমন ভাবে যেমন কল্যাণ কামনা করা উচিত। মানুষ বড়ই তাড়াহুড়া প্রিয়[৬]। (১২) লক্ষ্য কর, আমরা রাত ও দিনকে দুইটি নির্দশন স্বরূপ বানিয়েছি। রাতের নিদর্শনটিকে আমরা জ্যোতিহীন বানিয়েছি। আর দিনের নিদর্শনটিকে উজ্জল করে দিয়েছি, যেন তোমরা তোমাদের রবের অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং মাস ও বৎসরের হিসাব করতে পার। এভাবে আমরা প্রত্যেকটি জিনিসকেই আলাদা আলাদা করে পরস্পর পৃথক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন করে বর্ণনা করেছি।

(৬) মক্কায় কাফেরেরা রসূল করীমের (সঃ) কাছে বার বার এই মুর্খতাসূচক দাবী পেশ করেছে যে- বাস, তুমি সেই আযাব আমাদের উপর নিয়ে আস যার ভয় তুমি আমাদের দেখাচ্ছ। এখানে তাদের সেই মুর্খতাসূচক দাবীর জবাব দেয়া হয়েছে। উপরের বর্ণনা সমাপ্তির সংগে সংগে এই বাক্য এরশাদ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে- এই কথার প্রতি সতর্ক করা যে, মুর্খের দল, কল্যানের প্রার্থনা না করে আযাবের প্রার্থনা করছ। আল্লাহর আযাব যখন কোন কওমের উপর আপতিত হয় তখন তার অবস্থা কিরূপ দাড়ায় সে সম্বন্ধে তোমাদের কোন ধারণা আছে? এর সংগে সংগে এই বাক্যাংশে মুসলমানদের প্রতিও এক সুক্ষ্ম সতর্কবানী ছিল, কারণ তারা কাফেরদের

وَكُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنٰهُ طٰٓئِرَهٗ فِيْ عُنُقِهٖ ؕ وَنُخْرِجُ لَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

এবং প্রত্যেক মানুষের তাকে আমরা ঝুলিয়ে দিয়েছি তার কর্মকে তার গলায় এবং বের করব আমরা তার জন্যে দিনে কিয়ামতের

كِتٰبًا يَّلْقٰىهُ مَنْشُوْرًا ﴿١٣﴾ اِقْرَاْ كِتٰبَكَ ؕ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا ﴿١٤﴾

লিপিকা (স্বরূপ) তা পাবে সে উন্মুক্ত পড় তোমরা আমলনামা যথেষ্ট তুমি নিজেই আজ তোমার উপর হিসাব গ্রহণকারী হিসেবে

مَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ؕ

যে সৎ পথে চলে তবে মূলতঃ সে সৎ পথে চলে তার নিজের জন্যে এবং যে গোমরাহ হয়ে যায় তবে মূলতঃ সে গোমরাহ হয় তার উপর

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ؕ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ

এবং না বইবে বোঝা কোন বোঝা বহন কারী বোঝা অন্যের এবং না আমরা হই শাস্তিদান কারী যতক্ষণ না পাঠাই আমরা

رَسُوْلًا ﴿١٥﴾ وَاِذَآ اَرَدْنَآ اَنْ نُّهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَفِيْهَا فَفَسَقُوْا فِيْهَا

কোন রসূল এবং যখন আমরা চাই যে ধ্বংসকরব কোন জনপদকে আমরা হুকুম দেই তার সচ্ছল লোক দেরকে (সৎকর্মের) তারা কিন্তু নাফরমানীকরে তার মধ্যে

فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنٰهَا تَدْمِيْرًا ﴿١٦﴾ وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُوْنِ

তখন আপতিত হয় তার উপর (শাস্তির) আদেশ তা অতঃপর আমরাবিধ্বংস করি ধবংস এবং কত আমরা ধ্বংস করেছি থেকে মানব গোষ্ঠি

مِنْۢ بَعْدِ نُوْحٍ ؕ وَكَفٰى بِرَبِّكَ بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِيْرًۢا بَصِيْرًا ﴿١٧﴾

পরে নূহের এবং যথেষ্ট তোমার রবই গোনাহসমূহ সম্পর্কে তার বন্দাদের খুব অবহিত সর্বদ্রষ্টা

(১৩) প্রত্যেক ব্যক্তি কর্মকে আমরা তার গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছি[৭]। আর কেয়ামতের দিন আমরা একটি লিপিকা তার জন্য প্রকাশ করব- যাকে সে উন্মুক্ত ভাবে পাবে। (১৪) পড় নিজের আমল নামা, আজ নিজের হিসাব ঠিক করার জন্য তুমি নিজেই যথেষ্ট। (১৫) যে কেউ সঠিক পথ গ্রহণ করে, তার এই হেদায়াত প্রাপ্তি তার নিজের জন্যই কল্যাণকর। আর যে গোমরাহ হয়ে যায় তার এই গোমরাহীর খারাব পরিণাম তারই উপর পড়বে। কোন বোঝা বহনকারী অপরের বোজা বহন করবে না[৮]। আর আমরা আযাব দিইনা যতক্ষণ (লোকদেরকে হক ও বাতিল বুঝাবার জন্য) একনজ বার্তাবাহক না পাঠাই। (১৬) আমরা যখন কোন জনপদকে ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত করি, তখন তার সচ্ছল অবস্থার লোকদেরকে হুকুম দিই(সৎকর্মের) কিন্তু তারা সেখানে সর্বপ্রকার নাফরমানী করতে শুরু করেঃ তখন আযাবের ফায়সালা এই জনপদের ভাগ্যলিপি হয়ে দাড়ায়, আর আমরা তাকে বরবাদ করি পুরাপুরি।[৯] (১৭) লক্ষ্যকর, নূহের পরে আমাদের হুকুমে কত মানব গোষ্টি ধ্বংস হয়ে গেল। তোমার আল্লাহ বান্দাদের গুনাহ-খাতা সম্পর্কে পুরাপুরি ওয়াকিফহাল আর তিনি সবকিছু দেখছেন।

অত্যাচার নির্যাতন ও তাদের হঠকারীতায় অতিষ্ঠ হয়ে কখনো কখনো তাদের প্রতি আল্লাহর আযাবের জন্য প্রার্থনা করতে শুরু করতেন। কিন্তু সেই কাফেরদের মধ্যে তখনও অনেক এরূপ লোক বর্তমান ছিল যারা পরে ঈমান এনেছিল এবং সারা দুনিয়ায় ইসলামের পতাকা উন্নত করেছিল। এজন্য আল্লাহতাআলা বলেন মানুষ বড়ই অধৈর্য; উপস্থিত সময়ের যা কিছুর প্রয়োজন বোধ হয় মানুষ তখনই তা প্রার্থনা করে বসে, কিন্তু পরে অভিজ্ঞতা দিয়ে জানা যায় যে, যদি সে সময়ে তার প্রার্থনা গৃহীত হতো তবে তা তার জন্যে কণ্যাণকর হতো না। (৭) অর্থাৎ প্রতিটি মানুষের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য ও তার পরিণতির কল্যাণ ও অকল্যাণের কারনগুলি তার নিজেরই মধ্যে বর্তমান থাকে। (৮) অর্থাৎ প্রতিটি মানুসের পক্ষে তার এক স্থায়ী নৈতিক দায়িত্বি রয়েছে এবং ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেককে নিজে আল্লাহতাআলার কাছে তার কৃতকর্মের জন্য দায়ী। এই ব্যক্তিগত দায়িত্বের ক্ষেত্রে অন্য কেউই তার সংগে অংশীদার নয়। (৯) এই আয়াতে এই সত্যের প্রতি সতর্ক করা হয়েছে যে একটি সমাজকে শেষ পর্যন্ত যে জিনিস ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করে তা হচ্ছে- সেই মসাজের স্বচ্ছল , অবস্থাপন্ন ও উচ্চ শ্রেণীর লোকদের পথ ভ্রষ্টতা। যখন কোন কওমের পরিণাম ফল হিসেবে ধ্বংস আসন্ন

(১৮) যে কেউ (এই পৃথিবীতে) নগদা-নগদী পেতে ইচ্ছুক তাকে আমরা এখানেই দিয়ে দিই, যাকেই যা দিতে চাই। অতঃপর তার ভাগ্যে জাহান্নাম লিখে দিই যা তাকে উত্তপ্ত করবে, সে হবে নিন্দিত ও রহমত-বঞ্চিত। (১৯) আর যে লোক পরকালকামী এবং তার জন্য চেষ্টা-সাধনা করে, যতখানি তার জন্য চেষ্টা-সাধনা করা দরকার, সে যদি মুমিন হয় তাহলে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির চেষ্টা-সাধনাই সাদরে গৃহীত হবে[১০]। (২০) এদেরকেও আর তাদেরকও- উভয় শ্রেণীর লোকদেরকেই আমরা (দুনিয়ার) জীবনে বাঁচার সামগ্রী দিয়ে যাচ্ছি। এ তো তোমার রবের দান বিশেষ। আর তোমার রবের দানের প্রতিরোধকারী কেউ নেই। (২১) কিন্তু লক্ষ্যকর, দুনিয়ার ক্ষেত্রেই আমরা এক শ্রেণীর লোককে অন্য শ্রেনীর লোকের উপর কি রকমের বৈশিষ্ট্য-মর্যাদা দিয়ে রেখেছি[১১]। আর আখেরাতে তার মর্যাদা আরও বড় হবে, এবং তার ফযিলত হবে আরও বেশী।(২২) তুমি আল্লাহর সাথে অপর কোন মাবুদ বানিয়ো না। অন্যথায় তিরস্কৃত ও সহায় সাহায্যহীন হয়ে পড়ে থাকবে।

হয় তখন তাদের অর্থশালী ও ক্ষমতাবান লোকেরা অশ্লীলতা ও অনাচারে রত হয়। অত্যাচার-উৎপীড়ন অনাচার-ব্যভিচারে ও দুষ্টমিতে লিপ্ত হয় এবং পরিশেষে এই পাপ সমগ্র কওমকে ডুবায়। সুতরাং যে সমাজ নিজে নিজের শত্রুতে পরিণত না হতে চায় তার চিন্তা ভাবনা করা দরকার যাতে ক্ষমতার রশি ও সামাজিক সম্পদের চাবিকাটি সংকীর্ণ চিত্ত দুষ্ট প্রকৃতির লোকদের হাতে ন্যস্ত না হয়।(১০) অর্থাৎ তার কাজের মর্যাদা দান করা হবে- সে যেভাবে ও যতটা চেষ্টা-যত্ন পরকালে সফলতার জন্য করবে অবশ্যই সে তার ফল পাবে। (১১) অর্থাৎ এই পার্থিব জীবনেও দুনিয়া পরস্ত লোকদের উপর পরকাল অভিলাষীদের শ্রেষ্টত্ব সুস্পষ্টরূপে দেখা যায়। শ্রেষ্ঠত্ব এই দিক দিয়ে নয় যে তাদের খাদ্য, পোশাক, গৃহ, যানবাহন এবং কৃষ্টি ও সভ্যতার ধাচে দুনিয়া পরস্ত লোকদের থেকে উন্নত বরং শ্রেষ্ঠত্ব এই দিক দিয়ে যে এরা যা কিছু লাভ করেন সত্যতা, বিশ্বস্ততা ও আমানতদারির সহযোগে লাভ করেন।আর তারা যা কিছু পায় যুলুম, বেঈমানী এবং নানা প্রকার হারামখুরির মাধ্যমেই তা পায়। অপরদিকে এরা যা কিছু পান তা পরিমিতভাবে ব্যয়িত হয় ও তাদের দিয়ে হকদারের হক আদায় করা হয়। তার মধ্যে থেকে ভিক্ষুক ও দরিদ্ররাও তাদের অংশ লাভ করে এবং তার মধ্যে থেকে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য অন্যান্য ভাল কাজেও অর্থ ব্যয় করা হয়। অন্য পক্ষে দুনিয়াপরস্তদের যা কিছু লাভ হয় তার অধিকাংশ বিলাস ব্যাসনে, হারাম কাজ কারবারে বরং নানা প্রকারের দূনীর্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কাজে পানির মত খরচ করা হয়। এভাবে সমস্ত দিক দিয়েই পরকাল-অভিলাসীদের জীবন দুনিয়া-লোভীদের জীবন থেকে উন্নত ও মর্যাদা সম্পন্ন।

وَ قَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعۡبُدُوۡۤا اِلَّاۤ اِیَّاهُ وَ بِالۡوَالِدَیۡنِ اِحۡسَانًا ؕ اِمَّا یَبۡلُغَنَّ

এবং ফয়সালা করে দিয়েছেন তোমার রব যে না তোমরা ইবাদত করো এছাড়া তাকেই শুধু ও পিতা মাতার সাথে উত্তম ব্যবহারের যদি তারা পৌঁছে

عِنۡدَكَ الۡكِبَرَ اَحَدُهُمَاۤ اَوۡ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلۡ لَّهُمَاۤ اُفٍّ وَّ لَا تَنۡهَرۡهُمَا وَ

তোমার কাছে বার্ধক্যে তাদের দুজনের একজন বা তাদের উভয়ে তবে না বলবে তাদের দুজনকে উহ এবং না তাদের দুজনকে ধমক দিবে এবং

قُلۡ لَّهُمَا قَوۡلًا كَرِیۡمًا ﴿۲۳﴾ وَ اخۡفِضۡ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحۡمَةِ وَ قُلۡ

বলবে তাদের দুজনকে কথা সম্মান সূচক এবং নত করবে তাদের দুজনের জন্যে বাজু নম্রতার মমতাবশে এবং বলবে

رَّبِّ ارۡحَمۡهُمَا كَمَا رَبَّیٰنِیۡ صَغِیۡرًا ﴿ؕ۲۴﴾ رَبُّكُمۡ اَعۡلَمُ بِمَا فِیۡ نُفُوۡسِكُمۡ ؕ اِنۡ

হে আমার রব তাদের দুজনকে দয়াকর যেমন আমাকে দুজনে পালনকরেছে বাল্য অবস্তায় তোমাদের রব খুব জানেন ঐ সম্বন্ধে যা মধ্যে আছে তোমাদের অন্তর সমুহের যদি

تَكُوۡنُوۡا صٰلِحِیۡنَ فَاِنَّهٗ كَانَ لِلۡاَوَّابِیۡنَ غَفُوۡرًا ﴿۲۵﴾ وَ اٰتِ ذَا الۡقُرۡبٰى حَقَّهٗ

তোমরা হও সৎকর্মশীল তবে নিশ্চয়ই তিনি হলেন জন্যে(আল্লাহ) অভিমুখীদের ক্ষমাশীল এবং দিবে আত্নীয় স্বজনকে তার প্রাপ্য

وَ الۡمِسۡكِیۡنَ وَ ابۡنَ السَّبِیۡلِ وَ لَا تُبَذِّرۡ تَبۡذِیۡرًا ﴿۲۶﴾ اِنَّ الۡمُبَذِّرِیۡنَ كَانُوۡۤا

ও অভাব গ্রস্তকে ও মুসাফিরকে এবং না অপব্যয় করো কোন অপব্যয় নিশ্চয়ই অপব্যয় কারীরা হল

اِخۡوَانَ الشَّیٰطِیۡنِ ؕ وَ كَانَ الشَّیۡطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوۡرًا ﴿۲۷﴾ وَ اِمَّا تُعۡرِضَنَّ عَنۡهُمُ

ভাই শয়তানদের এবং হল শয়তান তার রবের অকৃতজ্ঞ এবং যদি পাশকাটাতে চাও তাদের থেকে

ابۡتِغَآءَ رَحۡمَةٍ مِّنۡ رَّبِّكَ تَرۡجُوۡهَا فَقُلۡ لَّهُمۡ قَوۡلًا مَّیۡسُوۡرًا ﴿۲۸﴾

সন্ধানে অনুগ্রহের তোমার রবের তা তোমরা আশাকর তখন বল তাদেরকে কথা সহজ ভাবে

রুকূ-৩ (২৩) তোমার রব ফয়সালা করে দিয়েছেন যে, (এক) তোমরা কারোই ইবাদত করবে না কেবল তারই ইবাদত করবে। (দুই) পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার করবে। তোমাদের নিকট যদি তাদের কোন একজন কিংবা উভয়েই বৃদ্ধাবস্থায় থাকে তবে তুমি তাদেরকে উহ! পর্যন্ত বলবে না; তাদেরকে ভর্ৎসনা করবে না; বরং তাদের সাথে বিশেষ মর্যাদার সাথে কথা বলবে। (২৪) এবং বিনয় ও নম্রতার সাথে তাদের সামনে নত হয়ে থাকেবে। আর এই দোয়া করতে থাকবেঃ" হে আমার রব, এদের প্রতি রহম কর, যেমন করে তারা স্নেহ-বাৎসল্যতার সাথে বাল্যাকালে আমাকে পালন করেছেন"। (২৫) তোমাদের রব খুব ভালোভাবেই জানেন তোমাদের মনে কি আছে। তোমরা যদি নেক চরিত্রবান হয়ে থাক তবে এই ধরনের সব মানুষের জন্যই তিনি ক্ষমাশীল, যারা নিজেদের অপরাধ সম্পর্কে সজাগ ও সচেতন হয়ে বান্দাহ হওয়ার আচরনের দিকে ফিরে আসে। (২৬) (তিন) নিকটাত্মীয়কে তার অধিকার দাও আর মিসকীন ও সম্বলহীন পথিককে তার অধিকার দাও। (চার) তোমরা অপব্যয়-অপচয় করো না।(২৭) অপব্যয়কারী লোকেরা শয়তানের ভাই, আর শয়তান তার রবের অকৃতজ্ঞ। (২৮) (পাঁচ) তোমরা যদি তাদের (অর্থাৎ অভাবগ্রস্ত আত্মীয় স্বজন, মিসকীন ও সম্বলহীন পথিক) হতে পাশ কাটিয়ে থাকতে চাও এই কারণে যে, তোমরা রবের যে রহমত পাওয়ার আকাংখী তা এখনো তালাশই করছ, তবে তাদেরকে বিনয়সূচক জবাব দাও।

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ

প্রসারিত সম্পূর্ণ তা প্রসারিত করো না এবং তোমারগলার সাথে আবদ্ধ তোমার হাত রেখো না এবং

فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴿٢٩﴾ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ

সীমিত করেন এবং ইচ্ছা করেন যাকে রিযক প্রশস্ত করেন তোমার রব নিশ্চয়ই অক্ষম অবস্থায় নিন্দিত তাহলে বসে পড়বে

إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿٣٠﴾ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ

দারিদ্রের ভয়ে তোমাদের সন্তানদেরকে তোমরা হত্যাকরো না এবং সর্বদ্রষ্টা খুব অবহিত তারবান্দা সম্পর্কে হলেন নিশ্চয়ই তিনি

نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾ وَلَا تَقْرَبُوا

তোমরা নিকটে যেয়ো না এবং বিরাট পাপ হল তাদের হত্যাকরা নিশ্চয়ই তোমাদেরকেও এবং তাদের রিযেক দেই আমরা

الزِّنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ

নিষিদ্ধ করেছেন যা কোন প্রাণকে তোমরা হত্যাকরো না এবং পথ নিকৃষ্ট ও অশ্লীল কাজ হল নিশ্চয়ই তা জ্বিনার

اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا

সুতরাং না (যেন) অধিকার তার উত্তরাধিকারীকে আমরা দিয়েছি নিশ্চয়ই সেক্ষেত্রে নির্যাতিত হয়ে নিহত হয়েছে যে এবং ন্যায় কারণ ব্যতীত আল্লাহ

يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ ۖ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴿٣٣﴾

সাহায্য প্রাপ্ত হল নিশ্চয়ই সে হত্যার ব্যাপারে সে সীমা-লংঘনকরে

(২৯) (ছয়) নিজেদের হাত গলার সাথে বেধে রেখো না আর তাকে একেবারেই খোলা ছেড়ে দিও না- এ করলে তোমরা তিরস্কৃত ও অক্ষম হয়ে যাবে[১২]। (৩০) তোমার রব যার জন্য চান রেযক প্রশস্ত করে দেন, আর যাকে চান তা সংকীর্ণ করে দেন। তিনি তার বান্দাদের অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল আছেন এবং তাদেরকে দেখছেন।

রুকু-৪ (৩১) (সাত) আর নিজেদের সন্তানদেরকে দারিদ্রের আশংকায় হত্যা করো না। আমরা তাদেরকে রেযক দিব এবং তোমাদেরও।বস্তুতইঃ তাদের হত্যা করা একটি অতি বড় পাপ। (৩২) (আট) জ্বেনার নিকটেও যেয়োনা । তা অত্যন্ত খারাব কাজ, আর তা অতীব নিকৃষ্ট পথ। (৩৩) (নয়) কোন ন্যায় কারন ব্যাতীত প্রাণ-হত্যার অপরাধ করো না, যাকে আল্লাহ হারাম করে দিয়েছেন । আর যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে নিহত হয়েছে তার ওলীকে আমরা কেসাস দাবী করার অধিকার দিয়েছি[১৩]। অতএব সে যেন হত্যার ব্যাপারে সীমা লঙ্ঘন না করে[১৪]। তার সাহায্য অবশ্যই করা হবে[১৫]।

(১২) কৃপণতার অর্থে হাত বন্ধ করা ও অপব্যয়ের অর্থে হাত একেবার খোলা ছেড়ে দেয়া- বাক ধারায় রূপকভাবে ব্যবহৃত হয়।(১৩) মূল আয়াতের অনুবাদ হলোঃ তার ওলীকে আমি সুলতান দান করেছি। এখানে 'সুলতান' এর অর্থ 'হুজ্জাত'- যুক্তি ভিত্তিক অধিকার- যার বলে সে কেসাস এর দাবী করতে পারে। (১৪) হত্যার সীমা লংঘনের কয়েকটি রূপ হতে পারে, এবং সে সকল রূপই নিষিদ্ধ। যথা প্রতিশোধের তীব্র উত্তেজনায় অপরাধী ছাড়া অন্যকে হত্যা করা, অথবা অপরাধীকে নির্যাতন করে করে হত্যা করা, অথবা হত্যা করার পর তার মৃত দেহের উপর ক্রোধ চরিতার্থ করা অথবা রক্তপণ নেওয়ার পরও আবার অপরাধীকে হত্যা করা প্রভৃতি।(১৫) যেহেতু সে সময় পর্যন্ত ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি সে জন্য এ কথা পরিষ্কার করা হয় নি যে, কে তার সাহায্য করবে। হিজরতের পর যখন ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হয়, তখন এটাও স্থিরকৃত হয় যে, তার সাহায্যে করা তার গোত্র, বা তার মিত্রদের কাজ নয়; বরং সে কাজ হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্র ও তার বিচার ব্যবস্থার। কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠি নিজেরা আপন হাতে হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকারী হবে না, এ দায়িত্ব-পদ হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্রের। বিচার পাওয়ার জন্য ইসলামী রাষ্ট্রের কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে।

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ﴿٣٧﴾ كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ﴿٣٨﴾ ذَٰلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ۗ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا ﴿٣٩﴾

(৩৪) (দশ) ইয়াতীমের ধন মালের কাছেও যেয়োনা, কিন্তু অতি উত্তম পন্থায়, যতদিনে না সে তার যৌবন লাভ করে। (এগার)এবং ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে। ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে তোমাদের জবাবদিহি করতে হবে, তাতে সন্দেহ নাই। (৩৫) (বার) আর পাত্র দিয়ে মাপ দিলে পুরাপুরি ভর্তি করে দেবে। আর ওযন করে দিলে ত্রুটিহীন পাল্লা দিয়ে ওযন করে মাপবে। এ খুবই ভালো নীতি, আর পরিণামের দৃষ্টিতেও এ অতীব উত্তম। (৩৬) (তের) এমন কোন জিনিসের পিছনে লেগে যেয়ো না যে বিষয়ের কোন জ্ঞানই তোমার নেই[১৬]। নিশ্চিত জেনো, চোখ, কান ও দিল সব কিছুর জন্যই জবাবদিহি করতে হবে। (৩৭) (চৌদ্দ) যমীনে বাহাদুরী করে চলতে থেকো না। তোমরা না যমীনকে দীর্ণ করতে পারবে, না পর্বতের ন্যায় উচ্চতা লাভ করতে পারবে। (৩৮) এই আদেশ সমূহের প্রত্যেকটির খারাব দিকটি তোমার রবের নিকট অপছন্দনীয়[১৭]। (৩৯) এ সেই জ্ঞান-পূর্ণ কথা যা তোমার রব তোমার প্রতি অহীর মাধ্যমে নাযিল করেছেন। আর লক্ষ্য কর, আল্লাহর সাথে অপর কোন মাবুদ বানিয়ো না। অন্যথায় তোমাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে- তিরস্কৃত ও সব কল্যাণ হতে বঞ্চিত অবস্থায়[১৮]।

(১৬) এই নির্দেশের উদ্দেশ্যে হচ্ছে- মানুষ নিজেদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে অমূলক ধারণা-অনুমানের পরিবর্তে জ্ঞান-এর অনুসরণ করবে। (১৭) অর্থাৎ এই নির্দেশসমূহের মধ্যে যে কোন নির্দেশ অমান্য করা অপছন্দনীয় (১৮) প্রতিটি মানুষের প্রতি এ আদেশ সমভাবে প্রযোজ্য। এ আদেশের মর্ম হচ্ছে ওহে মানুষ, তুমি এ কাজ করো না।

(৪০) এ কি রকম আশ্চর্যের কথা যে, তোমাদের রব তোমাদেরকে পুত্র-সন্তান দান করে ধন্য করেছেন আর স্বয়ং নিজের জন্য ফেরেশতাদেরকে কন্যা বানিয়ে নিয়েছেন? অত্যন্ত বড় মিথ্যা কথা যা তোমারা মুখে উচ্চারণ করছ।

রুকু-৫ (৪১) আমরা এই কুরআনে নানা ভাবে লোকদেরকে বুঝিয়েছি যেন তারা সচেতন হয়, কিন্তু তারা প্রকৃত সত্য হতে আরও অধিক দূরেই পালিয়ে যাচ্ছে। (৪২) হে মুহাম্মদ, তাদেরকে বলঃ "আল্লাহর সাথে অন্যান্য রবও যদি হত- যেমন এই লোকেরা বলে- তা হলে তারা আরশের মালিক পর্যন্ত পৌছে যেতে অবশ্যই চেষ্টা করত।' (৪৩) পবিত্র তিনি, মহিমান্বিত ও উচ্চতর সেই সব কথা হতে যা এই লোকেরা বলছে। (৪৪) তাঁর পবিত্রতা তো সাত আসমান ও যমীন আর সেই সমস্ত জিনিসেই বর্ণনা করে যা আসমান ও যমীনের মাঝে রয়েছে[১৯]। কোন জিনিসই এমন নেই যা তাঁর প্রশংসা করার সঙ্গে তাঁর তসবীহ্ করছে না। কিন্তু তোমরা ঐ সবের তসবীহ্ অনুধাবন করছ না। প্রকৃত কথা এই যে, তিনি বড়ই ধৈর্যশীল ও ক্ষমাশীল। (৪৫) তোমরা যখন কুরআন পাঠ কর তখন আমরা তোমার ও পরকালের প্রতি ঈমান না আনা লোকদের মাঝে পর্দার আড়াল করে দিই।

(১৯) অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টি এবং এর প্রতিটি বস্তু নিজেদের পুরো অস্তিত্ব এই সত্যের সাক্ষ্য দান করছে যে যিনি এ সমস্ত সৃষ্টি করেছেন- এবং যিনি এ সবের প্রতিপালন রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন তার সত্তা সকল দোষ-ত্রুটি এবং দুর্বলতা থেকে পবিত্র ও তার প্রভুত্বের ব্যাপারে কেউ তার অংশীদার ও সমতুল্য হবে এ কলংক থেকে তিনি মুক্ত ও পবিত্র।

(৪৬) এবং তাদের দিলের উপর এমন আবরণ লাগিয়ে দিই যে, তারা কিছুই বুঝে না, আর তাদের কানে বধিরতা সৃষ্টি করে দিই[২০]। আর যখন তুমি কুরআনে স্বীয় একই রবের উল্লেখ কর তখন তারা ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেয়[২১]। (৪৭) আমাদের জানা আছে, তারা যখন কান লাগিয়ে তোমার কথা শুনে তখন তারা আসলে কি শুনে, আর যখন বসে পারস্পরিক গোপন কথা বলাবলি করে তখনই বা কি বলে। এই যালেম লোকেরা পরস্পরে বলে যে, এ তো এক জাদুগ্রস্ত ব্যক্তি যার পিছনে তোমরা চলছ[২২]।(৪৮) লক্ষ্য কর, এরা কি সব কথাবার্তা তোমার সম্পর্কে প্রকাশ করছে! এরা বিভ্রান্ত হয়ে গেছে, এরা পথ পায়না (৪৯) তারা বলে, আমরা যখন কেবল হাড় ও মাটিতে পরিণত হব, তখন কি আমরা নতুন ভাবে সৃষ্টি হয়ে উঠব? (৫০) তাদেরকে বল, তোমরা পাথর কিংবা লোহাও যদি হয়ে যাও,

(২০) অর্থাৎ পরকালের প্রতি বিশ্বাস না করার এটা স্বাভাবিক পরিণতি হচ্ছে যে, মানুষের অন্তকরণ তালাবদ্ধ হয়ে যায় এবং তার কান কুরআনের আহ্বানের প্রতি বধির হয়ে যায়। কুরআনের দাওয়াতের বুনিয়াদী কথা হচ্ছে- পার্থিব জীবনের বাহ্যিক দিক দিয়ে প্রতারিত হয়ো না। হক ও বাতিলের ফায়সালা এই দুনিয়ায় হবে না- তা হবে পরকালে। পরকালে যে জিনিসের পরিণাম ফল হবে উত্তম তা হচ্ছে পূণ্য বা ভাল, যদিও তার জন্য দুনিয়াতে কতই না দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়, এবং পরকালে যে জিনিসের পরিণাম ফল হবে মন্দ, তাই হচ্ছে মন্দ- দুনিয়াতে তা যতই সুস্বাদু, সুখকর ও উপকারী মনে হোক না কেন! এখন যে ব্যক্তি পরকালকেই স্বীকার করেনা সে কুরআনের এই দাওয়াতের প্রতি কেমন করে মনোযোগ দিতে পারে? (২১) তুমি যেই মাত্র আল্লাহকেই মালিক ও মোখতার মান্য কর ও একমাত্র তারই স্তুতি-বন্দনা কর- এ কথা তাদের বড়ই অসহনীয় বোধ হয়। তারা বলে যে এ ব্যক্তি তো আশ্চর্য লোক; সে মনে করে অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞানতো কেবল আল্লাহর আছে, ক্ষমতা থাকে তো একমাত্র আল্লাহরই আছে; আধিপত্য ও অধিকার থাকে তো একমাত্র আল্লাহরই আছে। শেষ পর্যন্ত আমাদের এই আস্তানাওয়ালারা কি কোন কিছুই নয়? তাদের কাছ থেকেই তো আমরা সন্তান-সন্ততি লাভ করি, রোগী আরোগ্য লাভ করে থাকে, ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতি লাভ হয়, এবং তাদেরই অনুগ্রহে তো আমাদের মনোবাসনা ও প্রার্থনা পূর্ণ হয়।(২২) মক্কার কাফেরদের অবস্থা এই ছিল যে- তারা চুপে চুপে গোপনে কুরআন শুনতো এবং তারপর আপোষে সলাপরামর্শ করতো। এর প্রতিকার কি? কেমন করে এর রদ করা যায়? বহু সময় তাদের নিজেদের লোকদেরই মধ্যকার কারো কারো প্রতিও তাদের সন্দেহ হতো যে, সম্ভবতঃ এ ব্যক্তি কুরআন শুনে কিছু প্রভাবিত

(৫১) কিংবা তা হতেও কঠিন কোন পদার্থ যা তোমাদের মতে জীবন গ্রহণ হতে বহু দূরে অবস্থিত (তবুও তোমাদেরকে উঠানো হবে)। তারা অবশ্যই জিজ্ঞাসা করবে, 'কে আছে এমন যে আমাদেরকে পুনরায় জীবনে ফিরিয়ে আনবে'? জবাবে বলঃ 'তিনিই, যিনি প্রথমবার তোমাদেরকে পয়দা করেছেন'। তারা মাথা নাড়িয়ে নাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করবে[২৩] 'আচ্ছা বুঝলাম, কিন্তু এ ঘটবে কবে'? তুমি বল 'কি বলা যায়- সে সময়টি অতি নিকটবর্তীও হতে পারে'। (৫২) যেদিন তিনি তোমাদেরকে ডাকবেন- তখন তোমরা তাঁর প্রশংসা করতে করতে তাঁর ডাকে বের হয়ে আসবে; আর তখন তোমাদের ধারণা এই হবে যে, আমরা খুব অল্প সময়ই এই অবস্থায় পড়ে রয়েছি[২৪]। রুকু-৬ (৫৩) আর হে মুহাম্মদ, আমার বান্দাদেরকে (অর্থাৎ মুমিন বান্দাদেরকে) বল যে, তারা যেন মুখ হতে সেসব কথাই বের করে যা অতি উত্তম[২৫]। আসলে শয়তানই মানুসের মধ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করে থাকে। প্রকৃত কথা হল, শয়তান মানুষের প্রকাশ্য দুশমন। (৫৪) তোমাদের রব তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে অধিক জানেন। তিনি চাইলে তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন, আর ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে আযাব দিবেন[২৬]। আর হে নবী, আমরা তোমাকে লোকদের উপর কর্মবিধায়ক বানিয়ে পাঠাই নি। (৫৫) তোমার রব যমীন ও আকাশ মন্ডলের যাবতীয় সৃষ্টি সম্পর্কে অধিক ওয়াকিফহাল।

হয়ে পড়ছে। এজন্যে তারা সকলে মিলিত হয়ে তাকে বুঝাতে চেষ্টা করতো যে- মিয়া, তুমি কার পাল্লায় পড়ে যাচ্ছ? এ লোকটি তো যাদুগ্রস্ত অর্থাৎ কেউ তো এই লোকটিকে যাদু করেছে যার জন্যে এ রকম আবোল-তাবোল বকছে। (২৩) انغاض এর অর্থ মস্তক উপর-নীচে ও নীচে থেকে উপরের দিকে নাড়ানো-যেমন মানুষ বিস্ময় প্রকাশের জন্যে বা ঠাট্টা-বিদ্রুপের উদ্দেশ্যে করে থাকে। (২৪) অর্থাৎ পৃথিবীতে মৃত্যুর সময় থেকে আরম্ভ করে কিয়ামতের পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত সময় তোমাদের মাত্র কয়েক ঘন্টার বেশী বলে মনে হবে না। তোমরা সে সময়ে মনে করবে- তোমরা কিছুক্ষণ নিদ্রায়মগ্ন ছিলে- অকস্মাৎ হাশরের শোরগোল তোমাদেরকে জাগিয়ে তুলেছে। (২৫) বিরোধীরা যতই অসহনীয় কথাবার্তা বলুক না কেন, কোন অবস্থাতেই মুসলমানদের হক বিরুদ্ধ কোন কথা মুখ থেকে বের হওয়া

(বাকী অংশ ও ২৬ নং টিকা পরের পাতায়)

আমরা কোন কোন নবী পয়গম্বরকে অপর নবী পয়গম্বরের উপর অধিক মর্যাদা দিয়েছি। আর আমরাই দায়ূদকে যবূর কিতাব দিয়েছি। (৫৬) তাদেরকে বল, সেই মাবুদদেরকে ডেকে দেখ যাদেরকে তোমরা আল্লাহ ছাড়া (নিজেদের কর্মকর্তা) মনে কর। তারা তোমাদের কোন কষ্ট লাঘব করতে পারে না, পারেনা তা বদলাতে[২৭]। (৫৭) এরা যাদেরকে ডাকে, তারা নিজেরাই নিজেদের আল্লাহর নিকট পৌছবার অসীলা তালাশ করছে যে, কে তাঁর অধিক নিকটবর্তী হয়ে যাবে এবং তারা তাঁর রহমত পাবার প্রত্যাশী এবং তাঁর আযাবকে ভয় করে[২৮]। আসল কথা এই যে, তোমার রবের আযাব বাস্তবিকই ভয় করার মতো। (৫৮) আর এমন কোন জনবসতি নেই যাকে আমরা কিয়ামতের পূর্বে ধ্বংস করব না কিংবা কঠিন আযাব দেব না। এ আল্লাহর কিতাবে লিপিবদ্ধ হয়ে রয়েছে (৫৯) আর নিদর্শন পাঠাতে আমাদের কেউ নিষেধ করেনি। তবে শুধু এই কারণে পাঠাই নি যে তাদের পূর্বের লোকেরা সে সবকে মিথ্যা মনে করে অমান্য করেছে[২৯]।

উচিৎ নয়, এবং ক্রোধেআত্মহারা হয়ে বেহুদা কথার জবাব বেহুদা কথায় দেয়া উচিত হবে না। তাদের ঠান্ডা-মাথায় সংযতভাবে হিসাব করে তাদের দাওয়াতের মর্যাদা মোতাবেক হক কথা বলা দরকার।(২৬) অর্থাৎ মুমিনদের জিহবা থেকে কখনও এরূপ দাবী উত্থিত হওয়া উচিত নয় যে- আমরা জান্নাতী ও অমুক ব্যক্তি বা দল দোযখী! এ জিনিসের ফায়সালা আল্লাহর হাতে ! তিনিই সকল লোকের প্রকাশ্য ও গোপন, ভিতর ও বাইর এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জানেন। তিনিই এ ফায়সালা করবেন কাকে তিনি রহম করবেন ও কাকে তিনি আযাব দিবেন। একজন মুসলমান নীতিগত ভাবে তো এ কথা বলার হক রাখে- কোন প্রকারের লোক আল্লাহর কিতাব অনুসারে রহমত পাবার হকদার ও কোন ধরনের লোক শাস্তির যোগ্য। কিন্তু কোন ব্যক্তির এ বলার অধিকার নেই যে অমুক ব্যক্তি শাস্তি লাভ করবে ও অমুক ব্যক্তি ক্ষমা ও মুক্তি লাভ করবে। (২৭) এদিয়ে পরিষ্কাররূপে বুঝা যায় যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সিজদা করাই মাত্র শেরক নয়, বরং আল্লাহ ছাড় অন্য কোন সত্তার কাছে দোয়া বা সাহায্য প্রার্থনা করাও শেরক।(২৮) এ শব্দ গুলি দিয়ে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে মোশরেকদের যে সব উপাস্য ও ফরিয়াদ শ্রবনকারীর (?) উল্লেখ এখানে করা হয়েছে তারা পাথরের মূর্তী নয়। হয় তারা ফেরেশতা না হয় অতীত কালের বোযর্গ লোক। (২৯) কাফেররা মুহাম্মদ সঃ এর কাছে তাদেরকে কোন মোজেযা দেখানোর

(আর তোমরা দেখ) সামুদকে আমরা প্রকাশ্য উষ্ট্রী এনে দিলাম-তখন তারা তার উপর যুলম করল। আমরা নিদর্শন তো এজন্যই পাঠাই যে লোকেরা তা দেখে ভয় পাবে। (৬০) স্মরণ কর হে মুহাম্মদ, আমরা তোমাকে বলে দিয়েছিলাম যে, তোমার রব এই লোকদেরকে ঘিরে রেখেছেন। আর এই যা কিছু এখনি আমরা তোমাদের দেখালাম[৩০], একে এবং এই গাছটিকে কুরআনে যাকে অভিশপ্ত করা হয়েছে [৩১], আমরা এই লোকদের জন্য শুধু একটি ফেতনা বানিয়ে রেখেছি[৩২]। আমরা তাদেরকে বার বার সাবধান করে যাচ্ছি, কিন্তু প্রতিটি সতর্কবাণী তাদের বিদ্রোহী ভূমিকার মাত্রা বৃদ্ধিই করে দেয়।

রুকু-৭ (৬১) আর স্মরণ কর, আমরা যখন ফেরেশতাদেরকে বললাম যে, আদমকে সিজদা কর, তখন সকলেই সিজদা করল; কিন্তু ইবলীশ করল না। সে বলল আমি কি তাকে সিজদা করব যাকে আপনি মাটি দিয়ে বানিয়েছেন?

যে দাবী জানাতো এহচ্ছে সেই দাবীর জবাব। বলা হচ্ছে এরূপ মোজেযা দেখে নেয়ার পরও যখন লোকেরা তাঁর প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করে তখন অবশ্যম্ভাবী রূপেই তাদের উপর আল্লাহতা'আলার আযাব নাযিল হয়, এবং এরূপ কওমকে ধ্বংস না করে ছেড়ে দেয়া হয় না। এটা হচ্ছে আল্লাহর একান্ত করুনা যে তিনি এরূপ কোন 'মোজেযা' প্রেরণ করছেন না। কিন্তু তোমরা এরূপ নির্বোধ যে মোজেযার দাবী করে সামুদ জাতির মত পরিণতি লাভ করতে চাইছো। (৩০) মেরাজ এর দিকে ইংগিত করা হয়েছে, এখানে 'রুইয়া' শব্দটি স্বপ্নের অর্থ প্রকাশ করছে না বরং এখানে এর অর্থ চোখে দেখা। (৩১) অর্থাৎ "যাককুম" যে সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে তা দোযখের আদেশে পয়দা হবে ও দোযখীদের বাধ্য হয়ে তা খেতে হবে। এর প্রতি লানতের অর্থ- তার আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়ার নিদর্শন। (৩২) অর্থাৎ আমি তাদের মঙ্গলের জন্যে তোমাকে মেরাজের দৃশ্যাবলী দর্শন করিয়েছি যাতে তোমার মত সত্যবাদী বিশ্বস্ত মানুষের মাধ্যমে তারা প্রকৃত তত্ত্বের সত্যতা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে এবং সতর্ক হয়ে সঠিক পথে এসে যায়। কিন্তু তারা উল্টা, সেজন্যে তোমার প্রতি বিদ্রূপ করছে। আমি তোমার মাধ্যমে তাদের সতর্ক করেছি যে এখানকার হারামখুরির ফলে পরিশেষে তোমাদের যাককুম ভক্ষণে বাধ্য হতে হবে। কিন্তু তারা এ কথা শুনে অট্টহাসির সংগে বলতে শুরু করলো দেখ, দেখ, লোকটি কি বলে দেখ? একদিকে তো এ বলছে যে দোযখের মধ্যে আগুন লেলিহান শিখায় জ্বলছে; আবার সেই সংগে এই খবরও দিচ্ছে যে গাছ-পালাও সেখানে উদ্ভূত হবে।

قَالَ أَرَءَيْتَكَ هَٰذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ

আমি অবশ্যই কিয়ামতের দিন পর্যন্ত আমাকে আপনি অবশ্যই আমার আপনি যাকে এই আপনি সে
মূলোৎপাটিত করব অবকাশ দেন যদি উপর মর্যাদা দিয়েছেন দেখুনতো বলল

ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٦٢﴾ قَالَ اذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ

তোমাদের জাহান্নাম সে ক্ষেত্রে তাদের তোমার অতঃপর তুমি যাও তিনি স্বল্প ছাড়া তার
প্রতিফল হবে নিশ্চয়ই থেকে অনুসরণ করবে যে বললেন সংখ্যক বংশধরদের

جَزَاءً مَّوْفُورًا ﴿٦٣﴾ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم

তাদের হাঁকাও ও তোমার আওয়াজ তাদের তুমি পার যাকে পদস্খলিত এবং পূর্ণ প্রতিফল
উপর দিয়ে মধ্য হতে কর

بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ ۚ وَمَا يَعِدُهُمُ

তাদেরকে না আর তাদের এবং সন্তানদের ও সম্পদ মধ্যে তাদের এবং তোমার ও তোমার অশ্ব-
ওয়াদা দেয় ওয়াদা দাও সমূহের সহযোগী কর পদাতিক বাহিনী রোহী বাহিনী

الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿٦٤﴾ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ ۚ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ

তোমার যথেষ্ট এবং কোন তাদের তোমার নাই আমার নিশ্চয়ই প্রতারণা এ শয়তান
রব আধিপত্য উপর জন্যে বান্দাদের ছাড়া

وَكِيلًا ﴿٦٥﴾ رَّبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ ۚ

তাঁর থেকে তোমরা যেন সাগরের মধ্যে নৌযান তোমাদের চালনা (তিনিই) তোমাদের কর্মবিধায়ক
অনুগ্রহ সন্ধান করতেপার জন্যে করেন যিনি রব হিসেবে

إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٦٦﴾ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ

তোমরা যাকে হারিয়ে সাগরের মধ্যে বিপদ তোমাদের যখন এবং দয়াশীল তোমাদের হলেন নিশ্চয়ই
ডাক যায় স্পর্শকরে উপর তিনি

إِلَّا إِيَّاهُ ۖ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ ۚ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا ﴿٦٧﴾

বড় অকৃতজ্ঞ মানুষ হল এবং তোমরা মুখ স্থলের দিকে তোমাদের আমরা অতএব শুধু ব্যতীত
ফিরাও উদ্ধার করি যখন তিনিই

(৬২) তার পর সে বলল, দেখুন, সে কি এর যোগ্য ছিল যে, আপনি তাকে আমার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করলেন? আপনি যদি আমাকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত অবকাশ দেন তা হলে আমি তার গোটা বংশধরকেই মূলোৎপাটিত করে দেব। খুব অল্প লোকই শুধু আমার হতে বাঁচতে পারবে। (৬৩) আল্লাহতাআলা বললেনঃ আচ্ছা, তুমি যাও। এদের মধ্যে হতে যেই তোমাকে অনুসরণ করবে তোমাকে সহ সেই সবার জন্য জাহান্নামই হচ্ছে পূর্ণমাত্রার প্রতিফল। (৬৪) তুমি যাকে যাকে নিজের কথা দিয়ে ভুলাতে পার ভুলিয়ে নাও, তাদের উপর নিজের অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী চড়াও করে দাও, মাল-সম্পদ ও সন্তানের মধ্যে তাদের সাথে সহযোগী নিয়োগ কর এবং তাদেরকে ওয়াদা-প্রতিশ্রুতির জালে জড়িত কর। আর শয়তানের ওয়াদা একটি প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। (৬৫) নিশ্চিত জান, আমার বান্দাদের উপর তোমার কোন আধিপত্য খাটবে না, আর ভরসা নির্ভরতার জন্য তোমার রবই যথেষ্ট।(৬৬) তোমাদের (প্রকৃত) রব তো তিনিই যিনি নদী -সমুদ্রে তোমাদের জন্যে নৌযান চালান, যেন তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারো। আসল কথা এই যে, তিনি তোমাদের জন্য অত্যন্ত দয়াবান।(৬৭) নদী-সমুদ্রে যখন তোমাদের উপর বিপদ ঘনীভূত হয়ে আসে তখন সেই এক (আল্লাহ) ছাড়া অন্যান্য যাদেরই তোমরা ডেকে থাকো তারা সবাই হারিয়ে যায়; কিন্তু যখন তিনি তোমাদেরকে বাঁচিয়ে স্থলভাগে পৌছিয়ে দেন তখন তোমরা তাঁর দিক হতে মুখ ফিরিয়ে লও। মানুষ বাস্তবিকই বড় অকৃতজ্ঞ!

(৬৮) তাহলে তোমরা কি এ সম্পর্কে নির্ভয় যে, আল্লাহ তোমাদেরকে কখনো এই স্থলভাগেই যমীনের মধ্যে নিমজ্জিত করে দেবেন না; কিংবা তোমাদের উপর প্রস্তর বর্ষণকারী ঝড়ো হাওয়া পাঠিয়ে দেবেন না, আর তোমরা তা হতে রক্ষাকারী কোন সাহায্যদাতা পাবে না কোথাও? (৬৯) আর তোমাদের কোন ভয় নেই কি যে, আল্লাহ আবার কখনো তোমাদেরকে নদী-সমুদ্রে নিয়ে যাবেন, তোমাদের অকৃতজ্ঞতার বিনিময়ে তোমাদের উপর কঠিন তীব্র ঝড়ো হাওয়া পাঠিয়ে তোমাদেরকে ডুবিয়ে দিবেন, আর তোমরা এমন কাউকেও পাবে না যে তাঁর নিকট এর পরিণাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে? (৭০) আদম সন্তানকে আমরা শ্রেষ্টত্ব-বৈশিষ্ট্য দান করেছি, তাদেরকে স্থল ও জল পথে যানবাহন দান করেছি এবং তাদেরকে পাক সাফ জিনিস দিয়ে রেযক দিয়েছি, আমাদের বহুসংখ্যক সৃষ্টির উপর সুস্পষ্ট প্রাধান্য দান করেছি (এ সব আমার একান্ত দয়া ও অনুগ্রহ)।

রুকু-৮ (৭১) তার পর চিন্তা কর সেই দিনের ব্যাপার, যখন আমরা প্রত্যেক মানব দলকে তার অগ্রনেতাসহ ডাকব। সেই সময় যাদেরকে তাদের আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে তারা নিজেদের কর্মতালিকা পাঠ করবে; আর তাদের উপর একবিন্দু পরিমাণ যুলম করা হবে না। (৭২) আর যারা এই দুনিয়ায় অন্ধ হয়ে ছিল তারা পরকালেও অন্ধ হয়ে থাকবে। বরং পথ লাভ করার ব্যাপারে অন্ধদের অপেক্ষাও অধিক ব্যর্থকাম।

(৭৩) হে মুহাম্মদ, এই লোকেরা এই চেষ্টায় কোনরূপ ত্রুটি রাখে নি যে, তোমাকে ফেতনায় নিক্ষেপ করে সেই অহী হতে ফিরিয়ে দিবে যা আমরা তোমার প্রতি পাঠিয়েছি, যেন তুমি আমাদের নামে নিজের পক্ষ হতে কোন কথা রচনা কর। তুমি যদি এরূপ করতে তাহলে তারা অবশ্যই তোমাকে নিজেদের বন্ধু বানিয়ে নিত। (৭৪) আর অসম্ভব ছিল না যে, আমরা যদি তোমাকে মজবুত না রাখতাম তা হলে তুমি তাদের প্রতি কিছু না কিছু ঝুকে পড়তে। (৭৫) কিন্তু তুমি যদি এরূপ করতে তাহলে আমরা তোমাকে দুনিয়ায়ও দ্বিগুন আযাবের আস্বাদন করাতাম, আর পরকালেও দ্বিগুন আযাব দিতাম; অতঃপর আমার মুকাবিলায় তুমি কোন সাহায্যকারী পেতে না। (৭৬) আর এই লোকেরা তোমাকে এই যমীন হতে উচ্ছেদ করে এখান থেকে বহিষ্কার করার প্রচেষ্টায় ত্রুটি রাখেনি, তা করলে তোমার পরে এরা নিজেরা এখানে খুব বেশীক্ষণ টিকতে পারবে না। (৭৭) এটা আমার স্থায়ী কর্মনীতি। তোমার পূর্বে আমি যে সব নবী-রসূল পাঠিয়েছি তাদের সকলের ব্যাপারেই আমরা তা প্রয়োগ করেছি। আর আমাদের কর্ম-নীতিতে তুমি কোনরূপ পরিবর্তন দেখতে পাবে না।

রুকূ-৯ (৭৮) নামাজ কায়েম কর সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়ার সময় হতে রাত্রির অন্ধকার আচ্ছন্ন হওয়ার সময় পর্যন্ত[৩৩]। আর ফজরের কুরআন পাঠের স্থায়ী নীতি অবলম্বন কর, কেননা ফজরের কুরআনে উপস্থিত থাকা হয়[৩৪]।

৩৩। এর মধ্যে যোহর থেকে এশা পর্যন্ত চার ওয়াক্তের নামায অন্তর্ভূক্ত। ৩৪। ফজরকালীন কুরআন পাঠ এর অর্থ ফজরের নামায কায়েম করা। কুরআন পাঠ এবং ফজরের কুরআন এর 'মাসহুদ' হওয়ার অর্থ আল্লাহর ফেরেস্তারা বিশেষভাবে ফজরের নামাযের কুরআন পাঠের স্বাক্ষী থাকেন, কেননা এই কুরআন পাঠের এক বিশেষ গুরুত্ব আছে।

وَ مِنَ الَّيۡلِ فَتَهَجَّدۡ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ ۖ عَسٰۤى اَنۡ يَّبۡعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا

স্থানে তোমার রব তোমাকে পৌছাবেন যে আশা করাযায় তোমার জন্যে নফল তা সহ অতপর তাহাজ্জুদ পড় রাত এক অংশে এবং

مَّحۡمُوۡدًا ﴿۷۹﴾ وَ قُلۡ رَّبِّ اَدۡخِلۡنِیۡ مُدۡخَلَ صِدۡقٍ وَّ اَخۡرِجۡنِیۡ مُخۡرَجَ صِدۡقٍ

সত্যের বহিঃদ্বার আমাকে বেরকর এবং সত্যের প্রবেশ দ্বারে আমাকে প্রবেশ করাও হে আমার রব বল এবং প্রশংসিত

وَّ اجۡعَلۡ لِّیۡ مِنۡ لَّدُنۡكَ سُلۡطٰنًا نَّصِیۡرًا ﴿۸۰﴾ وَ قُلۡ جَآءَ الۡحَقُّ وَ زَهَقَ

বিলুপ্ত হয়েছে এবং সত্য এসেছে বল এবং বড় সাহায্যকারী কোন শক্তিকে তোমার নিকট থেকে আমার জন্যে বানাও এবং

الۡبَاطِلُ ؕ اِنَّ الۡبَاطِلَ كَانَ زَهُوۡقًا ﴿۸۱﴾ وَ نُنَزِّلُ مِنَ الۡقُرۡاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ

আরোগ্য তা যা (এমন যে) কুরআন আমরা নাযিল করেছি এবং বিলুপ্ত হওয়ার হল বাতিল নিশ্চয়ই বাতিল

وَّ رَحۡمَةٌ لِّلۡمُؤۡمِنِیۡنَ ۙ وَ لَا یَزِیۡدُ الظّٰلِمِیۡنَ اِلَّا خَسَارًا ﴿۸۲﴾ وَ اِذَاۤ اَنۡعَمۡنَا

আমরা অনুগ্রহকরি যখন এবং ক্ষতি এ ছাড়া যালিমদের বৃদ্ধি করে না কিন্তু মু'মিনদের জন্যে রহমত ও

عَلَى الۡاِنۡسَانِ اَعۡرَضَ وَ نَاٰ بِجَانِبِهٖ ۚ وَ اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ یَـُٔوۡسًا ﴿۸۳﴾

হতাশ সে হয় অনিষ্ট তাকে স্পর্শ করে যখন আর (অহংকার করে) দূরে তারপার্শ্বকে নেয় এবং সে মুখ ফিরায় মানুষের উপর

قُلۡ كُلٌّ یَّعۡمَلُ عَلٰی شَاكِلَتِهٖ ؕ فَرَبُّكُمۡ اَعۡلَمُ بِمَنۡ هُوَ اَهۡدٰی سَبِیۡلًا ﴿۸۴﴾ ع

(সঠিক) পথে অধিক পরিচালিত সে কে খুব জানেন অতঃপর তোমাদের রবই তার পন্থার উপর কাজ করে প্রত্যেক বল

(৭৯) আর রাতের বেলা তাহাজ্জুত পড় [৩৫]। এ তোমার জন্য নফল। আশা করা যায় যে, তোমার রব তোমাকে মাকামে মাহমুদে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দেবেন[৩৬]।(৮০) আর দোয়া কর যে, হে পরোয়ারদিগার, আমাকে যেখানেই নিয়ে যাও ও সত্যতার সাথে নিয়ে যাও, আর যেখান হতেই তুমি আমাকে বের কর সত্যের সাথেই বের কর। আর তোমার নিকট হতে একটি সার্বভৌম শক্তিকে তুমি আমার সাহায্যকারী বানিয়ে দাও[৩৭]। (৮১) আর ঘোষণা কর, সত্য এসে গেছে, বাতিল নির্মূল হয়েছে। বাতিল তো বিলুপ্ত হওয়ারই। (৮২) আমরা এই কুরআনে যা কিছু নাযিল করি তা ঈমানদারদের জন্য নিরাময়তা ও রহমত; কিন্তু তা যালেমদের ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করেনা। (৮৩) মানুষের অবস্থা এই যে, আমরা যখন তাকে নেয়ামত দান করি তখন সে অহংকারে পিঠ ফিরিয়ে নেয়। আর যখন সামান্য বিপদেরও সম্মুখিন হয়ে পড়ে তখন সে নিরাশ হতে শুরু করে। (৮৪) হে নবী, এই লোকদেরকে বলঃ 'প্রত্যেকেই নিজ নিজ পথে কাজ করছে। এখন তোমাদের রবই ভালো জানেন যে, সঠিক হেদায়াতের পথে কে চলছে।

(৩৫) তাহাজ্জুদ এর অর্থ নিদ্রা ভংগ করে ওঠা। সুতরাং রাতে তাহাজ্জুদ করার অর্থ হচ্ছে রাতের এক অংশে ঘুমাবার পর উঠে নামাজ পড়া। (৩৬) অর্থাৎ দুনিয়া ও পরকালে তোমাকে এরূপ মর্যাদায় উন্নীত করবেন যে তুমি সমগ্র সৃষ্টি দিয়ে প্রশংসিত হবে। চার দিকে তোমার প্রশংসা ও গুণ-কীর্ত্তন ধ্বনিত হবে এবং তোমার অস্তিত্ব এক প্রশংসাযোগ্য সত্তারূপে গণ্য হবে। (৩৭) অর্থাৎ হয় আমার নিজেকে ক্ষমতা দান কর, অথবা কোন রাষ্ট্র শক্তিকে আমার সাহায্যকারী করে দাও যেন আমি সেই শক্তির সাহায্যে দুনিয়ার এই বিকৃতি-বিপর্যয়কে সুষ্ঠু সংশোধিত করতে পারি। পাপ এবং ব্যভিচার কদাচারের এই প্লাবনকে রোধ করতে পারি, তোমার ন্যায়ের বিধানকে কার্যকরী করতে পারি।

وَ يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ ؕ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ وَ مَاۤ اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا

ব্যতীত জ্ঞান থেকে তোমাদের দেয়া হয়েছে না এবং আমার রবের নির্দেশে (আসে) রূহ বল রূহ সম্পর্কে তোমাকে তারা প্রশ্ন করে এবং

قَلِيْلًا ۝٨٥ وَ لَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِىْۤ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ

তোমার জন্যে পেতে না এরপর তোমার প্রতি আমরা ওহী করেছি ঐ জিনিস যা আমরা অবশ্যই নিয়ে নিতাম আমরা অবশ্যই চাইতাম যদি এবং সামান্য

بِهٖ عَلَيْنَا وَكِيْلًا ۝٨٦ اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ؕ اِنَّ فَضْلَهٗ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيْرًا ۝٨٧

বিরাট তোমার উপর হল তাঁর অনুগ্রহ নিশ্চয়ই তোমার রব থেকে (তা না করা) রহমত কিন্তু কোন কর্মবিধায়ক আমাদের বিরুদ্ধে তা সম্পর্কে

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلٰۤى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا

না কুরআনের এই অনুরূপ তারা আনবে যে (এর) উপর জিন ও মানুষ একত্রিত হয় অবশ্যই যদি বল

يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَ لَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا ۝٨٨ وَ لَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ

লোকদের জন্যে আমরা বিশদ বর্ণনা করেছি নিশ্চয়ই এবং সাহায্যকারী কারো জন্যে তাদের হয় যদিও এবং তার অনুরূপ তারা আনতে পারবে

فِىْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ز فَاَبٰۤى اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُوْرًا ۝٨٩ وَ

এবং দুফরী কিন্তু লোক অধিকাংশ তবুও অস্বীকার করল উপমা প্রত্যেক থেকে কুরআনের এই মধ্যে

قَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْاَرْضِ يَنْۢبُوْعًا ۝٩٠

একটি ঝর্ণা ভূমি থেকে আমাদের জন্যে উৎসারিত করবে তুমি যতক্ষণ না তোমার উপর ঈমান আনব আমরা কক্ষণ না তারা বলল

রুকু-১০ (৮৫) এই লোকেরা তোমার নিকট 'রূহ' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলঃ এই 'রূহ' আমার রবের হুকুমে এসে থাকে। কিন্তু তোমরা সঠিক জ্ঞানের কম অংশই পেয়েছ[৩৮]। (৮৬) আর হে মুহাম্মদ, আমরা চাইলে সেই সব কিছুই তোমার নিকট হতে কেড়ে নিতে পারি যা আমরা অহীর মাধ্যমে তোমাকে দান করেছি। অতঃপর তুমি আমাদের বিরুদ্ধে কোন সাহায্যকারী পাবে না যে তা ফিরিয়ে দিতে পারে। (৮৭) এই যা কিছু তুমি পেয়েছ তোমার রবের একান্ত রহমতের ফলেই পেয়েছ। প্রকৃত কথা এই যে, তোমার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ বহু বিরাট। (৮৮) বলে দাও মানুষ ও জিন সকলে মিলেও যদি এই কুরআনের মত কোন জিনিস আনার চেষ্টা করে তবে তা আনতে পারবে না, তারা পরস্পরের যত সাহায্যকারীই হোক না কেন। (৮৯) আমরা এই কোরআনে লোকদের জন্যে বিভিন্ন উপমা দিয়ে বিশাদভাবে বুঝিয়েছি কিন্তু অধিকাংশ লোকেই কুফরীতেই দৃঢ় থাকল। (৯০) আর তারা বলল আমরা তোমার কথা মানবই না যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমাদের জন্য যমীনকে দীর্ণ করে একটি ঝর্ণা প্রবাহিত না করবে।

(৩৮) সাধারণভাবে মনে করা হয় এখানে রুহ এর অর্থ প্রাণ। অর্থাৎ লোকে নবী করীম (সঃ) কে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল যে এর প্রকৃত অবস্থা কি? এর উত্তর এই দেয়া হয়েছে যে, রুহ আল্লাহর নির্দেশেই আসে। কিন্তু বাক্যের পূর্বাপর ধারার প্রতি লক্ষ্য করলে পরিষ্কার রূপে বুঝা যায় যে, এখানে রূহ এর অর্থ নবুয়্যতের প্রাণ-শক্তি বা অহী। এবং সূরা নহলের ২য় আয়াতে, সূরা মু'মেনের ৫ম আয়াতে, সূরা শুরার ৫২নং আয়াতে এই কথাই বলা হয়েছে। প্রাচীন বোজর্গদের মধ্যে ইবনে আব্বাস, কাতাদা ও হাসান বসরী (রাঃ)ও এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছেন। রুহুল মা'আনীর গ্রন্থকার হাসান কাতাদাও এই উক্তি উদ্বৃত করেছেন যে, রুহ এর অর্থ জিবরাঈল (আঃ)। আসলে প্রশ্ন ছিল জিবরাঈল কিরূপে অবতীর্ণ হয়? এবং কিভাবে নবী করীমের (সঃ) অন্তরে প্রত্যাদেশবানী নিক্ষিপ্ত হয়?

أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَّ عِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهٰرَ خِلٰلَهَا تَفْجِيرًا ﴿٩١﴾

খুবপ্রবাহিত করা তার ভিতর দিয়ে ঝর্ণাসমূহ প্রবাহিত করবে অতপর আংগুরের ও খেজুরের একটি বাগান তোমার জন্যে হবে অথবা

أَوْ تُسْقِطَ السَّمَآءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللّٰهِ وَ الْمَلٰٓئِكَةِ قَبِيلًا ﴿٩٢﴾

সামনা সামনি ফেরেশতাদেরকে ও আল্লাহকে নিয়ে আসবে বা খন্ড-বিখন্ড করে আমাদের উপর তুমি দাবী করেছ যেমন আকাশ তুমি ফেলাবে অথবা

أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقٰى فِي السَّمَآءِ ۗ وَ لَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ

তোমার আরোহণকে আমরা বিশ্বাস করব কখণ না এবং আকাশের মধ্য আরোহন করবে তুমি বা সোনার ঘর তোমার জন্যে হবে অথবা

حَتّٰى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتٰبًا نَّقْرَؤُهٗ ۗ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيْ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا

মানুষ এছাড়া (আরকিছু) আমি হলাম নই আমার রব পবিত্র মহান বল তা আমরা পাঠ করব একখানা লিপি আমাদের উপর নাযিল করবে তুমি না যতক্ষণ

رَّسُولًا ﴿٩٣﴾ وَ مَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوْٓا إِذْ جَآءَهُمُ الْهُدٰٓى إِلَّآ

ع

এছাড়া হেদায়াত তাদের কাছে এসেছে যখন তারা ঈমান আনবে যে লোকদেরকে বিরত রেখেছে না এবং পয়গম বাহক

أَنْ قَالُوْٓا أَبَعَثَ اللّٰهُ بَشَرًا رَّسُولًا ﴿٩٤﴾ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلٰٓئِكَةٌ

ফেরেশতারা পৃথিবীর মধ্যে হত যদি (এমন) বল রসূল হিসেবে কোন মানুষকে আল্লাহ পাঠিয়েছেন কি তারা বলেছিল যে

يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولًا ﴿٩٥﴾ قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ

আল্লাহই যথেষ্ট বল রসূল হিসেবে ফেরেশতা আকাশ থেকে তাদের উপর আমরা অবশ্যই নাযিল করতাম নিশ্চিন্তে চলাফেরা করত

شَهِيدًا بَيْنِيْ وَ بَيْنَكُمْ ۗ إِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿٩٦﴾

সর্ব দ্রষ্টা খুব অবহিত সম্পর্কে তাঁর বান্দাদের হলেন নিশ্চয়ই তিনি তোমাদের মাঝে ও আমার মাঝে সাক্ষী হিসেবে

---

(৯১) কিংবা তোমার জন্য খেজুর ও আংগুরের একটি বাগান রচিত না হবে, আর তুমি তাতে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত করে না দিবে। (৯২) অথবা তুমি আকাশমন্ডলীকে টুকরা টুকরা করে আমাদের উপর আপতিত না করবে যেমন তুমি দাবী করছ। কিংবা আল্লাহ ও ফেরেশতাগণকে আমাদের সামনা সমনি নিয়ে আসবে। (৯৩) অথবা তোমার জন্য স্বর্নের একখানা ঘর নির্মিত হবে। কিংবা তুমি আসমানের উপর আরোহণ করবে। আর তোমার এই আরোহণকে আমরা বিশ্বাস করব না যতক্ষণ না তুমি আমাদের উপর এমন একখানি লিপি অবতরণ না করাবে যা আমরা পড়ব। হে মুহাম্মদ, তাদের বল পাক ও পবিত্র আমার রব। আমি একজন পয়গাম-বাহক মানুষ ছাড়া আর কিছু নই?

রুকু-১১ (৯৪) লোকদের সামনে যখনই হেদায়াত এসেছে, তখনই তার প্রতি ঈমান আনা হতে তাদেরকে কোন জিনিসেই বিরত রাখেনি; বিরত রেখেছে শুধু তাদের এই কথাটি যে, আল্লাহ কি মানুষকে নবী রসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন? (৯৫) তাদেরকে বল যমীনে যদি ফেরেশতাগণ নিশ্চিন্তে চলাফেরা করত তা হলে আমরা অবশ্যই কোন ফেরেশতাদেরই তাদের জন্য পয়গম্বর বানিয়ে পাঠাতাম। (৯৬) হে মুহাম্মদ! তদেরকে বল যে, আমার ও তোমাদের মাঝে শুধু এক আল্লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট। তিনি তাঁর বান্দাদের অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবহিত রয়েছেন; আর তিনি সবকিছুই দেখছেন।

وَ مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۚ وَ مَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِهٖ ؕ

এবং যাকে হেদায়াত দেন আল্লাহ অতঃপর সেই সঠিক পথ প্রাপ্ত এবং যাকে পথভ্রষ্ট করেন অতঃপর কক্ষণ না পাবে তুমি তাদের জন্যে অভিভাবক সমূহ তাকে ছাড়া

وَ نَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ عُمْيًا وَّ بُكْمًا وَّ صُمًّا ؕ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ

এবং আমরা তাদেরকে সমবেত করব দিনে কিয়ামতের উপর তাদের মুখ গুলোর অন্ধ অবস্থায় ও বোবা অবস্থায় ও বধির অবস্থায় তাদের আবাস স্থল জাহান্নাম

كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنٰهُمْ سَعِيْرًا ﴿۹۷﴾ ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا وَ قَالُوْٓا

যখনই স্তিমিত হবে আমরা তাদের বাড়িয়ে দেব আগুন এটাই তাদের প্রতিফল একারণে যে তারা অস্বীকার করেছে আমাদের নির্দশনাদিকে এবং তারা বলেছে

ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّ رُفَاتًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا ﴿۹۸﴾ اَوَ لَمْ يَرَوْا اَنَّ

কি যখন হব আমরা আস্থি (সার) ও চূর্ণ-বিচূর্ণ কি নিশ্চয়ই আমরা অবশ্যই পুনরুত্থিত হব সৃষ্টিতে নতুন কি না তারা লক্ষকরে যে

اللّٰهَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ قَادِرٌ عَلٰٓى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَ جَعَلَ لَهُمْ

আল্লাহ (তিনি) যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশ সমূহকে ও পৃথিবীকে সক্ষম (নন কি) উপর যে সৃষ্টি করবেন তাদের অনুরূপ এবং স্থিরকরে রেখেছেন তাদের জন্যে

اَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيْهِ ؕ فَاَبَى الظّٰلِمُوْنَ اِلَّا كُفُوْرًا ﴿۹۹﴾ قُلْ لَّوْ اَنْتُمْ تَمْلِكُوْنَ خَزَآئِنَ

নির্দিষ্ট কাল নাই কোন সন্দেহ তার মধ্যে তবুও অস্বীকার করল যালিমরা ব্যতীত কুফুরী বল যদি তোমরা অধিকারী হতে ভান্ডার সমূহের

رَحْمَةِ رَبِّيْٓ اِذًا لَّاَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْاِنْفَاقِ ؕ وَ كَانَ الْاِنْسَانُ قَتُوْرًا ﴿۱۰۰﴾ ع

রহমতের আমার রবের তাহলে তোমরা অবশ্যাহ ধরে রাখতে ভয়ে খরচ হওয়ার এবং হল মানুষ বড়ই কৃপন

(৯৭) আল্লাহ যাকে হেদায়াত দেন সেই হেদায়াত পেয়ে থাকে। আর যাদেরকে তিনি গোমরাহীতে ফেলেন সেই ধরনের লোকদের জন্য তুমি আল্লাহকে ছাড়া আর কাউকে সাহায্যকারী ও সমর্থক পেতে পার না। এই লোকদেরকে আমি কিয়ামতের দিন উল্টো মুখে টেনে আনব- অন্ধ, বোবা ও বধির অবস্থায় ; তাদের শেষ পরিণতি হবে জাহান্নাম। যখনই তার আগুন নিস্তেজ হয়ে আসবে আমারা তাকে তাদের জন্যে আরও তেজস্বী করে দেব। (৯৮) এ তাদের এই কাজের প্রতিফল যে, তারা আমাদের আয়াত সমূহ অমান্য করেছে। আর বলেছেঃ 'আমরা যখন শুধু হাড় ও চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে মাটিতে পরিণত হয়ে যাব তখন কি নতুন করে আমাদেরকে সৃষ্টি করে উঠিয়ে দাড় করিয়ে দেয়া হবে'? (৯৯) তারা কি এতটুকু কথা বুঝল না যে, যে আল্লাহ আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদেরই মত সকলকে সৃষ্টি করার শক্তি রাখেন? তিনি এদের হাশর করার জন্য একটা সময় নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, যা নিশ্চিত- অবধারিত। কিন্তু যালেম লোকেরা বার বারই তা অস্বীকার ও অমান্য করতে থাকবে। (১০০) হে মুহাম্মদ! তাদেরকে বল, আমার আল্লাহর রহমতের ভান্ডার যদি কোন রকমে তোমাদের করায়ত্ব হত তা হলে তোমরা খরচ হয়ে যাওয়ার ভয়ে তা অবশ্যই আটক করে রাখতে। বাস্তবিকই মানুষ বড়ই সংকীর্ণ আত্মার হয়ে রয়েছে[৩৯]।

(৩৯) মক্কার মোশরেকরা যে মনস্তাত্তিক কারণে নবী করীমের (সঃ) নবুয়ত অস্বীকার করতো তার মধ্যে এক বিশেষ কারণ ছিল- তাকে নবী বলে মেনে নিলে তার শ্রেষ্টত্ব ও মর্যাদাকে স্বীকার করে নিত হয়। কিন্তু নিজেদের সমসাময়িক বা নিজেদের চোখে দেখা কোন ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব মানুষ স্বভাবতঃ সহজে স্বীকার করতে চায় না। এজন্যে বলা হচ্ছে যারা এতদুর কৃপন যে কারুর প্রকৃত মর্যদা স্বীকার করতে তাদের অন্তর কুণ্ঠাবোধ করে, যদি আল্লাহ নিজের রহমতের ভান্ডারের চাবী কোথাও তাদের সোপর্দ করে দিতেন তবে তারা কাউকেই একটি কপর্দকও দিত না। (৪০) এই নয়টি নিদর্শনের বিবরণ সূরা আরাফের ১৭নং আয়াতের পরে কিছু দুর পর্যন্ত এবং সূরা নমলে ১২নং আয়াতে বিস্তারিত ভাবে এসেছে।

وَ لَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ فَسْـَٔلْ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ

তখন তাদের কাছে যখন ইসরাঈলকে বনী তাহলে সুস্পষ্ট নির্দশন নয়টি মূসাকে আমরা নিশ্চয়ই এবং
বলেছিল সে এসেছিল জিজ্ঞাসা কর দিয়েছিলাম

لَهٗ فِرْعَوْنُ اِنِّيْ لَاَظُنُّكَ يٰمُوْسٰى مَسْحُوْرًا ﴿١٠١﴾ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ اَنْزَلَ هٰٓؤُلَآءِ

(অন্যকেউ) নাযিল না তুমি নিশ্চয়ই সে যাদুগ্রস্ত হে তোমাকে অবশ্যই নিশ্চয়ই ফিরআউন তাকে
এসব করেছেন জেনেছ বলেছিল মূসা আমি মনেকরি আমি

اِلَّا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ بَصَآئِرَ وَ اِنِّيْ لَاَظُنُّكَ يٰفِرْعَوْنُ مَثْبُوْرًا ﴿١٠٢﴾

(ধ্বংসকৃত) হে তোমাকে অবশ্যই নিশ্চয়ই এবং জ্ঞানগর্ভ পৃথিবীর ও আকাশ রব কিন্তু
হতভাগ্য ফিরআউন মনেকরি আমি আমি (নিদর্শনাদি) সমূহের

فَاَرَادَ اَنْ يَّسْتَفِزَّهُمْ مِّنَ الْاَرْضِ فَاَغْرَقْنٰهُ وَ مَنْ مَّعَهٗ جَمِيْعًا ﴿١٠٣﴾ وَّ قُلْنَا

আমরা এবং সকলকে তার যারা এবং তাকে অতঃপর দেশ থেকে তাদেরকে যে অতঃপর
বলেছিলাম সাথে (ছিল) আমরা ডুবিয়ে ছিলাম উচ্ছেদ করবে সে চাইল

مِنْۢ بَعْدِهٖ لِبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اسْكُنُوا الْاَرْضَ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ

তোমাদেরকে আখেরাতের প্রতিশ্রুতি আসবে অতঃপর যমীনে তোমরা ইসরাঈলের জন্যে তারপর
আমরা আনব যখন বসবাস কর বনী

لَفِيْفًا ﴿١٠٤﴾ وَ بِالْحَقِّ اَنْزَلْنٰهُ وَ بِالْحَقِّ نَزَلَ ؕ وَ مَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَّ

ও সুসংবাদ এছাড়া তোমাকে নাই এবং নাযিল সত্য এবং তা আমরা সত্য এবং সমবেত
দাতা হিসেবে আমরা পাঠিয়েছি হয়েছে সহকারে নাযিল করেছি সহকারে করে

نَذِيْرًا ﴿١٠٥﴾ وَ قُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُ لِتَقْرَاَهٗ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ وَّ نَزَّلْنٰهُ تَنْزِيْلًا ﴿١٠٦﴾

(ক্রমশঃ) তা আমরা এবং অল্প- উপর লোকদের নিকট তা যেন তাকে আমরা এই এবং সতর্ককারী
অবতরণ অবতীর্ণ করেছি অল্প করে তুমি পাঠকর খন্ডখন্ড করেছি কুরআন হিসেবে

রুকু- ১২ (১০১) আমরা মূসাকে নয়টি নিদর্শন দান করেছিলাম, যা সুস্পষ্ট ও প্রকটরূপে পরিলক্ষিত হয়েছিল[৪০]। এখন তোমরা স্বয়ং বনী ইসরাঈলের নিকটই জিজ্ঞাসা করে দেখ, যখন সে তাদের সামনে আসল তখন ফেরাউন এই বলেছিল নাকি যে, হে মূসা, আমি মনে করি যে, তুমি অবশ্যই একজন জাদুগ্রস্থ ব্যক্তি। (১০২) মূসা এর জবাবে বললঃ 'তুমি ভালোভাবেই জান যে, এই জ্ঞান-গর্ভ নিদর্শন সমূহ আসমান-যমীনের প্রভূ ছাড়া আর কেউ নাযিল করেনি[৪১]। আর আমার ধারণা এই যে, হে ফেরাউন, তুমি অবশ্যই একজন হতভাগ্য ব্যক্তি।'(১০৩) শেষ পর্যন্ত ফেরাউন ইচছা করল যে, মূসা ও বনী-ইসলাঈলকে মুলোৎপাটিত করে ফেলবে। কিন্তু আমরা তাকে এবং তার সংগী-সাথীদেরকে একত্রে নিমজ্জিত করে ফেললাম। (১০৪) এবং অতঃপর বনী-ইসরাঈলকে বললামঃ এখন তোমরা যমীনে বসবাস কর। পরে যখন পরকালের ওয়াদা পূরণের সময় এসে পূর্ণ হবে তখন আমরা সকলকে একত্রে এনে উপস্থিত করব। (১০৫) এই কুরআনকে আমরা সত্যতার সাথে নাযিল করেছি এবং সত্যসহ নাযিল হয়েছে। আর হে মুহাম্মদ, তোমাকে আমরা কেবলমাত্র এই কাজ ছাড়া অন্য কিছুর জন্যই পাঠাইনি যে, (যে মেনে নিবে তাকে) সুসংবাদ দিবে, আর (যে না মানবে তাকে) সাবধান ও হুশিয়ার করে দিবে। (১০৬) আর এই কুরআনকে আমরা অল্প অল্প করে নাযিল করেছি। যেন তুমি থেকে থেকে তা লোকদেরকে শুনাও আর তাকে আমরা (অবস্থা মত) ক্রমশঃ নাযিল করেছি।

(৪০) এই নয়টি নিদর্শনের বিবরণ সূরা আরাফের ১৭নং আয়াতের পরে কিছু দূর পর্যন্ত এবং সূরা নমলে ১২নং আয়াতে বিস্তারিতভাবে এসেছে। (৪১) এ কথা হযরত মূসা (আঃ) এই কারণে বলেছিলেন যে- একটি দেশের সমগ্র অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়া অথবা লক্ষ লক্ষ বর্গমাইল ব্যাপী এলাকায় এক মহা বিপদ রূপে সর্বত্র ব্যাঙের আবির্ভাব হওয়া অথবা সমগ্র দেশের খাদ্যশস্যের গুদামসমূহে ঘুন লেগে যাওয়া এবং এই প্রকারে ব্যপাক বিপদাপদ কখনো কোন যাদুকরের যাদুতে বা কোন মানবীয় শক্তির বলে সংঘটিত হতে পারে না। যাদুকরেরা মাত্র একটি সীমাবদ্ধ জায়গায় একটি সমাবেশে চোখ যাদুগ্রস্থ করে তাদের কিছু অদ্ভূত ক্রিয়া-কান্ড দেখাতে পারে এবং তাও প্রকৃত সত্য ব্যাপার ঘটে না, দৃষ্টিশক্তি প্রতারিত হয় মাত্র।

قُلْ اٰمِنُوْا بِهٖٓ اَوْ لَا تُؤْمِنُوْاؕ اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖٓ اِذَا يُتْلٰى

বল ঈমান আন এর উপর বা না তোমার ঈমান আন নিশ্চয়ই যাদের দেয়া হয়েছে জ্ঞান এর পূর্বে যখন পাঠ করা হয়

عَلَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ سُجَّدًا ۝١٠٧ وَّ يَقُوْلُوْنَ سُبْحٰنَ رَبِّنَآ اِنْ كَانَ وَعْدُ

তাদের কাছে তারা পড়ে যায় চিবুক সমূহের উপর সিজদা অবস্থায় এবং তারা বলে পবিত্র মহান আমাদের রব নিশ্চয়ই হবে প্রতিশ্রুতি

رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا ۝١٠٨ وَ يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ يَبْكُوْنَ وَ يَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا ۝١٠٩ قُلِ

আমাদের রবের অবশ্যই কার্যকরী এবং তারা পড়ে যায় চিবুক সমূহের উপর (সিজদায়) তারা কাঁদতে থাকে ও তাদের বৃদ্ধি করে বিনয় অবস্থা (নিবিড় আনুগত্য) বল

ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَؕ اَيًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰىۚ وَ لَا

তোমরা ডাক আল্লাহ (বলে) বা তোমরা ডাক রহমান (বলে) যেই (নামেই) তোমরা ডাক অতঃপর তার আছে নাম সমূহ উত্তম এবং না

تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَ لَا تُخَافِتْ بِهَا وَ ابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ۝١١٠ وَ قُلِ الْحَمْدُ

খুবউচ্চ স্বর করো তোমার নামাজে এবং না খুব নীচু স্বর করো তাতে এবং তালাশ কর মাঝে এর মধ্যবর্তী পথ এবং বল সব প্রশংসাই

لِلّٰهِ الَّذِيْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَ

আল্লাহর জন্যে যিনি না গ্রহণকরেন পুত্রসন্তান আর না আছে তাঁর জন্যে কোন অংশীদার মধ্যে বাদশাহীর এবং

لَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَ كَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا ۝١١١

না (প্রয়োজন) আছে তাঁর জন্যে কোন অভিভাবক থেকে (এমন কোন) দুর্বলতা এবং তাঁর মহাত্ম ঘোষণা কর (পূর্ণভাবে) মহাত্ম

(১০৭) হে মুহাম্মদ, এই লোকদেরকে বল যে, তোমরা একে মেনে নাও বা না নাও,যে সব লোককে ইতিপূর্বে ইলম দেয়া হয়েছে, তাদেরকে যখন এ শুনানো হয় তখন তারা নতমুখে সিজদায় পড়ে যায়। (১০৮) আর বলে উঠেঃ 'পবিত্র আমাদের রব, তাঁর ওয়াদা অবশ্যই পূর্ণ হবে'। (১০৯) আর তারা কাঁদতে কাঁদতে নত মুখে (সিজদায়) পড়ে যায়, আর তাদের নিবিড় আনুগত্য আরও বৃদ্ধি পায়। (সিজদা) (১১০) হে নবী! এই লোকদের বল, 'আল্লাহ বলে ডাক, কি রহমান বলে- যে নামেই ডাক না কেন, তাঁর জন্য সব ভালো ভালো নামই নির্দিষ্ট'[৪২]। আর নিজেদের নামায না খুব উচ্চস্বরে পড়বে আর না খুব নিম্ন স্বরে। এই দুই ধরনের মধ্যবর্তী মাত্রার ধ্বনিই অবলম্বন কর।[৪৩]। (১১১) আর বল ঃ সব প্রশংসা আল্লাহর যিনি না কাউকে পুত্র বানিয়েছেন, না বাদশাহীর ব্যাপারে কেউ তাঁর শরীক রয়েছে। আর না তিনি দূর্বল অক্ষম যে, কেউ তাঁর পৃষ্ঠপোষক হবে। আর তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা কর- পূর্ণমাত্রার শ্রেষ্ঠত্ব।

(৪২) মক্কার মোশরেকরা আপত্তি তুলেছিল-' সৃষ্টিকর্তার জন্যে আল্লাহ নাম তো আমরা শুনেছি কিন্তু এ 'রহমান' নামটি তুমি কোথা থেকে পেলে?' এখানে তাদের এই আপত্তির জবাব দেয়া হয়েছে। আল্লাহতা'আলার জন্যে তাদের মধ্যে এ নাম প্রচলিত ছিল না, তাই তারা এ নাম শুনে নাসিকা কুঞ্চিত করতো। (৪৩) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন- মক্কাতে যখন রসূলুল্লাহ (সঃ) বা তাঁর সাহাবারা নামায পড়ার সময় উচ্চস্বরে কুরআন মজীদ পাঠ করতেন তখন কাফেররা শোর-গোল শুরু করতো ও বহু সময় অবাধে গালি-গালাজ দিতে আরম্ভ করতো। এজন্যে এই আদেশ দেয়া হয় যে এতটা উচ্চস্বরে কুরআন পাঠ করো না যাতে তা শুনে কাফেররা ভিড় করে বসে, আর না এতটা আস্তে পড় যে তোমাদের নিজেদের সাথীরাও শুনতে না পায়। এ নির্দেশ মাত্র সেই সময়কার অবস্থার জন্যে ছিল। মদীনাতে যখন অবস্থার পরিবর্তন হলো, তখন এ নির্দেশ আর বহাল ছিল না। অবশ্য যদি কোন সময় মুসলমানদের মক্কার ন্যায় অনুরূপ অবস্থার সম্মুখিন হতে হয়, তবে তাদের এই নির্দেশ অনুযায়ী আমল করা উচিত হবে।

সূরা আল-কাহাফ

এ সূরার নাম গ্রহণ করা হয়েছে সূরাটির প্রথম রুকুর নবম আয়াত হতে। আয়াতটি এই أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَٰبَ ٱلْكَهْفِ وَٱلرَّقِيمِ।-এরূপ নামকরনের তাৎপর্য হল, এ সেই সূরা যাতে কাহাফ শব্দটি আছে বা কাহাফের অধিবাসীদের কথা এসেছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এখান হতে সেই সব সূরা শুরু হল যা মক্কী জীবনের তৃতীয় অধ্যায়ে নাযিল হয়েছে। মক্কী জীবনকে আমরা চারটি বড় বড় অধ্যায়ে বিভক্ত করেছি। সূরা আল আনআম এর ভূমিকায় তা বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। মক্কী জীবনের তৃতীয় অধ্যায় প্রায় ৫ম নববী সনের প্রথম হতে শুরু হয়ে প্রায় ১০ ম নববী সন পর্যন্ত চলে। অন্যান্য অধ্যায়ের তুলনায় এ অধ্যায়ের বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, সে সব অধ্যয়ে কুরাইশরা নবী করীম (সঃ) ও তাঁর দাওয়াত,আন্দোলন এবং জামাআতকে দমন করার উদ্দেশ্যে বেশীর ভাগই হাসি, ঠাট্টা -বিদ্রূপ, প্রশ্ন -আপত্তি, অভিযোগ, দোষারোপ, ভয় প্রদর্শন, প্রলোভন ও বিরুদ্ধ প্রচার-প্রোপাগান্ডার ওপরই নির্ভর করত। কিন্তু এই তৃতীয় অধ্যায়ে তারা যুলুম, নির্যাতন ,মারপিট ও অর্থনৈতিক চাপের অস্ত্রকে পূর্ণ শক্তিতে প্রয়োগ করেছে। এমন কি মুসলমানদের বিরাট সংখ্যাক লোক এ চাপে অতিষ্ঠ হয়ে দেশত্যাগ করে আবিসিনিয়ায় হিজরত করতে বাধ্য হন। অবশিষ্ট মুসলমানকে এবং তাদের সংগে স্বয়ং নবীকরীম (সঃ) ও তাঁর পরিবারের লোকদেরকে আবুতালেব পর্বত-গুহায় অন্তরীণ করে তাদের পূর্ণ মাত্রায় সামাজিক ও অর্থনেতিক বয়কটে নিক্ষেপ করা হয় ।তথাপি এ অধ্যায়ে দুজন মহান ব্যক্তি -আবুতালেব ও উম্মুল মুমেনীন হযরত খাদীজা (রাঃ) -এমন ছিলেন যে, তাঁদের ব্যক্তিগত প্রভাব- প্রতিপত্তির কারণে কুরাইশের দুটি বড় পরিবার নবী করীম (সঃ)- এর পৃষ্ঠপোষকতা করছিল। নবুয়্যতের ১০ম বছরে এ দুজনের জীবন-প্রদীপ নিভে যাওয়ার ফলে এ অধ্যায়টি শেষ হয়ে যায়। অতঃপর চতুর্থ অধ্যায় সূচিত হয়। এ অধ্যায়ে মুসলমানদের জন্যে মক্কার জীবন দুঃসহ করে তোলা হয়। এমন কি, শেষ পর্যন্ত নবী করীম (সঃ) সহ সকল মুসলমানই মক্কা ত্যাগ করে চলে যেতে বাধ্য হন। সূরা কাহাফ এ আলোচিত বিষয়াদি সম্পর্কে চিন্তা- ভাবনা করলে মনে হয়, এ সুরাটি হয়ত এই তৃতীয় অধ্যায়ের মূলে নাযিল হয়েছিল ।এ সময় কাফেরদের অত্যাচার, যুলুম-নিস্পেষণ ও বিরুদ্ধতা তীব্র ও প্রচন্ড রূপ লাভ করেছিল বটে ,কিন্তু তখনো আবেসিনিয়ায় হিজরত করার ঘটনা সংঘটিত হয়নি। এ সময় যেসব মুসলমানকে নির্যাতনে উৎপীড়তি করে করে তোলা হয়েছিল, তাদের আসহাবে কাহাফের কাহিনী শুনানো হল, যেন তাদের সাহস বৃদ্ধি পায় এবং পূর্বেকার ঈমানদার লোকেরা নিজেদের ঈমান বাঁচাবার জন্যে ইতপূর্বে কি সব উপায় অবলম্বন করেছিলেন তা যেন তাঁরা জানতে পারেন।

আলোচ্য বিষয় ও মূল বক্তব্য

এই সূরাটি মক্কার মোশরেকদের তিনটি প্রশ্নের জবাবে নাযিল হয়েছে। প্রশ্ন তিনটি তারা করেছিল নবী করীম (সঃ)-কে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে- আহলি-কিতাব লোকদের পরামর্শক্রমে। প্রশ্ন তিনটি এইঃ আসহাবে কাহাফ ছিল কারা ? খিযির বিষয়ক ঘটনার তাৎপর্য কি ? এবং যুল-কারনাইনের কাহিনীই বা কি ? মূলতঃ এই তিনটি কাহিনী খৃষ্টান ও ইয়াহুদীদের ইতিহাসের সাথে সম্পৃক্ত। হেজাযের লোকদের মধ্যে এসব কাহিনীর কোন প্রচলন ছিল না। এ কারণে আহলি-কিতাবের লোকেরা পরীক্ষার উদ্দেশ্য এ তিনটি ঘটনাকেই বাছাই করে নিয়েছিল। বাস্তবিকই হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর নিকট গায়েবী ইলমের কোন সূত্র ও উপায় আছে কিনা তা প্রকাশ করে দেয়াই ছিল এরর মূল লক্ষ্য। কিন্তু আল্লাহতা আলা নবী করীম (সঃ) এর জবানীতে এ তিনটি প্রশ্নের উত্তর দান করিয়ে ক্ষান্ত হননি, তাদের নিজেদেরই উত্থাপিত এ তিনটি কাহিনীকে তৎকালে মক্কায় কুফর ও ইসলামের পারস্পরিক দ্বন্দের দিক দিয়ে যেরূপ পরিস্থিতি বিরাজ করছিল তার ওপর যথাযথভাবে প্রয়োগও করে দিলেন।

১। আসহাবে কাহাফ সম্পর্কে বলা হল যে, তারা সেই তওহীদেই বিশ্বাসী ছিল যার দাওয়াত এই কুরআন পেশ করছে। তাদের অবস্থা তখনকার সময়ে ঠিক এরূপই ছিল যেমন বর্তমানে মক্কার এই মুষ্টিমেয় মুসলমানদের অবস্থা। আর তাদের সময়কার জাতির অবস্থাও বর্তমানের কুরাইশ কাফেরদের অবস্থা ও আচরণের সাথে হুবহু মিলে যায় ।এ কাহিনী হতে ঈমানদার লোকদেরকে যথেষ্ট শিক্ষা দান করা হয়েছে। সে শিক্ষা ছিল এই যে, কুফরী শক্তির দাপট যদি প্রবল ও প্রচন্ড হয়ে পড়ে এবং অত্যাচারীদের সমাজে মুসলমানদের জীবন যদি অতিষ্ট হয়ে পড়ে তবুও বাতিলের সামনে মাথা নত করে দেয়া তাদের জন্যে কিছুতেই উচিত হতে পারে না। বরং একমাত্র আল্লাহর ওপর ভরসা করে দেশ হতে বের হয়ে যাওয়াই কর্তব্য। এ প্রসংগে মক্কার কাফেরদেরকে বলা হয়েছে যে,আসহাবে কাহাফের কাহিনী পরকাল বিশ্বাসের সত্যতার এক উজ্জ্বল ও অকাট্য প্রমাণ-বিশেষ। আললাহতাআলা যেভাবে আসহাবে কাহাফকে এক দীর্ঘকাল পর্যন্ত মৃত্যুর মহানিদ্রায় নিমজ্জিত রাখার পরও পুনরুজ্জীবিত করে তুলেছেন, অনুরূপভাবে মৃত্যুর পরে পুনরায় জীবনদানও তার কুদরতে কিছুমাত্র অসম্ভব নয়- অথচ তোমরা তাকেই অস্বীকারও অমান্য-করছ।

২। আসহাফে কাহাফের কাহিনীর সূত্র ধরে -মক্কার সরদার ও সচ্ছল লোকেরা নিজেদের লোকালয়ের ক্ষুদ্র ও নওমুসলিম জামাআতের লোকদের ওপর যে সব অমানুষিক অত্যাচার ও যুলুম করত,লাঞ্ছিত ও অপমানিত করত- সে সম্পর্কিত কথাবার্তা এসুরায় শুরু করা হয়েছে। এ প্রসংগে একদিকে নবী করীম (সঃ) কে নির্দেশ দেয়া হল যে, এই যালেমদের সঙ্গে কোনরূপ সমঝোতা করা যায় না, আর নিজেদের গরীব সংগী-সাথীদের বিরুদ্ধে এই বড়লোকদের কোন গুরুত্বও আদৌ স্বীকার করা যাবে না। অপর দিকে এই প্রধান লোকদেরকে নসীহত করা হয়েছে; বলা হয়েছে, তোমাদের এই কয়েক দিনের আয়েশ- আরামের জীবন লাভ করে আনন্দ-আহ্লাদে মেতে যেও না। বরং পরকালের চিরন্তন ও অক্ষয় কল্যাণ পেতে চেষ্টা করা তোমাদের কর্তব্য।

৩। এ আলোচনা প্রসংগেই খিযির ও হযরত মূসা (আঃ) -এর কাহিনী এমনভাবে শুনানো হয়েছে যে, তাতে কাফেরদের প্রশ্নগুলির জবাবও হয়ে গেছে আর মুমিন লোকদের জন্যে তাতে সান্তনার সামগ্রীও রয়েছে। এই কাহিনীর মাধ্যমে আসলে যে শিক্ষা দান করা হয়েছে তা এই যে, আল্লাহতাআলার এই বিশাল কারখানা যে সব কল্যাণমূলক ব্যবস্থাপনার ভিত্তিতে চলছে, তা যেহেতু তোমাদের চোখের অন্তরালে রয়েছে- এ কারণেই তোমরা কথায় কথায় বিস্ময় প্রকাশ করছ। তোমাদের মনে প্রশ্ন জাগে এ কেন হল, এ কি হয়ে গেল! এতো বড়ো খারাব হয়ে গেল! অথচ এই আড়ালটি যদি দূরীভূত করে দেয়া হয়, তাহলে তোমরা জানতে ও বুঝতে পার যে, এখানে যা কিছু হচেছ তা ঠিকই হচ্ছে, আর বাহ্যতঃ তোমরা যে সব খারাবী দেখতে পাও, তাও শেষ পর্যন্ত কোন না কোন কল্যাণময় সুফলের জন্যে হচ্ছে।

৪। অতঃপর যুল- কারনাইনের কাহিনী পেশ করা হয়েছে। এ কাহিনীতে প্রশ্নকারীদেরকে এ শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, তোমরা তো সামান্য সামান্য মাতব্বরী লাভ করেই গর্বে এতদুর ফুলে-ফেপে বসেছে, অথচ যুল-কারনাইন এত বড় শাসক, দিগ্বিজয়ী ও এতসব বিরাট উপায়-উপাদানের অধিকারী হয়েও নিজের প্রকৃত অবস্থাকে কখনোই ভুলে যায়নি এবং নিজের আল্লাহর সামনে সর্বদাই মাথা নত করে রয়েছে। তোমরা তোমাদের সামান্য সামান্য ঘর-বাড়ী ও বাগ-বাগীচার বসন্ত-চাকচিক্যকে চিরন্তন ও অক্ষয় মনে করে বসেছ। কিন্তু যুল-কারনাইন দুনিয়ার সর্বাধিক সুরক্ষিত প্রাচীর নির্মান করেও মনে করত যে, আসল ভরসা করার যোগ্য আল্লাহ -এ প্রাচীর নয়। আল্লাহর মর্জী যতদিন থাকবে ততদিন এ প্রাচীর দুশমনদের প্রতিরোধ করতে থাকবে, আর যখন তার মর্জী অন্য রকম কিছু হবে তখন এ প্রাচীরেও ফাটল ও ছিদ্র ছাড়া আর কিছু দেখা যাবে না। এভাবে কাফেরদের পরীক্ষামূলক প্রশ্নগুলিকে তাদেরই প্রতি উল্টে দেবার পর উপসংহারে গুরুত্ব কথা গুলো আবার শুনানো হল। অর্থাৎ তওহীদ ও পরকাল নিঃসন্দেহে সত্য; তোমাদের কল্যাণ এতেই নিহিত যে, তোমরা তাকে সত্য বলে মেনে নেবে। এই অনুসারে নিজেদের সংশোধন করে নেবে। আর রবের দরবারে নিজেদেরকে জবাবদিহী করতে বাধ্য মনে করে দুনিয়ার জীবন- যাপন করবে। এরূপ না করলে তোমাদের নিজেদেরই জীবন বিনষ্ট হবে এবং তোমাদের সবকিছু কৃতকর্ম নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যাবে।

হাদীসের বর্ণনা সমূহে বলা হয়েছে যে, দ্বিতীয় প্রশ্নটি ছিল রুহ সম্পর্কে ।সূরা বনী ইসলাঈলের ১০ম রুকুতে এর জবাব দেয়া হয়েছে। কিন্তু সূরা কাহাফ ও সূরা বনী-ইসরাঈল নাযিল হওয়ার সময়ে কয়েক বছরের পার্থক্য রয়েছে। আর সূরা কাহাফে দুটির পরিবর্তে তিনটি কাহিনী বর্নিত হয়েছে। এ কারণে আমরা মনে করি, দ্বিতীয় প্রশ্নটি রুহ সম্পর্কে নয়, মূলতঃ তা ছিল খিযির সম্পর্কে। কুরআনেই এমন কিছু ইংগিত রয়েছে যা হতে আমাদের এ ধারনার সমর্থন পাওয়া যায়।

اٰيَاتُهَا ۱۱۰ سُوْرَةُ الْكَهْفِ مَكِّيَّةٌ رُكُوْعَاتُهَا ۱۲

১১০ তার আয়াত (সংখ্যা) সূরা আল-কাহ্‌ফ মক্কী ১২ তার রুকূ (সংখ্যা)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

নামে (শুরু করছি) আল্লাহর অশেষ দয়াবান অতীব মেহেরবান

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتٰبَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا ۞ قَيِّمًا

প্রশংসামাত্রই আল্লাহর জন্যে যিনি নাযিল করেছেন উপর তাঁর বান্দার এই কিতাব এবং রাখেন নাই তাতে কোন বক্রতা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত

لِّيُنْذِرَ بَاْسًا شَدِيْدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ

সতর্ক করার জন্যে শাস্তি (সম্পর্কে) কঠিন থেকে তার পক্ষ এবং সুসংবাদ দেয় মুমিনদেরকে যারা কাজ করে

الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا ۞ مَّاكِثِيْنَ فِيْهِ اَبَدًا ۞ وَّيُنْذِرَ الَّذِيْنَ

নেকা সমূহের যে তাদের জন্যেআছে কর্মফল উত্তম তারা বসবাস কারী (হবে) তার মধ্যে চিরকাল এবং সতর্ক করে (তাদেরকে) যারা

قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ۞ مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ وَّلَا لِاٰبَآئِهِمْ ۚ كَبُرَتْ

বলে গ্রহণ করেছেন আল্লাহ সন্তান নাই তাদের কাছে সে সম্পর্কে কোন জ্ঞান এবং না পিতৃপুরুষদের কাছে (আছে) তাদের সাংঘাতিক

كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ۚ اِنْ يَّقُوْلُوْنَ اِلَّا كَذِبًا ۞ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ

কথা বের হয় থেকে তাদের মুখগুলোর না তারা বলে এ ব্যতীত মিথ্যা তবে তুমি সম্ভবতঃ বিনাশকারা হবে তোমার প্রাণ

عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا ۞ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلٰى

তাদের পশ্চাতে যদি না তারা ঈমান আনে উপর এই কথার দুঃখে নিশ্চয়ই আমরা বানিয়েছি আমরা যা (আছে) উপর

الْاَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ۞

যমীনের শোভা তার জন্যে তাদেরকে যাতে পরীক্ষা করি আমরা তাদের মধ্যে কে উত্তম কাজে

রুকূ- ১ (১) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি নিজের বান্দার উপর এই কিতাব নাযিল করেছেন এবং তাতে কোনরূপ বক্রতার অবকাশ রাখেন নি। (২) এ সত্য, অকাট্য ও সরল দৃঢ়কথা বলার কিতাব। যেন তা লোকদেরকে আল্লাহর কঠিন আযাব সম্পর্কে সাবধান করে দেয়, এবং ঈমান গ্রহণ করে যারা নেক আমল করে তাদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য উত্তম কর্মফল রয়েছে। (৩) যাতে তারা চিরদিন বসবাস করবে। (৪) আর সেই লোকদেরকে ভয় প্রদর্শন করে যারা বলে যে, আল্লাহতা'আলা কাউকে পুত্র রূপে গ্রহণ করেছেন। (৫) এ কথা না তারা জানে আর না তাদের বাপ-দাদাদের জানা ছিল। খুব সাংঘাতিক কথা -যা তাদের মুখ হতে বের হয়। আসলে তারা নিছক মিথ্যা কথাই বলে। (৬) তবে হে মুহাম্মদ, সম্ভবতঃ তুমি তাদের জন্য দুঃখের আঘাতে নিজের জীবনটাকেই বিনাশ করবে, যদি এরা এই বিষয়ের প্রতি ঈমন না আনে। (৭) আসল কথা হল, যমীনে এই যা কিছু সাজ-সরঞ্জাম রয়েছে তাকে আমরা যমীনের অলংকার বানিয়ে দিয়েছি, যেন এই লোকদের পরীক্ষা করেত পারি যে, তাদের মধ্য উত্তম আমলকারী লোক কারা।

(৮) শেষ পর্যন্ত এই সবকিছুকে আমরা একটি প্রস্তরময় মরুভূমিতে পরিণত করে দেব। (৯) তুমি কি মনে কর যে, গুহাবাসী ও রাকীম ওয়ালা[১] লোকেরা আমাদের কোন বড় বিস্ময়কর নিদর্শনসমূহের মধ্যে ছিল? (১০) যখন তারা কয়েকজন যুবক গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করেছিল এবং তারা বলেছিল 'হে আমাদের রব আমাদেরকে তোমার বিশেষ রহমত দিয়ে ধন্য কর এবং আমাদের সমস্ত ব্যাপারটি সুষ্ঠু ও সঠিকরূপে গড়ে দাও'। (১১) তখন আমরা তাদেরকে সেই গুহায়ই সান্তনা দিয়ে কয়েক বৎসরের জন্যে গভীর নিদ্রায় বিভোর করে দিয়েছিলাম। (১২) পরে আমরা তাদেরকে জাগ্রত করেদিলাম যেন দেখতে পারি তাদের দুই দুলের মধ্যে কারা নিজেদের অবস্থান কালের সঠিক হিসাব করতে পারে।

রুকু- ২ (১৩) আমরা তাদের প্রকৃত কাহিনী তোমাকে শুনাচ্ছি। তারা ছিল কয়েকজন যুবক। তারা তাদের রবের প্রতি ঈমান এনেছিল এবং আমরা তাদের হেদায়াতে অতিমাত্রায় উন্নতি দান করেছিলাম[২]। (১৪) আমরা তাদের দিলকে তখন মজবুত করে দিয়েছিলাম যখন তারা উঠেছিল এবং তারা ঘোষণা করেছিল, আমাদের রবতো শুধু তিনিই যিনি আসমান ও যমীনের রব। আমরা তাকে ত্যাগ করে অন্য কোন মাবুদকে মেনে নিব না। আমরা যদি সেরূপ করি তাহলে এক গর্হিত কথাই বলা হবে।

(১) অর্থাৎ সেই তরুণেরা যারা ঈমান বাঁচানোর জন্যে গুহাতে আশ্রয় নিয়েছিল ও যাদের গুহাতে পরে স্মারক লিপি লাগানো হয়েছিল।(২) বিভিন্ন বর্ণনা থেকে মনে হয়, এ তরুণেরা প্রাথমিক যুগের ঈসা (আঃ) এর অনুসারীদের মধ্যে ছিল এবং তারা রোমের অধীনস্ত ছিল- সে সময় যে রাষ্ট্র মোশরেক-পন্থী ছিল ও তওহীদ-পন্থীদের ভীষণ শত্রু ছিল ।

هٰٓؤُلَآءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً ؕ لَوْ لَا يَاْتُوْنَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطٰنٍۭ

প্রমাণ তাদের উপর তারা আনে না কেন (অন্য) ইলাহ তাকে ছাড়া গ্রহণ করেছে আমার স্বজাতির লোক এসব

بَيِّنٍ ؕ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ﴿۱۵﴾ وَ اِذِ اعْتَزَلْتُمُوْهُمْ

তাদের (থেকে) তোমরা বিচ্ছিন্ন হয়েছ যখন এবং মিথ্যা আল্লাহর উপর আরোপ করে যে তারচেয়ে যালেম অধিক কে অতঃপর সুস্পষ্ট

وَ مَا يَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ فَاْوٗٓا اِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهٖ

তার রহমত তোমাদের রব তোমাদের জন্যে প্রশস্ত করবেন গুহায় তাহলে আশ্রয়লও আল্লাহর ছাড়া তারা ইবাদত করে যাদের এবং

وَ يُهَيِّئْ لَكُمْ مِّنْ اَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا ﴿۱۶﴾ وَ تَرَى الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَّزٰوَرُ

সরে যায় উদয় হয় যখন সূর্যকে তুমি দেখবে এবং ফলপ্রসু তোমাদের কাজ তোমাদের জন্যে তৈরী করেদেবেন এবং

عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَ اِذَا غَرَبَتْ تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَ هُمْ

তারা এবং বাম পাশ দিয়ে তাদেরকে তা অতিক্রম করে অস্ত যায় যখন এবং ডান পাশ দিয়ে তাদের গুহা থেকে

فِيْ فَجْوَةٍ مِّنْهُ ؕ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ ؕ مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۚ وَ

এবং সঠিক পথ প্রাপ্ত অতঃপর সেই আল্লাহ পথ দেখান যাকে আল্লাহর নিদর্শনাদির মধ্য থেকে এটা তা থেকে প্রশস্ত চত্বরের মধ্যে

مَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ﴿۱۷﴾

কোন মুরশীদ (পথ প্রদর্শক) কোন ওলী (অভিভাবক) তার জন্যে তুমি পাবে তখন কক্ষণ না পথ ভ্রষ্ট করেন যাকে

(১৫) (অতঃপর তারা পরস্পরে বলল) এই আমাদের জাতির লোকেরা তো তাকে অর্থাৎ আল্লাহকে পরিত্যাগ করে অন্যকে ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে। এই লোকেরা তাদের মাবুদ হবার সমর্থনে কোন সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ পেশ করে না কেন? অতঃপর সেই ব্যক্তির অপেক্ষা অধিক বড় যালেম আর কে হতে পারে যে আল্লাহর উপর মিথ্যা কথা আরোপ করে? (১৬) এখন যখন তোমরা তাদের ও তাদের মা'বুদদের হতে সম্পর্ক ছিন্ন করে নিয়েছ তখন অমুক গুহায় গিয়ে আশ্রায় গ্রহণ কর। তোমাদের রব তোমাদের প্রতি নিজের রহমত ব্যাপক ও প্রশস্ত করে দেবেন এবং তোমাদের কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম যোগাড় করে দেবেন। (১৭) তুমি তাদেরকে গুহার ভিতরে দেখতে পারতে[৩]। তুমি দেখতে যে, সূর্য যখন উদয় হয় তখন তাদের গুহা ছেড়ে ডান দিক হতে উপরে উঠে যায়। আর যখন অস্ত যায় তখন তাদের হতে আড়ালে থেকে বাম দিকে নেমে যায়। আর সেই লোকেরা তো গুহার অভ্যন্তরে এক বিশাল জায়গায় পড়ে রয়েছে। বস্তুতঃ এ আল্লাহতাআলার নিদর্শনসমূহের অন্যতম। আল্লাহ যাকে হেদায়াত দেন সেই হেদায়াত পেতে পারে, আর যাকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য তুমি কোন ওলী-মুরশিদ পেতে পারো না।

(৩) মধ্যের এ ঘটনা এখানে উল্লেখ করা হয়নি যে তাদের পরস্পরিক পরামর্শে স্থিরীকৃত সিদ্ধান্ত অনুসারে তারা প্রস্তরাঘাতে মৃত্যু বরণ বা ধর্ম ত্যাগে বাধ্য হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে শহর থেকে বের হয়ে পাবর্ত্য এলাকায় একটি গুহার মধ্যে গোপন আশ্রয় গ্রহণ করে।

وَ تَحْسَبُهُمْ اَيْقَاظًا وَّ هُمْ رُقُوْدٌ ۖ وَّ نُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَ ذَاتَ

এবং / তুমি তাদের মনেকরবে / জাগ্রত / অথচ / তারা (ছিল) / নিদ্রিত / এবং / তাদের পাশ বদলাতাম আমরা / ডান পাশে / ও / পাশে

الشِّمَالِ ۖ وَ كَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيْدِ ۗ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ

বাম / এবং / তাদের কুকুর (ছিল) / প্রসারিত কারী / তার দুহাত / গর্তের মুখে / যদি / উকি মেরে দেখতে / তাদের উপর / তুমি অবশ্যই পিঠ ফিরাতে / তাদের থেকে

فِرَارًا وَّ لَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ۝١٨ وَ كَذٰلِكَ بَعَثْنٰهُمْ لِيَتَسَآءَلُوْا بَيْنَهُمْ ۗ قَالَ

পালিয়ে / এবং / অবশ্যই সঞ্চার হত / তাদের থেকে / ভীতি / এবং / এভাবেই / তাদের আমরা উঠালাম / যেন তারাপরস্পরে জিজ্ঞেস করে / তাদের মাঝে / বলল

قَآئِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۗ قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۗ قَالُوْا رَبُّكُمْ

একজন কথক / তাদের মধ্যে থেকে / কত / তোমারা অবস্থান করেছিলে (দিন) / তারা বলেছিল / আমরা অবস্থান করেছিলাম / এক দিন / বা / কতক (অংশ) / এক দিনের / তারা বলেছিল / তোমাদের রব

اَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ۗ فَابْعَثُوْٓا اَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هٰذِهٖٓ اِلَى الْمَدِيْنَةِ

খুব জানেন / এসম্বন্ধে যা / তোমরা অবস্থান করেছ / তোমরা এখন পাঠাও / তোমাদের কাউকে / তোমাদের মুদ্রাসহ / এই / দিকে / শহরটির

فَلْيَنْظُرْ اَيُّهَآ اَزْكٰى طَعَامًا فَلْيَاْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَ لْيَتَلَطَّفْ وَ

তবে সে যেন দেখে / কোনটি / পবিত্রতম / খাদ্য / অতঃপর তোমাদের কাছে আনবে / রিযক / তাথেকে / এবং / সে যেন সতর্ক হয় / এবং

لَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ اَحَدًا ۝١٩ اِنَّهُمْ اِنْ يَّظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوْكُمْ اَوْ

না / টের পেতে দেয় / তোমাদের সম্বন্ধে / কাউকে / নিশ্চয়ই তারা / যদি / তারা টেরপায় / তোমাদের উপর / তোমাদের পাথর মেরে হত্যাকরবে / অথবা

يُعِيْدُوْكُمْ فِيْ مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوْٓا اِذًا اَبَدًا ۝٢٠

তোমাদের ফিরিয়ে আনবে / মধ্যে / তাদের দ্বীনের / এবং কক্ষণ না / তোমরা সফল হবে / তাহলে / কক্ষণও

রুকু-৩ (১৮) তুমি তাদেরকে দেখে মনে করবে যে, তারা সজাগ রয়েছে। অথচ তারা নিদ্রিত অবস্থায় রয়েছে। আমরা তাদেরকে ডানে বামে পাশ বদলে দিচ্ছিলাম, তাদের কুকুর গর্তের মুখে হস্ত প্রসারিত করে বসেছিল। তুমি যদি তার ভিতরে তাকিয়ে দেখতে তা হলে পিছন দিকে সরে পালিয়ে যেতে। তাদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপে তোমার মনে ভয়ানক ভীতির সঞ্চার হত। (১৯) আর এরূপ বিস্ময়কর কীর্তির দরুনই আমরা তাদেরকে উঠিয়ে বসিয়ে দিলাম[৪]। যেন তারা পরস্পরের নিকট জিজ্ঞাসা বাদ করে। তাদের একজন জিজ্ঞাসা করলঃ বল, এই অবস্থায় তোমরা কতদিন ছিলে?' অপরজন বলল, সম্ভবত পূর্ণ একটি দিন কিংবা তা হতেও কিছু কম সময় রয়েছিলাম। 'পরে তারা (সকলে) বললঃ 'তোমাদের রবই ভাল জানেন যে, এই অবস্থায় তোমরা কতকাল অতিবাহিত করেছ। এখন চল তোমাদের কাউকে এই মুদ্রাটি দিয়ে শহরে পাঠিয়ে দিই। সে দেখবে সবচেয়ে পবিত্র খাবার কোথায় পাওয়া যায়। সেখান হতে সে কিছু খাবার নিয়ে আসবে। তাকে একটু সতর্কতার সাথে কাজ করতে হবে যেন তোমাদের এখানে বসবাসের কথা কেউ টের না পায়। (২০) তাদের নিকট তোমাদের সংবাদ যদি একবার প্রকাশ হয়ে পড়ে, তাহলে তারা তোমাদেরকে পাথর নিক্ষেপ করে মেরে ফেলবে। অথবা জোরপূর্বক তাদের নিজেদের মিল্লাতে ফিরিয়ে নিবে। আর যদি তাই হয় তাহলে তোমরা কখনই কল্যাণ লাভ করতে পারব না।

(৪) অর্থাৎ যে রূপ বিস্ময়করভাবে তাদেরকে নিদ্রামগ্ন করা হয়েছিল, এক সুদীর্ঘকাল পরে তাদের জেগে উঠা ছিল প্রকৃতির এক অনুরূপ বিস্ময়কর অলৌকিক কান্ড।

وَ كَذٰلِكَ اَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوْٓا اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّ اَنَّ السَّاعَةَ لَا

নাই কিয়ামত (এও) এবং সত্য আল্লাহর ওয়াদা যে যেন তাদের আমরা এভাবে এবং
আসবেই যে তারাজানে কাছে অবগত করালাম

رَيْبَ فِيْهَا ۚ اِذْ يَتَنَازَعُوْنَ بَيْنَهُمْ اَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوْا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا ؕ رَبُّهُمْ

তাদের সৌধ তাদের তোমরা তারা তখন তাদের তাদের তারা পরস্পরে যখন তার কোন
রব উপর বানাও বলেছিল কাজে মাঝে বিতর্ক করতেছিল মধ্যে সন্দেহ

اَعْلَمُ بِهِمْ ؕ قَالَ الَّذِيْنَ غَلَبُوْا عَلٰٓى اَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَّسْجِدًا ﴿٢١﴾

মসজিদ তাদের অবশ্যই তাদের উপর প্রবল যারা বলল তাদের ভাল
উপর আমরা বানাবর কাজের হয়েছিল সম্বন্ধে জানেন

سَيَقُوْلُوْنَ ثَلٰثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ وَ يَقُوْلُوْنَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ

তাদের ষষ্ঠটি পাঁচ (কিছু লোক) এবং তাদের তাদের চতুর্থটি তিন(তাদের তারা শীঘ্রই
(জন) বলবে কুকুর (ছিল) সংখ্যা) বলবে

كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ ۚ وَ يَقُوْلُوْنَ سَبْعَةٌ وَّ ثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ؕ قُلْ رَّبِّيْٓ

আমার বল তাদের তাদের এবং সাত কিছু লোক এবং অজানা আনুমানিক তাদের
রব কুকুর অষ্টমটি (তাদের সংখ্যা) বিষয়ে (কথা)) কুকুর

اَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَّا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا قَلِيْلٌ ۬ فَلَا تُمَارِ فِيْهِمْ

তাদের অতএব অল্প ব্যতীত তাদের জানে না তাদের ভাল
বিষয়ে বিতর্ক করোনা (লোক) সংখ্যা সম্পর্কে জানেন

(২১) এভাবে আমরা শহরবাসীদেরকে তাদের সম্পর্কে ওয়াকিফহাল করে দিলাম[৫]। যেন লোকেরা জানতে পারে যে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য। আর কিয়ামতের নির্দিষ্ট সময় নিঃসন্দেহে এসে পৌছবে। (কিন্তু একটু ভেবে দেখ, এই যখন আসল চিন্তার বিষয় ছিল) তখন তারা পরস্পরে এই কথা নিয়ে বিতর্ক করতে ছিল যে, এই (গুহাবাসীদের সাথে) কি করা যাবে। কিছু লোক বললঃ ' এদের উপর একটি প্রাচীর বা সৌধ দাঁড় করিয়ে দাও। এদের রবই এদের ব্যাপারটিকে ভালো জনেন[৬]। কিন্তু যারা তাদের ব্যাপারে বিজয়ী কর্তৃত্বশীল ছিল তারা বলল আমরা তো এদের উপর একটি ইবাদত কেন্দ্র নির্মাণ করব[৭]'। (২২) কিছু লোক বলে, তারা ছিল তিনজন। আর চতুর্থ ছিল তাদের কুকুরটি। আর অপর কিছু লোক বলে, তারা ছিল পাঁচজন, আর ষষ্ঠ ছিল তাদের কুকুর। এরা সকলেই আনুমানিক কথা বলে। অপর কিছু লোক বলে যে, এরা সাতজন ছিল, আর অষ্টম ছিল তাদের কুকুরটি [৮]। বল, এরা প্রকৃতপক্ষে কতজন ছিল তা আমাদের রবই ভালোভাবে জানেন। খুব কম লোকই তাদের সঠিক সংখ্যা জানে না[৯]।অতয়েব তুমি তাদের বিষয়ে বিতর্ক করো না।

(৫) অর্থাৎ যখন সে আহার্য ক্রয়ের জন্য শহরের মধ্যে প্রবেশ করেছিল তখন সারা দুনিয়াই ততদিনে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। পৌত্তলিক রোম দীর্ঘকাল পূর্বেই ইসায়ী ধর্ম অবলম্বন করেছিল। ভাষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও পোষাক প্রতিটি জিনিসের দিক দিয়ে সহসা এক বিচিত্র তামাসা বলে মনে হলো। এরপর যখন সে ব্যক্তি খাবার ক্রয় করার জন্যে পুরাতন কালের মুদ্রা বের করলো তখন তা দেখে দোকানদারের চোখ স্থির! যখন অনসুন্ধানে জানা গোলো যে এ ব্যক্তি সেই খৃষ্টান ধর্মাবলম্বীদেরই একজন যারা দুশ বৎসর পূর্বে নিজেদের ঈমান বাঁচানোর জন্যে পালিয়ে গিয়েছিল তখন এ সংবাদ মুহুর্তের মধ্যে শহরের ঈসায়ী বাসিন্দাদের মধ্যে প্রচারিত হয়ে গেল এবং সরাসরি অফিসারদের সাথে সাধরণ লোকদের এক জনতা গুহায় উপস্থিত হল। এখন যখন ' আসহাবে কাহাফ ' (গুহাবাসীরা) জানতে পারলো যে তারা দু ' শ বছর পর ঘুম থেকে জেগে উঠেছে তখন তারা নিজেদের খৃষ্টান ধর্ম ভাইদেরকে সালাম করে আবার সেই গুহা-শয্যায় শয়ন করলো এবং তাদের প্রাণ পরজগতে প্রস্থান করলো। (৬) কথার ধরণ থেকে বুঝা যায় এ ঈসায়ী ধার্মিক ব্যক্তিদের কথা ছিল। তাদের অভিমত ছিল গুহাবাসীরা যেভাবে গুহা মধ্যে শায়িত আছে সেই ভাবেই তাদের শায়িত থাকতে দেয়া হোক এবং গুহার মধ্যে প্রস্তরখন্ড স্থাপন করা হোক। তাদের প্রভু আল্লাহই উত্তম জানেন তারা কারা, তারা কিরূপ মর্যাদার মানুষ কিরূপ পুরস্কারের যোগ্য! (৭) এটা এই কারণে হয়েছিল যে, সে সময় খৃষ্টান ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেও মোশরেকসুলভ চিন্তা-ধারণা বিস্তার লাভ করেছিল। পুরাতন মুর্তির স্থলে পূঁজা করার জন্যে এ 'নতুন উপাস্য তারা গড়ে নিয়েছিল।(৮) এর দ্বারা জানতে পারা যায় যে,

إِلَّا مِرَآءً ظَاهِرًا ۖ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا ﴿٢٢﴾ وَلَا تَقُولَنَّ

বলবে না এবং কাউকে তাদের মধ্য থেকে তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসাকরবে তুমি না এবং সাধারন আলোচনা ব্যতীত কক্ষণ

لِشَايْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ﴿٢٣﴾ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ۚ وَٱذْكُر رَّبَّكَ

তোমার রবকে স্মরণকর এবং আল্লাহ ইচ্ছেকরেন যে ব্যতীত আগামী কাল এটা সম্পাদন কারী আমি নিশ্চয়ই কোন কিছুকে

إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰٓ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا ﴿٢٤﴾

সত্যের এটার চেয়ে নিকটবর্তী (কথা) আমাররব আমাকে. পথ দেখাবেন যে সম্ভবত বল এবং তুমি ভুলে যাও যদি

وَلَبِثُوا۟ فِى كَهْفِهِمْ ثَلَٰثَ مِا۟ئَةٍ سِنِينَ وَٱزْدَادُوا۟ تِسْعًا ﴿٢٥﴾ قُلِ ٱللَّهُ

আল্লাহই বল (আরও) নয় তারা বৃদ্ধিকরেছিল এবং বছর শত তিন তাদের গুহার মধ্যে তারা অবস্থান করেছিল এবং

أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا۟ ۖ لَهُۥ غَيْبُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ أَبْصِرْ بِهِۦ وَأَسْمِعْ ۚ

কতসুন্দর শুনেন এবং তা সম্পর্কে কত সুন্দর ভাবে দেখেন পৃথিবীর ও আকাশসমূহের অদৃশ্যের জ্ঞান তাঁরই আছে তারা অবস্থান করেছিল সম্পর্কে যা ভাল জানেন

مَا لَهُم مِّن دُونِهِۦ مِن وَلِىٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِى حُكْمِهِۦٓ أَحَدًا ﴿٢٦﴾

(অন্য) কাউকে তাঁর কতৃত্বের ব্যাপারে তিনি শরীককরেন না এবং (অন্য) অভিভাবক কোন তিনি ছাড়া তাদের জন্যে নাই

অতএব তুমি সাধারণ কথাবার্তার অধিক তাদের সংখ্যা সম্পর্কে লোকাদের সাথে বিতর্ক করো না, তাদের সম্পর্কে কারো নিকট কিছু জিজ্ঞাসাও করো না।

রুকু- ৪ (২৩) আর মনে রেখো [১০]। কোন জিনিস সম্পর্কে কখনো একথা বলো না যে, আমি কাল এ কাজ করব।(২৪) (তুমি আসলে কিছুই করতে পারো না) যদি তা আল্লাহ না চান। যদি ভুলবশতঃ মুখ হতে এরূপ কথা বের হয়ে পড়ে তবে সংগে সংগে তুমি আল্লাহর স্মরণ করো, আর বল আশা করি আমার রব এই ব্যাপারে সত্যিকার হোদায়াতের নিকটবর্তী কথার দিকে আমাকে পথ দেখাবেন। (২৫) আর তারা নিজেদের গুহায় তিনশত বৎসর অবস্থান করেছিল আর কিছু লোক (মীয়াদ গণনা করতে গিয়ে) আরো নয়টি বৎসর অতিরিক্ত গণনা করেছে। (২৬) তুমি বল, তাদের অবস্থানের সঠিক মীয়াদ আল্লাহতা'আলা অধিক ভালো জানেন[১১]। আসমান ও যমীনের সব গোপন অবস্থা তাঁরই জানা আছে। তিনি কত সুন্দরভাবে দেখেন, কত সুন্দর নির্ভুলভাবে তিনি শুনেন! যমীন ও আসমানের সব সৃষ্টির তত্ত্বাবধায়ক তিনি ছাড়া আর কেউ নেই। তিনি তাঁর রাজ্যশাসনে কাউকে শরীক করেন না।

এই ঘটনার পৌনে তিনশ বছর পর কুরআন মজীদ নাযিল হওয়ার সময় এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ সম্পর্কে খৃষ্টানদের মধ্যে নানা রকম অলীক গল্প কাহিনী ব্যাপক ভাবে প্রচলিত ছিল। এবং এ সম্পর্কে প্রমাণিত জ্ঞান সাধারণ লোকদের কাছে ছিল না। তা হলেও যেহেতু আল্লাহতা'আলা তৃতীয় উক্তিটি রদ করেন নি সুতরাং এ অনুমান করা যেতে পারে যে সঠিক সংখ্যা সাতই ছিল।(৯)অর্থাৎ আসল জিনিস তাদের সংখ্যা নয়, আসল জিনিস হচ্ছে সেই শিক্ষা যা এই কাহিনী হতে লাভ করা যায়। (১০) পূর্বাপর কথার মাঝখানে উক্ত এ একটি বাক্য। পূর্ববর্তী আয়াতের বিষয়বস্তুর সংগে সংগতি রেখে কথার পারম্পর্যের মধ্যে তা এরশাদ করা হয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াতে হেদায়াত করা হয়েছিল যে, আসহাবে কাহাফের সঠিক সংখ্যা আল্লাহতা'আলাই জানেন এবং এর সংখ্যা সম্পর্কে গবেষণা করা এক অনর্থক কাজ! এ বিষয়ে পরবর্তী কথা এরশাদ করে পূর্বের কথার মাঝখানে বলা বাক্য হিসাবে নবী করীম (সঃ) ও মুমিনদেরকে আর একটি হেদায়াত দান করা হয়েছে যে, তুমি কখনও দাবীকরে একথা বলোনা যে আমি 'আগামী কাল অমুক কাজ করবো'। তুমি সে কাজ করতে পারবে কি পারবে না তা তুমি জান না।(১১) অর্থাৎ আসহাবে কাহাফের সংখ্যার মত তাদের অবস্থান-কাল সম্পর্কে লোকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কিন্তু এর অনুসন্ধান করা তোমার প্রয়োজন নেই। আল্লাহতা'আলাই জানেন তারা সেই অবস্থায় কতকাল ছিল।

وَ اتْلُ مَآ اُوْحِیَ اِلَیْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ ۚ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ ۚ وَ لَنْ

এবং আবৃত্ত কর যা ওহীকরা হয়েছে তোমার প্রতি থেকে কিতাব তোমার রবের নাই পরিবর্তনকারী তার কথা গুলোর এবং কক্ষণ না

تَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا ﴿۲۷﴾ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ

তুমিপাবে তিনি ছাড়া আশ্রয় স্থান এবং স্থিতিশীল রাখবে তোমার দিলকে সাথে (তাদের) যারা ডাকে তাদের রবকে

بِالْغَدٰوةِ وَ الْعَشِیِّ یُرِیْدُوْنَ وَجْهَهٗ وَ لَا تَعْدُ عَیْنٰكَ عَنْهُمْ ۚ تُرِیْدُ زِیْنَةَ

সকালে ও সন্ধ্যায় তারা চায় তাঁর সন্তুষ্টি এবং না ফিরিয়ে নিও তোমার দুচোখ তাদের থেকে তুমি চাও শোভা

الْحَیٰوةِ الدُّنْیَا ۚ وَ لَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ

জীবনের দুনিয়ার এবং না আনুগত্য করো যার (তার) আমরা গাফেল করে দিয়েছি তার অন্তরকে থেকে আমাদের স্মরণ এবং অনুসরণ করে তাদের খেয়াল-খুশির

وَ كَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا ﴿۲۸﴾ وَ قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ ۟ فَمَنْ شَآءَ فَلْیُؤْمِنْ وَّ

এবং হয়েছে তার কাজ সীমা লংঘন মূলক এবং বল সত্য (এসেছে) হতে পক্ষ তোমার রবের অতএব যে ইচ্ছে করে অতঃপর ঈমান আনুক এবং

مَنْ شَآءَ فَلْیَكْفُرْ ۙ اِنَّاۤ اَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِیْنَ نَارًا ۙ اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ؕ وَ

যে ইচ্ছে করে অতঃপর অস্বীকার করুক নিশ্চয়ই আমরা আমরা প্রস্তুত করে রেখেছি জালেমদের জন্যে জাহান্নামের আগুন পরিবেষ্টন করেছে তাদেরকে তার চাদোয়া ন্যায় শিখা এবং

اِنْ یَّسْتَغِیْثُوْا یُغَاثُوْا بِمَآءٍ كَالْمُهْلِ یَشْوِی الْوُجُوْهَ ؕ بِئْسَ الشَّرَابُ ؕ وَ سَآءَتْ

যদি তারা পানিয় চায় তাদের পানি দেয়া হবে পানি যেমন তেলের গাদ ভেজে দেব মুখ সমূহকে কত নিকৃষ্ট পানীয় এবং অতিশয় খারাব

مُرْتَفَقًا ﴿۲۹﴾

আশ্রয় স্থল

(২৭) হে নবী, তোমার আল্লাহর কিতাব হতে যা কিছু তোমার প্রতি অহী হিসেবে নাযিল করা হয়েছে তা (ঠিক ঠিকভাবে) শুনিয়ে দাও। তাঁর বলা কথার রদবদল করার অধিকার কারো নেই। (আর তুমি যদি কারো খাতিরে তাতে রদবদল কর তাহলে) তাঁর হতে বেঁচে পালাবার জন্য কোন আশ্রয়ই তুমি পাবে না। (২৮) আর তোমার দিলকে সেই লোকদের সংস্পর্শে স্থিতিশীল রাখো যারা নিজেদের রবের সন্তুষ্ট লাভের সন্ধানী হয়ে সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁকে ডাকে। আর তাদের হতে কক্ষণই অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ো না! তুমি কি দুনিয়ার চাকচিক্য ও জাঁক-জমক পছন্দ কর? এমন কোন ব্যক্তির আনুগত্য করো না[১২], যার দিলকে আমরা আমার স্মরণ-শূণ্য করে দিয়েছি এবং যে লোক নিজের নফসের খাহেশের অনুসরণ করে চলার নীতি গ্রহণ করেছে, আর যার কর্মনীতি সীমা লংঘনমূলক। (২৯) স্পষ্ট বলে দাও, এই মহাসত্য এসেছে তোমার রবের নিকট হতে। এখন যার ইচ্ছা মেনে নিবে, আর যার ইচ্ছা অমান্য বা অস্বীকার করবে। আমরা (অমান্যকারী) যালেমদের জন্য আগুনের ব্যবস্থা করে রেখেছি ,যার লেলিহান শিখা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে নিয়েছে। সেখানে তারা যদি পানি চায় তাহলে এমন পানি তাদেরকে পরিবেশণ করা হবে যা তেলের গাদের মত হবে এবং তাদের মুখ-মন্ডল ভাজা-ভাজা করে দেবে! এ অত্যান্ত নিকৃষ্ট পানীয়, আর অতিশয় খারাব আশ্রয়স্থল।

(১২) অর্থাৎ তার কথা মেনো না, তার সামনে নত হয়ো না, তার মতলব পূর্ণ করোনা এবং তার কথামত চলো না। এখানে এতা ' আত (আনুগত্য) শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿٣٠﴾

নিশ্চয়ই | যারা | ঈমান এনেছে | ও | কাজ করেছে | নেকী সমূহের | নিশ্চয়ই আমরা | না বিনষ্টকরি | কর্মফল | যে | ভাল করে | কাজ

أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا

ঐসব লোক | তাদের জন্যে রয়েছে | জান্নাত সমূহ | স্থায়ী | প্রবাহিত হয় | থেকে | তার পাদদেশ | ঝর্ণা সমূহ | তাদের গহনা পরান হবে | তার মধ্যে

مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ

কংকন | দিয়ে (তৈরী) | সোনার | ও | তাদের পরানো হবে | বস্ত্র | সবুজ | দিয়ে | মিহি রেশমময় | ও | মোটা রেশমের

مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ ۚ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٣١﴾ وَاضْرِبْ

ঠেসদিয়ে বসবে | তার মধ্যে | উপর | শাহী মসনদ সমূহের | কত সুন্দর | প্রতিদান | এবং | অতি উত্তম | আশ্রয়স্থল | এবং | পেশ কর

لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا

তাদের জন্যে | একটি দৃষ্টান্ত | দু ব্যক্তির | আমরা দিয়েছিলাম | তাদের দুজনের একজনকে | দুই বাগান | আংগুর সমূহের | ও | দুটিকে আমরা বেষ্টন করেছিলাম

بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ﴿٣٢﴾ كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَ

খেজুর গাছ দিয়ে | এবং | আমরা বানিয়েছিলাম | উভয়ের মাঝে | শষ্য ক্ষেত্র | উভয় | উদ্যান | দিত | তার ফল | এবং

لَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا ﴿٣٣﴾ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ

কম করে নাই | তা থেকে | কিছু | এবং | আমরা প্রবাহিত করলাম | তাদের দুটির ফাকে ফাকে | ঝর্ণা | এবং | ছিল | তাতে | (প্রচুর) মুনাফা | অতঃপর সে বলল

لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ﴿٣٤﴾

তার সাথীকে | এবং | সে | তার সাথে আলোচনা করছিল | আমি | অধিকতর | তোমার চেয়ে | সম্পদে | ও | অধিক শক্তি শালী | জন শক্তিতে

৩০। তবে যারা ঈমান আনবে ও নেক আমল করবে, নিশ্চিত জেনো- আমরা নেক আমলকারী লোকদের কর্মফল বিনষ্ট করি না। ৩১। তাদের জন্য চির সবুজ চির শ্যামল জান্নাত রয়েছে যার নিম্নদেশে ঝর্ণা-ধারা সদা প্রবহমান থাকবে। সেখানে তাদেরকে স্বর্নের কংকন দিয়ে অলংকৃত করা হবে[১৩]। সূক্ষ্ম ও গাঢ় রেশমের সবুজ পোষাক তারা পরিধান করবে এবং উচ্চ মসনদের উপর তারা ঠেস লাগিয়ে বসবে।আর এ অতি উত্তম কর্মফল ও উঁচুদরের অবস্থিতির স্থান।

রুকু-৫ ৩২। হে মুহাম্মদ, এই লোকদের সামনে একটা দৃষ্টান্ত পেশ করঃ দুই ব্যক্তি ছিল। তন্মধ্যে একজনকে আমরা আংগুরের দুটি বাগান দিলাম এবং তার চারপাশে খেজুর গাছের ঝাড়ের বেষ্টন দিয়েছি, আর তার মাঝখানে ফসলের জমিও রেখেছি। ৩৩। দুটি বাগানই খুব ফলে ফলে ভারাক্রান্ত হওয়ায় কোনরূপ কমতি রাখল না। সে সব বাগানের মধ্যে আমরা ঝর্ণা প্রবাহিত করলাম। ৩৪। এবং তাতে যথেষ্ট মুনাফা লাভ হল। এই সব কিছু পেয়ে সে একদিন তার (প্রতিবেশী) সাথীকে কথাবার্তা বলার সময় বলল আমি তোমার অপেক্ষা বেশী ধণী লোক, আর তোমার অপেক্ষা বেশী জনশক্তি আমার রয়েছে।

(১৩) প্রাচীনকালের বাদশাহরা স্বর্ণময় কংকন পরিধান করতো- বেহেস্তবাসীদের পোষাকরূপে এ জিনিসের উল্লেখ করার অর্থ হচ্ছে- বেহেশতে তাদের রাজকীয় পোষাক পরিধান করানো হবে। একজন কাফের ও ফাসেক বাদশাহ সেখানে হীন ও লাঞ্ছিত হবে এবং একজন মুমিন ও সৎব্যক্তি সেখানে বাদশাহী শান-শওকাতে অবস্থান করবে।

وَدَخَلَ جَنَّتَهٗ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ ۚ قَالَ مَآ اَظُنُّ اَنْ تَبِيْدَ هٰذِهٖٓ

এবং প্রবেশ করল তার উদ্যানে এ অবস্থায় যে সে ছিল জুলমকারী তার নিজের উপর সে বলল না আমি মনেকরি যে ধ্বংস হবে এই (সম্পদ)

اَبَدًا ﴿٣٥﴾ وَّمَآ اَظُنُّ السَّاعَةَ قَآئِمَةً ۙ وَّلَئِنْ رُّدِدْتُّ اِلٰى رَبِّيْ لَاَجِدَنَّ خَيْرًا

কখনো এবং না আমি মনেকরি কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে এবং যদি আমি প্রত্যা-বর্তিত হই দিকে আমার রবের অবশ্যই আমি পাব উত্তম

مِّنْهَا مُنْقَلَبًا ﴿٣٦﴾ قَالَ لَهٗ صَاحِبُهٗ وَهُوَ يُحَاوِرُهٗٓ اَكَفَرْتَ بِالَّذِيْ

তাদের দুটির চেয়েও প্রত্যাবর্তণ স্থান বলল তাকে তারসাথী এবং সে তারসাথে আলোচনা করেছিল তুমি অস্বীকার করছ কি (ঐসত্তা)কে যিনি

خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوّٰىكَ رَجُلًا ﴿٣٧﴾ لٰكِنَّا۠ هُوَ

তোমাকে সৃষ্টিকরেছেন থেকে মাটি এরপর থেকে শুক্র এরপর তোমাকে সম্পূর্ণ করেছেন মানুষে কিন্তু (আমি বলি) তিনিই

اللّٰهُ رَبِّيْ وَلَآ اُشْرِكُ بِرَبِّيْٓ اَحَدًا ﴿٣٨﴾ وَلَوْلَآ اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ

আল্লাহ আমার রব এবং না শরীক করিআমি আমার রবের সাথে কাউকে এবং কেন না যখন তুমি প্রবেশ করতেছিলে তোমার উদ্যানে

قُلْتَ مَا شَآءَ اللّٰهُ ۙ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ۚ اِنْ تَرَنِ اَنَا اَقَلَّ مِنْكَ

তুমি বলেছিলে যা চেয়েছেন আল্লাহ (তাই হয়েছে) নাই কোন শক্তি ছাড়া আল্লাহ যদি আমাকে দেখ আমি স্বল্প তর তোমার চেয়ে

مَالًا وَّوَلَدًا ﴿٣٩﴾ فَعَسٰى رَبِّيْٓ اَنْ يُّؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ

সম্পদে ও সন্তানে তবে হয়ত আমার রব আমাকে দানকরবেন উত্তম থেকে তোমার উদ্যান এবং প্রেরণ করবেন

عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَآءِ فَتُصْبِحَ صَعِيْدًا زَلَقًا ﴿٤٠﴾

তার উপর বিপর্যয় থেকে আকাশ অতঃপর হয়েযাবে মাটি উদ্ভিদশূন্য

৩৫। অতঃপর সে তার বাগানে প্রবেশ করল আর নিজের উপর নিজে যালেম হয়ে মনে মনে বলতে লাগলঃ আমি মনে করি না যে, এই সম্পদ কোন দিন ধ্বংস হয়ে যাবে। ৩৬। আর আমার এও আশা নেই যে, কিয়ামতের নির্দিষ্ট মুহূর্ত কখনো আসবে। তা সত্বেও যদি কখনো আমাকে আমার রবের সামনে উপস্থিত করা হয়ই তাহলে সেখানেও আমি এ অপেক্ষাও অধিক সম্মানের স্থান লাভ করব। ৩৭। তার (প্রতিবেশী) সাথী কথা প্রসংগে তাকে বললঃ 'তুমি কি অস্বীকার করছ সেই মহান আল্লাহকে যিনি তোমাকে মাটি হতে আর শুক্রকীট হতে পয়দা করেছেন, আর তোমাকে এক পূর্ণাংগ দেহ -সম্পন্ন মানুষ করে দাড় করিয়ে দিলেন? ৩৮। .... তার পর আমার কথা? আমার রবতো সেই আল্লাহই আর আমি তাঁর সাথে কাউকে শরীক করি না। ৩৯। আর তুমি যখন বাগানে প্রবেশ করছিলে তখন তোমার মুখ হতে এ কথা বের হল না কেন যে, আল্লাহ যা চেয়েছেন তা হয়েছে। আল্লাহ ছাড়া আর কারো কোন শক্তি নেই[১৪]। যদি তুমি আমাকে ধন-বল ও লোক-বলে তোমার অপেক্ষা ছোট দেখতে পাও। ৪০। তাহলে অসম্ভব নয় যে, আমার রব আমাকে তোমার বাগান অপেক্ষা উত্তম জিনিস দান করবেন। আর তোমার বাগানের উপর আসমান হতে কোন বিপদ পাঠিয়ে দিবেন যার ফলে তা শুণ্য ময়দানে পরিণত হয়ে যাবে;

(১৪) অর্থাৎ আল্লাহ যা চান তাই হবে। আমার ও অন্য কারোই কোন শক্তি নেই। আমাদের যদি কোন ক্ষমতা চলে তবে তা আল্লাহরই দেয়া তওফীক ও সাহায্য দিয়ে চলে।

اَوْ يُصْبِحَ مَآؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيْعَ لَهٗ طَلَبًا ﴿٤١﴾ وَ اُحِيْطَ بِثَمَرِهٖ فَاَصْبَحَ

ফলে সে তার ফল (বিপর্যয়ে) এবং তালাশ তাকে তুমি সক্ষম অতঃপর শুষ্ক তারপানি হয়েযাবে অথবা
শুরু করল পরিবেষ্টিত হল করতে হবে কক্ষণনা

يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلٰى مَآ اَنْفَقَ فِيْهَا وَ هِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا وَ يَقُوْلُ

সেবলল এবং তার উপর উল্টে তা এবং তার মধ্যে সেখরচ যা এর তার কচলাতে
মাচাগুলোর পড়েছিল করেছে উপর দুহাত

يٰلَيْتَنِيْ لَمْ اُشْرِكْ بِرَبِّيْٓ اَحَدًا ﴿٤٢﴾ وَلَمْ تَكُنْ لَّهٗ فِئَةٌ يَّنْصُرُوْنَهٗ

তাকে তারা কোন তার ছিল না এবং অন্য আমার রবের আম শরীক হায়
সাহায্য করবে বাহিনী জন্যে কাউকে সাথে করতাম না (যদি)

مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَ مَا كَانَ مُنْتَصِرًا ﴿٤٣﴾ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلّٰهِ الْحَقِّ ؕ هُوَ

তিনিই যিনি আল্লাহরই ক্ষমতা সে ক্ষেত্রে প্রতিরোধ কারী সেছিল না আর আল্লাহ ছাড়া
রবহক (এখতিয়ার) (জানতে পারল)

خَيْرٌ ثَوَابًا وَّ خَيْرٌ عُقْبًا ﴿٤٤﴾ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ

যেমন দুনিয়ার জীবনের একটি তাদের পেশ কর এবং পরিণামে উত্তম ও পুরস্কারে উত্তম
পানি দৃষ্টান্ত জন্যে

اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ فَاَصْبَحَ هَشِيْمًا تَذْرُوْهُ

তা উড়ায় ভূষি অতঃপর যমীনের যেন তাদিয়ে তখন আকাশ থেকে তা আমরা
হয়ে যায় সবুজ উদ্ভিদ উদগত হয় বর্ষণ করি

الرِّيٰحُ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ﴿٤٥﴾ اَلْمَالُ وَ الْبَنُوْنَ زِيْنَةُ

শোভা- সন্তান- ও মাল শক্তিমান কিছুর সব উপর আল্লাহ হলেন এবং বাতাস
চাকচিক্য সন্ততি সম্পদ

الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّ خَيْرٌ اَمَلًا ﴿٤٦﴾

আকাংখা উত্তম ও বদলা তোমার কাছে উত্তম নেক স্থায়ী এবং দুনিয়ার জীবনের
হিসেবে হিসেবে রবের কাজ সমূহ

৪১। কিংবা তার পানি মাটির নীচে চলে যাবে। আর তুমি তা কিছুতেই বের করতে পারবে না। ৪২। শেষ পর্যন্ত হল যে, তার সমস্ত ফল বিনষ্ট হল এবং সে আংগুরের বাগানকে শুষ্ক ডালির উপর উল্টানো দেখে নিজের নিয়োগকৃত পুঁজির জন্য হাত মলতে লাগল আর বলতে লাগলঃ 'হায় আমি যদি আমার রবের সাথে কাউকে শরীক না করতাম!' ৪৩। আল্লাহকে ত্যাগ করার পর তার নিকট এমন কোন বাহিনীও থাকল না যা তার সাহায্য করবে, আর না পারল সে নিজেই এই বিপদের মুকাবিলা করতে! ৪৪। তখন জানতে পারল যে, কর্মসম্পাদনের যাবতীয় ক্ষমতা ও ইখতিয়ার কেবল এক বরহক আল্লাহরই জন্য নির্দিষ্ট রয়েছে! পুরস্কার তাঁরই উত্তম, যা তিনি দান করেন। আর পরিণাম তাই উত্তম, যা তিনি দান করেন। আর পরিনাম তাই কল্যাণময়, যা তিনি দেখাবেন।

রুকু-৬ ৪৫। আর হে নবী, এই লোকদেরকে দুনিয়ায় জীবনের নিগূঢ় তত্ত্ব এই দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝাও যে, আজ আমরা আসমান হতে পানি বর্ষালাম ,তখন যমীন হতে গাছ-গাছড়ার চারা খুব ঘন হয়ে মাথা জাগাল। আর পরে সেই শ্যামল গাছ-পালাই ভুষিতে পরিণত হয়ে গেল, যাকে বাতাস উড়িয়ে এদিক ওদিক নিয়ে যায়। আল্লাহ তো সব বিষয়ে শক্তিমান ৪৬। এই ধন-মাল আর এই সন্তান শুধু দুনিয়ার জীবনের এক সাময়িক চাকচিক্য মাত্র। আসলে তো টিকে থাকা নেক আমলই তোমার রবের নিকট পরিণামের দৃষ্টিতে অতি উত্তম, আর তার প্রতিই ভালো আশা পোষণ করা যেতে পারে।

وَ يَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَ تَرَى الْاَرْضَ بَارِزَةً ۙ وَّ حَشَرْنٰهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ

আমরা অতপর তাদের আমরা এবং উন্মুক্ত যমীনকে তুমি এবং পর্বত আমরা যেদিন এবং
ছাড়ব না একত্রিত করব দেখবে সমূহকে চালাব

مِنْهُمْ اَحَدًا ﴿٤٧﴾ وَ عُرِضُوْا عَلٰى رَبِّكَ صَفًّا ؕ لَقَدْ جِئْتُمُوْنَا كَمَا خَلَقْنٰكُمْ

তোমাদেরকে যেমন আমাদের কাছে নিশ্চয়ই সারিবদ্ধ তোমার কাছে তাদের পেশ এবং কাউকে তাদের
আমরা সৃষ্টি করেছিলাম তোমরা এসেছ ভাবে রবের করাহবে মধ্য হতে

اَوَّلَ مَرَّةٍ ۭ بَلْ زَعَمْتُمْ اَلَّنْ نَّجْعَلَ لَكُمْ مَّوْعِدًا ﴿٤٨﴾ وَ وُضِعَ الْكِتٰبُ فَتَرَى

অতঃপর আমলনামা রাখা হবে এবং ওয়াদার তোমাদের আমরা যে তোমরা বরং বার প্রথম
তুমি দেখবে সময় জন্যে উপস্থিত করব কক্ষণও না ভেবেছিলে

الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ وَ يَقُوْلُوْنَ يٰوَيْلَتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ

আমল নামা এই কেমন দুভাগ্য হায়! তারা বলবে এবং তার তা থেকে আতংক গ্রস্ত অপরাধীদেরকে
আমাদের মধ্যে আছে যা

لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّ لَا كَبِيْرَةً اِلَّاۤ اَحْصٰىهَا ۚ وَ وَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا ؕ

উপস্থিত তারা যা তারা এবং তা গুনে কিন্তু বড় না আর ছোট ছাড়ে না
কাজ করেছে পাবে রেখেছে

وَ لَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا ﴿٤٩﴾ وَ اِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْۤا

তারা তখন আদমকে তোমরা ফেরেশতাদেরকে আমরা যখন এবং কাউকে তোমার রব যুলম না এবং
সিজদা করেছিল সিজদাকর বলেছিলাম (স্বরণকারী করবেন

اِلَّاۤ اِبْلِيْسَ ؕ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهٖ ؕ اَفَتَتَّخِذُوْنَهٗ وَ

ও তাকে কি তার নির্দেশ থেকে সে তাই জ্বিনদের অন্তর্ভূক্ত সে ছিল ইব্লীশ ব্যতীত
তোমরা গ্রহণ করছ রবের নাফরমানী করল

ذُرِّيَّتَهٗۤ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِيْ وَ هُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ؕ بِئْسَ لِلظّٰلِمِيْنَ بَدَلًا ﴿٥٠﴾

বিনিময় যালমদের জন্য বড়ই শত্রু তোমাদের তারা অথচ আমাকে ছাড়া অভিভাবক তার
হিসেবে খারাব জন্য রূপে বংশধরকে

৪৭। মুলতঃ চিন্তা ও ভাবনা তো সেই দিনের হওয়া আবশ্যক, যখন আমরা পাহাড়- পর্বতগুলোকে চালিত করব। তখন তুমি যমীনকে সম্পূর্ণ উলংগ দেখতে পাবে। আর আমরা সমস্ত মানুষকে এমন ভাবে ঘিরে একত্রিত করব যে, (আগের ও পরের) কেউই বাকী থাকবে না। ৪৮। এবং সকলকেই তোমার রবের সামনে কাতারে কাতারে উপস্থিত করা হবে। লও দেখ, তোমরা সব আমার নিকট এসে গেলে না তেমনিভাবে, যে রকম আমরা তোমাদেরকে প্রথমবার পয়দা করেছিলাম? তোমরা তো মনে করেছিলে যে, আমরা তোমাদের জন্য ওয়াদার সময় নির্দিষ্ট করে দেইনি। ৪৯। আর তখন আমলনামা সামনে রেখে দেয়া হবে। তখন তোমরা দেখবে যে, অপরাধী লোকেরা নিজেদের কিতাবে লিখিত সব বিষয় সর্ম্পকে খুবই ভয় পাচ্ছে। আর বলছেঃ হায়রে দুর্ভাগ্য! এ কেমন কিতাব যে, আমাদের ছোট - বড় কোন কাজই এমন থেকে যায়নি যা এতে লিপিবদ্ধ করা হয় নি!....... তারা যে যা করেছিল তা সবই নিজের সামনে উপস্থিত পাবে, আর তোমার রব কারো প্রতি একবিন্দু যুলুম করবেন না।

রুকু-৭ ৫০। স্মরণ কর, আমরা যখন ফেরেশতাদেরকে বললাম যে, আদমকে সিজদা কর তখন তারা তো সিজদা করল; কিন্তু ইবলীস তা করল না। সে ছিল জিনদের মধ্যে হতে, এই জন্য নিজের রবের আদেশ মেনে নেয়ার বন্ধন হতে বের হয়ে গেল[১৫]। এখন কি তোমরা আমাকে ছেড়ে তাকে এবং তার বংশধরকে নিজেদের পৃষ্টপোষক বানিয়ে নিচ্ছ- অথচ তারা তোমাদের দুশমন। বড়ই খারাব বিনিময়, যা যালেম লোকেরা অবলম্বন করছে।

(১৫) অর্থাৎ ইবলীস ফেরেশতা ছিল না সে জ্বীন জাতির অন্তর্ভূক্ত- এ জন্যই আনুগত্য হতে বের হয়ে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব

৫১। আমি আসমান যমীন পয়দা করার সময় তাদেরকে ডেকে পাঠাই নি। আর না- স্বং তাদের সৃষ্টির কাজে তাদেরকে শরীক করেছি। আর গোমরাহকারীদেরকে নিজের সাহায্যকারী রূপে গ্রহণ করা আমার নীতি নয়[১৬]। ৫২। তা হলে এই লোকেরা কি করবে সে দিন যখন তাদের রব তাদেরকে বলবেন যে, এখন ডাক সেই সব সত্ত্বাদেরকে যাদেরকে তোমরা আমার শরীক মনে করে বসেছিলে।এরা তাদেরকে ডাকবে। কিন্তু তারা তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে না। আর আমরা তাদের সকলের ধ্বংসের জন্য একটি ধবংস স্থান (গহ্বর) বানিয়ে দেব। ৫৩। সব অপরাধীই সেদিন আগুন দেখতে পাবে, আর মনে করবে যে, এখন তার মধ্যে তাদের পড়তে হবে এবং তা হতে বাঁচার কোন উপায়ই তারা পাবে না।

রুকু-৮ ৫৪। আমরা এই কুরআনে নানাভাবেদৃষ্টান্ত দিয়ে লোকদেরকে বুঝিয়েছি। কিন্তু মানুষ বড়ই ঝগড়াটে হযে পড়েছে। ৫৫। তাদের সামনে যখন হেদায়াত আসল তখন তা মেনে নিতে এবং নিজেদের রবের নিকট ক্ষমা চাওয়া হতে কোন জিনিস তাদেরকে বাধা দিয়েছিল? এ ছাড়া আর তো কিছুই নয় যে, তারা অপেক্ষায় রয়েছে যে তাদের সাথেও তাই করা হবে যা অতীত জাতিসমূহের সাথে করা হয়েছে। অথবা এই যে, তারা আযাবকে পুরাপুরিভাবে সামনে উপস্থিত হতে দেখবে।

হয়েছিল। যদি সে ফেরেশতাদের মধ্যে হতো তবে সে নাফরমানী করতেই পারতো না। কিন্তু জ্বিন ফেরেশতাদের মত না হয়ে মানুষেরই মত এক স্বাধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত সৃষ্টি যাকে জন্মগতভাবে আনুগত্যশীল বানানো হয়নি বরং কুফর ও ঈমান এবং আনুগত্য ও অবাধ্যতা এ দুয়েরই মধ্যে যে কোন একটাকে গ্রহণের ক্ষমতা তাকে দান করা হয়েছে। (১৬) অর্থাৎ এ শয়তানগুলি কিভাবে তোমাদের আনুগত্য ও বন্দেগীর উপযুক্ত হয়ে গেলো? বন্দেগীর যোগ্য তো একমাত্র সৃষ্টিকর্তাই হতে পারেন। আর এ শয়তানদের আসমান ও যমীনের সৃষ্টি কাজে শরীক হওয়া তো দূরের কথা; এরা তো নিজেরাই সৃষ্ট।

وَ مَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا مُبَشِّرِيْنَ وَ مُنْذِرِيْنَ ۚ وَ يُجَادِلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

কুফুরী যারা বিতর্ক করে এবং সতর্ককারী ও সুসংবাদ এ রসুলদেরকে আমরা না এবং
করেছে (রূপে) দাতা ব্যতীত প্রেরণকরি

بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوْا بِهِ الْحَقَّ وَ اتَّخَذُوْٓا اٰيٰتِيْ وَ مَآ اُنْذِرُوْا هُزُوًا ﴿٥٦﴾

বিদ্রূপরূপে সতর্ক (সেগুলোকে) এবং আমার তারা গ্রহণ এবং সত্যকে তা তারা যেন বাতিল দিয়ে
করা হয়েছে যার নির্দশনগুলোকে করেছে দিয়ে ব্যর্থ করতে পারে

وَ مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ فَاَعْرَضَ عَنْهَا وَ نَسِيَ مَا قَدَّمَتْ

আগে যা ভুলে ও তা সে তবুও মুখ তার নিদর্শন নসীহত (তার)চেয়ে অধিক কে এবং
পাঠিয়েছে গিয়েছে থেকে ফিরিয়েনিয়েছে রবের দিয়ে করা হয়েছে যাকে যালেম

يَدٰهُ ؕ اِنَّا جَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَ فِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ؕ

বধিরতা তাদের মধ্যে ও তা যেন আবরণ তাদের উপর আমরা নিশ্চয়ই তার
(দিয়েছি) কানগুলোর তারা বুঝে (না) অন্তর গুলোর দিয়েছি আমরা দুহাত

وَ اِنْ تَدْعُهُمْ اِلَى الْهُدٰى فَلَنْ يَّهْتَدُوْٓا اِذًا اَبَدًا ﴿٥٧﴾ وَ رَبُّكَ الْغَفُوْرُ

ক্ষমাশীল তোমার এবং কক্ষণও তাহলে তারা সঠিক না তবুও হেদায়াতের দিকে তাদেরকে যদি এবং
রব পথ পাবে তুমি ডাক

ذُو الرَّحْمَةِ ؕ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوْا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ ؕ بَلْ

বরং শাস্তি তাদের অবশ্যই তারা অর্জন একারণে তাদের পাকড়াও যদি রহমত ওয়ালা
জন্যে তরান্বিত করতেন করেছিল যা করতেন

لَّهُمْ مَّوْعِدٌ لَّنْ يَّجِدُوْا مِنْ دُوْنِهٖ مَوْئِلًا ﴿٥٨﴾ وَ تِلْكَ الْقُرٰٓى اَهْلَكْنٰهُمْ

তাদের আমরা জনপদ এসব এবং পলায়নের তিনিছাড়া তারা পাবে কক্ষণ ওয়াদার তাদের
ধ্বংস করেছি গুলি জায়গা না সময় জন্যে রয়েছে

لَمَّا ظَلَمُوْا وَ جَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَّوْعِدًا ﴿٥٩﴾

একটা তাদের আমরা নির্দিষ্ট এবং তারাজুলম যখন
নিঁদিষ্টসময় ধ্বংসের জন্যে করে রেখেছি করেছিল

৫৬। নবী রসূলদেরকে আমরা এছাড়া আর কোন উদ্দেশ্যে পাঠাইনি যে, তারা সুসংবাদ দেয়ার ও সতর্কীকরণের দায়িত্ব পালন করবে। কিন্তু কাফেরদের অবস্থা এই যে, তারা বাতিলের হাতিয়ার নিয়ে প্রকৃত সত্যকে নীচু করে দেখাবার জন্য চেষ্টা করছে। আর তারা আমার আয়াতসমূহকে এবং তাদের জন্য করা সব সতর্কীকরণকে ঠাট্টার বিষয় বানিয়ে নিয়েছে। ৫৭। এমতাবস্থায় তাদের অপেক্ষা বড় যালেম আর কে হতে পারে, যাদেরকে তাদের রবের আয়াত শুনিয়ে নসীহত করা হয়েছে, আর তারা তা হতে বিপরীত দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, এবং সেই খারাব পরিণতির কথা ভুলে গিয়েছে যার ব্যবস্থাপনা তারা নিজেদের জন্য নিজেদের হাতেই সম্পন্ন করে নিয়েছে? (যারাই এই নীতি অবলম্বন করেছে) তাদের দিলের উপর আমরা আবরণ বসিয়ে দিয়েছি, যেন কুরআনের কথা বুঝতে না পারে। আর তাদের কানে আমরা বধিরতা সৃষ্টি করে দিয়েছি। তুমি তাদেরকে হেদায়াতের দিকে যতই ডাকোনা না কেন, এই অবস্থায় তারা কোনদিনই হেদায়াত পাবে না।৫৮। তোমার রব বড়ই ক্ষমাশীল, বড়ই দয়াবান। তিনি যদি তাদের কৃতকর্মের দরুন তাদেরকে পাকড়াও করতে চাইতেন, তাহলে খুব তাড়াতাড়িই আযাব পাঠিয়ে দিতেন। কিন্তু তাদের জন্য ওয়াদার একটা সময় নির্দিষ্ট রয়েছে। আর তারা তা হতে পালিয়ে যাবার কোন পথ পাবে না। ৫৯। এই আযাব-বিধ্বস্ত জন-বসতিগুলি তোমাদের সামনে রয়েছে। তারা যখন যুলুম করেছিল, তখন আমরা তাদেরকে ধ্বংস করে ছিলাম। আর তাদের প্রত্যেকের ধ্বংসের জন্য আমরা একটা সময় নির্দিষ্ট করে রেখেছিলাম।

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ

আমি বা দুই নদীর সংগম স্থলে পৌছিব যতক্ষণ আমি না তার যুবক মূসা বলেছিল যখন এবং
চলতে থাকব আমি না থামব (খাদেম)কে

حُقُبًا ﴿٦٠﴾ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ

সমুদ্রের মধ্যে তারপথ অতঃপর দুজনের দুজনে দুই(নদীর) সংগম দুজনে অতঃপর যুগ যুগ
(মাছ) ধরল মাছকে ভুলেগেল মাঝের স্থলে পৌছেগেল যখন (দীর্ঘকাল)

سَرَبًا ﴿٦١﴾ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا

আমাদের থেকে আমরা নিশ্চয়ই আমাদের আমাদেরকে তার যুবক সে দুজনে অতঃপর সুড়ঙ্গ
সফর পেয়েছি (নাশতা)খানা দাও (খাদেম)কে বলল অতিক্রম করল যখন করে

هَٰذَا نَصَبًا ﴿٦٢﴾ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ

মাছকে ভুলে গিয়ে তখন প্রস্তরের কাছে আমরা যখন আপনি কি সেবলল ক্লান্তি এই
ছিলাম আমি নিশ্চয়ই আশ্রয় নিয়েছিলাম লক্ষ্যকরেছেন

وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ ۚ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ ۖ عَجَبًا ﴿٦٣﴾

আশ্চর্য সাগরের মধ্যে তারপথ ধরেছিল এবং তা উল্লেখ যে শয়তান এ তা আমাকে না এবং
ভাবে (মাছ) করব আমি ব্যতীত ভুলিয়েছিল

قَالَ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ ۚ فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا ﴿٦٤﴾ فَوَجَدَا عَبْدًا

এক তখন অনুসরণ করে তাদের উপর অতঃপর আমরা চেয়েছিলাম যা সেটাই সে বলল
বান্দাকে দুজনেপেল দুজনের পদচিহ্ন দুজনে ফিরেএল

مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا ﴿٦٥﴾

জ্ঞান আমাদের থেকে তাকে আমরা এবং আমাদের থেকে রহমত তাকে আমরা আমাদের মধ্যে
শিখিয়েছিলাম নিকট দিয়েছিলাম বান্দাদের হতে

রুকু-৯ ৬০। (এই লোকদেরকে মূসা সংক্রান্ত ঘটনার বিবরণ শুনাও) যখন মূসা তার খাদেম সঙ্গীকে বলেছিল যে, 'আমি আমার সফর শেষ করব না, যতক্ষণ না দুই নদীর সংগম-স্থলে পৌছাব, অন্যথায় আমি এক দীর্ঘকাল পর্যন্ত চলতে থাকবে[১৭]'। ৬১।অতঃপর যখন তারা দুইটি নদীর সংগমস্থলে পৌছল তখন তারা তাদের মাছ সম্পর্কে বে-খেয়াল হয়ে গেল। আর তা ছুটে গিয়ে এমন ভাবে নদীতে পথ ধরেছিল যে, যেন কোন সুড়ঙ্গ রয়েছে। ৬২। আরও সামনে গিয়ে মূসা তার খাদেমকে বললঃ আমাদের নাশতা পেশ কর। আজিকার সফরে তো আমরা ভয়ানক ভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। ৬৩। খাদেম বলল, ' আমরা যখন সেই প্রস্তর ভূমিতে আশ্রয় নিয়েছিলাম, তখন কি ঘটনা ঘটেছিল তা কি আপনি লক্ষ্য করেন নি? মাছের প্রতি আমার কোন লক্ষ্য ছিল না। আর শয়তান আমাকে এমন ভাবে বে-খেয়াল বানিয়ে দিয়েছিল যে, আমি (আপনার নিকট) তার উল্লেখ করতেও ভুলে গিয়েছি। মাছ তো আশ্চর্য রকম ভাবে বের হয়ে নদীতে চলে গেছে। ৬৪। মূসা বললঃ "আমরা তো এই চেয়েছিলাম[১৮]।" অতঃপর তারা দুজনই নিজেদের পায়ের চিহ্ন দেখে পুরনায় ফিরে আসল। ৬৫। আর সেখানে তারা আমাদের বান্দাদের মধ্যে হতে একজন বান্দাকে পেল, যাকে আমরা আপন রহমত দিয়ে ধন্য করেছিলাম। এবং নিজেদের তরফ হতে এক বিশেষ ইলমও দান করেছিলাম[১৯]।

(১৭) কোন প্রমাণ্য পন্থায় এ বিষয় জানা যায়নি যে হযরত মূসার (আঃ) এই সফর কোন সময় ঘটেছিল এবং সেই দুই নদীই বা কোন কোন নদী ছিল যাদের সংগমস্থলে এই ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু কাহিনীটি নিয়ে চিন্তা করলে মনে হয় মূসা (আঃ) যখন মিশরে অবস্থান করছিলেন ঘটনাটি সেই সময়ের, যখন ফেরাউনের সংগে তাঁর দ্বন্দ চলছিল এবং দুটি নদী হচ্ছে -শ্বেতনীল(White Nile) ও কটানীল (Blue Nile) যাদের সংগমস্থলে বর্তমান খার্তুম শহর বিদ্যমান। তফহীমুল কুরআনের তৃতীয় খন্ডে সূরা কাহাফের ব্যাখ্যায় এই অনুমানের কারণ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। (১৮) অর্থাৎ গন্তব্যের এই চিহ্ন তো আমাকে জানানো হয়েছে। (১৯)আল্লাহর এই বান্দার নাম সমস্ত বিশ্বস্ত হাদীসে 'খিযির' বলে উল্লেখিত হয়েছে।

قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ

আপনাকে তা হতে আমাকে (এশর্তের) এ কথার আপনাকে আমি মূসা তাকে বলল
শিখানো হয়েছে যা আপনি শিখাবেন যে অনুসরণ করব কি

رُشْدًا ﴿٦٦﴾ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٦٧﴾ وَكَيْفَ تَصْبِرُ

ধৈর্য কেমনে এবং সবর আমার পারবেন কক্ষণ নিশ্চয়ই সে সত্য জ্ঞান
ধরবেন করতে সাথে না আপনি বলল

عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا ﴿٦٨﴾ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَ

এবং সবরকারী আল্লাহ চান যদি আমাকে আপনি সে জ্ঞানে তা আয়ত্ত্ব করেন যা (এবিষয়ের)
রূপে পাবেন বলল অভিজ্ঞতায় সম্পর্কে নাই উপর

لَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴿٦٩﴾ قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَن شَيْءٍ

কোন সম্বন্ধে আমাকে তবে আমার তাহলে সে নির্দেশের আপনার আমি না
কিছু প্রশ্ন করবেন না অনুসরণ করেন যদি বলল অবাধ্যতা করব

حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿٧٠﴾ فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ

একটি নৌকার মধ্যে দুজন যখন এমন কি অতঃপর কিছু তা আপনার আমি যতক্ষণ
চড়ল দুজন চলল বর্ণনা থেকে জন্যে বলি না

خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿٧١﴾ قَالَ

সে বলল গুরুতর কিছু আপনি নিশ্চয়ই তার ডুবানোর তা আপনি কি (মূসা) তা সে
জিনিষ করে এসেছেন আরোহীদেরকে জন্যে বিদীর্ণ করলেন বলল বিদীর্ণ করল

أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٧٢﴾ قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا

একারণে আমাকে ধরবেন না বলল ধৈর্য আমার পারবেন কক্ষণ নিশ্চয়ই আমি বলি
যা (মূসা) ধরতে সাথে না আপনি নাই কি

نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿٧٣﴾

কঠোরতা আমার কাজে আমার উপর না এবং আমি ভুলে
আরোপা করবেন গিয়েছি

৬৬। মূসা তাকে বলল ঃআমি কি আপনার সংগে থাকতে পারি, যেন আপনি আমাকেও সেই জ্ঞান শিক্ষা দেন যা আপনাকে শিখানো হয়েছে'। ৬৭। সে জবাব দিলঃ 'আপনি আমার সংগে ধৈর্য ধারণ করে থাকেত পারবেন না। ৬৮। আর যে বিষয়ে আপনার কিছুই জানা নেই, আপনি সে বিষয়ে ধৈর্যই বা ধারণ করতে পারেন কিভাবে?' ৬৯। মূসা বললঃ 'আল্লাহ চাইলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীলই পাবেন। আর কোন ব্যাপারেই আমি আপনার হুকুমের বর খেলাপ করব না। ৭০। সে বললঃ 'আচ্ছা, ঠিক আছে, আপনি যদি আমার সংগে চলতে থাকেন, তাহলে আপনি আমার নিকট কোন ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না, যতক্ষন না আমি নিজে সে বিষয়ে আপনার নিকট বলি।

রুকু-১০ ৭১। এতক্ষণে তারা দুজন রওনা হল। পরে তারা যখন একটি নৌকায় আরোহণ করল তখন সেই লোকটি নৌকা বিদীর্ণ করে দিল। মূসা বললঃ 'আপনি তা বিদীর্ণ করলেন যেন সকল আরোহীকেই ডুবাতে পারেন? আপনার এই কাজটি তো বড় গুরুতর? ৭২। সে বললঃ 'আমি কি আপনাকে বলি নি যে, আপনি আমার সাথে ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারবেন না? ৭৩। মূসা বললঃ 'ভুল হলে আপনি আমাকে পাকড়াও করবেন না। আমার ব্যাপারে আপনি অতটা কড়াকড়ি করবেন না ।

فَانْطَلَقَا حَتّٰٓى اِذَا لَقِيَا غُلٰمًا فَقَتَلَهٗ قَالَ اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ

অতঃপর দুজনে চলল | এমনকি | যখন দুজনে সাক্ষাত পেল | এক বালকের | সে তাকে হত্যা করল | (মূসা) বলল | আপনি কি হত্যা করলেন | একটি জীবনকে | নিষ্পাপ | ব্যতীত (হত্যা) | কোন জীবন

لَقَدْ جِئْتَ شَيْـًٔا نُّكْرًا ﴿٧٤﴾ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ

নিশ্চয়ই এসেছেন | করে | কিছু | ভীষন অন্যায় | সে বলল | নাই কি বলি | আমি | আপনাকে | নিশ্চয়ই আপনি | কক্ষণ না | পারবেন | আমার সাথে

صَبْرًا ﴿٧٥﴾ قَالَ اِنْ سَاَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍۭ بَعْدَهَا فَلَا تُصٰحِبْنِيْ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ

ধৈর্য ধরতে | (মূসা) বলল | যদি | আমি আপনাকে প্রশ্ন করি | সম্বন্ধে | কোনকিছু | এর পর | তাহলে না | আপনি সংগে রাখবেন | আমাকে | আপনি মুক্ত হলেন | থেকে

لَّدُنِّيْ عُذْرًا ﴿٧٦﴾ فَانْطَلَقَا حَتّٰٓى اِذَآ اَتَيَآ اَهْلَ قَرْيَةِ اسْتَطْعَمَآ اَهْلَهَا فَاَبَوْا

আমার পক্ষ | ওযর-আপত্তি | অতঃপর দুজনে চলল | এমনকি | যখন | দুজনে আসল | অধিবাসী-দের কাছে | এক জনপদের | দুজনে খাদ্য চাইল | তার অধিবাসী-দের কাছে | তারা কিন্তু অস্বীকারকরল

اَنْ يُّضَيِّفُوْهُمَا فَوَجَدَا فِيْهَا جِدَارًا يُّرِيْدُ اَنْ يَّنْقَضَّ فَاَقَامَهٗ قَالَ لَوْ

যে তারা মেহমান-দারী করবে | তাদের দুজনকে | অতঃপর দুজনে পেল | তার মধ্যে | একটি দেওয়াল | চাচ্ছিল | যে | ভেঙ্গেপড়বে | অতঃপর সে সুদৃঢ় করল তা | (মূসা) বলল | যদি

شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ اَجْرًا ﴿٧٧﴾ قَالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِيْ وَبَيْنِكَ سَاُنَبِّئُكَ

আপনি চাইতেন | আপনি অবশ্যই নিতে পারতেন | এর উপর | মজুরী | সেবলল | এটাই | (যাত্রাশেষ) বিচ্ছেদ | আমার মাঝে | ও | আপনার মাঝে | শীঘ্রই জানিয়ে দেব আপনাকে

بِتَاْوِيْلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا ﴿٧٨﴾ اَمَّا السَّفِيْنَةُ فَكَانَتْ لِمَسٰكِيْنَ يَعْمَلُوْنَ

তাৎপর্য সম্পর্কে | যে বিষয়ে | পারেন নাই | তার উপর | ধৈর্য ধরতে | ব্যাপার হল | নৌকাটির | অতঃপর সেটা ছিল | কজন গরাব ব্যক্তির | পরিশ্রম করত

فِى الْبَحْرِ فَاَرَدْتُّ اَنْ اَعِيْبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُمْ مَّلِكٌ يَّاْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ غَصْبًا ﴿٧٩﴾

সমুদ্রের মধ্যে | সুতরাং আমি চেয়েছি | যে | তা ক্রটি যুক্ত করি | এবং | ছিল | তাদের পিছনে | এক রাজা | নিয়ে নিত | প্রত্যেক | নৌকা | জোরপূর্বক

৭৪। পরে সে দুজন আবার চলতে লাগল। পরে তারা একটি বালককে দেখতে পেল। সে ব্যক্তি তাকে হত্যা করল। মূসা বললঃ 'আপনি একটি নিষ্পাপ জীবনকে হত্যা করলেন, অথচ সে তো কাউকে হত্যা করেনি? আপনি তো বড় অন্যায় করে ফেলেছেন? ৭৫। সে বলল আমি কি আপনাকে বলি নি যে আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরতে পারবেন না? ৭৬। মূসা বললঃ 'অতঃপর আমি যদি আর কিছু আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করি, তাহলে আপনি আমাকে সংগে রাখবেন না। এখন তো আমার দিক হতে আপনি ওযর আপত্তি মুক্ত হলেন!' ৭৭। পরে তারা সামনের দিকে চলতে চলতে একটি জন-বসতিতে গিয়ে পৌছিল। আর সেখানকার লোকদের নিকট খাবার চাইল। কিন্তু তারা এই দুইজনের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করল। সেখানে তারা একটি দেয়াল দেখতে পেল। যা পড়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল। সেই ব্যক্তি তা খাড়া করে দিল। মূসা বললঃ 'আপনি ইচ্ছা করলে এই কাজের মুজুরী গ্রহণ করতে পারতেন'। ৭৮। সে বললঃ 'বাস্ এখাইে তোমার আমার সহযাত্রা শেষ হয়ে গেল। এখন আমি তোমাকে সেই সব বিষয়ের তাৎপর্য বলব, যে বিষয়ে তুমি ধৈর্য ধারণ করতে পারোনি। ৭৯। সেই নৌকাটির ব্যাপার এই ছিল যে, তা ছিল কয়েকজন গরীব ব্যক্তির, তারা নদীতে শ্রম মজদুরী করত। আমি তা দোষ-যুক্ত করে দিতে চাইলাম। কেননা সামনে এমন এক বাদশাহর অঞ্চল রয়েছে যে প্রত্যেকটি (ত্রুটিমুক্ত) নৌকাকে জোরপূর্বক কেড়ে নিত।

وَ اَمَّا الْغُلٰمُ فَكَانَ اَبَوٰهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِيْنَآ اَنْ يُّرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَّ

আর ব্যাপার ছেলেটির হল অতঃপর ছিল তার পিতামাতা দুজন মুমিন তখন আমরা আশংকা করলাম যে তাদের দুজনকে সে কষ্টদেবে বিদ্রোহাচরণ করে ও

كُفْرًا ﴿٨٠﴾ فَاَرَدْنَآ اَنْ يُّبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكٰوةً وَّ اَقْرَبَ رُحْمًا ﴿٨١﴾ وَ

কুফুরীর (পথে চলে) সুতরাং আমরা চাইলাম যে দুজনকে পরিবর্তে দেবেন দুজনের রব উত্তম চেয়ে তার পবিত্র মহৎ এবং ঘনিষ্ট তর মহব্বত ও রক্ত সম্পর্ক রক্ষায় আর

اَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلٰمَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِى الْمَدِيْنَةِ وَ كَانَ تَحْتَهٗ كَنْزٌ لَّهُمَا وَ

ব্যাপার দেয়ালটির (হল) অতঃপর (এইযে) সেটা ছিল দুটি ছেলের পিতৃ হীন মধ্যে শহরটির এবং ছিল তার নীচে গুপ্তধন দুজনের জন্যে এবং

كَانَ اَبُوْهُمَا صَالِحًا ۚ فَاَرَادَ رَبُّكَ اَنْ يَّبْلُغَآ اَشُدَّهُمَا وَ يَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا ۖ

ছিল তাদের দুজনের বাপ নেককার ব্যক্তি সুতরাং চাইলেন আপনার রব যে দুজনে পৌছবে তাদের দুজনের যৌবনে এবং দুজনে উদ্ধার করবে গুপ্তধন দুজনের

رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ۚ وَ مَا فَعَلْتُهٗ عَنْ اَمْرِىْ ؕ ذٰلِكَ تَاْوِيْلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَّلَيْهِ

(এটা) দয়া আপনার রবের এবং না তা আমি করেছি থেকে আমার এখতিয়ার এটা তাৎপর্য যে বিষয়ে পারেন নাই তার উপর

صَبْرًا ﴿٨٢﴾

ধৈর্যধরতে

৮০। তার পর সেই ছেলেটির কথা! তার পিতা-মাতা ছিল ম'মিন। আমরা আশংকা বোধ করলাম যে, এই ছেলেটি বিদ্রোহী আচরণ করে ও কুফুরির পথে চলে তাদেরকে কষট দেবে। ৮১। এ কারনে আমরা চাইলাম যে, তাদের রব ওর পরিবর্তে এমন সন্তান তাদের দেন, যে চরিত্রে ও তার তুলনায় উত্তম হবে, আর যে মাতা পিতার প্রতি ভক্তি, ভালবাসা ও সাধারণ রক্ত-সম্পর্ক রক্ষায় অধিক যত্নবান হবে। ৮২। আর দেয়ালটির ব্যাপার এই যে, তা দুজন এতিম ছেলের মালিকানা; তারা এই শহরেই বাস করে। এই দেয়ালের নীচে এই ছেলে দুটির জন্য এক সম্পদ গচ্ছিত রয়েছে। এবং তাদের পিতা ছিল এক জন নেককার ব্যক্তি। এই কারণে আপনার রব চাইলেন যে, এই দুটি ছেলে বালেগ হয়ে তাদের জন্য গচ্ছিত এই সম্পদ তারা বের করে নিবে। এ আপনার রবের রহমতের কারণে করা হয়েছে। আমি নিজের ইচ্ছা ও ইখতিয়ারে এর কোনটিই করিনি। এই হচ্ছে সে সব বিষয়ের তাৎপর্য যে জন্য আপনি ধৈর্য ধারণ করতে পারেননি [২০]।

(২০) এই কাহিনীতে একথা তো সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাচেছ যে, হযরত খিজির (আঃ) যে তিনটি কাজ করেছিলেন তা আল্লাহতা'আলারই নিদের্শে করেছিলেন। একথাও অতি পরিষ্কাররূপে বুঝা যায় যে তিনটি কাজের মধ্যে প্রথম দুটি কাজ এরূপ ছিল যার অনুমতি কোন শরীয়তে কোন মানুষকে কখনো দেয়া হয়নি। এমন কি এলহামের ভিত্তিতেও কোন মানুষ কারো মালিকানাভুক্ত নৌকা এজন্যে খারাব করে দিতে পারে না যে, আগে গিয়ে কোন ছিনতাইকারী নৌকাটি ছিনিয়ে নেবে এবং কোন বালককে এজন্যে হত্যা করতে পারেনা যে, বড় হয়ে সে কাফের বা অবাধ্য হবে। এ কারণে একথা না মেনে উপায় নেই যে হযরত খিজির এ কাজ শরীয়তের বিধান অনুসারে করেন নি; বরং তিনি এ কাজ করেছিলেন আল্লাহর ইচ্ছা 'মশিয়ত' অনুসারে। তাছাড়া এ জাতীয় নির্দেশাবলী পালনের জন্যে আল্লাহতা'আলা মানুষ ছাড়া অন্য এক প্রকার সৃষ্টি দিয়ে কাজ নিয়ে থাকেন। কাহিনীর প্রকৃতি থেকে একথাও পরিস্ফুটিত হচ্ছে যে, পর্দার অন্তরালে আল্লাহতা'আলার 'মশিয়তে'র কারখানায় কিরূপ মসলেহাত অনুযায়ী কাজ হয়ে থাকে- যা বুঝা মানুষের সাধ্যের অতীত- পর্দা অপসারিত করে মূসা (আঃ)কে এক নজর তা দেখানোর জন্যে আল্লাহতা'আলা হযরত মূসাকে তাঁর এই বান্দার কাছে প্রেরণ করেছিলেন। আল্লাহতাআলা হযরত খিযিরের প্রতি 'বান্দাহ' শব্দটি ব্যবহার করেছেন- মাত্র এই যুক্তিটুকু তাকে মানুষ মনে করার পক্ষে যথেষ্ট হতে পারে না। সূরা আম্বিয়া ২৬ আয়াত, সূরা যোখরোফ ১৯ আয়াত এবং আরো বারোটি জায়গায় ফেরেশতাদের ক্ষেত্রেও ঐ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

وَ يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنْ ذِى الْقَرْنَيْنِ ؕ قُلْ سَاَتْلُوْا عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكْرًا ؕ﴿۸۳﴾ اِنَّا مَكَّنَّا

এবং তোমাকে প্রশ্ন করছে সম্বন্ধে জুলকারনাইন বল পাঠকরে শুনাব তোমাদের কাছে তাথেকে (কিছু) বর্ণনা নিশ্চয়ই আমরা আমরাকর্তৃত্ব দিয়েছিলাম

لَهٗ فِى الْاَرْضِ وَ اٰتَيْنٰهُ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ سَبَبًا ۙ﴿۸۴﴾ فَاَتْبَعَ سَبَبًا ﴿۸۵﴾ حَتّٰۤى

তাকে মধ্যে পৃথিবীর এবং আমরা দিয়েছিলাম তাকে থেকে প্রত্যেক জিনিষ কার্যোপকরণ সে অতঃপর অনুসরণ করল এক পথ শেষ পর্যন্ত

اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِىْ عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَّ وَجَدَ عِنْدَهَا

যখন পৌছল অস্তাচলে সূর্যের তা পেল অস্ত যাচ্ছে মধ্যে জলাশয় পঙ্কিল এবং সে পেল তার কাছে

قَوْمًا ؕ قُلْنَا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِمَّاۤ اَنْ تُعَذِّبَ وَ اِمَّاۤ اَنْ تَتَّخِذَ فِيْهِمْ حُسْنًا ﴿۸۶﴾

এক জাতিকে আমরা বললাম হে যুলকারনাইন হয় তুমি শাস্তি দাও আর না হয় তুমি অবলম্বন কর তাদের জন্যে সদ্ব্যবহার

قَالَ اَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهٗ ثُمَّ يُرَدُّ اِلٰى رَبِّهٖ فَيُعَذِّبُهٗ عَذَابًا نُّكْرًا ﴿۸۷﴾

সে বলল (তার) ব্যাপারে যে যুলম করেছে অতঃপর শীঘ্রই তাকে আমরা শাস্তি দিব এরপর ফিরিয়ে আনা হবে দিকে তার রবের অতঃপর তিনিশাস্তি দিবেন তাকে শাস্তি সাংঘাতিক

وَ اَمَّا مَنْ اٰمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَلَهٗ جَزَآءَ ۨالْحُسْنٰى ۚ وَ سَنَقُوْلُ لَهٗ مِنْ

আর ব্যাপারে (তার) যে ঈমান আনবে ও কাজ করবে নেকীর তবে তারজন্যে (রয়েছে) পুরস্কার উত্তম এবং আমরা বলব তাকে মধ্য হতে

اَمْرِنَا يُسْرًا ﴿۸۸﴾ ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا ﴿۸۹﴾ حَتّٰۤى اِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا

আমাদের নির্দেশের যা সহজ এরপর সে অনুসরণ করল আরও একপথ শেষ পর্যন্ত যখন পৌছে গেল উদয়াচলে সূর্যের সে তা পেল

تَطْلُعُ عَلٰى قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَلْ لَّهُمْ مِّنْ دُوْنِهَا سِتْرًا ۙ﴿۹۰﴾

উদয় হতে উপর এক জাতির আমরা সৃষ্টিকরি নাই তাদের জন্যে তাছাড়া কোন আবরণ

রুকূ-১১ ৮৩। আর হে মুহাম্মদ! এই লোকেরা তোমার নিকট যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে। তাদেরকে বল, আমি তার কিছু অবস্থা তোমাদেরকে শুনাচ্ছি। ৮৪। আমরা তাকে যমীনে আধিপত্য দান করেছিলাম এবং তাকে সব রকমের উপায়-উপাদানও দান করেছিলাম।৮৫। সে (সর্বপ্রথম পশ্চিম দিকে এক অভিযান চালাবার) এক পথ অবলম্বণ করল । ৮৬। যখন সে সূর্যাস্তের সীমা পর্যন্ত পৌছে গেল[২১], তখন সে সূর্যকে এক কাল পানিতে ডুবে যেতে দেখতে পেল[২২]। আর সেখানে সে একটি জাতির লোকদের সাক্ষাৎ পেল। আমরা বললামঃ হে যুলকারনাইন! তুমি চাইলে তাদের কষ্ট দিতে পারো, আর তাদের সাথে ভালো ব্যবাহারও করতে পারো।৮৭। সে বললঃ তাদের মধ্যে যে যুলম করবে, আমরা তাকে শাস্তি দান করব। অতঃপর তাকে তার রবের দিকে ফিরিয়ে আনা হবে। আর তিনি তাকে আরো কঠিন আযাব দিবেন। ৮৮। আর তাদের মধ্যে যারা ঈমান আনবে ও নেক আমল করবে তাদের জন্য উত্তম পুরস্কার রয়েছে। আর আমরা তাকে খুব সহজ বিধান দেব। ৮৯। পরে সে (অপর এক অভিযানের) আয়োজন করে। ৯০। এমন কি সে সুর্যোদয়ের স্থানে গিয়ে পৌছে গেল[২৩]। সেখানে সে দেখল যে, সুর্য এমন এক জাতির লোকদের উপর উদয় হচ্ছে যাদের জন্য সূর্যের তাপ হতে বাঁচার কোন ব্যবস্থা আমরা করে দেইনি।

---

(২১) অর্থাৎ পশ্চিম দিকের শেষ সীমা পর্যন্ত। (২২) অর্থাৎ সেখানে সুর্যাস্তের সময় এরূপ মনে করা হতো যে সুর্য সমুদ্রের কর্দমাক্ত কৃষ্ণবৎ পানিতে নিমজ্জিত হয়ে যাচ্ছে। (২৩) অর্থাৎ পূর্ব দিকের শেষ সীমা পর্যন্ত।

كَذٰلِكَ ۖ وَ قَدْ اَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ﴿٩١﴾ ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٩٢﴾ حَتّٰٓى اِذَا

যখন অবশেষে (আরও) সে অনুসরণ এর বৃত্তান্ত তার সাথে ঐ বিষয় আমরা পূর্ণ নিশ্চয়ই এবং এরূপ
এক পথ করল পর ছিল যা অবগত আছি ছিল

بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمَا قَوْمًا ۙ لَّا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ قَوْلًا ﴿٩٣﴾ قَالُوْا

তারা কথা তারা বুঝার নিকটেও না এক তাদের দুয়ের সে পেল দুই(পর্বত) মাঝে পৌছে
বলল হত জাতিকে ছাড়া ও প্রাচীরের গেল

يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِنَّ يَاْجُوْجَ وَ مَاْجُوْجَ مُفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ

তোমার আমরা তবে যমীনের মধ্যে অশান্তি মাজুজ ও ইয়াজুজ নিশ্চয়ই হে
জন্যে দিব কি (এঅঙ্গনে) সৃষ্টি কারী জুলকারনাইন

خَرْجًا عَلٰٓى اَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُمْ سَدًّا ﴿٩٤﴾ قَالَ مَا مَكَّنِّيْ فِيْهِ رَبِّيْ

আমার তার আমাকে যা সে একটি তাদের ও আমাদের বানাবে যে এই কর
রব মধ্যে ক্ষমতা দিয়েছেন বলল প্রাচীর মাঝে মাঝে তুমি (কাজে)

خَيْرٌ فَاَعِيْنُوْنِيْ بِقُوَّةٍ اَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴿٩٥﴾ اٰتُوْنِيْ زُبَرَ الْحَدِيْدِ ۗ حَتّٰٓى

অবশেষে লোহার পাত আমাকে মজবুত তাদের ও তোমাদের বানাবো শ্রমদিয়ে সুতরাং আমাকে (তাই)
সমূহ এনেদাও দেয়াল মাঝে মাঝে আমি তোমারা সাহায্যকর উৎকৃষ্ট

اِذَا سَاوٰى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوْا ۗ حَتّٰٓى اِذَا جَعَلَهٗ نَارًا ۙ قَالَ

সে আগুনে তা পরিণত যখন অবশেষে তোমরা সে বলল দুই পর্বত প্রান্ত মাঝে সমান যখন
বলল করল (হাফরে)দম দাও করে দিল

اٰتُوْنِيْٓ اُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴿٩٦﴾ فَمَا اسْطَاعُوْٓا اَنْ يَّظْهَرُوْهُ وَ مَا اسْتَطَاعُوْا

তারা সক্ষম না এবং তা তারা যে তারা অতঃপর গলিত তার আমি আমাকে
হত অতিক্রম করবে সক্ষম হত না তামা উপর ঢেলে দিই এনেদাও

لَهٗ نَقْبًا ﴿٩٧﴾

ছিদ্র করতে তাকে

৯১। এ ছিল তাদের অবস্থা। আর যুল কারনাইনের নিকট যা কিছু ছিল তা আমরা জানতাম। ৯২। অতঃপর সে (অপর এক অভিযানের) প্রস্তুতি গ্রহণ করল। ৯৩। সে যখন দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে পৌছিল তখন সে তাদের নিকট একটি জাতির লোকদেরকে পেল, যারা কথা-বার্তা খুব কমই বুঝতে পারে। ৯৪। সেই লোকেরা বলল যে, "হে যুলকারনাইন! ইয়াজুজ ও মাজুজ[২৪] এতদাঞ্চলে চরম অশান্তির সৃষ্টি করে ফিরছে। আমরা কি তোমাকে এই কাজের জন্য- যে তুমি আমাদের ও তাদের মাঝে একটি বাঁধ বেধে দিবে - তোমাকে কোন কর দিব?" ৯৫। সে বললঃ "আমার রব যা কিছু দিয়ে রেখেছেন তাই প্রচুর। তোমরা শুধু খাটুনি করে আমাকে সাহায্যে কর। আমি তোমাদের ও তাদের মধ্যে মজবুত দেয়াল নির্মাণ করে দিব। ৯৬। আমাকে লোহারপাত এনে দাও। শেষ পর্যন্ত যখন সে উভয় পাহাড়ের মধ্যবর্তী শুণ্যস্থান পূর্ণরূপে ভরে দিল, তখন লোকদেরকে বললঃ "এখন আগুনের কুন্ডলি উত্তপ্ত কর।" শেষ পর্যন্ত যখন (এই লৌহ-প্রাচীর) সম্পূর্ণরূপে আগুনের মত লাল হয়ে উঠল, তখন সে বললঃ "আনো, আমি এখন এর উপর গলিত তামা ঢেলে দেব, ৯৭। (এই দেয়াল এমন ছিল) ইয়াজুজ ও মাজুজ এর উপর হতে পার হয়ে আসতে পারত না। আর তাতে সুড়ঙ্গ করাও ছিল তাদের জন্য আরো দুষ্কর।

(২৪) ইয়াজুজ মাজুজ হচ্ছে এশিয়ার উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের সেই জাতিগুলি যারা প্রাচীনকাল থেকে সভ্য দেশগুলির উপর ধ্বংসাত্মক বর্বর হামলা চালিয়ে এসেছে এবং মাঝে মাঝে প্লাবনের মত উত্থিত হয়ে এশিয়া ও ইউরোপ উভয় দিকেই মোড় নিতে থাকে। হিযকিষেলের কিতাবে (৩৮-৩৯ অধ্যায়) রূশ ও তোবল (বর্তমান তোবলস্ক) এবং মস্‌ককে (বর্তমানে মস্কো) এদের এলাকা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ইসরাঈলী ঐতিহাসিক ইউসিফুস ইয়াজুজ মাজুজ অর্থে সিথিয়ান কওম বুঝেছেন- যাদের এলাকা ছিল কৃষ্ণসাগরের উত্তর পূর্বে অবস্থিত। জিরূমের বর্ণনা মতে মাজুজ ককেশিয়ার উত্তরে কাস্পিয়ান সাগরের নিকট বসবাস করতো।

قَالَ هٰذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَّبِّيْ ۚ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِّيْ جَعَلَهٗ دَكَّآءَ ۚ وَ كَانَ وَعْدُ رَبِّيْ حَقًّا ﴿٩٨﴾ وَ تَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَّمُوْجُ فِيْ بَعْضٍ وَّ نُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَجَمَعْنٰهُمْ جَمْعًا ﴿٩٩﴾ وَّ عَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكٰفِرِيْنَ عَرْضًا ﴿١٠٠﴾ الَّذِيْنَ كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ فِيْ غِطَآءٍ عَنْ ذِكْرِيْ وَ كَانُوْا لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَمْعًا ﴿١٠١﴾ اَفَحَسِبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنْ يَّتَّخِذُوْا عِبَادِيْ مِنْ دُوْنِيْٓ اَوْلِيَآءَ ۚ اِنَّآ اَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكٰفِرِيْنَ نُزُلًا ﴿١٠٢﴾ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالًا ﴿١٠٣﴾ اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ هُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا ﴿١٠٤﴾

(শব্দার্থ) সে বলল, এটা রহমত, হতে, আমার রবের, অতঃপর যখন, আসবে, ওয়াদা, আমার রবের, তা করে দেবেন, চূর্ণ-বিচূর্ণ, এবং, হল, ওয়াদা, আমার রবের, সত্য, এবং, আমরা ছেড়ে দেব, তাদের কতককে, সে দিন, তরঙ্গের মত পড়বে, মধ্যে, কতকের, এবং, ফুক দেয়া হবে, মধ্যে, শিংগার, অতঃপর তাদেরকে আমরা একত্রিত করব, এক সঙ্গে, এবং, আমার পেশ করব, জাহান্নামকে, সেদিন, কাফেরদের জন্যে, (যথা যথ) পেশকরা, যাদের, ছিল, তাদের চোখ গুলোর, মধ্যে, পর্দা, থেকে, আমার স্মরণ, এবং, তারা ছিল, না, সক্ষম হত, শুনতে, কি মনে করেছে, যারা, কুফুরী করেছে, যে, তারা গ্রহণ করবে, আমার বান্দাদেরকে, আমাকে ছাড়া, অভিভাবক রূপে, নিশ্চয়ই আমরা, আমরা প্রস্তুত করে রেখেছি, জাহান্নামকে, কাফেরদের জন্যে, মেহমানদারী হিসেবে, বল, কি, তোমাদেরকে খবর দিব আমরা, খুবই ক্ষতি গ্রস্থদের সম্বন্ধে, কর্ম সমূহে, যাদের, বিভ্রান্ত হয়েছে, তাদের প্রচেষ্টা, মধ্যে, জীবনের, দুনিয়ার, অথচ, তারা, মনে করে, যে তারা, উত্তম করছে, কর্ম

৯৮। যুল কারনাইন বললঃ এ আমার রবের রহমত; কিন্তু যখন আমার রবের ওয়াদার নির্দিষ্ট সময় আসবে তখন তিনি তাকে ধুলিস্যাৎ করে দিবেন। আর আমার রবের প্রতিশ্রুতি ওয়াদা বরহক নিঃসন্দেহ।" ৯৯। আর সেদিন[২৫] আমরা লোকদেরকে ছেড়ে দেব, (সমুদ্রের তরঙ্গমালার মত তারা) পরস্পরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হবে। আর শিংগায় ফুক দেয়া হবে এবং আমরা সব মানুষকে এক সঙ্গে একত্রিত করব। ১০০। সেদিন জাহান্নামকে কাফেরদের সামনে এনে উপস্থিত করব। ১০১। সেই কাফেরদের সামনে, যারা আমার নসীহতের ব্যাপারে অন্ধ হয়েছিল। আর কিছুই শুনতে সক্ষম ছিলনা।

রুকু-১২ ১০২। তাহলে এই লোকেরা যারা কুফরী নীতি গ্রহণ করেছে- কি এই কথা মনে করে যে, আমাকে ছেড়ে তারা আমার বান্দাদেরকে নিজের কর্মকর্তা বানিয়ে নেবে? আমরা এসব কাফেরদের মেহমানদারীর জন্য জাহান্নাম তৈরী করে রেখেছি। ১০৩। হে মুহাম্মদ! তাদেরকে বলঃ আমরা কি তোমাদেরকে বলব নিজেদের আমলের দিক দিয়ে সবচেয়ে ব্যর্থ ও অ সফল লোক কারা? ১০৪। তারা হচ্ছে সেই সকল লোক দুনিয়ার জীবনে যাদের যাবতীয় চেষ্টা ও সাধনা সঠিক পথ হতে বিভ্রান্ত হয়ে গেছে। আর তারা বুঝতে থাকে যে, তারা সব ঠিক কাজ করছে।

(২৫)অর্থাৎ কিয়ামতের দিন ।কিয়ামতের সত্য প্রতিশ্রুতির প্রতি যুলকারনাইন যে ইংগিত করেছিলেন তার সাথে সংগতিপূর্ণভাবে জের টেনে এই আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে।

أُولَٰٓئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَ لِقَآئِهٖ فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ

কায়েম সুতরাং তাদের তাই তার ও তাদের নিদর্শন অস্বীকার (তারাই) ঐসব

করব আমরা না কাজ গুলো নিষ্ফল হয়েছে সাক্ষাত রবের সমূহকে করেছে যারা লোক

لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا ﴿١٠٥﴾ ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَ اتَّخَذُوٓا

গ্রহণ ও অস্বীকার কারণে জাহান্নাম তাদের প্রতিফল এটাই ওজন কিয়ামতের দিনে তাদের

করেছে করেছে এ যা জন্যে

اٰيٰتِي وَ رُسُلِي هُزُوًا ﴿١٠٦﴾ اِنَّ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ

তাদের রয়েছে নেকী সমূহের কাজ ও ঈমান যারা নিশ্চয়ই বিদ্রূপ রূপে আমার ও আমার

জন্যে করেছে এনেছে রাসূলদেরকেও নিদর্শনাবলী

جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿١٠٧﴾ خٰلِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿١٠٨﴾ قُلْ

বল স্থানান্তর তা থেকে তারা চাইবে না তার মধ্যে তারা চিরস্থায়ী আপ্যায়ন ফিরদৌসের জান্নাত

হবে রূপে সমূহ

لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ

কথা সমূহ শেষ হবার পূর্বেই সমুদ্র অবশ্যই আমার কথা সমূহ (লেখার) সমুদ্র হয় যদি

হত নিঃশেষিত রবের (লেখার জন্যে) কালি

رَبِّي وَ لَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا ﴿١٠٩﴾ قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحٰٓى

ওহী তোমাদের একজন আমি শুধুমাত্র বল সাহায্যার্থে তার সমান আমরা যদিও এবং আমার

করা হয় মত মানুষ (সমুদ্র) এনেদিতাম রবের

اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ

সে অতপর তার সাক্ষাত কামনা করে সুতরাং একই ইলাহি তোমাদের যে আমার

কাজকরে যেন রবের যে কেউ ইলাহ প্রতি

عَمَلًا صَالِحًا وَّ لَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا ﴿١١٠﴾

(অন্য) তার রবের তার ইবাদতের শিরক করে না এবং নেক কাজ

কাউকে ক্ষেত্রে

১০৫।ইহারা সেই লোক যারা তাদের রবের আয়াতসমূহ মেনে নিতে অসবীকার করেছে এবং তাঁর নিকট উপস্থিত হওয়ার বিষয়ও বিশ্বাস করেনি। এ কারণে তাদের যাবতীয় আমল বিফল হয়ে গেল।কিয়ামতের দিন আমরা তাদেরকে কোন গুরুত্বই দেব না। ১০৬। তাদের পরিণাম হচ্ছে জাহান্নাম, সেই কুফরের পরিবর্তে যা তারা করছে। আর সেই ঠাট্টা-বিদ্রূপের বদলে যা তারা আমার আয়াত সমূহের প্রতি, আমার নবী- রসূলদের সাথে করছিল। ১০৭। অবশ্য যে সব লোক ঈমান এনেছে, আর নেক আমল করেছে তাদের মেহমানদারী করার জন্য ফেরদাউসের সজ্জিত বাগান রয়েছে ১০৮। সেখানে তারা চিরস্থায়ী বসবাস করবে। আর কখনই সে স্থান হতে বের হয়ে কোথাও যেতে তাদের মন চাইবে না। ১০৯। হে মুহাম্মদ! বল, সমুদ্রগুলি যদি আমার রবের কথা সমূহ লিখার জন্য কালি হয়ে যায়; তা হলে তা ফুরিয়ে যাবে, কিন্তু আমার রবের কথা লেখা শেষ হবে না; বরং এই সমুদ্র পরিমাণ কালি যদি আমরা আরো এনে দিই সাহায্যার্থে, তবে তাও যথেষ্ট হবে না[২৬]। ১১০। হে মুহাম্মদ বলঃ আমি তো একজন মানুষ মাত্র, তোমাদেরই মত। আমার নিকট ওহী পাঠানো হয় যে, তোমাদের রব শুধুমাত্র এক ও একক। অতএব যে লোক নিজের রবের সাথে সাক্ষাতের জন্য আশান্বিত হবে, সে যেন নেক আমল করে এবং বন্দেগী ও দাসত্বের ব্যাপারে নিজের রবের সাথে অপর কারো শরীক বানিয়ে না নেয়।

(২৬) আল্লাহতা ' আলার কথার অর্থ তাঁর কাজ, তাঁর কামালাত, তাঁর পূর্ণতাসূচক গুন-বৈশিষ্ট্য, তাঁর শক্তি, মহিমা ও তাঁর জ্ঞানকৌশল।